রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

ষষ্ঠ ভাগের সূচী।

পরিশিষ্ট।

চিত্রসূচী।

ষষ্ঠভাগ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত

"নারায়ণদেব ও পদ্মাপুরাণ" প্রবন্ধের

ভ্রম-সংশোধনী।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮০	১৭	মুসলমান-শিষ্যগণ	মুসলমান শিশুগণ
৮১	১৫	নির্ব্বিকারে	নির্ব্বিচারে
৮২	২৫	"ভ্রমাত্মক" শব্দের পর ও শ্রীরামচরণ নাথের পূর্ব্বে "কবি পরিচয়ের যে সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়" এই অংশ সংযুক্ত করিতে হইবে।	
৮২	২৭	শ্রীরামচরণ নাথ	শ্রীরামচরণে নাথ
৮৩	৯	সুকবিবল্লভে	সুকবিবল্লভ
৮৪	১৩	হয়ে	হয়
৮৫	১৬	সাহিত্যপত্রে	সাহিত্য-ক্ষেত্রে
৮৮	১৯	"করিয়ার" পর "বংশধর গণের" পূর্ব্বে "ময়মনসিংহে আগমন করেন, তদবধি এই বংশের" সংযুক্ত করিতে হইবে।	
৯১	২৬	বসুর	বসু
৯২	৫	নারায়ণদেব	নারায়ণদেবে কয়
৯৩	৮	মধুকুনা	মধুকুল্য
৯৩	৮	মধোকনা	মধোকল্য
৯৩	২৭	দেখাইনা	দেখাইলা
৯৫	১৯	উদ্দী	বেদী
৯৬	৩২	অষ্টকরি	অষ্টচারি

শ্রীশ্রীকালী
শরণং

শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মণঃ

চিত্র নং ৫৪।
রাজমন্ত্রী শিবপ্রসাদ বক্সীর হস্তাক্ষর।
ঐ জীবনী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

চিত্র নং ৫৩।
'অসমীয়া গ্রন্থবিবরণ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
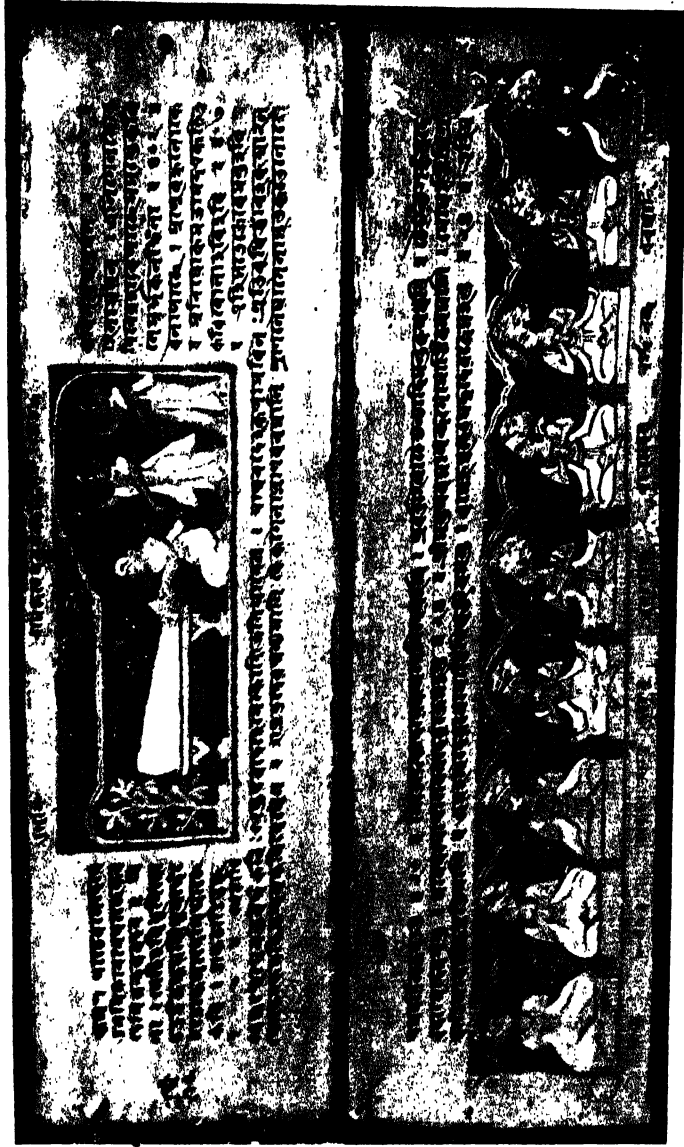
Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

রঙ্গপুর

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

অসমীয়া গ্রন্থ বিবরণী।

ভূমিকা।

অসমীয়া ভাষা বঙ্গভাষার সঙ্গে অতীব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত। উভয় ভাষার অক্ষরও প্রায় একই হওয়াতে সম্বন্ধ আরও ঘন বলিয়া প্রতীত হয়। এমন কি অসমীয়া ভাষায় লিখিত "অনন্ত রামায়ণ" খানি শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অতর্কিতে তদীয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। * অসমীয়া ভাষা বঙ্গভাষার 'উপভাষা' (dialect) কিংবা প্রকার-ভেদ কিনা এতদ্বিষয়ে এই স্থানে বিচার বিতণ্ডা অনাবশ্যক; যাঁহাদের ভাষা তাঁহারা যখন স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থই যত্নপরায়ণ, তখন আমাদের এই নিমিত্ত 'গরজ' দেখান অনুচিত মনে হয়। কিন্তু অসমীয়া ভাষার গ্রন্থাদি বিশেষতঃ প্রাচীন (মুদ্রিত ও অমুদ্রিত) পুস্তকগুলির আলোচনা যে নানা কারণে অতীব আবশ্যক, তাহা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত।

---

* "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র নূতন সংস্করণের ১৪৩ পৃষ্ঠে পাদ টীকায় দেখা যায়, দীনেশ বাবু "অনন্ত রামায়ণ" যে অসমীয়া ভাষার গ্রন্থ. তাহা জানিয়াছেন। অথচ সেই গ্রন্থের ভাষাদি সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকের অনেক স্থলে বিশেষতঃ ১৪১—১৪৩ পৃষ্ঠে যে সমস্ত উদ্ভট কথার অবতারণা দেখা যায়, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করেন নাই। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, দীনেশ বাবু যথাকালে অনন্ত রামায়ণের গ্রন্থকার বিষয়ে সংবাদ না পাওয়ায় এই সংস্করণের যথোচিত সংশোধন হয় নাই। তদুত্তরে দীনেশ বাবু লিখিত ইং ১৯০৬ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের চিঠি হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। * * "আমার বঙ্গভাষাও সাহিত্যের তৃতীয় সংস্করণ শীঘ্রই যন্ত্রস্থ হইবে, এবার অনেক পরিবর্ত্তনাদি করা প্রয়োজনীয় হইয়াছে, এজন্য নানাদিক্ হইতে মালমস্‌লা সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। এ সময় আপনার পত্রখানি পাইয়া অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক উপকরণগুলি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। * *" বলাবাহুল্য যে তৎকালেই অনন্ত রামায়ণ সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় আমার যতটা জানা ছিল, প্রেরিত হইয়াছিল। অপিচ পূর্ব্বোল্লিখিত পাদটীকায় (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৪৩ পৃষ্ঠে) দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন "আসামের প্রাচীন কবিগণের বিষয় আমরা সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহি। তাঁহাদের বিবরণ পাইলে আমরা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি।" ইহা দীনেশবাবুর কতটা প্রাণের কথা বলিতে পারি না। কিন্তু এটা ঠিক যে, অসমীয়া প্রাচীন কবিগণের বিবরণ পাইবার জন্য তিনি কোনও চেষ্টাই করেন নাই।—যদি করিতেন, তবে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য অন্য কাহাকেও না পাইলেও অন্ততঃ এই ক্ষুদ্র লেখককে পাইতেন। তবে একটা কথা; দীনেশ বাবু যতই কেন ঢক্কানিনাদ করুন না কেন তদীয় গবেষণার গভীরতা এবং অভিমতের সমীচীনতা সম্বন্ধে অনেকেরই ঘোরতর সন্দেহ আছে। যাহা হউক, সম্প্রতি বাহুল্যেনালম্—ভবিষ্যতে দীনেশ বাবুর 'বঙ্গভাষাও সাহিত্যে'র সম্যক্ সমালোচনা করিবার অভিপ্রায় রহিল।

বঙ্গ ভাষার বা বঙ্গীয় সমাজের যিনি ইতিহাস লিখিবেন, তাঁহার অসমীয়া, উড়িয়া, মৈথিলী প্রভৃতি নিকট সম্পর্কিত ভাষায় লিখিত গ্রন্থেরও আলোচনা করিতে হইবে। বাঙ্গালার সেই ভবিষ্য ঐতিহাসিকের যৎকিঞ্চিৎ সহায়তা বিধানার্থ গৌহাটি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভা হইতে যে সংগ্রহের অনুষ্ঠান করা যাইতেছে, আলোচ্যমান গ্রন্থদ্বয়ের বিবরণী তাহারই অগ্রফল।

১। গুরুলীলা আদি ছোবা (প্রথম খণ্ড)

প্রণেতা—কবিরামরায় দ্বিজ।

গ্রন্থখানি ১৮২২ শকে নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত।

প্রকাশকের নাম—শ্রীগঙ্গারাম বরুয়া বঙ্গালী কামরূপ। মূল্য ৸৹। ২২৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

বিষয়—আসামে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্যতম প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রী৺দেব দামোদরের জীবনচরিত। দামোদরের জন্ম ১৪১০ শক, মৃত্যু ১৫০২ শক।

লেখকের পরিচয়—কবি রাম রায় গ্রন্থে নিজের পরিচয় দেন নাই। কেবল ভণিতায় তদীয় গ্রন্থকারত্বের চিহ্নস্বরূপ পদ পাওয়া যায়। যথা—

"রামরায় কহে এবিয়ো আন কাম।
কলিমল দূর হৌক বোলা রাম রাম॥"

তিনি ঠিক কোন সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। তবে দেবদামোদরের শিষ্য মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন, তাই তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

গ্রন্থখানি পদ্যে রচিত। ইহাতে এই সকল ছন্দ আছে :—

(ক) 'পদ' অর্থাৎ বাঙ্গালা পয়ার। দৃষ্টান্ত, কবির প্রাগুদ্ধৃত ভণিতা।

(খ) দুলরী বা লঘু ত্রিপদী, যথা—

হরিব নামে সে নিস্তারিবে পারে
ভার্য্যপুত্র বিষময়।
আপনি নিস্তারা রাম হরি বোলা
পাপব হৌক প্রলয়॥

(গ) ছবি বা দীর্ঘ ত্রিপদী, যথা—

রাম বনে যাস্তে যেন লক্ষ্মণক বারম্বার
অযোধ্যাতে থাকিবে বুলিলা।
ঈশ্বরব ইচ্ছালীলা কোঁনে বুঝিবাক পারে
ভক্তসনে সবে আকুলিলা॥

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ত্রিপদীর প্রথম দুই পদে পরস্পর মিল নাই; তবে মধ্যে মধ্যে মিল যে না থাকে এমন নহে।

(ঘ) ঝুমুরি (অষ্টাক্ষর ছন্দ :—

পৰ্ব্বানন্দ বলদেৱ
যাতসম নাহিকেৱ। ৮৩৪
বেহাৱত ৰহিলন্ত।
হৰিৰ একান্ত সন্ত॥
যাত্রা মহোৎসব যত।
কৰাৱন্ত অবিৰত॥ ৮৩৫

ৰলা আবশ্যক যে গ্রন্থের প্রথমাবধি শ্লোক সংখ্যা দেওয়া আছে, '৮৩৪' '৮৩৫' ঐ সংখ্যা সূচক। প্রায়শঃ চারিটি ছত্রে (ত্রিপদীর আটটিতে) এক একটি সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

বন্দনা।

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

গ্রন্থের প্রারম্ভ :—

বন্দে দামোদৰং শান্তং করুণার্ণব বিগ্রহং।
যৎপাদস্পর্শমাত্রেণ ভববন্ধাদ্বিমুচ্যতে॥
(আৰও দুইটি শ্লোক)

পদ।

জয় জয় কৃষ্ণ তযু চৰণে শৰণ।
জয় জগন্নাথ প্রভু পতিত পাবন॥
তোমাৰ চৰণে হেৰা পশিলোঁ শৰণ।
কৃপাৰ সাগৰ তুমি ভগতৰ ধন॥ ১
ভূমিভাৱ হৰিবাৰ অৰ্থে নাৰায়ণ।
দৈবকীত জাত দেব অসুৰ বন্দন॥
গোকুলক গৈয়া নন্দ যশোদাৰ ঘৰে।
বালক স্বৰূপে ক্রীড়া কৰা নিৰন্তৰে॥ ২

সমাপ্তি—

এহি মানে ইতো পুস্তকৰ সমাপত।
দান্তে তৃণ ধৰো হেৰা ক্ষম দোষ যত॥
হ্রস্ব দীর্ঘ হৈল বুলি ন ধৰিবা দোষ।
দামোদৰ কীৰ্ত্তন বুলি মন কৰা তোষ॥

এহি মানে ইতো কথা হৈল সমাপতি।
রাম রাম বুলি সবে তরিয়ো দুর্গতি॥ ১০৯০
আদি চোরা অন্ত।

মন্তব্য—যাঁহার জীবনী এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কায়স্থ কুলপ্রদীপ শঙ্করদেব চৈতন্যের ন্যায় এবং তৎ-সমকালেই আসামে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। প্রচারপ্রণালীও প্রায় চৈতন্য দেবেরই মত। সে যাহা হউক, তাঁহার দুইজন প্রধান পারি-পার্শ্বিক ছিলেন, কায়স্থ মাধবদেব মন্ত্রশিষ্য, এবং ব্রাহ্মণ দেবদামোদর। মাধবদেবকে সাধারণতঃ লোকে মহাপুরুষ বলিত। শঙ্করদেবের মৃত্যুর পর তন্মতাবলম্বিগণের মধ্যে দুইটী প্রধান দল হইয়া পড়ে; মাধবদেবের দলের নাম 'মহাপুরুষীয়া এবং দেবদামোদরের দলের নাম দামোদরীয়া বা বামুনীয়া হইল। দুই দলের মধ্যে সম্প্রতি বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। কেবল মহাপুরুষীয়াগণ কিন্তু গোঁড়া বৈষ্ণব—অন্য দেবদেবী মানে না। দামোদরীয়ারা এ বিষয়ে অতীব উদার এমন কি ৺কামাখ্যা মন্দিরে গিয়া বলিবিধানেও পরাঙ্মুখ নহে।

দামোদরীয়া সম্প্রদায়েরই এখন প্রতিপত্তি এবং লোক সংখ্যা অধিক। আসামের প্রধান চারিখানি সত্র অর্থাৎ আখড়া (আউনি আটি, দক্ষিণ পাট, গরমুরা ও কুরুয়াবাহী) এই সম্প্র-দায়ের অন্তবর্ত্তী। মহাপুরুষীয় সত্রের মধ্যে বড়পেটাস্থিত সত্রই সর্ব্বপ্রধান।

দেবদামোদর ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে কোচবিহারও গিয়াছিলেন। অত্রত্য বৈকুণ্ঠপুর নামক স্থানে তাঁহার দেহান্ত হয়। তাঁহার শিষ্য অনেক হইয়াছিল; তন্মধ্যে আউনি আটি সত্রের স্থাপয়িতা বংশীবদন, কোচবিহার বৈকুণ্ঠপুর সত্রের প্রথম অধিকার (মোহন্ত) পরমানন্দ, এই গুরুলীলা প্রথম খণ্ডের রচয়িতা রামরায়, ব্যাসকুচির অর্জ্জুনদেব এবং পাটবাউসির ভট্ট-দেব প্রধান ছিলেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তি একজন প্রবীণ গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহার প্রণীত "কথাভাগবত"—গদ্যে লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের কথা—অসমীয়া সাহিত্যের এক প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে; ইণ্টারমেডিএট্ ও বি, এ, পরীক্ষার্থী ছাত্রেরা আপিও রচনার আদর্শরূপে এই মহাগ্রন্থের অংশ বিশেষ অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

১। গুরুলীলা শেষ ছোবা। (অন্ত্য খণ্ড)

প্রণেতা—কবি রমাকান্ত দ্বিজ।

গ্রন্থখানি হস্ত লিখিত; 'সাচীপাতে' অর্থাৎ অগুরুত্বকে * লিখিত। গ্রন্থের পত্র সংখ্যা ৫৮, অর্থাৎ ১১৬ পৃষ্ঠা। প্রায় প্রতি পত্রে এক একখানি রঙ্গীণ চিত্র আছে, চিত্রগুলি পত্রে বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধীয়। প্রতি পৃষ্ঠে ৯।১০ পংক্তি লিখিত।

---

* হর্ষচরিত সপ্তম-উচ্ছ্বাসে আছে কামরূপাধিপতি ভাস্কর বর্ম্মাদূতদ্বারা হর্ষদেবকে (সপ্তম শতাব্দীতে) কতকগুলি উপহার প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে অগুরুত্বকে লিখিত কতকগুলি গ্রন্থও ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আজ দ্বাদশ শত বর্ষেরও অধিককাল হইতে এই 'সাচীপাত' কামরূপাঞ্চলে চলিয়া আসিতেছে।

লেখকের নাম গোপীনাথ; লেখার তারিখ ১৬৮৮ শক শ্রাবণ মাস বৃহস্পতিবার তৃতীয়া তিথি। বিজয় খনিকর কর্ত্তৃক চিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছে।

লেখার ভঙ্গি প্রাচীন; ইহা সহজে পাঠ করা যায় না। ক ও ব এর আকৃতি দেবনাগরের ন্যায়। "অ' ঘ এর ন্যায়, 'শ' গ এর ন্যায়, 'হ্' হ্ব এর ন্যায় 'ঋ' ঝ এর ন্যায়, 'ক্ত' হ্ন এর ন্যায়, 'ঞ্চ' যু এর ন্যায় 'স্থ' স্ব এর ন্যায় দেখায়। সম্প্রতি যে 'ড়' অসমীয় ভাষা হইতে বর্জ্জিত হইয়াছে এই গ্রন্থে তাহা লিখিত হইয়াছে। ছাপার প্রথম খণ্ড গুরুলীলায়ও এই 'ড়' আছে।

গ্রন্থ প্রণেতার পরিচয় গ্রন্থসমাপ্তিতে আছে—যথাস্থানে উদ্ধৃত হইবে; ভণিতায় তদীয় নামোল্লেখ দেখা যায়, যথা—

কৃষ্ণৰ চৰণে মোৰ বাঢ়োক ভকতি।
বোলে ৰমাকান্ত দ্বিজ অতি শিশু মতি ॥

বলা আবশ্যক যে হস্তলিখিত এই পুঁথিতে পংক্তিগুলি প্রদর্শিতানুরূপ পৃথক্ পৃথক্ লিখা হয় নাই। এমন কি মধ্যে মধ্যে ইহাও দেখা যায় যে 'কা' লিখিতে এক পংক্তিতে 'ক' অন্য পংক্তিতে তার আকারটি লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থের বিষয়—ইহা বনমালিদেবের জীবনী। ইনি দেব দামোদরের প্রশিষ্য এবং বংশীবদন দেবের (পূর্ব্ব গ্রন্থ বিবরণী দ্রষ্টব্য,) শিষ্য ছিলেন। ইঁহারই কর্ত্তৃক প্রসিদ্ধ 'দক্ষিণপাট' সত্র স্থাপিত হয়। ইঁহার জন্ম শক গ্রন্থ মধ্যে নাই। আশ্বিনের শুক্লাপঞ্চমী ইঁহার জন্মতিথি। কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণ এবং আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহ ইঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন, ইঁহারা খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর লোক; অতএব বনমালিদেবও ঐ সময়েরই লোক ছিলেন। গ্রন্থকার রমাকান্ত বনমালিদেবের শিষ্য এবং রামদেবের অনুগত ছিলেন। রামদেবই তাঁহাকে এই পুস্তক রচনার্থে আদেশ করেন। গ্রন্থকারও খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন, এ কথা অনুমান করা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থের ছন্দঃ প্রভৃতি প্রথম খণ্ডেরই ন্যায়। তবে ইহাতে একটি অতিরিক্ত ছন্দঃ পাওয়া যায়, ইহার নাম 'লেচারি" বাঙ্গালায় ইহাকে "অতি দীর্ঘ ত্রিপদী" বলিতে পারি। যথা:—

এহি মতে জেবে সন্ত হৰি: বৈকুণ্ঠে গৈলন্ত ৰঙ্গকৰি: বৈষ্ণবৰ দেহে সোকাগ্নি জলিয়া গৈল।
আপুন দেহক পাসৰিল: শ্রুতি বুধি জ্ঞান হৰাইল: সোকে মকমকি ক্রন্দন কৰিবে লৈল ॥ *

---

* ১ নং পত্র চিত্রের শেষ তিন পংক্তি দেখুন। এই পৃষ্ঠে যে ছবি আছে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে গুরুদেবের মৃতদেহ তুলসীবৃক্ষ সমীপে খট্টার উপরে বস্ত্রাচ্ছাদিত, কেবল পা দুখানি অনাবৃত, উহা ধারণ করিয়া শিষ্য রামদেব "অণ্ডৰ্ল" (অন্তর্জ্জলি) করিতেছেন, বিপ্রভক্তদ্বয় ক্রন্দন করিতেছেন। বলা বাহুল্য এই পৃষ্ঠের বর্ণিত বিষয়ও ইহাই।

গ্রন্থের আরম্ভ— শ্রীকৃষ্ণায় নমোনমঃ॥

জয় জয় কৃষ্ণদেব পৰম পুৰুষ।
অনাদি অনন্ত সত্য শুদ্ধ হৃষিকেশ।
নমোনমো মাধব দৈত্যাৰি বাসুদেব।
তোমাৰ পদাৰ্ৰবিন্দে পড়ি কৰো সেৱ॥ ১

গ্রন্থের সমাপ্তিঃ—

আছিলন্ত সন্ত গ্রামে হৰি ভাৰতি নামে
দ্বিজবৰ পৰম সুমতি
অনেক জতনে তেহে কৈলা সোহ্ল (*) নাম স্নেহে
উপদেষ দিলন্ত ভকতি।
তানপুত্র অনুপাম শ্রীমন্ত মুকুন্দ নাম
সন্তসেৱা ৰত মহাশয়।
ভকতক একত্র কৰি সত্র কৰি ভজি হৰি
আশ্রয় কৰাইলা লোকচয়। ৪৩৮
তাহান তনয় আতি পাঠকচন্দ্র জে খ্যাতি
ভাগবত সাম্প্রত সুসাৰ।
সন্তৰ সেৱতি ৰতি কৰন্ত হৰিত পৃতি
তেহে জানা জনক আমাৰ॥
আসিয়া মনত ৰঙ্গে গোসাঞিঁ বনমালি সঙ্গে
থৈলা মোক পৰম বিশ্বাসে
গোসাঞিঁ বনমালি সন্ত কৃপাকৰি বুলিলন্ত
আশ্রয় কৰিয়া ৰৈলো পাসে॥ ৪৩৯
জাৰ কৃপা লেষ পাই অধমো নিস্তৰি জাই
হেনয় প্রভুৰ সঙ্গ পাইলো।
তথাপি তো মন্দমতি তাহান চৰণ ৰতি
একচিত্ত ভাৱে ন কৰিলো॥
অনেক জন্মৰ জ্ঞান চক্ষুৰূপে গোসাঞি প্রাণ
ভৈলা আসি পৃথিবি আসিয়া।
হেনয় কৃপালু দেৱ নকৰিয়া তাঙ্ক সেৱ
নসিলোহো তাঙ্ক নভজিয়া।৪৪০

---

* সোহ্ল অর্থাৎ ষোল নাম অর্থাৎ "হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি।

হে জগতৰ নাথ　　প্ৰণামো নমাই মাথ
বনমালি ৰূপ ধৰ হৰি।
তোমাৰ চৰণে চিত　　সুগুচোক প্ৰতি নিত
ভজো হেৰা একচিত্ত কৰি॥
হে সভাসদ লোক　　নিন্দা নকৰিবা মোক
বঢ়া টুটা দোষক দেখিয়া।
ঈশ্বৰৰ অংস সন্ত　　গুণৰ নাহিকে অন্ত
সিমা কোনে কৰিবে কহিয়া॥ ৪৪১

তথাপিতে সন্তোপিয়া　　যথামতি নিবন্ধিয়া
সেৱা কৈলো সন্তৰ চৰিত্ৰ।
এহিমানে সমাপতি　　কৈলো মঞি অল্পমতি
সন্তগুণ পৰম পবিত্ৰ॥
হৰি পাৱে নিবেদিলো　　দেহাদিকো সমৰ্প্পিলো
দিয়া তযু পদতলে ঠাই।
নমোনমো ৰামদেৱ　　চৰণত কৰো সেৱ
তুমি বিনে কৃপাকৰ নাই॥ ৪৪২

কৃপা কৰি আজ্ঞা দিলা　　মনে সক্তি সমৰ্পিলা
তাতে সে মোহোৰ ভৈল মতি॥
আসিৰ্ব্বাদ দিয়া মোক　　সন্তসেৱা গুগুচোক
সদা হৌক হৰিত ভকতি॥
সুনা সবে ভক্তলোক　　কিছো দয়া কৰা মোক
চৰণত কোটি কৰো সেৱ।
অল্পমতি বুদ্ধিহীন　　মোত পৰে নাহি দিন
ইতো সংসাৰত আন কেৱ।
ক্ষমা কৰিয়োক দোষ　　আপুনি হয়োক তোষ
হৰি ভজা তেজি আন কাম।
কৰিয়োক চিত্ত সান্ত　　বোলে দ্বিজ ৰমাকান্ত
নিৰন্তৰে বোলা ৰাম ৰাম॥ ৪৪৫

লিখকে নাস্তি দুষনং। ভিমেস্যাপি ৰণোভঙ্গ মুঁনিৰোপি মতি ভ্ৰমং॥ শ্ৰীবনমালিদেৱ কৃত ? সমাপ্তং। শ্ৰীজাদৱৰদাস গুপিনাথেন লিখিতং॥ ১৬৮৮

শ্ৰীকৃষ্ণায় নমোনমঃ। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং

শ্রাবণ মাস বৃহস্পতিবাৰ ত্রিতিয়া তিথিত পুথি লিখা সাঙ্গ হুইচে॥ শ্রীগুৰবে নমঃ। শ্রীজাদবৰ দাস বিজই খনিকৰে প্রতিমা কৰিছে॥

মন্তব্য। এই পুঁথির চতুর্থ পত্র হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—

নমো সৌনকাদি ঋষি সব ব্রহ্মবাদি।
প্রবর্ত্তাইল ভাগৱত শাস্ত্র যে অনাদি॥
বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্র ইতো শ্রীভাগৱত
সম্প্রদায়রূপে প্রবর্ত্তিল জগতত॥ ২৩
সিতো সম্প্রদায়ক আপুনি দেৱ হৰি।
প্রবর্ত্তাইলা চৈত্যন্যাদি সন্ত রূপ ধৰি॥
চৈত্যন্য শঙ্কৰ দেৱ দামোদৰ সন্ত
মাধৱ গোপাল বলদেৱ যে মহন্ত॥ ২৪
শ্রীমন্ত পৰমানন্দ গোসাঞি বনমালি।
গোসাঞি মিশ্র আছিলা ধর্ম্মক প্রতিপালি॥
জয় জয় হৰিদেৱ গোসাঞি নিৰঞ্জন সন্ত।
ৰামকৃষ্ণদেৱ যদুদেৱ যে মহন্ত॥ ২৪
এহি সব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকমহাজন।
সবাৰো চৰণ মঞি কৰোহো বন্দন॥

এই পত্রে চৈতন্য, শঙ্কর, দেবদামোদর, মাধব, গোপাল, বলদেব, পরমানন্দ, বনমালী এবং মিশ্রের ছবি লিখিতানুক্রমে আছে। সকলেরই আকৃতি প্রায় একই প্রকার। প্রত্যেক মূর্ত্তির নিম্নে নাম আছে। লক্ষ্যের বিষয় এই যে সর্ব্বপ্রথম চৈতন্যদেব বামদিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন, শঙ্কর প্রভৃতি অপরের দৃষ্টি তাঁহার দিকে নিবদ্ধ। *

মাধবদেব প্রবর্ত্তিত মহাপুরুষীয়াগণ চৈতন্যকে মানে না। শঙ্করমাধব রচিত ধর্ম্মগ্রন্থে —কীর্ত্তন ও ঘোষায়—চৈতন্যের নামগন্ধও নাই। কিন্তু দামোদরীয়াগণের মতে দেখা যায় চৈতন্য দেব অবতার এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গুরুলীলা ১ম খণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ড এই পুস্তকদ্বয় গৌহাটি টকৌবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকান্ত স্মৃতিব্যাকরণবেদান্ততীর্থ মহাশয় গৌহাটি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার পঞ্চদশ অধিবেশনে (অগ্রহায়ণ ১৩১৭) প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং এই গ্রন্থদ্বয় অবলম্বনে দেবদামোদর এবং বনমালিদেবের জীবনী সম্বন্ধে একটি উপাদেয় প্রবন্ধও পাঠ করিয়াছিলেন— প্রবন্ধটি পত্রিকান্তরে প্রকাশার্থ প্রেরিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড গুরুলীলা ছাপার বহি; সুতরাং অনায়াসেই ইহা সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু হস্ত লিখিত দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকখানি কামরূপ বরপেটার মৌজাদার শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর মিশ্র হইতে ৫০৲ টাকার খত দিয়া আনীত হইয়াছিল।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

---

* ২ নং পত্র-চিত্র দ্রষ্টব্য।

সেরপুরের প্রাচীন মূর্ত্তি

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার পঞ্চম ভাগের অতিরিক্ত সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় কয়েকটি প্রাচীন প্রস্তর মূর্ত্তির চিত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চিত্রগুলি অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট ও কালে মূর্ত্তিতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের বিশেষ উপকারে আসিবে। হরগোপালবাবু নিজের আবিষ্কৃত মূর্ত্তিগুলি সম্বন্ধে নিজের মত প্রকাশ না করিয়া সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যা-ভূষণ পি, এইচ, ডি, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল প্রভৃতি বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান ঐতিহাসিকগণকে মূর্ত্তিগুলির চিত্র প্রেরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের মত সংগ্রহ করিয়া স্বীয় প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। মৈত্রেয় মহাশয় সময়াভাব বশতঃ বা অপর কোনও কারণে প্রত্যেক মূর্ত্তির সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া, ঐতিহাসিকগণের নিকট এইগুলির গুরুত্বজ্ঞাপক পত্র লিখিয়াছিলেন ও মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার বিদ্যাভূষণ প্রত্যেক মূর্ত্তি সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বলিয়াছেন। হরগোপালবাবুর প্রবন্ধের অনেকগুলি মূর্ত্তিই নূতন, সুতরাং সে গুলির বিবরণ প্রকাশিত হওয়া উচিত। এই প্রবন্ধ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মন্তব্যগুলির প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রকাশিত হইতেছে না, যথাযথ বিবরণ পাইলে মূর্ত্তি-তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের গবেষণার সাহায্য হইতে পারে এই নিমিত্তই প্রকাশিত হইতেছে মাত্র। "সেরপুরের ইতিহাসে" সর্ব্বসমেত আটটি প্রস্তরমূর্ত্তির চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে; ইহার মধ্যে তিনটি সেরপুরের গোবিন্দরায় বিগ্রহের বাটীতে রক্ষিত, একটি কাশীপাড়ায়, একটি গোয়ালপাড়ায় ও তিনটি কৌশল্যাতলায় রক্ষিত আছে। গোবিন্দরায় বিগ্রহের বাটীতে রক্ষিত তিনটি প্রস্তরমূর্ত্তির মধ্যে (১) একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি, (২) দ্বিতীয়টি হরগৌরী বা উমা-মহেশ্বর মূর্ত্তি ও ৩) তৃতীয়টি অজ্ঞাত। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার বিদ্যাভূষণ ইহাকে "একজাতীয় বৌদ্ধ তারা" (চামুণ্ডা) দেবী বলিয়াছেন (১)। বস্তুতঃ ইহাকে চামুণ্ডা মূর্ত্তি বলা যাইতে পারে না। সপ্তমাতৃকার মধ্যে চামুণ্ডার নাম আছে; কিন্তু তাঁহার ধ্যান ও আকার অন্যরূপ। লেখক এ পর্য্যন্ত যতগুলি সপ্তমাতৃকার মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোনটিতে চিত্রানুরূপ চামুণ্ডা মূর্ত্তি নাই। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মেও দশভুজা উলঙ্গ নর্ত্তনশীল মনুষ্যত্রয়ের স্কন্ধোপরি নর্ত্তনশীলা কঙ্কালাবশিষ্টা দেবী মূর্ত্তির পূজার পদ্ধতি ছিল না। অন্ততঃ এপর্য্যন্ত যতগুলি সাধনা ও ধারণী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এরূপ কোনও চামুণ্ডা মূর্ত্তির বর্ণনা পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ ইহা চামুণ্ডা মূর্ত্তি নহে। পণ্ডিত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকর্ত্তৃক

(১) রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, পঞ্চম ভাগ, অতিরিক্ত সংখ্যা, পৃঃ ৬৭।

নেপাল হইতে আনীত সাধনমালাতন্ত্র নামক একখানি প্রাচীন পুঁথির পাঠোদ্ধার করিতেছেন। এই নূতন গ্রন্থে এই মূর্ত্তিটির ধ্যান বা ধারণী আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে।

(৪) সেরপুর কালীপাড়ার স্ত্রীমূর্ত্তিটি মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে বৌদ্ধভৃকুটী তারা মূর্ত্তি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই মূর্ত্তিটি চামুণ্ডা মূর্ত্তি। একমুখী অষ্টভুজা কঙ্কালাবশিষ্টা, হস্তদ্বয়ে করিচর্ম্ম ধারণ করিয়া আছেন, অবশিষ্ট দক্ষিণ হস্তত্রয়ের মধ্যে একটি হস্ত ভগ্ন, দ্বিতীয়টির দ্বারা একটি ডমরু ধৃত হইয়াছে ও তৃতীয়টি বরদমুদ্রায় অবস্থিত। অবশিষ্ট বাম হস্তত্রয়ের প্রথমটিতে নরকপাল-নির্ম্মিত পানপাত্র, দ্বিতীয়টি একটি ত্রিশূল বেষ্টন করিয়া বামগণ্ডে সংযুক্ত ও তৃতীয়টি বাম জানুর উপরে রক্ষিত। দেবী পদ্মাসনোপরি উপবিষ্টা ও তন্নিম্নে উলঙ্গ ভৈরব শয়ান! এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি সপ্তমাতৃকা মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং প্রত্যেক অভগ্ন মূর্ত্তিতেই চামুণ্ডার প্রতিকৃতি আছে। দেবী কোনও স্থানে দ্বিভুজা, কোনও স্থানে চতুর্ভুজা, কোনও স্থানে বা অষ্টভুজা। তবে হস্তিচর্ম্ম ধারণ এপর্য্যন্ত কোনও মূর্ত্তিতেই খোদিত নাই। কলিকাতার চিত্রশালায় ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মগধে আবিষ্কৃত কয়েকটি অষ্টভুজ গণেশ মূর্ত্তিতে ও দ্বিভুজা মহাযানীয় তারামূর্ত্তিতে এইরূপ হস্তিচর্ম্ম ধারণ দেখা গিয়াছে।

(৫) সেরপুর গোয়ালপাড়ার মূর্ত্তিটি সত্য সত্যই বিষ্ণুর বরাহাবতারের মূর্ত্তি। ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নালন্দের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত একটি বিশাল বরাহমূর্ত্তি বিহার চিত্রশালা হইতে কলিকাতায় আনয়ন করেন। দশাবতারের মূর্ত্তিতে তৃতীয় বা বরাহাবতারের আকার যেরূপ দেখা যায়, তাহা গোয়ালপাড়ায় প্রাপ্ত এই মূর্ত্তির অনুরূপ। সুতরাং ইহা হনুমান মূর্ত্তি হইতে পারে না। [মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন যে "ইহা হনুমান, বুদ্ধদেব এক জন্মে মর্কটরূপ ধারণ করিয়া প্রজ্ঞাপরিমিতা সম্পাদন করিয়াছিলেন"]।

(৬) এই মূর্ত্তিটি সেরপুরের কৌশল্যাতলায় রক্ষিত আছে। একমুখী চতুর্ভুজা, বজ্র পর্য্যঙ্কনিষণ্ণা দেবীমূর্ত্তি, মস্তকোপরি সপ্তশীর্ষ নাগচ্ছত্র, পাদপীঠে একটি বৃহদাকার মুণ্ড ও তাহার উভয় পার্শ্বে নতজানু নাগ দম্পতী। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার বিদ্যাভূষণ ইহাকে অমোঘসিদ্ধির শক্তি কহিয়াছেন। কিন্তু ইহা সম্ভবতঃ মনসা দেবীর মূর্ত্তি। কলিকাতার চিত্রশালায় মনসা দেবীর দুইটি মূর্ত্তি আছে; ইহার মধ্যে একটির দুই হাত এবং অপরটির চারিটি হাত আছে। যে মূর্ত্তিটির চারিটি হাত আছে, তাহার দক্ষিণ দিকের উপরের হস্তটি অক্ষসূত্র ধারণ করিয়া আছে, ও অপরটি বরদমুদ্রাযুত। বাম হস্তদ্বয়ের মধ্যে একটি ঘট ধারণ করিয়া আছে ও অপরটিতে একখানি পুস্তক আছে। সুতরাং হস্তের সংখ্যা ও তদ্ধৃত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে উভয় মূর্ত্তির বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। ইহার পরেও যাঁহারা সন্দেহ করিবেন, তাঁহারা মনসার ধ্যানের সহিত মূর্ত্তিটিকে মিলাইয়া লইলেই ইহার সত্যাসত্যতা অনুভব করিতে পারিবেন।

(৭) ৩৯নং চিত্রের দক্ষিণ দিকের মূর্ত্তিটি সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি। একথা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। (৮) বাম পার্শ্বের মূর্ত্তিটি বৌদ্ধ স্ত্রীমূর্ত্তি, কারণ ইহার পশ্চাৎ দিকে পঞ্চধ্যানি বুদ্ধের মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটি দ্বিহস্তবিশিষ্ট ও ইহার দক্ষিণ হস্তে একটি নীলোৎপল আছে ও বাম হস্তটি বরদমুদ্রায় অবস্থিত। ইহার উভয় পার্শ্বে এক একটি স্ত্রীমূর্ত্তি আছে কিন্তু চিত্রে সেগুলি স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয় নাই।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহামুনি কণাদ ও নাড়ীবিজ্ঞান।

কাশ্যপবংশাবতংস মহামুনি কণাদ কিরূপ প্রতিভাশালী লোক ছিলেন, বৈশেষিক দর্শন ও নাড়ী বিজ্ঞান তাহার সাক্ষিস্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া বিজ্ঞানালোকে সমগ্র জগৎ ও তাঁহার অক্ষয় নাম আলোকিত করিতেছে। ঔলুক্য তাঁহার নামান্তর। মহাতপাঃ কণাদ অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন; তিনি তণ্ডুলকণা আহরণ করিয়া জীবন যাপন করিতেন বলিয়া "কণাদ" এই নামে অভিহিত হইতেন। "বিশেষ" এই—নবোদ্ভাবিত পদার্থ অবলম্বন করিয়া তিনি দর্শন লিখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দর্শনের নাম "বৈশেষিক দর্শন।" বৈশেষিক দর্শন পরমাণুবাদ এবং জড়তত্ত্বরূপ সমুজ্জ্বল রত্নমালায় মণ্ডিত। তাঁহার পরমাণুবাদ ও জড়তত্ত্বের গবেষণায় সমগ্র ইউরোপখণ্ড এবং নব অভ্যুদিত আমেরিকা মাতোয়ারা হইয়াছে। এসিয়া ভিন্ন সমগ্র ভূখণ্ডের তমস্বিনী প্রভাতা হইয়াছে; কিন্তু আমরা যে তিমিরে সে তিমিরে। মহাযোগী কণাদ দ্বাপরের শেষে ভগবদ্গীতা—লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে বৈশেষিক দর্শন লিখিয়াছিলেন; কারণ তাঁহার দর্শনের তাৎপর্য্যার্থ—ভগবদ্গীতায় সাদরে পরিগৃহীত হইয়াছে।

তিনি শেষ জীবনে তাঁহার মহাপ্রতিভার জ্যোতিঃ স্বরূপ কীর্ত্তিময় নাড়ীবিজ্ঞান রাখিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। তিনি যে বলিয়াছেন,—

যদ্যস্তি বাতাদিরুজাং বুভুৎসা—
সাধ্যাদিবিজ্ঞান-বিশেষ-লিপ্সা।
যশোজিঘৃক্ষাপযশো জিহাসা—
তদা বুধৈরত্র মতিবির্ধেয়া॥

অর্থাৎ যদি বাতপিত্তাদির বিকৃতিপরিজ্ঞানে ইচ্ছা থাকে, এবং যদি রোগের সাধ্যাসাধ্যাদি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার অভিলাষ জন্মে, আর যদি চিকিৎসা বিষয়ে যশোলাভ করিবার এবং অপযশ দূর করিবার মানস থাকে, তাহা হইলে বুধগণ বিশেষ যত্নপূর্ব্বক এই গ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ করিবেন।

প্রকৃত প্রস্তাবেও এই শ্লোকটির প্রত্যেক কথাই প্রতিপদে সত্য, ইহা জগতের অভিজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রেই মুখে প্রকাশ না করিলেও অন্ততঃ অন্তঃকরণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। উদ্ধৃত শ্লোকটি নাড়ী প্রকাশে শঙ্কর সেন বিরচিত বলিয়া কিম্বদন্তী আছে, ফলতঃ তাহাতেও সত্যের দ্বার উন্মুক্তই থাকিবে।

নাড়ীবিজ্ঞান মহাবৈজ্ঞানিক মহামুনি কণাদের প্রগাঢ় সাধনারূপ অভূতপূর্ব্ব পাদপের অমৃতময় ফলস্বরূপ, এ ফল সারগর্ভ নারিকেল ফলের ন্যায় সুদৃঢ় আবরণে আবৃত, সুতরাং অলস প্রকৃতি স্থূলবুদ্ধি ইহার অভ্যন্তরস্থ সারভাগ গ্রহণে সর্ব্বতোভাবে অসমর্থ।

এই জন্যই আজকাল বিজ্ঞান আলস্যপরায়ণ ভারতবাসীর নিকট হইতে ক্রমে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। নাড়ীবিজ্ঞান যথার্থই বিজ্ঞানসম্মত বিষয়, কিন্তু বড়ই অসহনীয় দুঃখের বিষয় এই যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষিত অনেকেই এই সত্যের প্রতিধ্বনি করিতে মুখমণ্ডল কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে ইহাও অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য-চিকিৎসক বুধমণ্ডলী অভ্যন্তরীণ সুসূক্ষ্ম বিষয় সকল হৃদ্‌বোধ করিতে পারিয়া ক্রমে নাড়ী-বিজ্ঞানের পক্ষপাতী হইতেছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে, শারীরিক বিশেষ বিশেষ বিকৃতির সহিত শোণিতের চলাচলের বিভিন্নতা হইয়া—ধমনীর গতিভেদ হইতে পারে এবং সেই সেই বিভিন্ন গতি অনুসারে বিভিন্ন বিভিন্ন রোগের উদ্‌বোধ হইতে পারে।

সুবিখ্যাত অধ্যাপক ডাক্তার রবার্টস্ এম্, ডি, এম্, আর, সি, পি মহোদয় কর্ত্তৃক তৎকৃত প্রসিদ্ধ 'প্র্যাক্‌টিস্ অব্ মেডিসিন্' নামক পুস্তকের নবম সংস্করণের ৫৮৬ পৃষ্ঠায় কারণবিশেষে নাড়ীর গতিবৈষম্য সমর্থিত হইয়াছে এবং শ্বেতদ্বীপীয় বিশ্রুত বহুদর্শী চিকিৎসা গ্রন্থকৃৎ ডাক্তার জন গার্ডনার এম্, ডি, মহাশয়ের গৃহচিকিৎসা পুস্তকের দ্বাদশ সংস্করণের ৫৮ পৃষ্ঠায় "নাড়ীর স্পন্দনভেদে রোগ নির্ণয় হইতে পারে", অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য মহামুনি কণাদ প্রখর অন্তর্দৃষ্টিবলে ইহা অপেক্ষা নাড়ীর অতি সূক্ষ্মবিষয় সকল বহুবর্ষ পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করতঃ ভগবানের অভীষ্ট সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং জগতের শ্লাঘ্য প্রশংসাস্রগ্‌বিভূষিত হইয়া অনন্ত কালের জন্য কীর্ত্তিশৈলের অত্যুচ্চ চূড়ায় কৃতজন-সুলভস্বর্ণভবনে বসতি লাভ করিয়াছেন।

নাড়ীবিজ্ঞানে নিপুণতা লাভ করা ঐকান্তিক যত্ন অভিনিবেশ ও অনুভব শক্তিসাধ্য। ইহাতে বিজ্ঞত্ব বিতেচ্ছা হইলে গুরূপদেশ গ্রহণ প্রগাঢ় চিন্তার সহিত শত শত ব্যক্তির নাড়ী পরীক্ষা এবং একই প্রকার রোগাক্রান্ত রোগিগণের মধ্যে তাহাদের পরস্পরের স্বাস্থ্য উপজীবিকা—চিত্তাবস্থা, প্রকৃতি, বয়ঃক্রম, দেশ কাল এবং ঋতু প্রভৃতির ভিন্নতা অনুসারে নাড়ীর গতিভেদ বিশ্লেষণই প্রকৃষ্ট উপায়।

নাড়ী বিজ্ঞানে নিপুণতা জন্মিলে রোগনির্ণয়; রোগের সাধ্যাসাধ্যতা এবং রোগীর কোন সময়ে মৃত্যু হইবে, তাহাও অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ধীবর যেমন স্বকরগত সূত্রের স্পন্দনের অনুভূতির দ্বারা মহাব্ধির অতল গর্ভে জালাবদ্ধ মীনের সংজ্ঞা-

সংগ্রহে সক্ষম, নাড়ীজ্ঞানী চিকিৎসকও তদ্রূপ দেহাব্ধির স্রোতোমগ্ন রোগমীনের তত্ত্বানুসন্ধানে পারদর্শী, সন্দেহ নাই।

নারিকেল ফল ভক্ষণ যেমন বালকের স্থূলদৃষ্টিতে দুরূহ ব্যাপার, তেমনি চঞ্চলমতি আলস্য-পরায়ণ স্থূলবুদ্ধির স্থূল দৃষ্টিতে ইহা অত্যন্ত জটিল এবং অর্থশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিরও আপাততঃ ঐরূপ বোধ হইলে স্খলিতপদ হওয়া বিধেয় নহে; কারণ সাধনার ফলে উহার আবরণ উদ্‌ঘাটিত হইলেই—আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য প্রাপ্তির অবাধ পথ প্রতিপচ্চন্দ্রলেখার ন্যায় পরিলক্ষিত হইবে। অভীষ্ট দ্রব্য লাভের পথ চিরদিনই দুর্গম। যে সাধক এই কণ্টকময় পথে বিচরণ করিয়া সহ্যবেদন হইয়াছেন তাঁহার নিকট নাড়ীবিজ্ঞান অতি সহজ রোগজ্ঞাপক সরল পথ! এই পথ আবিষ্কারের জন্য পুণ্যশ্লোক মহামান্য মহামুনি কণাদ ভবিষ্যগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে শুধু ভারতবাসী কেন সমগ্র পৃথিবী তাঁহার নিকট চিরদিন অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী থাকিবে এবং অসংখ্যবার তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় নাম কীর্ত্তন করিয়া অতৃপ্ত রসনা পরিতৃপ্ত করিবে, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে গুণগ্রাহী পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী রোগপরীক্ষার্থ নাড়ী পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া (Sphygmograph) স্ফীজমোগ্রাফ্ নামক এক প্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা নাড়ীর গতির পার্থক্য অনুভব করতঃ মহামুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিতেছেন। তাঁহারা বায়ু পিত্ত ও কফের তিন প্রকার গতিবিশিষ্ট নাড়ীকে (Tricrotous) ট্রাইকোটুয়াস্ নামে অভিহিত করেন, বলা বাহুল্য যন্ত্রাপেক্ষা হস্তামর্শই নাড়ীজ্ঞানের প্রধান ও প্রমাদশূন্য উপায়।

বহু গবেষণার পর স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, নীরোগ সবল বয়স্ক ব্যক্তির নাড়ীর স্পন্দন প্রতি মিনিটে ৭২ বার, শারীরিক অবস্থার তারতম্যে ৫০ হইতে ৮০ বার পর্য্যন্ত হইতে পারে। বয়ঃক্রমের বৃদ্ধির সহিত নাড়ীর স্পন্দনের হ্রাস হয়। নব প্রসূত সন্তানের নাড়ীর স্পন্দন প্রতি মিনিটে ১৩০ বার, দুই বৎসরের সময় ১১০ বার, অষ্টমবর্ষ বয়সে ৯০ বার, যৌবনের প্রারম্ভ হইতে প্রৌঢ়াবস্থার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ৮০ হইতে ৭৫ বার, প্রৌঢ়াবস্থা হইতে বার্দ্ধক্যের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ৭৫ হইতে ৬৫ বার বার্দ্ধক্যে ৫৫ বার পর্য্যন্ত প্রতিমিনিটে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়। স্ত্রীলোকের নাড়ীর স্পন্দন পুরুষ অপেক্ষা প্রতিমিনিটে ১০ বার অধিক হইয়া থাকে। সাধারণ জ্বররোগে সচরাচর ৮০ হইতে ৯০ বার হইয়া পীড়ার গুরুত্ব অনুসারে ১৩০ বার পর্য্যন্ত স্পন্দন হইতে পারে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন।

অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতা ও বাগ্‌ভট।

অষ্টাঙ্গহৃদয় আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, ইহা নানাতন্ত্রের সাহায্যে মহামতি বাগ্‌ভট কর্ত্তৃক বিরচিত। আয়ুর্ব্বেদের আটটি অঙ্গ বলিয়া অষ্টাঙ্গশব্দে আয়ুর্ব্বেদ বুঝায়, অষ্টাঙ্গের হৃদয় স্বরূপ অর্থাৎ সার বলিয়াই ইহার নাম অষ্টাঙ্গহৃদয়। হৃদয় যেমন দেহের মধ্যে প্রধান, তেমনি অষ্টাঙ্গহৃদয় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পারাবারবৎ বিশাল গভীরবুদ্ধি সূক্ষ্মদর্শী বাগ্‌ভট, তাঁহার সংহিতা প্রণয়নকালে বহুতন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু নাড়ী বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণে বিরত হইয়াছিলেন। যদি মহামুনি কণাদ চরক ও সুশ্রুতের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেন, তাহা হইলে মহামান্য মহর্ষিদ্বয় তাঁহার আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের প্রতি নিশ্চয়ই কটাক্ষপাত করিতেন। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী বাগ্‌ভট কেন দৃষ্টিপাত করিয়াও বীতযত্ন হইলেন, তদ্বিষয়ে কোনও গূঢ়রহস্য নিশ্চয়ই অন্তর্নিহিত আছে। আমার বিশ্বাস, নাড়ীবিজ্ঞানে অংশাংশ তারতম্যে বাতাদির উল্বনভেদে, প্রমেহাদির প্রকারভেদে গতিভেদ, ইত্যাদি বর্ণিত না হওয়াতেই চিকিৎসাক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা হইবে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই তিনি উহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই অথচ বিজ্ঞানের অযুক্ত সামাধান করিতেও সাহসী হন নাই, মহর্ষিগণের হস্তগত হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা প্রসার প্রতিভা ও যোগবলের অলৌকিক শক্তিতে অযুক্ত অংশের পূরণ করিয়া জগতের উপকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দুঃখের বিষয় মহামুনি কণাদের পর আর তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই, আর করিবেন ইহাও ভবিষ্যতের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মহামুনি কণাদ যদি আর কিছুদিন ইহলোকে বিদ্যমান থাকিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আমাদিগকে এখন এ বিষয় লইয়া চিন্তাকুলচিত্তে নিরর্থক লেখনী চালন করিতে হইত না। ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাতেই জগতের মহান্ উপকার সাধিত হইয়াছে, আবার এস্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, নাড়ী বিজ্ঞানের স্থূল অংশেই আমরা যেরূপ বিজ্ঞতা লাভ করি, তাহাতে সে সূক্ষ্ম বিষয় সকল লিপিবদ্ধ হইলেও আমরা তথায় প্রবেশ লাভ করিতে পারিতাম কি না, গাঢ় সন্দেহ। এই জন্যই বুঝি ত্রিকালদর্শী মহামুনি ঐ সকল অতি সূক্ষ্ম বিষয় পরিহার করিয়া আমাদের মস্তিষ্ক সঞ্চালন জনিত কষ্ট হইতে রক্ষা করতঃ জীবহিতৈষণার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। যাহা হউক মহামান্য বাকৃভট বিজ্ঞানের দিকে উদাসীন থাকিলেও তাঁহার সংহিতা চিকিৎসাক্ষেত্রে অতুলনীয়। এই জন্যই উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এই গ্রন্থেরই প্রচলন অত্যধিক। এই বিপুল বসুধাতে মহাসাগর যেমন অপরিমেয় রত্নরাজির আধার সংস্কৃতভাষাও তদ্রূপ জ্ঞান বিজ্ঞানরূপ অমূল্য রত্ননিচয়ের সুবৃহৎ ভাণ্ডার, সেই মহাভাণ্ডারের অন্তর্নিহিত যে সমুদায় অমূল্য রত্ন অদ্যাপিও নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় ভারতকে উদ্ভাসিত করিতেছে, তন্মধ্যে আয়ুর্ব্বিজ্ঞান অন্যতম সমুজ্জ্বল রত্ন, তন্মধ্যেও অষ্টাঙ্গহৃদয় সে রত্নের দেদীপ্যমান মধ্যভাগ। সংস্কৃত ব্যাকরণের

মধ্যে মুগ্ধবোধের সূত্রাবলি যেরূপ সুকৌশলে গুম্ফিত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ নিচয়ের মধ্যে অষ্টাঙ্গহৃদয়ও তদ্রূপ নিপুণতার সহিত সুগ্রথিত হইয়াছে। আমরা এদেশীয় যন্ত্রমুদ্রিত যে অষ্টাঙ্গহৃদয় দেখিতে পাই, তদ্ভিন্ন বৃদ্ধ বাগভট নামে আরও একখানি অষ্টাঙ্গহৃদয় বোম্বেতে মুদ্রিত হইতেছে, বৃদ্ধ বাগ্‌ভটের নাম অন্যান্য টীকার মধ্যেও উল্লিখিত আছে, বৃদ্ধ বাগ্‌ভট চরকাদি সংহিতার ন্যায় গদ্যপদ্যময় আমার বিশ্বাস বাগ্‌ভট বৃদ্ধাবস্থায় তাহার প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন! এ অষ্টাঙ্গহৃদয় অপেক্ষা তাহাতে অধিকবিষয় নিহিত আছে, পুণ্যকীর্ত্তি বাগ্‌ভট কলিযুগের ধন্বন্তরীসদৃশ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় ঋষিকল্পক্ষমতাশালী ব্যক্তি আর কলিযুগে প্রাদুর্ভূত হইবেন কি না সন্দেহ। তাঁহার পিতার নাম সিংহগুপ্ত। জনশ্রুতি যে তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কোনও নৃপতির পরিষদ অলঙ্কৃত করিয়া সভাসদগণের মধ্যে কণ্ঠহারের মধ্যমণির ন্যায় শোভমান ছিলেন।

মহাত্মা বাগ্‌ভট, যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া তিরোহিত হইয়াছেন তাহাতে সমুদয় ভারতবাসী চিরদিন তাঁহার অমরতা ঘোষণা করিবে। তিনি যে অক্ষয়জীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ মহাতরু পুনঃ নবপল্লবিত করিয়া গিয়াছেন তাহাতে কালান্তরে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ যে চারিটি অক্ষয় সুদৃশ্য সুপেলব সুমধুর ফল ফলিয়াছে তাহার রসাস্বাদন করিয়া ভারতবাসী ইহলোকে এবং পরলোকেও তাঁহার নিকট সুদৃঢ় কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিবে এবং তাঁহার যশোগানে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া উপকারের বিনিময় করিতে সতত যত্নবান হইবে। হে মহাপুরুষ! তুমি অনন্তের যে অংশে বিলীন হইয়া সুখ দুঃখাদির অতীত হইয়াছ, সে মধুর পবিত্র অংশ অনন্তকালের জন্য অক্ষয় ও অবিকৃত হউক।

ক্রমশঃ—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন।

বগুড়ার ভীমরাজগণ।

আইন-ই-আকবরী নামধেয় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠে আমরা অবগত হই যে, গৌড়রাজ ভগীরথ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হওয়ার পর, তদ্বংশীয় ২৪ জন রাজা ২৪১৮ বৎসর গৌড়বঙ্গ বা সুবে বাঙ্গলায় রাজত্ব করেন। আইন-ই-আকবরীতে আরও লিখিত আছে যে, এই বংশের প্রথম তিনজন রাজার নাম যথাক্রমে অনঙ্গভীম, রণভীম ও গজভীম।

মহাভারতের সময় মগধে জরাসন্ধ, পুণ্ড্রে পৌণ্ড্রক বাসুদেব, বঙ্গে সমুদ্রসেন এবং প্রাক্‌জ্যোতিষপুরে ভোজবংশীয় ভগদত্ত এই সমুদয় মহাপরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়রাজগণ রাজত্ব

করিতেন। তন্মধ্যে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইবার বহু পূর্ব্বে পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দ্বারকা যুদ্ধে, এবং মগধরাজ জরাসন্ধ ভীমকর্ত্তৃক মগধযুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, তাহা হরিবংশ ও মহাভারতে পরিষ্কার উল্লিখিত আছে। কিন্তু আইন-ই-আকবরী বর্ণিত এই "ভগীরথের" উল্লেখ মহাভারতে থাকিলেও তিনি যে কোন প্রদেশের রাজা ছিলেন, মহাভারতে তাহার কোনপ্রকার আভাস প্রদত্ত হয় নাই।

ভগীরথ নামক একজন পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়কে আমরা সর্ব্বপ্রথম দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় সুদূর পঞ্চালরাজ্যে উপস্থিত দেখিতে পাই। যথা—

"ভগীরথো বৃহৎ ক্ষত্রঃ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ।
ত্বদর্থ মাগতা ভদ্রে! ক্ষত্রিয়াঃ প্রথিতাভুবি॥ ২১

(আদিপর্ব্ব ১৮৬ অঃ)

এই 'ভগীরথ' যে কুরুক্ষেত্রের মহাহবে অসামান্য পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে নিহত হইয়াছিলেন—মহাভারতে তাহারও স্পষ্ট উল্লেখ আছে, যথা—

"রাজা ভগীরথো বৃদ্ধো বৃহৎ ক্ষত্রশ্চ কেকয়ঃ।
পরাক্রান্তৌ চ বিক্রান্তৌ নিহতৌ বীর্য্যবত্তরৌ" ॥ ২৮

(কর্ণপর্ব্ব ৫ম অধ্যায়)

অর্থাৎ বৃদ্ধ রাজা ভগীরথ ও কেকয়রাজ বৃহৎ ক্ষত্র সমরাঙ্গনে অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

এস্থলে ভগীরথ বৃদ্ধ রাজা বলিয়া উল্লিখিত হওয়া পরিদৃষ্ট হইতেছে। সম্ভবতঃ মগধরাজ জরাসন্ধ ও পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেবের মৃত্যুর পর ক্ষত্রিয় ভগীরথ এই প্রদেশের সার্ব্বভৌম রাজপদ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে প্রাক্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত নিহত হন এবং ঐ মহাহবেই শিনিপুত্র সাত্যকি বঙ্গরাজের করী নিহত করিয়া, তৎপর বঙ্গরাজকে নিহত করেন। এস্থলে বঙ্গরাজের নাম উল্লেখ না থাকিলেও তিনি যে মহারাজ সমুদ্রসেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এইরূপে পরাক্রমশালী জরাসন্ধ পৌণ্ড্রক বাসুদেব, প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত, বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন ও বৃদ্ধ রাজা ভগীরথ প্রাণত্যাগ করিলে, কালক্রমে রাজা ভগীরথের বংশধরগণই যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং গৌড়বঙ্গের অধিকাংশ ভূভাগের উপর স্বকীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে তাহারই আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে আইন-ই-আকবরীর মতে রাজা ভগীরথের পুত্র অনঙ্গভীম, তৎপুত্র রণভীম ও রণভীমের পুত্র গজভীম। এই ভীমরাজগণ যে গৌড়বঙ্গের রাজা ছিলেন, তাহা আইন-ই-আকবরীতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে এই ভীমরাজগণের রাজধানী কোথায় প্রতিষ্ঠিত ছিল?

হান্টার সাহেব স্থানীয় প্রবাদে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ লিখিয়াছেন—

"Bhim is said to have built a large fortified town south of Mahasthan, which is marked by great Earth works, altogether about Eight miles long, and still in places as much as twenty feet high. ..These Earth works are called by the people Bhimer Jangal or Bhim's Embankment.

After Bhim a dynasty of Asurs is said to have reigned in the surrounding country and to have made a shrine at Mahasthan one of their most holy places".

(Hunter's Statistical Account of the Bogra District P. 193)

অর্থাৎ এইরূপ কথিত আছে যে ভীম মহাস্থানের দক্ষিণে চতুর্দ্দিকে উচ্চ মৃৎপ্রাচীর বেষ্টিত সুরক্ষিত নগর নির্ম্মাণ করেন। এই উচ্চ মৃৎপ্রাচীর গুলি ভীমের জাঙ্গাল নামে আজিও সুপরিচিত। ভীমের পর অসুরবংশীয় রাজগণ * এই প্রদেশে রাজত্ব করেন এবং মহাস্থানের পবিত্র গড় তাঁহাদিগের দ্বারাই নির্ম্মিত হয়।" হণ্টার সাহেব যে পূর্ব্বোক্ত ভীমকে মহাভারত বর্ণিত পাণ্ডুবংশাবতংশ মহাবীর ভীমসেন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন ইহা তাঁহার ভ্রম মাত্র। কিন্তু তথাপি ভীম নামের সহিত বগুড়ার ভূখণ্ড এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট যে স্থানীয় প্রবাদে কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করিলে স্বীকার করিতে হয় যে কোন সময়ে ভীম আখ্যাধারী কোন কোন রাজগণ এই প্রদেশে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। মহাভারতীয় ভীমসেনের সহিত তাঁহাদের কোন প্রকার সংশ্রব না থাকিতে পারে কিন্তু তাঁহাদের আখ্যাও যে "ভীম" ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

আবুল ফজল বলেন যে ভগীরথবংশীয় ভীমরাজগণ গৌড়বঙ্গ বা সুবে বাঙ্গলায় রাজত্ব করিতেন। আবার সুবে বাঙ্গলার মধ্যে বগুড়া জেলাতেই ভীম নামের অধিকতর সংশ্রব পরিদৃষ্ট হইতেছে সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে ভগীরথবংশীয় ভীমরাজগণের রাজধানী বগুড়া জেলার কোন স্থানে বর্ত্তমান ছিল। আমাদিগকে এক্ষণে এই রাজধানীর অবস্থান তথ্য নির্ণয় করিতে হইবে।

বগুড়াজেলার মহাস্থানগড় যে সমৃদ্ধিশালী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর ধ্বংসাবশেষ, তাহা এক প্রকার নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। † সুতরাং এই স্থানেই যে জয়ন্তনামা মহারাজ প্রথম আদিশূর রাজত্ব করিতেন তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ রাজ-

* ভোজ গৌড়-বংশীয়গণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এজন্য তাঁহারা হিন্দুদিগের নিকট অসুর বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকিবেন। পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ বৌদ্ধগণকে অনেকস্থলে অসুর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

† মহাস্থান যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর নহে ও হইতে পারে না, এক্ষণে তাহাই প্রবল মত বলিয়া ঐতিহাসিক-সমাজে পরিচিত। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় ইহার আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

তরঙ্গিণী হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে মহারাজ জয়ন্তের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীতেই ছিল এবং এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরেই কাশ্মীররাজ অমিত পরাক্রমশালী জয়াদিত্য ছদ্মবেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

"স্বদেশাগমনানুজ্ঞাং সৈন্যস্যাপ্তমুখেন সঃ।
দত্বা নিশায়ামেকাকী নির্যযৌ কটকান্তরাৎ ॥
... ...
প্রবিবেশ ক্রমেনাথ নগরং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনম্।"

(রাজতরঙ্গিণী ৪।৪১৯-২০)

অর্থাৎ মহারাজ জয়াপীড় সৈন্যগণকে স্বদেশ গমনে অনুজ্ঞা করিয়া স্বয়ং একাকী (গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া) ছদ্মবেশে (গৌড়রাজ জয়ন্তের রাজধানী) পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করিলেন।

জয়ন্তই যে প্রখ্যাতনামা গৌড়রাজ প্রথম আদিশূরের প্রকৃত নাম তাহা বিশ্বকোষ সম্পাদক ঐতিহাসিক নগেন্দ্রবাবু যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন এস্থলে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা বাহুল্য মাত্র।

মীর্জ্জা আরজমন্দ ও সূর্য্যনারায়ণ মুন্সী বিরচিত তারিখ-ই বাঙ্গালা নামক পারসী ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিখিত আছে যে "পৌণ্ড্রবর্দ্ধনকে হিন্দুগণ মহাস্থান বলে; ইহা তাহাদের একটি তীর্থস্থান। এইস্থানে ভোজ গৌড়বংশীয় রাজা নরসিংহ রাজত্ব করিতেন; ইনি রাজা পরশুরাম নামেও পরিচিত। ইনি ৪৩৯ হিজরীতে সা সুলতান বল্‌খী মাহিসোয়ারের নিকট পরাজিত ও যুদ্ধে নিহত হন।" আইন-আকবরী মতে ভগীরথবংশীয়গণের পরে গৌড় বঙ্গে কায়স্থ জাতীয় ভোজ গৌড়ীয়বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তৎপর তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া কায়স্থজাতীয় শূরবংশীয়গণ গৌড়ে আধিপত্য বিস্তার করেন।

"The family of Bhagurat, of the Ketry caste, twenty four princes, reigned 2418 years, The family of Bhowjgorya, of Koyth caste, nine princes, reigned 250 years (then) The family of Udpoor, of the Koyth Caste, Eleven princes reigned 714 years."

(Francis Gladwin's translation of Ain-i-Akbari P 313—314)

পূর্ব্বোদ্ধৃত "তারিখ-ই বাঙ্গলা ও আইন-ই-আকবরীর বিবরণ হইতে ইহাই অনুমান হয় যে ভোজগৌড়ীয় বংশীয়গণকে বিতাড়িত করিয়া শূরবংশীয়গণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা মহাস্থান অধিকার করিয়া লইলেও পরবর্ত্তী পালবংশীয় দেবপাল কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া যখন আদিশূরের পুত্র ভূশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পরিত্যাগ করেন তখন ভোজ গৌড়বংশীয়গণ পালবংশীয় রাজাদের সামন্ত নৃপতি স্বরূপে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এবং তদবধি ভোজ গৌড়ীয় বংশীয়গণই সা সুলতানের আগমন পর্য্যন্ত মহাস্থান বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব করিতেছিলেন।

ভগীরথবংশীয় ভীমরাজগণের বংশধরগণকে পরাস্ত ও এতদঞ্চল হইতে বিতাড়িত করিয়া

ভোজগৌড়বংশীয়গণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজধানী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা আইন-ই-আকবরীর বিবরণ হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ ভীমরাজগণের রাজধানীও যে পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনের সন্নিকটেই অবস্থিত ছিল তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এবং যে ভীম আখ্যার সহিত এ প্রদেশের বহুস্থানের সংস্রব পরিদৃষ্ট হয় ও যে ভীমরাজের স্মৃতি এদেশের আবালবৃদ্ধ বনিতা বহুকাল যাবৎ বহন করিয়া আসিতেছে সেই ভীমরাজ যে মহাভারতীয় ভীমসেন হইতে স্বতন্ত্র, আইন-ই-আকবরী বর্ণিত ভগীরথবংশীয় অনঙ্গভীম—রণভীম—গজভীম হইতে অভিন্ন এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

এই ভীমরাজগণের রাজধানী যে মহাস্থান বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অনতিদূরে অবস্থিত তাহা আমরা অনুমান করিয়াছি এক্ষণে ঐ রাজধানীর অবস্থান নির্ণয়ে অগ্রসর হইতেছি।

বগুড়া সহরের প্রায় এক মাইল উত্তর পূর্ব্বে যে স্থলে সুবিল ও করতোয়া সম্মিলিত হইয়াছে ঐ স্থান হইতে "ভীমের জাঙ্গাল" নামক উচ্চ জাঙ্গাল বরাবর উত্তরাভিমুখে মহা-স্থান গড় পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। তৎপর তথা হইতে আরও প্রায় ৫।৬ মাইল উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ঐ জাঙ্গালটি "শালদহ" নামক একটি জঙ্গলময় স্থানে গিয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই "শালদহের" একটি স্থান অদ্যাপি স্থানীয় লোকগণ কর্ত্তৃক "ভীমরাজের বাড়ী" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ঐ স্থানটিতে প্রাচীন রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষের বহু নিদর্শন আজিও পরি-লক্ষিত হয়। স্থানীয় লোকগণের বিশ্বাস যে এই ভীমরাজের দ্বারা বগুড়ার সুবিখ্যাত "ভীমের জাঙ্গাল" নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ভীমরাজই যে ভগীরথবংশীয় ভীমরাজগণ এবং এই স্থানেই আইন-ই-আকবরী বর্ণিত ভীমরাজগণের রাজধানী ছিল জনপ্রবাদ তাহা শতমুখে কীর্ত্তন করিতেছে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।

আমাদিগের দেশ বহু প্রাচীন ও বহু সভ্যতার আকর হইলেও পাশ্চাত্য দেশ সমূহের ন্যায় আমাদিগের দেশের সুলিখিত কোন ইতিহাস নাই। বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ও পুরাণাদিতে যে সমস্ত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার অধিকাংশই অতিরঞ্জিত ও এরূপ ভাবে বিকৃত যে তাহা হইতে মূল সত্য আবিষ্কার করা অত্যন্ত দুরূহ। বিদেশীয়গণের লেখনী প্রসূত বিবরণ, পারস্য ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ সমূহ, প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজগণের তাম্রশাসন ও খোদিত লিপি সমূহ এবং স্থানীয় জনপ্রবাদের উপরেই আমাদিগের দেশের নির্ভর করিবে। আজ আমরা স্থানীয় জন প্রবাদ ও পারস্য ভাষায় লিখিত আইন-ই-আকবরী ও তারিখ-ই-বাঙ্গালা নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম ইহা প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য হইতে পারে অথবা নাও হইতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে যোগ্যতর ব্যক্তিগণের সহানুভূতি পূর্ণ দৃষ্টি এই প্রদেশে আকৃষ্ট হইয়া পূর্ব্ব বর্ণিত বিষয় সমূহের সত্যাসত্য সম্বন্ধে বহুতথ্যের আবিষ্কার হইতে পারে এই আশাতেই আমরা বর্ত্তমান বিষয়টির অবতারণা করিলাম।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন।

প্রাচীন পুঁথির বিবরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১১১। মধুমালার উপাখ্যান।

এই গল্পটি পয়ার আদি ছন্দে লিখিত। কবির নাম সাকেরমামুদ বাস রঙ্গপুর জেলায়। গ্রন্থ মধ্যে কবি সবিস্তারে আত্ম পরিচয় লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থখানি বড় ছোট নয়; ১৭৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। বর্দ্ধন কুটীর রাজা গৌরনাথের সময় কবি দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে পঠদ্দশায় এই কাব্য সমাপন করিয়াছেন। কবি ঘোড়াঘাটে কোনও মৌলবীর নিকট পার্শী পড়িতেছিলেন। সেখানে একখানি পার্শী কেতাব দেখিয়া তাঁহার কাব্য রচনার প্রবৃত্তি হওয়ায় তিনি কবি পদবীর অধিকারী হইয়াছেন। মধু-মালার উপাখ্যান বিদ্যাসুন্দরের ন্যায়। প্রেম-জগতে বিদ্যার কোনও প্রতিদ্বন্দী ছিল না কিন্তু "মালার" প্রতিদ্বন্দী তাঁহার ভগ্নী "প্রেমা"। ঘাত প্রতিঘাতে নায়ক নায়িকার চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে। কবি গ্রন্থ মধ্যে বর্দ্ধন-কুটী রাজপরিবারের বিশদ বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন। মধুমালার বিবাহ লিখিতে যাইয়া রাজা গৌরনাথের বিবাহের বর্ণনার সহিত কাব্যখানি শেষ করিয়াছেন। বিবাহ সভায় ঘটকগণ মুখে বর্দ্ধনকুটী রাজ পরিবারের বংশাবলীও কীর্ত্তন করাইয়াছেন। সেই স্মরণাতীত যুগের রাজাদের নামাদি থাকায় কাব্যাংশে না হউক ঐতিহাসিকত্বে গ্রন্থখানির মূল্য অনেক। কবি গুরু আদেশে কাব্য-খানি সমাপন করিয়া আপনার জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কবি দরিদ্র ছিলেন না তাঁহার পিতা মহাধনবান ছিলেন। গ্রন্থ শেষে আত্ম পরিচয়ে কবি বলিতেছেনঃ—

পূর্ব্বের পিরিতি কিছু কীতাবে দেখিয়া।
ভ্রাতৃগণের ভেট লও পুস্তক রচিয়া॥
মোনেত করিয়া আসা বিদ্যা অভিলাসে।
অনেক দেখিনু রাষ্ট্র মোনের হরিসে॥
মুক্তিপুর হেন দেশ নাহি ত্রিভুবনে।
পরম পিরিতি লোক ইষ্ট-মিত্র সনে॥
ছএমাস অস্বাঘাট পড়িয়া ফারসি।
বাসরে আসিতে মন হৈল উদাসি॥
চিত্তত ভাবিনু দেশে আছে ভ্রাতাগণ।
মিষ্টান্ন লইয়া কিছু সভার কারণ॥
মনেতে চিন্তিনু মোনে নয়া কিছু চিনি।
খাইয়া বান্ধবগণ ভুলিব তখনি॥
মিটা কিছু বাক্য কহো কিতাব রচিয়া।
পড়িব প্রতি জনা জনম ভরিয়া॥
কিতাব বৎসর মধ্যে কাপাকামছিল।
শুভখেনে না পাইয়া চিত্তভঙ্গ হৈল॥
মধুমালা মনহর কিতাব নিকটে।
পাইয়া পাচালি দীর্ঘ রচি কহো ঝাটে॥
আনন্দ উৎসবে মন ইদের দিবসে।
সপ্তম আশ্বিন মাস তৃতীয়া আকাশে॥
একাদশ শত সাল উন অষ্টআসি।
ফারসি বাঙ্গালা ভাষা হৃদয়ে প্রকাশি॥

বয়ক্রম শুন মোর কুড়ি পর দুই।
বাইস বচ্ছর জাএ না বুঝি প্রমাই॥
* * * * *
রিকাইতপুর গ্রাম বসতি আমার।
মুক্তিপুর নাম বটে শুন পরগণার॥
সরকার অশ্বাঘাট হিস্যায় নও আনী।
রাজ রাজেশ্বর গৌরনাথ নৃপমণি॥
* * * * *
ভাল মন্দ দুই কথা রচিল সাকেরে।
কাবিল তনয় সেখ ম'মুদ মোর পিতা
কোনা মণ্ডল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুক্তিপুরের কর্ত্তা॥
* * * * *
রাম বল্লভ রায় পাএ বুদ্ধেবৃহস্পতি।
তলাপাত্র তার বল্লভীকান্ত মিত্রী।
আমরা প্রধান বিদিত সংসারে॥
* * * * *
রাজার প্রসাদে পিতা মহা ধনবান।
যেই ইচ্ছা সেই করি নাহি কিছু জ্ঞান॥
* * * * *
রসেতে মজিয়া চিত্ত হইল প্রকাশ।
জগতে রহিতে নাম মনে অভিলাষ॥
মধু মালতের ঘোষণা রাখিয়া।
আপন চিত্তের রস কহিনু রচিয়া॥

কবি জগতে আপন নাম চিরস্থায়ী রাখিবার জন্য মধুমালতের ঘোষণা রাখিয়া অনন্ত কাল সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাব্য লোক নয়নের বাহিরে থাকিয়া কেতাব কীটের উদরে ক্রমশঃ বিলীন হইতেছে। আমরা যে গ্রন্থখানি পাইয়াছি সেখানা আসল নহে ১২২৯ সনের নকল। গ্রন্থ শেষে লেখা আছে ইতি মধুমালত পুথি সমাপ্ত বেলা আধপ্রহর সময় তারিখ ৯ পৌষ সন ১২২৯ সাল লিখিতং শ্রীসেখ ধুরমাম্দ সাকিন চকবরুল পরগণে মুক্তিপুর সরকার ঘোড়াঘাট জমিদার শ্রীযুতা জয়দুর্গা ঠাকুরাণী শ্রীযুত দেওয়ান গঙ্গানারায়ণ রায় মহাশয় পরগণার গোমস্তা শ্রীযুত রামশঙ্কর রায় মহাশয় :--

কবি ঘোড়াঘাট হইতে আত্মীয় স্বজনের জন্য চিনি লইয়া গিয়াছিলেন। গোবিন্দগঞ্জ থানার নিকট বৰ্দ্ধনকুঠীর রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। এই বৰ্দ্ধনকুঠীতে চিনি প্রস্তুত হইত—এই দেশীয় প্রস্তুত প্রণালী প্রতিদ্বন্দিতায় বিলুপ্ত হইয়াছে। ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে একজন ইংরেজ বণিক এইখানে চিনি প্রস্তুতের একটি কারখানা স্থাপন করেন। ক্রমে তাঁহার ব্যবসায় একচেটিয়া হইয়া উঠে। নীলকরের ন্যায় এই বণিকরাজ ইক্ষুর উপর টাকা দাদন দিতেন। ক্রমে ইক্ষুর আবাদ সংকীর্ণ হইয়া পড়ায় এবং বিদেশী চিনির আমদানীতে সাহেব বাহাদুর কারখানা বন্ধ করিয়া দেন সেই সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গপুর হইতে চিনি প্রস্তুত প্রণালী বিলুপ্ত হইয়াছে। সেকালে চিনিই উৎকৃষ্ট মিঠাই ছিল। ভারতচন্দ্রও অন্ততঃ জমক অলঙ্কারের ছটায় মালিনীর বেসাতির হিসাবে লিখিয়াছেন "আট পণে আনিয়াছি আধ সের চিনি" বৰ্দ্ধনকুঠীর নাম নাসেরী গ্রন্থেও পাওয়া যায়। আলিমেচ বক্তিয়ার খিলিজীর বিজয়িনী সেনার পথ প্রদর্শক হইয়া দিনাজপুরের দক্ষিণস্থিত বাননগর বা দেবকোট হইতে এখানে উপস্থিত হইয়াছিল। সে সময়ে বৰ্দ্ধনকুঠীর নিকট বাগমতী নামে একটি বিশাল নদী প্রবাহিতা ছিল। স্থানের ভৌগলিক অবস্থিতির সহিত তুলনা করিলে বোধ হয়

মেনহাজ উদ্দীন মহাস্থান গড়কে লোক মুখে শুনিয়া বর্দ্ধনকুঠী লিখিয়াছেন। আধুনিক বর্দ্ধনকুঠীর নিকটে গঙ্গানদীর অপেক্ষা দশ গুণ আয়তনশালিনী কোনও নদীর সত্তা কোন দিন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কোনও কোন ঐতিহাসিকের মতে বর্দ্ধন নামে বাসুদেব বংশীয় কোনও ভূপতি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা পরশুরামের গড় মহাস্থান মুসলমান অত্যাচারে ভীত হইয়া বর্দ্ধনকুঠী নগর স্থাপন করিয়া স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। এই বংশের ভগবান বারেন্দ্র কায়স্থ ঢাকুর গ্রন্থের মতে শেষ রাজা। তিনি বর্দ্ধনকুঠীও নিরাপদ নহে মনে করিয়া পলাশবাড়ী থানার কিঞ্চিৎ দক্ষিণ ৫ মাইল দূরে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী কূলে রামপুরা গ্রামে অপর একটি বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। রামপুরাগ্রামের একটি ভগ্ন বিষ্ণু মন্দিরের ইষ্টক লিপিতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাওয়া গিয়াছিল।

"গুণাক্ষি শরচন্দ্রেণ যুক্তে শাকে ভবচ্ছিদে।
ভবাব্ধি ভীতো ভগবান দদৌ শ্রীবিষ্ণবে মঠম্‌
ভবভয়ভীত ভগবান ভবভয়হারী শ্রীবিষ্ণুকে এই মঠ প্রদান করিলেন ১৫২৩ শকে। এই রামপুরার বাড়ী অতি ক্ষুদ্র। আধুনিক বর্দ্ধন কুঠীর তুলনায় কিছুই নহে বলিলেই হয়। ১৫২৩ শক ১৬০১ খৃষ্টাব্দের সমান। আকবর বাদশাহের মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রাজা মানসিংহ এই সময়ে পুনরায় বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। বারেন্দ্র কায়স্থ ঢাকুরে যে বর্ণনা আছে তাহার সহিত এই অংশের ঐতিহাসিকত্বের বিশেষ বিশেষ মিল আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় ঢাকুরকার আদিতে ভুল করিয়াছেন। অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় এই ঢাকুর গ্রন্থখানি আধুনিক না হইলেও বড় অধিক দিনের রচনা নহে। ঢাকুরকার বলিয়াছেন :—

"তৎপর কহি এক দেব পরিপাটী"।
আর্য্যবর মণ্ডল বাস কৈল বর্দ্ধন কুঠী॥
তার পুত্র ভগবান করিয়া চাতুরী।
রাজা ভগবান মৈলে নিলা রাজধানী॥
যবে মানসিংহ রাজা বাঙ্গালা আইলা।
নয় আনা সাত আনা ভূমি বণ্টন করিলা॥
ক্রমে ক্রমে ভাগ্যলক্ষ্মী প্রচুর হইল।
হস্তী নিশি রাজটীকা পাতাসা করিল॥
তাগার সন্তান হইল কুমদা নন্দন।
তস্য পুত্র রঘুনাথ বড়ই সদগুণ।
মনোহর তস্য সুত তস্য পুত্র হরি।
রাজা বিশ্বনাথ তস্য সুত নাম ধারী॥ ইত্যাদি

কাহার সহিত রাজত্ব বা জমিদারী নয় আনা সাত আনা ভাগ হইল তাহার নাম ঢাকুরে নাই। আর্য্যবরের পুত্র ভগবান যদি রাজা ভগবানের মৃত্যুর পর রাজধানী বা জমিদারী লাভ করিয়া থাকেন তবে বলিতে হইবে বাসুদেব বংশীয় রাজা বর্দ্ধনের বংশাবলী রাজা ভগবানের সহিত লোপ পাইয়াছিল। আধুনিক বর্দ্ধনকুঠীর উত্তরাধিকারীরা ঢাকুরের মতে "দেব"বংশীয় আর্য্যবর মণ্ডলের সন্তান। কিন্তু ঢাকুরের এই উক্তি লিপিপ্রমাদ দুষ্ট। নয় আনা ও সাত আনা জমিদারী বিভাগের বিবরণ ইতিহাসে অন্যরূপ পাওয়া যায়। রাজা ভগবান নির্ব্বোধ বা বিষয়কর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য ছিলেন। তিনি সকল বিষয়ে তাঁহার দেওয়ান ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সন্তুষ্ট

চিত্তে থাকিতেন। দেওয়ান রাজার রাজ-কার্য্যে অমনোযোগ দেখিয়া জমিদারীর নাম জারি আপন নামে করিয়া লইয়া রাজাকে উচ্ছেদ করেন। সর্ব্বস্বান্ত হইবার পর রাজার চমক ভঙ্গ হয়। তারপর তিনি বাদসাহ সরকারে অনেক আবেদন নিবেদন করিয়া নয় আনা জমিদারী ফিরাইয়া পান। দেওয়ান ভগবান সাত আনা জমিদারীর মালিক হইয়াছিল। এই রাজা ভগবানের নয় আনা ঘোড়াঘাট বলিয়া খ্যাত। আমরা অনুমান করি লিপিকারের প্রমাদ বশতঃ "তার পাত্র" স্থানে "তার পুত্র" লিখিত হইয়া এই ভ্রমপ্রমাদ উপস্থিত করিয়াছে। দেওয়ান ভগবানের পুত্র হরিরাম দিনাজপুর রাজ শ্রীমন্তদত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। দেওয়ান ভগবানের পৌত্র বা হরিরামের পুত্র শুকদেব রাজা শ্রীমন্ত দত্ত অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে দিনাজপুর জমিদারী উত্তরাধিকারী সূত্রে লাভ করেন। সেই অবধি বর্দ্ধনকুঠীর সাত আনা জমিদারী দিনাজপুর জমিদারীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে। বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে বিষ্ণুদত্ত নামক জনেক উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ প্রাদেশিক কানুনগো হইয়া দিনাজপুরে বসবাস করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত দত্ত চৌধুরী সাহাজাহানের রাজত্বকালে সুজার অনুগ্রহভাজন হইয়া দিনাজপুর জমিদারী বন্দবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এখন দেওয়ান ভগবানের বংশীয়েরা বা শ্রীমন্তের দৌহিত্র বংশীয়েরাই দিনাজপুরের রাজা। এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে দেওয়ান ভগবান উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন আর রাজা ভগবান বারেন্দ্র কায়স্থ ছিলেন। এইরূপ স্থলে দেওয়ান ভগবান বারেন্দ্র কায়স্থ আর্য্যবর মণ্ডলের পুত্র হইতে পারেন না! সেইজন্য আমরা ঢাকুর গ্রন্থের গৌরব রক্ষার্থ "তাঁর পুত্র" স্থলে "তাঁর পাত্র" এবং "মৈলে" স্থলে "হৈতে" পাঠ কল্পনা করিয়াছি। এই ঢাকুর গ্রন্থের সহিত আমাদের কবির লিখিত বংশাবলীরও পার্থক্য আছে। আমরা কবির বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

বংশাবলী নাম কহি শুন দিয়া মন,
শুনিলে সব নাম আপদমোচন ;
ভগবান মহারাজা অশ্বাঘাটপতি,
সংসার শাসিয়া বহু রাখিল পীরিতি।
তাহার তনয় রাজা নাম মনোহর।
প্রতাপে করিল রাজ্য ইন্দ্র সমস্বর ॥
রঘুনাথ মহারাজা তাহার তনয়।
এখনও তাহার গুণ তিন লোকে গায় ॥
তাহার দুর্ল্লভ পুত্র রাজা রামনাথ।
যাহার বিক্রমে বৈরী সবংশে নিপাত ॥
হইল তাহার অঙ্গে হরনাথ রাজা।
পুত্রের অধিক করি পালিয়াছে প্রজা ॥
বিশ্বনাথ মহারাজা তাহার নন্দন।
জন্মিল নরের ভাগ্য প্রতি নিরাঞ্জন ॥

* * *

শিবনাথ মহারাজা তাহার তনএ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম রাজনীতি ঘোষে জগন্ময় ॥
রাজা গৌরনাথ বটে তাহার নন্দন।
সপ্তুতি বৎসর কৈল পৃথিবী পালন ॥ ইত্যাদি

ঢাকুর গ্রন্থে রাজা বিশ্বনাথের নাম পর্য্যন্ত আছে তাহার পর আর কোনও নামের উল্লেখ নাই। ইহাতে বোধ হয় রাজা বিশ্বনাথের সময় এই ঢাকুর বিরচিত হইয়া থাকিবে। ঘটকগণ ইহার পর আর আপ-

নাদের গ্রন্থে বংশাবলীর শাখাপশাখার বৃদ্ধি দেখাইয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করেন নাই। ফলে যেখানে আরম্ভ সেইখানেই শেষ হইয়াছে। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ বন্ধন গোপীনাথ নন্দীকে লইয়া যশোহর শৈকুলা গ্রামে জটাধর ও কর্কট নাগের বাড়ীতে হইয়াছে। সে সময়ে বঙ্গদেশে মহারাজ বল্লালসেন সমাজে কৌলীন্য প্রথার এক কুহকজালে সমাজ বেষ্টন করিয়া ফেলিতেছিলেন। বারেন্দ্র কায়স্থগণ সেই কৌলীন্য গ্রহণ না করিয়া নিজেদের সমাজ নিজেরা বন্ধন করিয়াছিলেন। ঢাকুর তাই গৌরব করিয়া লিখিয়াছেন—

"বারেন্দ্র কায়েস্থ বৈদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ
বল্লাল মর্য্যাদা নাহি লৈল তিনজন॥"

ঢাকুরের রাজা বিশ্বনাথ মুর্শিদকুলীখাঁর রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় ইন্দ্রাকপুরের জমিদারীর নয় আনা অংশ আপন নামে ৬০টি পরগণায় ৮১৯৭৫৲ টাকা রাজার অঙ্গীকারে আপন নামে বন্দবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন, তদবধি রাজসরকারে নয় আনা ঘোড়াঘাট নামে ইন্দ্রাকপুরের জমিদারী লিখিত হইয়া আসিতেছে। দিনাজপুরের জমিদারীও এইসময়ে ৮০টি পরগণায় ৪৬২৯৬৪৲ টাকা রাজস্ব ধার্য্যে শুকদেবের সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছিল। মুর্শিদকুলীখাঁর রাজস্ব বন্দবস্ত ১৭২৫ খৃঃ মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এই ভাবে ইন্দ্রাকপুর বা বর্দ্ধনকুঠী খর্ব্বাকার হইয়া বর্ত্তমান অরণ্যানীতে পরিণত হইয়াছে। এমন কি রেনেল সাহেব তৎকৃত বঙ্গের মানচিত্রে বর্দ্ধনকুঠীর অবস্থান কিম্বা নামেরও উল্লেখ করেন নাই। আমাদের এই কবি রাজা গৌরনাথের বড় গৌরব করিয়াছেন। রাজা গৌরনাথ দশশালা বন্দোবস্তের সময় জীবিত ছিলেন এবং ইন্দ্রাকপুরের জমিদারী ৬২টি পরগণায় ১৬০১৯৬৲ টাকা রাজস্ব বন্দোবস্ত কর্ণওয়ালিশ সাহেবের সহিত করিয়াছিলেন। রাজা গৌরনাথ এখন বিস্মৃতির আঁধারে বাস করিতেছেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষক কোনও বস্তু মানবনয়নে পতিত হইয়া লুপ্ত স্মৃতি জাগরুক রাখিতে পারে না। সেই বিদ্যোৎসাহী ভূপতির নাম ও কার্য্যকলাপ তুলট কাগজে লেখা একখানি কাব্যের মধ্যে কাষ্ঠের মলাটে আবদ্ধ আছে। কিছুদিন পরে তাহাও কেতাবকীটের উদর পরিপূরণে ফুরাইয়া যাইবে। কাব্যাংশে এই মধুমালায় উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। সরল ভাষায় সরল ভাবে লিখিত সকলেরই বোধগম্য। সাকের মামুদের ন্যায় উত্তরবঙ্গের কত শত কবি, সুলভ ছাপাখানার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া বিস্মৃতির পাথারে ডুবিয়া গিয়াছেন এখন তাঁহাদের মধ্যে দুই একজনের অনুসন্ধান পাইয়া আমরা ব্যথিত হইতেছি। বর্দ্ধনকুঠীর বর্ত্তমান জমিদার কুমার চন্দ্রকিশোর রায় গ্রেজিয়ার রিপোর্ট হইতে নকল করিয়া আপন বংশের বিলুপ্ত স্মৃতি জাগরূক রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যদি কবি সাকের মামুদের এই কাব্যখানি ছাপাইতে পারেন তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন এইখানি মধুমালা নহে, বর্দ্ধনকুঠী রাজপরিবারের একখানি সুবিস্তৃত ইতিহাস। ঘোড়াঘাট বাদশাহ আকবরের সময় পর্য্যন্ত উত্তরবঙ্গের রাজধানী ছিল। বাদশাহ জাহাঙ্গীর ঢাকার নাম জাহাঙ্গীরনগরে পরিণত করিয়া ঘোড়াঘাট হইতে ঢাকায় রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। মুর্শিদকুলীখাঁ আবার ঢাকা হইতে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থাপন

করেন। ইদ্রাকপুর এখন সামান্য একটি গণ্ডগ্রাম সাহুল্যাপুর থানার অনতিদূরে ঘর্ঘট নদীর তীরে অবস্থিত। এই কাব্যখানি আমরা খণ্ডিত অবস্থায় চকবরুল নিবাসী শ্রীযুক্ত মুনসী কছিরউদ্দীন মণ্ডল সাহেবের বাড়ীতে প্রাপ্ত হইয়াছি। ইদ্রাকপুর পরগণা এখনও বিদ্যমান আছে।

১১২। সুসেন মিত্রের উপাখ্যান।

নাম পাঠ করিলেই মনে হয় সুসেন মিত্রের কথা গ্রন্থে প্রকটিত হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা নয়। পয়ার ছন্দে সে কালের কবি আওয়ালাদের পদবিন্যাসে রূপবতী ও রূপবানের প্রেম গাথা লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থ মধ্যে কোথাও কবির নাম ধামাদির পরিচয় নাই কেবল দুই চারি স্থলে "সুসেন মিত্রের এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান। শুনহ রসিক জন স্থির করি মন॥" প্রকাণ্ড পুঁথি ১২০ পাতে সমাপ্ত। আমরা মন স্থির করিয়া আদি অন্ত পাঠ করিয়া শেষ করিতে পারি নাই। গ্রন্থ শেষে লেখা আছে সেথ দেবার বকৃস সাং চকবরুল পরগণে মুক্তিপুর সরকার ঘোড়াঘাট ১২২৯ সাল। আমরা এই উপাখ্যানের রচয়িতা উল্লিখিত ভণিতা দৃষ্টে কবির নামই সুসেনমিত্র ঠিক করিয়াছি। কবি গ্রন্থমধ্যে ইহার বেশী আর আত্ম প্রকাশ করেন নাই। গল্প ভাগ এইরূপ। বিক্রমসেন রাজা উজানিতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র বীর রূপবান চম্পানগরে গুরুগৃহে বস বাস করিয়া লেখা পড়া করিতেন। সেই পাঠশালায় রাজপুত্রের সতীর্থ ছিল চম্পারাজ-কুমারী ও মন্ত্রিপুত্র। রাজকুমারীর নাম রূপবতী। মন্ত্রিপুত্রের নাম নাই। মন্ত্রিপুত্র ও রাজকুমারী একদিন নিশাভাগে স্বৈরচার হইয়া পলাইবার যুক্তি আঁটিলেন। রাজপুত্র পরোক্ষে থাকিয়া সেই মন্ত্রণা শুনিয়া মন্ত্রিপুত্রের পিতাকে বলিয়া দিলেন। মন্ত্রিপুত্র এইরূপে আপন গৃহে বন্দী হইয়া থাকিলেন। এদিকে সঙ্কেত স্থানে রাজপুত্র উপস্থিত থাকিয়া রাজকুমারীকে লইয়া নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন। নৌকা কাঞ্চিপুরে যাইয়া লাগিল। রাজপুত্র ও রাজকুমারী পদ্মা নাম্নী এক মালিনীর গৃহে বাসা লইলেন। রাজকুমারী কুমারী কন্যার ন্যায় বসবাস করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র কাঞ্চি রাজদরবারে সেনাপতির পদ গ্রহণ করিলেন। দৈনিক শত মুদ্রা বেতন পাইতেন। ইহার ৯০ মুদ্রা দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও লোকহিতকর কাজে ব্যয় করিতেন, আর দশ মুদ্রায় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। এই রূপে কিছুকাল যায়, এমন সময়ে মগধরাজ সসৈন্যে কাঞ্চি রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কাঞ্চি-রাজসেনাপতি বীর রূপবানের সমর কৌশলে যুদ্ধে জয় লাভ করিলেন। মগধরাজ সসৈন্যে পরাজিত হইয়া প্রাণ হারাইলেন। রাজ-সংসারে রূপবানের বড় প্রতিপত্তি হইল। রাজা রূপবানের ও রূপবতীর সকল সমাচার অবগত হইয়া উভয়ের বিবাহ দিলেন ও রূপবানকে ছয়মাসের জন্য অবকাশ দিলেন। কাঞ্চিরাজের প্রভাবতী নামে এক কন্যা ছিল। প্রভাবতী রূপবানের রূপে ও গুণে আকৃষ্ট হইয়া মনে মনে তাহাকে বরণ করেন কিন্তু রাজা বিবাহে সম্মত না হওয়ায় বিবাহ হয় না। কিছুদিন পরে রূপবান চতুর্দ্দোলে চড়িয়া রাজার সহিত দেখা করিতে যায়। চতুর্দ্দোলের মধ্যে কাল

সর্প ছিল, তাহা রূপবানকে দংশন করিলে তাহার মৃত্যু হয়। লোকজন সকলে তাহাকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে; সুনয়ানী নামে এক রাজবেশ্যা রূপবানকে দেখিয়া মোহিত হয় এবং মন্ত্র ঔষধে তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া আপন বাড়ীতে লইয়া যায়। সুনয়ানী বড় কুহুক ছিল, রূপবানকে রাত্রে মানুষ করিত দিনে সুয়াপাখী করিয়া রাখিত। কিছুদিন পরে সুয়াপাখী উড়িয়া রাজকুমারী প্রভাবতীর বাড়ীতে পড়ে। প্রভাবতী ধরিয়া রাখে। পরে প্রভাবতীর কৌশলে রূপবানের সুয়াত্ব ঘুচে। ঐ দিকে রূপবতী স্বামী অন্বেষণে আসিয়া প্রভাবতীর ঘরে রূপবানকে পায়। সকল কথা প্রকাশ হইলে রাজা প্রভাবতীরও রূপবানের সহিত বিবাহ দেন। রূপবান একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিল তাহার পিতা মাতা তাহার শোকে অন্ধ হইয়াছেন। প্রভাতে শ্বশুরের স্থানে বিদায় লইয়া আপন বাড়ী রওনা হইয়া গেলেন। পিতামাতা পুত্রের মিলন হইল। উপাখ্যানও শেষ হইল। কাব্যখানি কবির গানের পালা বলিয়া বোধ হয়—রাগরাগিনীর গান আছে ছড়াও আছে বিষম অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। এই সুসেন মিত্রের উপাখ্যান সমাজে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও অনেক অনিষ্টের আকর বিবেচনায় আর রচনার নমুনা উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইলাম না।

১১৩। বিদ্যাসুন্দর।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর-বিরচিত। কথিত আছে কবি ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানরাজের নিগ্রহে শৈশবে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ভারতচন্দ্রের পিতার নাম নরেন্দ্র নারায়ণ রায়; বাস হাবড়া আমতার নিকট পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে ছিল। নরেন্দ্রনারায়ণ এই গ্রামের জমিদার ছিলেন। বর্দ্ধমানরাজ এই জমিদারী দখল করিয়া এই রায় পরিবারকে পথের ভিখারী করিয়াছিলেন। কথিত আছে সেই মনোরাগে ভারতচন্দ্র "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করিয়া অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। এই জনপবাদের কোনও মূল নাই। কারণ ভারতচন্দ্রই বিদ্যাসুন্দরের আদি কবি নহেন। তাঁহার পূর্ব্বে অনেকে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া গিয়াছেন। সকলেই বর্দ্ধমান নগরে এই ঘটনা হইয়াছিল লিখিয়াছেন। পরের রচনায় ভারতচন্দ্র সকলকে পরাজিত করায় তাঁহারই কাব্যখানি জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বিদ্যাসুন্দর সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত। মূল গ্রন্থ 'চোর' পণ্ডিতের রচনা। ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে রাজা মানসিংহ বর্দ্ধমান নগর পরিভ্রমণ করিয়া একটি সুরঙ্গ দেখিতে পাইয়া ভবানন্দ মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা কিসের সুরঙ্গ? উত্তরে মজুমদার মহাশয় তাঁহার নিকট বিদ্যাসুন্দরের কোমল কাহিনী বিবৃত করেন! বঙ্গভাষা ও সাহিত্যলেখক মহামহোপাধ্যায় পরলোকগত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বর্দ্ধমানে এই সুরঙ্গ দেখিতে গিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ভারত বিদ্যাসুন্দর রচনায় লৌকিক বিশ্বাসের উপর মহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতচন্দ্র তাঁহার রচনার এক স্থলে লিখিয়াছেন:—

আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরাধিপের আশ্রয়ে মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে রাজকবির পদ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহারই আদেশে অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুরের মুনসী জমিদারের বাড়ী থাকিয়া ভারতচন্দ্র পারশ্য ভাষা শিক্ষা করেন তথায় অবস্থিতিকালে একদিন সত্যনারায়ণ ব্রত উপলক্ষে ভারতচন্দ্র সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেন, সেই রচনার তারিখ কবি ১১৩৪ সন (সনে রৌদ্র চৌ গুণা) দিয়াছেন। এখান হইতে ভারতের কবি যশঃ বিকীর্ণ হইতে থাকে। কবি সেই সত্যনারায়ণ ব্রত কথায় আত্মপরিচয় এইভাবে দিয়াছেন :—

ভরদ্বাজ অবতংশ, ভূপতিরায়ের বংশ,
সদাভাবে হত কংস, ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্ররায়ের সুত, ভারত ভারতী যুত,
কুলের মুখটি খ্যাত, দ্বিজপদে, সুমতি॥
দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর নাম,
তাতে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়,
হয়ে মোর কৃপাদায়, পড়াইল পারশী॥

ভারতচন্দ্র 'রায় গুণাকর' উপাধি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরাধিপ তাঁহাকে গঙ্গাতীরে মূলাজোড় গ্রামে ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়া ভদ্রাসন বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মূলাজোড়ে পূতসলিলা জাহ্নবীর তীরে বাঙ্গালার অবিনশ্বর মহাকবি ভারতচন্দ্র ১৬৮২শকে পরলোক গমন করেন। তাঁহার বংশধরেরা আজও মূলাজোড়ে বাস করিতেছেন। বর্দ্ধমানরাজ-কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া কবি সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। বিধাতা তাঁহার মনের গতি অন্য দিকে ফিরাইয়া বঙ্গভাষার জীবন রক্ষা করিয়াছেন।

আমরা যে গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার শেষে এইরূপ লেখা আছে :—

কালিকার শ্রীচরণ,　　শিরে করি বন্দন,
বিরচিল কালিকার আদেশে।

ইতি পুস্তক সমাপ্ত ইতি বিদ্যাসুন্দর পুঁথি সমাপ্ত সন ১১৮৯ সাল পরগণে মুক্তিপুর মৌজে চকবক্‌লা সরকার ঘোড়াঘাট নবাব শ্রীভগ সাহেব (Bogle Collector of Ghoraghat) লিখিত স্বাক্ষর শ্রীধন মহম্মদ বরখন্দ শ্রীউমাকান্ত শর্ম্মা ভট্টাচার্য্য পরগণে সিদিবিল সাকিন দহকুলা জিলা নদিয়া শনিবার আধ প্রহর মধ্যে সমাপ্ত হইল তারিখ ২৪শে পৌষ।

সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যেও ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" সুদূর উত্তরবঙ্গের একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে লিখিত ও পঠিত হইত। নানাবিধ বাধা বিপত্তির মধ্যেও সে সময়ে রঙ্গপুরে সাহিত্যামোদীরও অভাব ছিল না ইহাই ইহার ঐতিহাসিকত্ব।

১১৪। মহরম পর্ব্ব।

কবি হেয়াত মামুদ এই কাব্যখানি ১১৩০ সনে ইংরাজী ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে নবাব মুরশীদকুলী খাঁর রাজত্ব কালে রচনা করিয়াছিলেন। এক কালে এই মহরম পর্ব্ব গ্রামে গ্রামে গীত হইত। লোকে এই করুণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া স্বধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে শিক্ষালাভ করিত। আজকাল ইস্‌লাম ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মহরম উপলক্ষে গীত গান করা অধর্ম্মের কাজ বলিয়া সমাজে পরিগণিত হওয়ায় আর মহরম উৎসবের সে সজীবতা নাই।

জগতের ইতিহাসে এমন ধর্ম্মপ্রাণ করুণ সঙ্গীতের বীরগাথা আছে কিনা আমরা জানি না। কারবালা ভূমি যে ধর্ম্ম শোণিতে প্রবাহিত হইয়া ফারাত নদীকে রঞ্জিত করিয়াছিল, তাহারই উন্মাদিনী শক্তিতে "দিন! দিন!" রবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁপাইয়া বিশ্ববিজয়িনী ইস্‌লাম সৈন্য জেহাদ ঘোষণা করিয়া ক্ষুদ্র ইসলাম পর্ব্বতের মসজেদ হইতে বিনির্গত হইয়া পশ্চিমে টগাস নদী ও পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ জয় করিয়া মহম্মদের সিংহাসন স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই কার্য্য পাশব বলে সাধিত হয় নাই। মানুষের শক্তিতে এ কার্য্য সাধিত হইতে পারে না শুধু ধর্ম্ম উন্মাদে মাতোয়ারা হইয়া মুসলমানগণ এই অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কবি সেই বীরকাহিনী করুণরসে পয়ার-ছন্দে গাইয়াছেন। কি ভাবে কাব্য রচনা করিলেন তাহা সবিস্তারে লিখিয়াছেন। আমরা এখানে তাহাই সবিস্তারে দেখাইতেছি :—

শুন আর নিবেদন, কহি আমি বিবরণ,
যেই মতে রচিনু পয়ার।
ঝাড়বিসিলা গ্রাম, চতুর্দ্দিগে যায় নাম,
পরগনে সুলঙ্গা বাগদ্বার॥
সরকার ঘোড়াঘাট, কি কহিব তার ঠাট,
নানান রাজার ছিল জাত।
সেই গ্রামে আমার ঘর, আছে লোক বহুতর
ছাওয়াল পণ্ডিত বলি তার॥
বসতির নাহি সীমা, দিব কি তার উপমা,
অমরা জিনিয়া গ্রামখানি।
যথা তথা রস রঙ্গ, নাহি জানে প্রীতভঙ্গ,
একো জন গুণে মহাগুণি॥
ইষ্ট মিত্র সেই গ্রামে, আছি যত একি ছামে,
নিরবধি কহেন আমাক।
ইমামের জঙ্গ কথা, কতেক শুনিব বেথা
কহ তুমি কেতাব উত্তরে॥
তাহার আদেশ ক্রমে, অশেষ করিয়া শ্রমে,
করিলাম পুস্তক প্রচার।
কেতাবে দেখিনু জেহি, পয়ারে রচিনু সেহি,
দোষ মোর না ধরিব ইহার॥
পড়িব শুনিব লোক, বিনএ পূর্ব্বক,
বহির আমার নামখানি।
এই সে আমার আশ, তাথে কেহ উপহাস
অবিচারে কর কেহ জানি॥
পদ সমস্বর জেন, রচিলাম আমি তেন
নাহি কোন পুস্তকের পোথা।
নাহি পদ বড় ছোটা, কেবল নিজের কাটা
মিত্রাক্ষর দেখহ সর্ব্বথা॥
কিতাব কোরাণে জানি, দেখিলে ইমামের বাণী
মুক্তি হয় পাপ পরিহরি॥
রছুলের সকাত পাএ, অন্তকালে ভিস্তে যায়,
যদি শুনে মন স্থির করি।
শকাব্দা পরগণাতি, তাথে বিরচিল পুঁথি
সন (১১৩০) এগারশ ত্রিশ সাল।
মোহামদ হেয়াত বোলে, রছুলের পদতলে,
মোকে দয়া কর সর্ব্বকাল॥

* * * * * *

শুনহ মমিন লোক, হৃদয় করহ শোক,
মহরমে ইমামের ও ফতে
মহরমের দশমিভরি, করিবে মাতাম জারি
হবে তার রছুল সকাত॥
সাহা কবিরের সুত, সব গুনে যশোভূত,
নানা বাণি আইসে জিভাএ।

করিয়া ত পদ বন্দ, গাইল করুণাছন্দ
বিরচিয়া মহমদ হেয়াত।
সেখ জামাল কয়, সেবিয়া ভাইয়ার পাএ
আমা প্রীতে পুস্তক প্রচার॥
পিতা মাতার বচন, শিরে করি বন্দন
মারস্তিল ইমামের পয়ার॥

কবির বাসস্থান ঝাড়বিশিলা গ্রাম রঙ্গপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার মধ্যে অবস্থিত। পরগণে মুলঙ্গী বাগদ্বার বা বাগদুয়ারও রঙ্গপুর জেলায় অবস্থিত। রাজা ভবচন্দ্রের উপাস্য দেবতা 'বাগ্‌দেবীর' নামে এই পরগণার নাম হইয়াছে। বাগ্‌দেবীর মন্দির এখন ভেণ্ডাবাড়ী গ্রামের নিকট অবস্থিত। এই বাগ্‌দেবীকে কেহ কেহ নীল সরস্বতীও বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। ভেণ্ডাবাড়ী একটি প্রসিদ্ধ মেলার জন্য খ্যাত। পূর্ব্বে বাগ্‌দুয়ারে থানা ছিল। থানার নামও বাগদুয়ার ছিল। কালসহকারে বাগদুয়ারের গৌরব হ্রাস হওয়ায় থানা উঠিয়া পীরগঞ্জে যায়। কবি ঝাড়বিশিলা গ্রামের যে সমৃদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন, এখন তাহার কিছুই নাই। ইহার অনতিদূরে একঘর মুসলমান জমিদারের বাস আছে। সৈয়দ বংশীয় কয়েক ঘর মুসলমানও আছেন। কবির "যথাতথা রসরঙ্গ, নাহি জানে প্রীতভঙ্গ" কথা পাঠ করিয়া মনে হয় সেকালের বাঙ্গালী খাইয়া পরিয়া সকলে মিলিয়া মিশিয়া বড়ই আমোদ আহ্লাদে বসবাস করিত। একালের জীবনযুদ্ধ তখন ছিল না। অলিভার গোলডস্মিথের পরিত্যক্ত পল্লীর বর্ণনা এখন সকল দেশেই প্রযুজ্য।

উদ্ধৃতাংশের শেষ দুই চরণ পাঠ করিয়া বোধ হয় কবির ভাইয়ের নাম সেখ জামাল ছিল। কবি তাহারই প্রীতির জন্য কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ঝাড়বিশিলা গ্রামে আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কবির বংশাবলীর নির্ণয় করিতে পারি নাই। কবির পিতার নাম সেখ কাবিল ছিল।

১১৫। কুমার হরণ।

"কুমার হরণ" নাম না হইয়া "উষা হরণ" নাম হইলে বুঝিবার পক্ষে সুগম হইত। এই কুমার, কৃষ্ণের পৌত্র কামদেবের পুত্র অনিরুদ্ধ। ইনি বাণপুত্রী উষাদেবীর রূপ লাবণ্যের কথা চিত্রলেখার মুখে শুনিয়া মোহিত হইয়া শোণিতপুরে গমন করেন এবং উষার সহিত সম্মিলিত হন। উষাদেবীও স্বপ্নে কৃষ্ণপৌত্রকে দেখিয়া স্বামিত্বে মনে মনে বরণ করিয়াছিলেন, এদিকে দৈত্যরাজ বাণ কিঙ্কর মুখে এইরূপ সংবাদ পাইয়া উষার আলয়ে অনিরুদ্ধকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বন্দী করিয়া রাখেন। এই সংবাদ দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণের নিকট প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ যাদব সেনা লইয়া শোণিতপুরী অবরোধ করেন। বাণে ও শ্রীকৃষ্ণে মহাযুদ্ধ হয়। পরে বাণ পরাজিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ উষার সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ দিয়া দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেন। এই যুদ্ধে শিবজ্বর ও কৃষ্ণজ্বরের উৎপত্তি হয়। এই কাব্যের কবির নাম পীতাম্বর—আর কোন পরিচয় নাই কেবল ভণিতা লিখিয়াছেন "হরিপরসনে কবি পীতাম্বর কয়।" পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে কাব্যখানি রচিত—বিষয় বৈচিত্র্যে বর্ণনা আমাদের নিকট বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছে। ৯২ পাতের পুঁথি। গ্রন্থশেষে লেখা আছে "ইতি কুমার হরণ সমাপ্ত

যথা দিষ্টং ইত্যাদি পরগণে মুক্তিপুর সাকিম চকবরুল সরকার ঘোড়াঘাট লিখিতং শ্রীকাশীচন্দ্র শর্ম্মা দেওয়ান শ্রীযুত রাধাকান্ত রায় ছোট দেওয়ান শ্রীযুত * * * গোমস্তা শ্রীযুত রামশঙ্কর রায় সন ১২২৯ সাল সেথার বকসন শ্রীযুত বেঙ্গু মামুদ সেখ— আজিতুল্লা সেখ কর্ত্তৃক পুঁথি সমাপ্ত মাহে ফাল্গুণ ২৭ সোমবার বেলা আদ প্রহর।

শ্রীকৃষ্ণের 'দ্বারকাপুরী'' গুজরাটে সে সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। শোণিতপুরী কোথায় অবস্থিত* ? ক্যানিংহাম প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ দিনাজপুর জেলার মধ্যে এই শোণিতপুরীর অবস্থান ঠিক করিয়াছেন। দিনাজপুর হইতে মালদহ ও পুরাতন গৌড় নগরাভিমুখে এক পথ গিয়াছে। এই পথ ধরিয়া ১৮ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে যাইলে একটি বিশাল অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণে এই জঙ্গলকে বাণরাজার বাড়ী বলিয়া অভিহিত করে। এই জঙ্গলের মধ্যে বহু অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে। কথিত আছে দিনাজপুররাজ রামনাথ এই অরণ্যে বহু টাকা পড়িয়া পাইয়াছিলেন। বুকানন সাহেবও এই বাণনগরের সম্বন্ধে লিখিতে ভুলেন নাই। বঙ্গবিজেতা বকতিয়ার খিলিজি এই স্থানে তাঁহার রাজ্যের সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মুসলমান সেনা-নিবাসের নাম ছিল "দমদমা।" মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে এই স্থান ''দেব-কোট'' *নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বঙ্গবিজেতা* বকতিয়ার এইস্থান হইতে আলিমেকের প্রদ-র্শিত পথে তিব্বত বিজয়ে বহির্গত হইয়া অদৃষ্ট বশে কামরূপরাজের হস্তে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া ধ্বংসাবশিষ্ট সেনা লইয়া এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং আলিমর্দ্দনের অসি-ঘাতে প্রাণ ত্যাগ করেন। প্রাচীন বাণনগর এখন এই নামে ইতিহাসে পরিচিত; উত্তর বঙ্গের সামন্ত নরপতিগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বকতিয়ার খিলিজি রাজদুর্গের প্রতিষ্ঠা করেন। এইখানে মসজেদে মুসল-মান ভূপতির অতি প্রাচীন প্রস্তরলিপি আবি-ষ্কৃত হইয়াছে। সুলতান ইলতিমিস্ এই মসজেদ প্রতিষ্ঠা করেন। মহাকালের প্রভাবে শোণিতনগর বাণনগর হইতে দেবকোট এবং দমদমায় পরিণত হইয়া বর্ত্তমানে মহারণ্যে পরিণত হইয়াছে। কুমারহরণ কাব্য এই ভাবে পাঠ করিলে হিন্দু রাজত্বের লীলাভূমির প্রদর্শক বলিতে হইবে।

* শোণিতপুর আসামের অন্তর্গত বর্ত্তমান তেজপুর বলিয়া ঐতিহাসিকগণ নির্ণয় করিয়াছেন। দিনাজপুরের বাণরাজা ও মহাভারতোক্ত বাণরাজা এক বলিয়া বোধ হয় না। সভার সম্পাদক।

১১৬। স্মরণদর্পণ গ্রন্থ।

আট পাতার পুঁথি। পূর্ব্বাপর বৈষ্ণব প্রভুদের লীলাখেলা অতি সংক্ষেপে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। সেই জন্য গ্রন্থের নাম বুঝি "স্মরণ দর্পণ" রাখা হইয়াছে। কবির নাম রামচন্দ্র দাস। কবি কাব্যমধ্যে আপন বিবরণ কিছুই লিখিয়া রাখিয়া যান নাই, সেই জন্য কবি বিস্মৃতির অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছেন। ভাষার বিচার করিলে বোধ হয় কবির বাস-স্থান উত্তরবঙ্গের কোনও স্থানে ছিল। গ্রন্থ-শেষে লেখা আছে ''সকীয় পুস্তক শ্রীরাধাকান্ত দাসস্য তথা মোকাম দগদগী তাং ৬ই জ্যৈষ্ঠ

সন ১২২০ সাল।" গ্রন্থের শেষ পত্র হইতে রচনার নমুনার স্বরূপ আমরা কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। লেখকের আবাস "দগদগী" গ্রামে ছিল বলিয়া জানিতে পারা যাইতেছে। এই "দগদগী" গ্রাম কোথায় আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই। খুব সম্ভব ইহার অবস্থিতি রঙ্গপুরে নহে।

কুন্তবাসি পৌর্ণমাসি গোরা অবতার।
জুরাল যুগের ভার অবনি নিস্তার॥
রবির কিরণ জত আছিল জীবতাপে।
হরিল সকল প্রভু নিজ গুণ আলাপে॥
কলি যুগে তপজপ নাহি কিছু তন্ত্র।
প্রকাশিল প্রভু তাহে তবে কৃষ্ণ মন্ত্র॥
অন্ধ বধির জত সব পরকাশ।
বিন্দু না পড়ল গাএ রামচন্দ্র দাস॥
জয়রূপ সনাতন,　　দেহ মোরে অহি ধন,
ভুষন করিব সর্ব্ব গাএ।
শ্রীগোপাল ভট্টপদ হৃদয়ে করি আশা।
ইহা বহি অন্য নাহিক ভরসা॥
কেহ না করিয় রোষ,　ক্ষেমিএ সকল দোষ,
জেন কহি বালকের ভাষ।
শুনরে রসিক ভাই,　　স্মরণ দর্পণ এই
যে কহিল রামচন্দ্র দাস॥

১১৭। ভাব স্বভাব রতিস্বরূপ ধাম নির্ণয়।

দুই পাতার গ্রন্থ। রচয়িতার নাম নাই। লিপিকরের নাম শোভারাম দাস, বাড়ী ঘরের কোনও ঠিকানা নাই। ইহা অতি নিকৃষ্ট সাধন প্রণালী। বৈষ্ণব সমাজ যখন অধঃপাতে গিয়াছিল, সেই সময়ে এই প্রকার অশ্লীল গ্রন্থাদি শাস্ত্র নামে প্রচারিত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মকে অতল জলে ডুবাইয়া দিয়া বৈষ্ণব নামে ঘৃণা উৎপাদন করিয়াছিল।

"গুরু গোসাই সহিত কি সম্বন্ধ। রতি সম্বন্ধ। কৃষ্ণ কোন স্বরূপ রতি ভানুকরূপ—কামস্বভাব॥ রাধিকা কোন স্বরূপ—প্রেমস্বরূপ—আহ্লাদিনী স্বভাব * * * * * * * মোহা প্রসাদ কোন স্বরূপ—ঠাকুরাণী জিহ্বা-স্বরূপ শুক্লবর্ণ ইত্যাদি চরণামৃতের কর্ত্তা কৃষ্ণচন্দ্র—অধরামৃতের কর্ত্তা গুরুগোসাই; মহা প্রসাদের কর্ত্তা শ্রীঠাকুরাণী-জিউ চরণামৃতের নাম আনন্দ উদ্ভব অধরামৃতের নাম জিতাক্ষি॥ ইতি ভাব স্বভাব রতি স্বরূপ নাম নির্ণয় সংপূর্ণ মিতি॥"

১১৮। অথ শ্রীরাধিকা স্তোত্র।

চারি পাতের পুঁথি। পুঁথিখানা রচনা কাহার তাহা লেখা নাই। লিপিকরের নাম সন তারিখ ইত্যাদি কিছুই নাই। গ্রন্থশেষে লেখা আছে "ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ব্রহ্ম নারদ সংবাদে শ্রীরাধিকা স্তোত্রং সম্পূর্ণং।" শ্রীমদ্ভাগবতে "রাধা" নাম নাই। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রামাণিক আদি গ্রন্থে শ্রীরাধার নাম উল্লেখ না থাকায় প্রকৃতিবাদী বৈষ্ণব ঠাকুরগণ বড়ই ফাঁপরে পড়িয়াছেন—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে রাধা কৃষ্ণ লীলার সূত্রপাত করিয়া শ্রীরাধাকে আদ্যাশক্তি রূপে সাধক সমাজে প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ পাঠ করি নাই; সুতরাং এ ব্রহ্ম নারদ সংবাদ সম্বন্ধে কিছু বলিতে অক্ষম। সেই রাধিকার স্তোত্র বৈষ্ণব কবি বাঙ্গালা পয়ারে

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা নিম্নে কিছু উদ্ধার করিয়া দিলাম :—

বৃন্দাবনে অতি রম্য কল্প বৃক্ষ নাম।
ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ সেই তার ধাম।
তাহার দ্বিতীয় অঙ্গ দুই ভাগ হইয়া।
শ্রীরাধা অনঙ্গমঞ্জুরী দুই অঙ্গ প্রকাশিয়া॥
আশারূপি হইয়া সেহি রাম নাম ধরে।
না হয় স্বরূপ বস্তু প্রকৃতির রূপে॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদয় আহ্লাদিনি তার নাম।
* * রশ পুষ্টি চিন্তামনি ধাম॥ ইত্যাদি

ক্রমে এইরূপ বর্ণনায় কবি অশ্লীলতার চরম সীমায় পৌছিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র কাব্যের শ্রীরাধিকা স্তোত্র নাম কেন যে হইল আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

১১৯। জ্ঞান শব্দসার।

কবি কুশাই বিরচিত ; কবি কাব্য মধ্যে "নিকৃষ্ট কুসাই" ভিন্ন অন্য ভণিতা দেন নাই। কবি হিন্দু কি মুসলমান ছিলেন তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। গ্রন্থ শেষে আছে।

কহিতে কত কহিব বিষ্ণুচক্র লীলা।
জ্ঞান শব্দ পুস্তক ইতি সমাপ্ত হইলা॥"

পরগণে বড়বিলা সরকার ঘোড়াঘাট বিতারিখ ১৫ই কার্ত্তিক রোজ সোমবার সন ১২২০ কেশবপুর। লিপিকরের নাম নাই। কবির বাড়ী পরগণে বড়বিলার কেশবপুর গ্রামে ছিল বলিয়া বোধ হয়। বড়বিলা পরগণার কেশবপুর গ্রাম রঙ্গপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার মধ্যে অবস্থিত।

গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ :—

নম শ্রীসর্ব্বমঙ্গলায়॥
যাহাকে স্মরিলে দুঃখ দরিদ্র পলায়॥
স্তুতি ভক্তি করো দেবি তোমার চরণে॥
কৃপা করি শীঘ্র গতি আসিল আপনে।
ত্রিদশ দেবতা জাতই তিনভুবনে।
একত্র প্রণমহো সবার চরণে॥
ত্রিদেশের কর্ত্তা প্রভু দেব নারায়ণ।
ইন্দ্র চন্দ্র যত দেব তোমার স্বজন॥
তুমি মোর ব্রহ্ম মন্ত্র তুমি ব্রহ্ম জ্ঞান।
অনুক্ষণ রহুক মন তোমার ধিয়ান॥
চরণকমলে প্রভু এহি চাও দান।
অনুক্ষণ জেন মুক্রি জপো তুয়া নাম॥
স্থির মনে রাখো মোখে রাতুল চরণে।
তুয়া পদ বিনা জেন অন্য না লয় মনে॥

* * *

মনিরাম নারদে যে রূপ কথা হৈল।
সেহি সব বৃত্তান্ত সার পুস্তকে রচিল॥
পুস্তক প্রমানে যে প্রবোধ কিছু পাই।
জদি জ্ঞানি বুঝে তবে সন্ধান ধিয়াই॥
মনিরামে বলেন নারদ মহামুনি।
প্রভুর প্রসাদ কথা কহ কিছু শুনি॥

* * *

মুনি রামের বচনে কহে নারদ মুনিবর।
সত্য ভাবে শুন কিছু কহিছি উত্তর॥
বিদ্যা নামে একজন জন্মিয়া সংসারে।
নানা মত প্রকারে সে গুরুভক্তি করে॥
নানা শাস্ত্র পড়িয়া সে বিদ্যা বিচক্ষণ।
বুঝিঞা চাহিল মনে পরম কারণ॥ ইত্যাদি

বিদ্যা সংসার বিরাগী হইয়া সদ্গুরুর অন্বেষণে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিল—বহুবিধ সাধু সন্ন্যাসীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইল। সকলকেই আত্মা ও ভগবানের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া সদুত্তর পাইল না—মনেরও তৃপ্তি হইল না।

"দুই চারি বচনে বুঝএ তার মন।
আত্মা বোধ প্রবোধিতে নারে কোনজন॥"

এই প্রকারে ভ্রমিতে ভ্রমিতে "আচম্বিতে এক নগরে উপস্থিত" হইল—সে নগরের রাজা প্রজা প্রতি জনে জনে আনন্দিত। সেই নগরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আদি জ্ঞানী লোকের সহিত বিগ্যার বিচার হইল কিন্তু কেহই তাহার মনের সংশয় দূর করিতে পারিল না। অনেক দিনের পর সেই নগরে বিগ্যা এক মহন্তকে দেখিতে পাইয়া :—

মহন্ত দেখিয়া বিগ্যা জোর কৈল কর।
স্তুতি ভক্তি করি কিছু পুছিল উত্তর॥

মহন্ত অনুমতি প্রদান করিলে বিগ্যা আপনার মর্ম্ম কথার প্রশ্ন করিতে লাগিল। সে সব কথা প্রত্যেক মানবের ধ্যানের ও চিন্তার বিষয়।

ত্রিভুবন মধ্যে জীব জন্মে যত জন।
জন্মিলেহি জগতে তাহার অবশ্য মরণ॥
কোথা হইতে আসে জীব রহে কোথা গিঞা।
প্রভু ধ্যান প্রেমপদে চাহত ভাবিয়া॥

এই কথা শুনিয়া মহন্ত উত্তর করিতেছেন :—

আপনে হি জন্মে সে যে আপনিই মরে।
আপনি আপন বসে নানা কর্ম্ম করে।
আপনে হি নাচে গাএ আপনেহি চাএ।
আপনার বসে সে যে আপনা বুঝাএ॥
সে যে আপনার লীলা খেলা আপনে খেলাএ।
চাতুরি চরিত্র তার অনেকে বুঝএ॥
প্রভুপদ প্রেমপথে মরে যেবা জন।
সাঁফল জীবন তার সাঁফল মরণ॥

মহন্ত আরও অনেক তত্ত্বকথা বিগ্যাকে বলিল ও বুঝাইয়া দিল যে অহং জ্ঞানের ধ্বংস না হইলে জীবের মুক্তি নাই। বিগ্যা মহন্তকে প্রণাম করিয়া ঘোর অরণ্যে সাধনার জন্য প্রবেশ করিল।

এই মণিরাম কে তাহা আমরা ঠিক করিতে পারি নাই। গ্রন্থখানি ১৪ পাতে সমাপ্ত হইয়াছে। আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে "জ্ঞানশব্দসার" নাম সার্থক হইয়াছে কিন্তু এই "নিকৃষ্ট কুশাই" কবির কোনও ঠিকানা না পাইয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। কালের অনন্ত স্রোতে কবি কুশাই কোথায় চলিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার ক্ষুদ্র কাব্যখানি মানব জীবনের উদ্দেশ্য বহন করিয়া আজও কাষ্ঠের মলাটের মধ্যে তাঁহার নাম জীবিত রাখিয়াছে।

১২০। অম্বরিষ দুর্ব্বাসা সংবাদ।

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত নবম অধ্যায়ের একটি উপাখ্যান। কবির নাম নাই। গ্রন্থের পত্র সংখ্যা ৯। লিপিকরের নাম নাই; নকলেরও সন তারিখ নাই। জীর্ণ পুরাতন বাঙ্গালা কাগজে লেখা। অবস্থাদি দৃষ্টে অতি পুরাতন পুঁথি বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থ শেষে লেখা আছে।

নবম স্কন্ধের কথা অম্বরিষ ব্যাখ্যান।
এক মনে শুনিলে হয় সর্ব্বত্র কল্যাণ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে অম্বরিষ দুর্ব্বাসা সম্বাদে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥

এই উপাখ্যানের আরম্ভ এইরূপ :—

পরীক্ষিৎ মহারাজা বৈষ্ণব প্রধান।
এক মনে শুনে কৃষ্ণ চরিত্র ব্যাখ্যান॥
সমুদিত ভাগবত ব্যাস মুখোদিত।
কহে শুক মহামুনি শুনে পরীক্ষিত॥

* * *

অম্বরিষ মহারাজা বৈষ্ণব প্রধান।
রাজা বোলে মুনিরাজ কর অবধান॥
দুর্ব্বাসা মহামুনি ত্রিলোক পূজিত।
বাদ কেনে অম্বরিষ এ কোন উচিত॥
যায় ভএ ত্রিভুবন পুত্র কর্ম্মবান।
হেন জনে না ভাবিল এ হেন অজ্ঞান॥

* * *

অম্বরিষের বৈষ্ণবতা জানিতে কারণ,
এ হেতু দুর্ব্বাসা মুনি কৈল প্রতারণ॥
শুকদেব বলে রাজা শুন সাবহিতে
অম্বরিষ ব্রহ্মশাঁপ এড়াইলা যে মতে॥ ইত্যাদি

দুর্ব্বাসা মুনি অম্বরিষ রাজ-গৃহে দ্বাদশীর দিবস পারণোদ্দেশে যাইয়া রাজার আতিথ্য স্বীকার করিয়া কালিন্দীর তটে স্নান করিতে গমন করিয়া আহ্নিকাদি ক্রিয়ায় ব্যাপৃত হন। এ দিকে রাজা মুনির আসিতে বিলম্ব দেখিয়া এবং দ্বাদশী কাল অতীত হয় জন্য একাদশী ব্রতোপবাস রক্ষার নিমিত্ত কুশাগ্রে জলপান করেন। কিছুকাল পরে মুনি প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার অগ্রে রাজা পারণা করিয়াছেন অপরাধে রাজার ধ্বংসের নিমিত্ত মহাক্রোধে একটি জটা মস্তক হইতে ছিড়িয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করেন। সেই ছিন্ন জটা হইতে

—এক মূর্ত্তি জন্মিল ঘোরতর।
প্রলয়ের অগ্নি যেন মহা খড়্গাধর॥
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী যার পদ ভরে।
হাতে খড়্গ লইয়া যায় রাজা কাটিবারে॥

রাজা আকস্মিক বিপদ দেখিয়া বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন। সহসা কোথা হইতে বিষ্ণুচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া মুনি-সৃষ্ট বীর পুরুষের মাথা কাটিয়া ফেলিল। ভগবদ্ভক্তের নিস্কৃতি হইল। এ দিকে চক্র মহাতেজে দুর্ব্বাসা মুনিকে আক্রমণ করিল। মুনি প্রাণভয়ে ব্রহ্মার শরণ লইয়া রক্ষা পাইলেন। এইরূপে বৈষ্ণবের নিকট পরাজিত দুর্ব্বাসা মুনির বিষদন্ত ভগ্ন হইল।

কোপন স্বভাব দুর্ব্বাসা মুনি মহাভারতের বনপর্ব্বে ভীম গদাঘাতে ভীত হইয়া সশিষ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন তাহাও বুঝি কোন বৈষ্ণব কবির প্রক্ষিপ্ত রচনা হইবে। এই ক্ষুদ্র উপাখ্যানে ব্রাহ্মণ হইতে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ তাহাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে বলিয়া কবি আপনার নাম ধাম আদি অপরিজ্ঞাত রাখিয়াছেন।

১২১। শ্রীসুদামার চরিত্র।

ছয় পাতার পুঁথি। গ্রন্থ শেষে লেখা আছে ইতি "শ্রীসুদামার চরিত্র সমাপ্তঃ। যথা-দিষ্টং তথা লিখিতং লেখকের দোষ নাস্তিঃ। ঃ।" লিপিকরের নাম ধাম ও নকলের সন তারিখ নাই। পুরাতন বাঙ্গালা কাগজে লেখা। অবস্থাদি দৃষ্টে বহুকালের প্রাচীন পুঁথি বলিয়া ধারণা হয়। এই ক্ষুদ্র কাব্যের কবির নাম ভণিতায় পাওয়া যায়। কবি ভণিতার অতিরিক্ত আত্মপরিচয় কিছুই রাখিয়া যান নাই :—

রত্নময় পুরি খানা দেখিয়া সম্মুখে।
বিপ্র পুরুষ রাম গায় শুন সর্ব্ব লোকে॥

গ্রন্থের বিবরণ কবি এই ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন :—

আছিল কৃষ্ণের সখা বিপ্র একজন।
শুন শুন পরীক্ষিৎ হএ এক মন॥

সুদাম তাহার নাম জগত বিদিত।
সর্ব্ব শাস্ত্র জানে সেহি বিচারে পণ্ডিত॥
লোভ মোহ নাহি তার নাহি অভিমান।
সংসারে দরিদ্র নাহি তাহার সমান॥
অতি বড় পতিব্রতা তাহার রমণি॥
স্বামি পরায়ণা সেহি বড়ই দুখিনি॥

ইত্যাদি—

মহা কষ্টে দম্পতির জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। এই ভাবে আর জীবন ধারণ অসম্ভব দেখিয়া দ্বিজ-পত্নী স্বামীকে কৃষ্ণ দরশনে পাঠাইলেন। বিপ্র পথে পথে কৃষ্ণ নাম জপিতে জপিতে পথ হাঁটিয়া দ্বারকাপুরী যাইয়া উপনীত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল :—

পূর্ব্বে মোর ছিলা সখা, একে যদি পাঞি দেখা,
তবে জানি মহিমা তোমার।
এত বলি দ্বিজবর, প্রবেশিলা এক ঘর,
সেই ঘরে প্রভু গদাধর।
লক্ষ্মীর সহিত হরি, আছিলা শয়ন করি,
সখা দেখি উঠিলা সত্বর॥

শ্রীকৃষ্ণ বাল্যসখাকে আদর করিয়া বসাইলেন এবং নানা উপচারে সেবা করিলেন এবং এমন কি—

প্রেমে অঙ্গ গদ গদ, ব্রাহ্মণের দুই পদ,
ধোয়াইলা প্রভু গদাধরে।
বিপ্র পাদোদক নিয়া, আপন মস্তকে দিয়া,
তবে দিলা লক্ষ্মীর মস্তকে॥

এই প্রকার আদর অভ্যর্থনার পর দুই সখায় শৈশবের অনেক কথাবার্ত্তা হইবার পর শ্রীকৃষ্ণ সুদামাকে বিদায় দিলেন। নির্লোভ ব্রাহ্মণের যাজ্ঞার কথা মনে ধারণা হইল না। আপন মনে স্বগৃহের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু কবি এই পরিচ্ছেদের সমাধান এই বলিয়া করিয়াছেন :—

দ্বিজ পুরুষ রাম কহে পুরাণের সার।
কিসের অভাব তার কৃষ্ণ সখা যার॥

ব্রাহ্মণের কিন্তু পথে যাইতে যাইতে মনে হইল পত্নী আমার সাংসারিক অভাব বিমোচন জন্য পাঠাইয়াছিলেন আমার দ্বারায় তাহার কিছুই হইল না। অবশেষে বিপ্র স্বগৃহে উপনীত হইলেন—কৃষ্ণের প্রসাদে তাঁহার সকল অভাব দূর হইয়াছিল। যাইবা মাত্র :—

সুবর্ণের ঝাড়িতে দাসি আনি দিল জল।
ব্রাহ্মণি ধোয়াইল দ্বিজের চরণ॥ ইত্যাদি

উপাখ্যান ভাগটি সত্যনারায়ণের দ্বিজ সদানন্দের ন্যায়। মহাভারতের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পদ ধৌত করাইবার কার্য্যটি গ্রহণ করিয়া সেই ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। আর এই সুদামার উপাখ্যানে ব্রাহ্মণের পদধৌত জল মস্তকে সস্ত্রীক ধারণ করিয়া পাদোদক মাহাত্মা ঘোষণা করিয়াছেন। দ্বিজ পরশুরাম কে ছিলেন আমরা অনুসন্ধানে জানিতে পারি নাই।

১২২। চন্দ্রহাসের উপাখ্যান।

কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের কৃপায় "চন্দ্রহাস" অনেকের পরিচিত। বীণা রঙ্গ-ভূমিতে ইহার অভিনয় অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বে এই চন্দ্রহাসের আখ্যান আছে। কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় সেই গল্প ভাগ লইয়া আপনার নাটক রচনা করিয়াছেন। আমরা অশ্বমেধ পর্ব্বের সেই উপাখ্যানটি পাইয়াছি। ইহার কবি

শ্রীকরনন্দী। এই শ্রীকর নন্দী কে? তাঁহার বাড়ী কোথায় আমরা তাঁহার কোনও ঠিকানা পাই নাই। কবির ভাষা দেখিয়া বোধ হয় তিনি পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের লোক। কবি ভণিতায় ছুটীখাঁর আদেশে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। ইতিহাস পাঠক জানেন ছুটীখাঁ সুলতান নশরৎখাঁর সময়ে চট্টগ্রাম প্রদেশের পাঠান সেনাপতি ছিলেন। ইঁহারই সময় নশরৎ খাঁ স্বাধীন ত্রিপুরা বা জাজনগর বিজয় করিতে যাইয়া ভগ্নমনোরথ গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ছুটীখাঁর মহাভারত "অশ্বমেধ পর্ব্ব" প্রাচীন গ্রন্থাবলীর নাম দিয়া সাহিত্য পরিষৎ ১৩১৩ সনে প্রকাশ করিয়াছেন। ছুটীখাঁর পিতা পরাগল খাঁও মহাভারতের অনুবাদ করাইয়া ছিলেন। শ্রীকর নন্দী জৈমিনি ভারতের ভাব লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। আমরা জৈমিনি ভারতের অশ্বমেধ পর্ব্ব মাত্র দেখিয়াছি আর আছে কি না তাহা শুনি নাই। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পরেই শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্ব্ব রচনা করেন। আমাদের প্রাপ্ত হস্তলিপির শেষ ভাগে এইরূপ লেখা আছে :—

পার্থ নিবেদিলা গিয়া গোবিন্দ গোচর।
নিজ রাজ্য তোমাকে দিলা চন্দ্রহাঁস।
স্ত্রী পুত্র দিল তোকে করিয়া যে দাস॥
আক্ষার বচন শুন দেব দামোদর।
বিসয়ার পুত্রেরে দেহ সকল নগর॥
পার্থের বচন শুনি আনন্দ অতিরেক।
বিসয়ার সুতে বর করিলে অভিষেক॥
রাজা হইল তবে পুত্র গুণনিধ।
পুত্র তার যুবরাজ হইল যথাবিধি॥
সে দুই কুমার তথা অবস্থান করি।
চলিল পার্থের ঘোড়া পথ অনুসারি॥
লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমর বিজয়ী ছুটিখান মহাশয়॥
তাহান আদেশ মাল্য মাথে আরোপিয়া।
শ্রীকর নন্দী এ কহে পাঞ্চালি রচিয়া॥
অশ্বমেধ পূণ্য কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি॥

ইতি চন্দ্রহাস কথা সমাপ্ত। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি হস্তাক্ষর শ্রীউমরন্দী নাথ সাং চিথলিয়া থানা গোবিন্দগঞ্জ বেলা উজানি দুই-প্রহরে সমাপ্ত বুধবার ৭ই ভাদ্র ১২২৩ সাল।

১২৩। শিবায়ণ।

কবিবর রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য শিবায়ণ কাব্যের কবি কবিবর নিজ কাব্য মধ্যে এইরূপে আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন :—

(১)

অজিত সিংহের তাত, যশমন্ত নরনাথ,
রাজা রাজসিংহের নন্দন।
তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করি ঘর,
বিরচিল গণেশ বন্দন॥

(২)

রঘুবীর মহারাজা, রঘুবীর সমতেজা
ধার্ম্মিক রসিক রণবীর।
তস্য সুত যশমন্ত, সিংহ সর্ব্ব-গুণ-যুত,
শ্রীযুত অজিত সিংহের তাত।
মেদিনীপুরাধিপতি, কর্ণ গড়ে অবস্থিতি,
ভগবতী যাহার সাক্ষাৎ।
রাজা রণে ভৃগুরাম, দানে কর্ণ, রূপে কাম,
প্রতাপে প্রচণ্ড যেন রবি।

শক্রের সমান সভা,   জ্বলন্ত পাবক প্রভা,
সুবেষ্টিত পণ্ডিত সৎ কবি ॥
দেবী পুত্র নৃপবরে,   স্মরণে পাতক হরে,
দরশনে আনন্দ বর্দ্ধন।
তস্য পোষ্য রামেশ্বর,   তদাশ্রয়ে করি ঘর,
বিরচিল শিব সঙ্কীর্ত্তন।

(৩)

ভট্ট নারায়ণ মুনি,   সন্তান কেশর কণী,
যতি চক্রবর্ত্তী নারয়ণ।
তস্য সুত কুল কীর্ত্তি   গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী,
তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ ॥
তস্য সুত রামেশ্বর,   শম্ভুরাম সহোদর
সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী,   পতিব্রতা দুই নারী,
অযোধ্যানগর নিকেতন।
পূর্ব্বে বাস যতপুরে,   হেমৎ সিংহ ভাঙ্গে যারে,
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত ॥
স্থাপিয়া কৌশিকীতটে,   বরিয়া পুরাণ পাঠে,
রচাইল মধুর সংগীত ॥

(৪)

শম্ভুরাম ভায়ার ভরণ কর প্রভু।
পদ ছায়া দিতে দয়া ছেড় নাহি কভু ॥
গৌরী পার্ব্বতী সরস্বতী স্বসাত্রয়।
দুর্গাচরণাদি করি ভাগিনেয় ছয় ॥
ভাগেনেয়ী পুত্র কৃষ্ণরাম বন্দ্যোঘাটী।
এ সকলে সুকুশলে রাখিবে ধূর্জ্জটি ॥
সুমিত্রার শুভোদয় পরেশীর প্রিয়।
পরকালে প্রভু পদতলে স্থান দিও ॥
পরমানন্দের কয় পরমানন্দ।
হৃদয় রামের কর সকল সচ্ছন্দ ॥ ইত্যাদি।

কবির পূর্ব্ববাস যতপুর গ্রামে ছিল। রাজা শোভাসিংহের ভ্রাতা হেমৎ সিংহ কবিবরের ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। শোভা সিংহ বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর সময়ে রাজসাহীর (বর্ত্তমান রাজসাহী নহে) জমিদার বা শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি বিদ্রোহী হওয়ায় রাজ্য ভ্রষ্ট হন এবং তাঁহার জমিদারী নাটোরের রাজা রামজীবন প্রাপ্ত হন। কবি স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে রচনার সময় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

শকে হল্য চন্দ্র কলা রাম কলা কোলে।
রাম হল্য বিধিকাণ্ড পড়িল অনলে ॥
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা।
অবনীতে হল্য যেন অমৃতের ধারা ॥

এ প্রহেলিকার মর্ম্ম বুঝিতে আমরা অসমর্থ। ১২৭৬ সনের একখানা ছাপার পুঁথিতে এই শকাঙ্ক ১৬৬৪ লেখা আছে। এই অঙ্ক যদি যথার্থ হয় তবে বলিতে হইবে রামেশ্বর ১৭৪২ খৃঃ অব্দে স্বীয় গ্রন্থ সমাপন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় এক অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই পবিত্র কার্য্য হইতে শিবলিঙ্গ উপাসনার ইতিহাসটুকু অতিশয় অশ্লীল বিধায় প্রকাশকগণের পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

রাজা যশোবন্ত সিংহ কর্ণগড়ের রাজা। ইনি নবাব সুজা উদ্দীনের সময়ে ঘানিব আলীর সঙ্গে ঢাকায় নবাবের দেওয়ান হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইঁহার শাসন গুণে সায়স্তা খাঁর পর আবার ঢাকা নগরীতে টাকায় আট মণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইয়াছিল। সে কথা আজ উপকথার মধ্যে গণ্য। এই দেওয়ানী তাঁহার ১৭৩৪ খৃঃ লাভ হয়। ইঁহার পুত্রের (অজিৎ সিংহের)

অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কবিবর কর্ণগড়ে অবস্থিতি করেন। কর্ণগড় রাজবংশের বংশ তরু আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—
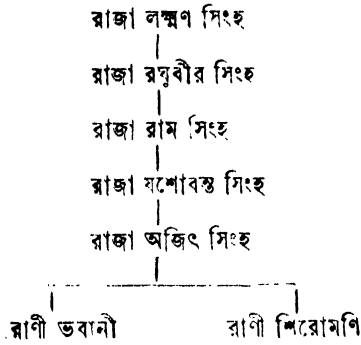
এই রাজ বংশের এখন আর অস্তিত্ব নাই। নাড়াজোলের রাজা এখন কর্ণগড়ের জমিদার। কর্ণগড় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। বাদসাহী আমলে মেদিনীপুরকে উড়িষ্যা বলা হইত। বাঙ্গলার বাদসাহী সীমা মেদিনীপুরের দক্ষিণে আর ছিল না।

রামেশ্বর স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে চাষ আবাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছেন। বাণিজ্যের সম্বন্ধে কোনও কথা বলেন নাই। তাঁহার ভবভাব্য মহাদেব কৃষিকার্য্য স্বহস্তে করিয়াছেন। এই জন্য এই কৃষি প্রধান দেশের আয়াস প্রিয় মধ্যবিত্ত ভদ্র সন্তানের রামেশ্বরের কাব্য পাঠ করিয়া শিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য। রামেশ্বর আমাদের জন্য সে কালে দেশে কত প্রকার ধান্যের আবাদ হইত, তাহার একটি বিস্তৃত তালিকা রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে ধানের চাষ কালক্রমে কত সংকীর্ণ হইয়াছে।

"হরি শঙ্কর হৈল ধান্য হাতি পাঞ্জর হুড়া।
হর কুলি হাতি নাদ হিঞ্চি হলুদ গুঁড়া॥
কেলে কালু কেলে জিরা কালিয়া কার্ত্তিকা।
কয়া কচ্চা কাশী ফুল 'কপোত কণ্ঠিকা॥
কালিন্দী কটকী কুসুম শালী কনক চূর।
তুদরাজ দুর্গা ভোগ পর্দ্দেশী ধুস্তর॥
কৃষ্ণশালী কোঙর ভোগ কোঙর পূর্ণিমা।
কল্মিলতা কণকলতা কামোদ গরিমা॥
খেজুরা থুপী খয়ের শালি ক্ষেমগঙ্গাজল।
গয়াবলি গোপাল ভোগ গোরী কাজল॥
গন্ধ মালতী গুয়া থুপী গুণাকর।
চামরঢালি বন্দন শালি কৈলতার পর॥
ছত্রশালী জটাশালি জগন্নাথ ভোগ॥
জামাই লাড়ু জলা রাঙ্গী জীবন সংযোগ॥
ঝিঙ্গাশালি বলাই ভোগ ধলাবিলক্ষণ।
নিমুই নন্দন শালি রূপ নারায়ণ॥
পাতসা ভোগ পায়রা রস পরম সুন্দর।
পিপীড়া বাঁক্ তিল সাগরী কৈল তার পর॥
বাকশালি বাঁকুই বুয়ালি দারবন্দী।
বাবচুর বুড়া মাত্রা রামশালি রাঙ্গী॥
রাঙ্গা মেটা রামগড় রঞ্জয় করি।
পুণ্যবতী ধান্য রাখে নাম ধরিধরি॥
নহি প্রিয় লাউ শালি লক্ষ্মী কাজল।
ভোজনা ভবানী ভোগ ভুবন উজ্জ্বল॥
সীতা শালি শঙ্কর শালি শঙ্কর জটা।
এই মত আর কত হৈল ধান্য ঘটা॥
লক্ষ নাম লক্ষ্মী হ'য়ে কৈল লোকহিত।
কত নাম কব আর কহিল কিঞ্চিৎ॥

রামেশ্বর কৃত্তিবাসের মত আপনার কাব্যের সমালোচনা আপনি করিয়াছেন। এক স্থানে লিখিয়াছেন "ভবভাব্য ভদ্র কাব্য রচে রামেশ্বর"। অপর এক স্থানে লিখিয়াছেন "রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু"। আবার

অন্য স্থানে আছে "মধু ক্ষরে মনোহর মহেশের গীত।" কবি কঙ্কণের পর এমন উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য বঙ্গ ভাষায় আর বিরচিত হয় নাই।

রামেশ্বর সেকালের বাঙ্গালীর রসনা কি কি খাদ্য দ্রব্য রন্ধনে পরিতৃপ্ত হইত তাহার একটি তালিকাও দিয়াছেন। কৃত্তিবাসের তালিকা, মুকুন্দরামের তালিকা, রামেশ্বরের তালিকা, ভারতচন্দ্রের তালিকা তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় আমাদের রসনার স্বাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে "পাকরাজ রাজেশ্বরের" আকার বা "পাক প্রণালী"তে ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে। দরিদ্রের দেশে রসনা যে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে চিন্তা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

১২৪। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

শ্রীধর্ম্ম মঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী কাব্যখানি ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বে লোক-নয়নের অন্তরালে ছিল। প্রথম বঙ্গবাসী আফিস হইতে পুস্তক আকারে ছাপা হয়। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল বঙ্গভাষার মহাকাব্য। এ প্রকার বিরাট কাব্য আর বাঙ্গালা ভাষায় নাই বলিলেও হয়। কবি গ্রন্থ শেষে রচনার তারিখ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কবি ১৬৩০ শকে অর্থাৎ ১৭০৮ খ্রীঃ অব্দে এই কাব্য রচনা শেষ হয় ঘনরামের পূর্ব্বেও "শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল" বঙ্গীয়সমাজে প্রচারিত ছিল। ঘনরামের উপাধি কবিরত্ন ছিল। তিনি দেব দেবীর বন্দনার এক স্থানে লিখিয়াছেন :—

"স্থানে স্থানে বন্দিব যতেক দেবদেবী।
ময়ুর ভট্ট বন্দিব সংগীত আদ্য কবি॥"

ইহাতে বুঝা যায় যে কবিবর ময়ুর ভট্ট সর্ব্ব প্রথম ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। অপর এক স্থানে আছে :—

হাকন্দ পুরাণ মতে, ময়ুর ভট্টের পথে,

ইহতে বেশ বুঝা যায় কবি তাঁহার কাব্য রচনার উপাদান ময়ুর ভট্টের গ্রন্থ হইতে সম্যক্ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই ময়ুর ভট্ট কে? বারেন্দ্রভূমে নব্য প্রথমে ধর্ম্মের মঙ্গল গীত হইয়াছিল। ময়ুরভট্টও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ভট্টশালী গাঞি ছিলেন। তাঁহার কৃত গ্রন্থের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। উত্তরবঙ্গে যে মাণিকচাঁদের গীত প্রচলিত আছে তাহাও এক জনের লেখা নয় বলিয়া বোধ হয়। হাকন্দপুরাণই বা কি, তাহাও জানিবার আর কোনও উপায় নাই। ঘনরামের কাব্যে হাকন্দ নদীর নাম আছে। তথায় কাব্যের নায়ক লাউসেন সাধনা করিতে গিয়াছিলেন। এই নদীই বা কোথায় তাহাও নির্ণয় করা কঠিন। কাব্য খানি চতুর্ব্বিংশতি সর্গে সম্পূর্ণ। এই বিরাট কাব্য পাঠ করিতে সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করে। কাব্য খানির রচনাও সহজবোধ্য নয়। স্থানে স্থানে দুরন্বয় দোষ ও প্রাদেশিক বহু শব্দ থাকায় সাধারণ পাঠকের বুঝিবার সুবিধা নাই। কবি কাব্য মধ্যে এই ভাবে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন :—

(১)

মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিকান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা॥

প্রভু যার কৌশল্যানন্দন কৃপাবান।
ঘনরাম কবিরত্ন মধুরস গান॥

(২)

হেনকালে গেল রায়, কবিরত্ন রস গায়
কীর্ত্তিচন্দ্র রাজার কল্যাণে।

(৩)

অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজ্যোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥

(৪)

চিন্তি মহারাজা প্রজা দেশের কুশল।
দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল॥

(৫)

রাম শব্দ পূর্ব্ব রাম গোপাল গোবিন্দ।
রাম কৃষ্ণ প্রতি প্রভু রাখিবে আনন্দ॥
সদা চিন্তা করি মহারাজার কল্যাণ।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥

(৬)

চক্রবর্ত্তী ধনঞ্জয়, তাহার তনয়ত্রয়
কবিবর শঙ্কর প্রধান।
তদনুজ গৌরীকান্ত, কাব্য সিন্ধু শান্ত দান্ত
তত্তনুজ ঘনরাম গান॥

(৭)

কৌকুসারী অবতংশে, কুশধ্বজ রাজবংশে,
দ্বিজ গঙ্গা হরি পুণ্যবান।
তাঁহার দুহিতা সীতা, সত্যবতী পতিব্রতা,
তার সুত ঘনরাম গান॥

(৮)

রামচন্দ্রভাবি দ্বিজ ঘনরাম ভণে।
প্রভু মোর রাম রামে রাখিবে কল্যাণে॥

(৯)

কইর পরগণা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রামে।

কবিবরের বাস কইয়র পরগণানন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রামে বৰ্দ্ধমান জেলায় ছিল। তাঁহার পিতা পিতামহ প্রভৃতিও বিখ্যাত কবি ছিলেন। কবির মাতামহ বিখ্যাত কুশধ্বজ রাজবংশীয় গঙ্গাহরি চক্রবর্ত্তী ছিলেন। মাতার নাম সীতা দেবী পিতা গৌরীকান্ত। কবির রামকৃষ্ণ ও রাম রাম নামে দুইটি পুত্র ছিল বলিয়া বোধ হয়।

কবি যে ময়ূরভট্টের বন্দনা করিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে রূপ সনাতনের বংশের প্রশংসায় পদাবলী এইরূপ উল্লেখ আছে:—

ময়ূর কুল্লুক ভট্ট আচার্য্য উদয়ন।
আদি কবি শিরোমণি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ॥

রস সাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী কৃত বারেন্দ্র কুল পঞ্জিকায় ভট্টশালীবংশের নিম্নলিখিত পরিচয় আছে:—

বারেন্দ্রে ভট্টশালী শ্রোত্রিয় প্রবল।
দানাদানে কুলমানে আছয়ে সবল॥
এইবংশে সরস্বতী চিরদয়াবতী।
ময়ূর ভট্টের নামে বংশে ছিল খ্যাতি॥
ময়ূরভট্ট পূর্ব্বকবি ময়ূর সদৃশ।
আজও নাহি দেখি তার কিছু বিসদৃশ॥

রসসাগর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন সুতরাং বলিতে হইবে এই তিনি কাব্য রচনার সমসাময়িক না হইলেও কিছু পর-বর্ত্তী লোক।

মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র বৰ্দ্ধমানাধিপ। কবি কোনও স্থানে কীর্ত্তিচন্দ্রের পরিচয় দেন নাই কারণ তিনি অখিলে বিখ্যাতকীর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। সেকালের লোকে মহারাজকে সকলেই চিনিত। মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র বৰ্দ্ধমানরাজের আদি পুরুষ সঙ্গর রায় হইতে সপ্তম পুরুষ ব্যবধান। তিনি

অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, এই জন্যই বোধ হয় কাব্যজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। অনুবাদে জয়দেবের পদলালিত্য কোথাও লক্ষিত হয় নাই।

১২৬। সত্যপীরের পুঁথি।

সত্যপীরের পুঁথি রঙ্গপুরের মহীপুর গ্রামে কৃষ্ণহরিদাস বিরচিত। মহীপুরের মুসলমান জমিদারের আশ্রয়ে থাকিয়া কৃষ্ণহরি এ কাব্য রচনা করেন। কাব্য মধ্যে কাব্যসম্পদ কিছুই নাই, তবে সেকালের একজন উত্তরবঙ্গের কবির রচনা বলিয়া আমাদের কাছে আদরের বস্তু। স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে কৃষ্ণহরি কোথায়ও আপনার গ্রন্থ রচনার সময় লিখিয়া যান নাই, সুতরাং এখন বলা কঠিন তিনি কত দিনের লোক ছিলেন। মহীপুরের খাঁ চৌধুরী দের বংশতরু পাইলে তাঁহার সময় অনেকটা ঠিক করা যাইতে পারে। গ্রন্থখানির মধ্যে বর্ণাশুদ্ধি এত বেশী যে, সঠিক পাঠ উদ্ধার করাও কঠিন। স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে ; কিন্তু সেগুলি এত ভুল যে, গণ্ডমূর্খের উক্তি বলিয়াই বোধ হয়। কবি গ্রন্থ মধ্যে স্থানে স্থানে এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

(১)

সত্যের কদমে মোর বন্দগি ছেলাম।
কৃষ্ণহরিদাসে ভনে আদেশ কালাম॥

(২)

সত্যের পাঁচালি গান শুনিতে মধুর।
কৃষ্ণহরিদাসে ভণে নিবাস মহীপুর॥

(৩)

নম নারায়ণ বলি বন্দিল চরণ।
কৃষ্ণহরিদাসে ভণে রামদেব নন্দন॥

(৪)

তাহের মামুদ হয় সমসনন্দন।
তাহার সেবক কবি কৃষ্ণহরি গান॥

(৫)

তাহের মামুদ সরকার সমস নন্দন।
তাহার সেবক কৃষ্ণহরি গান॥

(৬)

হর নারায়ণ দাসে লেখে রচে কৃষ্ণহরি।
মোছলমানে বলে আল্লা বৈষ্ণবে বলে হরি॥

কৃষ্ণহরি বক্তা ছিলেন আর হরনারায়ণ দাস লেখক ছিলেন। এইভাবে কাব্যখানি লেখা হইয়াছে। কবির কাব্য মধ্যে দেখা যায় যে,

তব পুণ্যে রাজপুরে শিশুপাল রাজা।
ছেলে বলি দিয়া করে অর্দ্ধকালির পূজা॥

কৃষ্ণহরির সময়ে অর্দ্ধকালীর পূজা সমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। উত্তরবঙ্গে অর্দ্ধকালীর পূজা আর এখন প্রচলিত নাই। কৃষ্ণহরির সময়ে ব্রাহ্মণ সমাজের অবনতি ঘটিয়াছিল।

ব্রাহ্মণে চাকুরি করে, বেদশাস্ত্র নাহি পড়ে
সদা করে পরদারি চুরি।

কৃষ্ণহরি সত্যপীরের শিক্ষার ক্রম বর্ণনায়, সেকালের যে বিদ্যাশিক্ষার পদ্ধতির বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা আজকাল-কার বহু ব্যয় সাপেক্ষ শিক্ষার সহিত তুলনা হইবার যোগ্য। আমাদের দেশের লোকে পূর্ব্বে বিনা পয়সায়, লেখাপড়া শিখিয়া সেকালের পণ্ডিত হইত।

মাটিতে পাতিয়া খড়ি লিখিল অক্ষর॥
একদিনে লিখিলেন চৌত্রিশ অক্ষর।
তালপত্রে বার ফলা লিখিল তৎপর॥
কদলিপত্রেতে শেষে নাম গ্রাম লেখে।

তেরিজ জমাওয়াসিল পাছে শিখে ॥
কেতাবতি নানামত করিল অভ্যাস।
আওটা পঞ্চম অগর শিখিল নিকাশ ॥
অবশেষে সত্যপীর চৌপারিতে যায়।
স্মৃতিশাস্ত্র পুরাণাদি শিখিল হেলায় ॥

এই ভাবে পাঠ সমাপন করিয়া সত্যপীর একদিন রাজবাড়ীতে পূজা করিতে যাইয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

সত্যপীরের মাতা রাজা মৈদানবের কন্যা। কন্যাকালে কানীন পুত্র প্রসব করায় রাজা কন্যাকে বনবাস দেন। পরে সত্যপীর রাজাকে বাধ্য করিয়া স্বীয় মাতাকে বনবাস হইতে রাজবাড়ীতে আনয়ন করেন। কাব্যের এই প্রথম পর্ব্ব।

কৃষ্ণহরির সময় বাজারে জুতা বিক্রয় হইত :—

বাজার হইতে আমি জুতা বেচে আসি।

* * *

জোতা বেচি পাবে কড়ি বুড়ি পাঁচ ছয়।
তোমরাই তিন প্রাণি হয় কি না হয়॥

তখন পাঁচ-ছয় পয়সায় এক জোড়া জুতা পাওয়া যাইত। এখন পাঁচ ছয় টাকায়ও পাওয়া যায় না বলা যাইতে পারে। বিলাসিতার স্রোতে লোকে ভাসিয়া অভাবে আঁধার দেখিতেছে। কৃষ্ণহরির সময়ে লোকে খাইয়া পরিয়া সুখী ছিল।

১২৭। শুকবিলাস।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের লীলা বর্ণন এবং শুকসংবাদ এই গ্রন্থে সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে। কবি গ্রন্থের আরম্ভে এইভাবে ভূমিকা লিখিয়াছেন :—

কলিকালে ধর্ম্মমত প্রজার পালন।
কলিতে বিক্রমাদিত্য জন্মিল রাজন ॥
গন্ধর্ব্ব সেনের অংশে অবতীর্ণ হয়।
যুধিষ্ঠির তুল্য রাজা পুণ্যের উদয় ॥
গৌড় দেশে জন্মিয়া বিক্রম মহাজন।
শকাদিত্যে বধি দিল্লি নিল সিংহাসন ॥
মহাসেন নবরত্নে পাইল পণ্ডিত।
রূপে গুণে ত্রিসংসার হইল বিদিত ॥

ইত্যাদি

কাব্য মধ্যে কবিত্ব নাই। রাজা বিক্রমাদিত্যের এক শুক পক্ষী ছিল। কোনও সমস্যা জিজ্ঞাসা করিলে এই পাখী তাহা পূরণ করিয়া দিত। ভূত ও ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসা করিলে এই পাখী বলিতে পারিত। নানা উপকথায় গ্রন্থখানি পূর্ণ। উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। কবি গ্রন্থ শেষে এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্নে আখ্যা গায়।
বিক্রমাদিত্যের কথা বিরচিল তায়॥
নিবাস ধুলুক শূদ্রমণি অধিকারে।
সদা আশীর্ব্বাদ করি সভাতে যাহারে ॥
শরীর বাহন মাস দিয়া পারাবার।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ লোকচক্ষু বার ॥
মৈত্রপৃষ্ঠে বাণ চন্দ্র শক নিরূপণ।
সাঙ্গ কৈল ইতিহাস্ স্মরি জনার্দ্দন ॥

এই শূদ্রমণির অধিকার ধুলুক গ্রাম কোথায় তাহার ঠিকানা আমরা পাই নাই। কবি এই রাজার সভাসদ ছিলেন। বটতলার কৃপায় গ্রন্থখানি ছাপা হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল আজ দুইশত বৎসর হইল রচনা হইয়াছে।

গৌড়েশ্বর ধর্ম্ম পালের ইছাই ঘোষের সহিত বিরোধ ছিল। তিনি কিছুতেই ইছাই ঘোষকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। পরে এই কাব্যের নায়ক লাউসেন কর্ত্তৃক ইছাই ঘোষ পরাজিত হয়। এই কাব্যে লাউসেনের বীরকীর্ত্তি, সতী সাধ্বী রঞ্জাবতীর পুত্র লাভার্থে ধর্ম্মের আরাধনা, মহাপাত্র মহম্মদের কুৎসিত হিংসার প্রতিহিংসা, বঙ্গবীরনারীর রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে সৈন্যপরিচালনা এবং দুর্গাবতীর ন্যায় আক্রমণকারী শত্রু সেনার ধ্বংস বিধান, অতিথি সৎকারার্থে দাতাকর্ণের ন্যায় রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্বহস্তে পুত্রের শিরশ্ছেদ অতি সুললিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার এই কাব্য পাঠে বিশদরূপে জানিতে পারা যায়।

কবি কাব্য মধ্যে শ্রীধর্ম্মের সেবকগণের একটি ধারাবাহিক চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। কবি বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের মিশ্রণে এক অপূর্ব্ব লৌকিক ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া তাঁহার কাব্য শেষ করিয়াছেন। এমন কি বেহুলার কথার আভাস তিনি এক স্থানে এই ভাবে দিয়াছেন :—

ধুবড়ী ছাড়ায়ে যায় নেতা ধুবনীর পাঠ।

কবির ধর্ম্মের ইতিহাস যাহা হনুমানের মুখ দিয়া প্রকটিত করিয়াছেন তাহা এই ;—

হনু বলে অসংখ্য ধর্ম্মের ভক্ত জন।
সম্প্রতি ধর্ম্মের ভক্তিতা বারজন॥
একান্ত পুজিলে ধর্ম্ম কাটে কর্ম্ম ফাঁস।
ভবসিন্ধু তরিয়া বৈকুণ্ঠে করে বাস॥
প্রথম সেবক ছিল, ভোজ মাহারাজা।
পরিপাটী পরিপূর্ণ দিব আদ্য পূজা॥
ধূপ দণ্ড দ্বিতীয়ে পূজিল সে প্রতুল।
মাণিক দীপের মাঝে ধর্ম্মের দেউল॥
তৃতীয় মথুর ঘোষ পূজে ধর্ম্মরাজে।
বেণু ধান্যে ধন ধর্ম্মে ধরণী বিরাজে॥
চেরে পূজে মহামুখ ধর্ম্মের শরীর।
পূজা প্রদক্ষিণে ফিরে ধর্ম্মের মন্দির॥
পঞ্চমে সেবক ছিল কালু ঘোষ নামে।
যে জন জন্মিল ধর্ম্ম ললাটের ঘামে॥
ষষ্ঠমে সেবক ছিল হরিশ্চন্দ্র রাজা।
নিজপুত্র কাটিয়া যে ধর্ম্মের দিল পূজা॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র কাটি যে ধর্ম্মের পূজা দিল।
সেই হইতে লুয়ের সৃষ্টি ভারতে হইল॥
সপ্তম সেবক সদা ডোমের নন্দন।
যার ঘরে হইল ধর্ম্ম অতিথি ব্রাহ্মণ॥
অষ্টমে চণ্ডাল আটে পূজিল প্রচুর।
সিজান ধান্যেতে যার জন্মিল অঙ্কুর॥
নবমে সেবক ছিল দ্বিজ মহীপাল।
তপ জপ জাগ যজ্ঞ জপে সর্ব্বকাল॥
দশমে সেবক ছিল বারুই শিবদত্ত।
ধর্ম্ম পূজা করিল যে অতি সুমহত্ত্ব॥
একাদশে সেবক বাউতি হরি হর।
দেখিলে বৈকুণ্ঠে গেল শূলীর উপর॥
দ্বাদশে সেবক তুমি কশ্যপ নন্দন।
অবনী এসেছ ধর্ম্ম পূজার কারণ॥ ইত্যাদি

এখনও উত্তরবঙ্গে যোগী জাতির মধ্যে ধর্ম্মের পূজা হইয়া থাকে। ইতর শ্রেণীর লোকে ধর্ম্মের পূজার নামে সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করে। ত্রিনাথের সেবা বলিয়া

এক প্রকার পূজা-পদ্ধতির চলন আছে। এই ধর্ম্মের সেবকগণের নামের মধ্যে রমাই পণ্ডিতের নাম নাই। সদা ডোমের পুত্রই বোধ হয় হাড়ি সিদ্ধা হইবে। পূর্ব্বে হাড়িরাই বঙ্গদেশে ডোমের কার্য্য করিত। হাড়ি জাতীয় পণ্ডিতগণকে এদেশে ডোম পণ্ডিত বলে। এই হাড়িসিদ্ধার পরিচয় মাণিক-চাঁদের গীতে পাওয়া যায় "অন্য দেশের হাড়ি নয়, বঙ্গদেশের হাড়ি।" ইহাতে বোধ হয় তাহারা সদাচারী ছিল।

১২৫। গীত-গোবিন্দ।

জয়দেবের গীত-গোবিন্দ বঙ্গভাষায় পয়ার ছন্দে উত্তরবঙ্গে অনুবাদিত হইয়াছিল বোধ হয়। কবি ইহাকে পদাবলী নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা একখানা হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিতে এই পদাবলী পাঠ করিয়া দেখিয়াছি শ্লোকে শ্লোকে মিল আছে। হস্ত-লিখিত পুঁথিখানির "সন তারিখ ১২২৯ মাহ ভাদ্র ১৭ দিন রবিবার উজানি বেলা দেড় প্রহরে সমাপ্ত। লেখক রাধাচরণ দাস সাকিম অনন্তপুর।" কবির নাম রসময় দাস নিবাস কশবা বলিয়া দুইস্থানে মাত্র উল্লেখ আছে। পদাবলী হইতে যাহা কিছু উদ্ধৃত করা গেল, তাহাতে কবির শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"উমাপতি নামে এক মহা কবিরাজ।
পল্লবের প্রায় বাক্য এই তার কাজ॥
নবপল্লবের প্রায় শ্লোকমাত্র-করে।
বাক্য গুণযুক্ত কিছু বর্ণিতে না পারে॥
শরণ নামেতে কবি দুরূহ বর্ণনে।
দুর্ব্বোধক পদ শীঘ্র করি উচ্চারণে॥
অতি শ্লাঘ্য করি তারে কহে কবিগণ।
এমন সুশ্রেণী পদ্যে না শুনি কখন॥
গোবর্দ্ধন আচার্য্যের সমর্দ্ধী কেহ নাই।
মহা কবি বলি তাঁরে কবিগণ গাই॥
বসন্তের বর্ণনাতে নাহি অধিকার।
গোবর্দ্ধন আচার্য্য বলি মহা খ্যাতি যাঁর॥
ধোয়ী নামে কবিরাজ অতি শ্রুতিধর।
শ্রবণ নামেতে শ্লোক করয়ে বিস্তর॥
শুনিলে সকল গ্রন্থ করিবারে পারে।
আপনি বর্ণিতে মাত্র নাহি অধিকারে॥
বাক্যের সন্দর্ভ শুদ্ধি জয়দেব জানে।
রাধাকৃষ্ণ লীলা সেই করয়ে বর্ণনে॥
উমাপতি ধোয়ী গোবর্দ্ধন কবিরাজ॥
সামান্য বর্ণন মাত্র এ সবার কাজ॥
জয়দেব কৃষ্ণলীলা বর্ণনাধিকারী।
অতএব মহাকবি মহাকাব্যকারী॥

(জয়দেব চতুর্থ শ্লোক)

প্রলয় কালেতে যত সমুদ্রের গণ।
একীভূত জলে সবে হইল মিলন॥
তাহাতে নিমগ্ন বেদ তাহা উদ্ধারিতে।
মীনরূপ ধরি তাহা করিলা সাক্ষাতে॥
জয় জয় জগদীশ মীন রূপধারি।
কেশব হইল নাম কেশী দৈত্যে মারি॥
বিহিত করিলা তরি চরিত্র তাহাতে।
সত্যব্রত রাজার কৈবল্য লাভ যাতে॥
জয় জয় মীনরূপ শরীরী তোমার।
সত্যব্রত রাজারে করিলা অঙ্গীকার॥
রম্যক বর্ষতে মীনরূপে অধিকারী।
অধিষ্ঠিত দেব তুয়া পদে নমস্কারি॥
এইরূপ দশ অবতারের বর্ণন।
যাহা হইতে জানি অবতার প্রয়োজন॥
ইত্যাদি।

কবি স্বল্প কথায় অনুবাদ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুবাদ মূলানুযায়ী হইলেও

বৈষ্ণবসমাজে গ্রন্থখানির সমধিক আদর দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহার মধ্যে আমরা নূতন কোনও কথা পাই নাই।

১৩১। প্রভাস খণ্ড।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ। প্রথমভাগ মোট ৩৮১ পৃষ্ঠা এবং নারদ পঞ্চ রাত্রির কিয়দংশ সমন্বিত শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানির আদেশানুসারে শ্রীযুক্ত শিশুরাম দাস কর্ত্তৃক পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত—কলিকাতা—চিৎপুর রোড বটতলা ২৪৬ সংখ্যক ভবনে বিভারত্ন যন্ত্রে চতুর্থবার মুদ্রিত ১৮৫৮ খৃঃ। ১৮৫৯ সনে এই পুস্তক বেঙ্গল হোম ডিপার্টমেন্টের আফিসে ১৮৪৭ সনের ১০ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করা হইয়াছে।

প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে পৃথিবীর যাবতীয় লোকে নিমন্ত্রণ পাইয়াছিল। কেবল ব্রজধামের নন্দাদি গোপগণ নিমন্ত্রিত হন নাই। তাঁহারা এই সংবাদ লোক মুখে অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও যজ্ঞ দর্শন মানসে শ্রীরাধিকা সহ সপরিজনে প্রভাস যাত্রা করেন। প্রভাসে পৌছিলে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন মানসে উদ্বেলিত প্রাণে হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! বলিয়া যে উচ্চে রোদন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পাষাণ গলিয়া যায়। আমরা শিশুবোধকে শিশুরামকে কেবল সংগ্রাহক মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলাম। প্রভাসে তাঁহার কবিত্বকলা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন করুণ ও ভক্তিরসপূর্ণ কাব্য অতি অল্পই আছে। কালমাহাত্ম্যে শিশুরামের "প্রভাস" অতীতের বিস্মৃতি সাগরে নিমজ্জিত হইতেছে। ইহা বাঙ্গালীর কম কলঙ্কের কথা নয়। কবি গ্রন্থমধ্যে আত্মপরিচয় এইভাবে লিখিয়া রাখিয়াছেন:—

পৃথিবীতে নবদ্বীপ ত্রিদিব সমান।
যথায় গৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রভু ভগবান॥
ফুলে বেলগড়ে নাম অন্তঃপাতি তার।
সুবিখ্যাত সর্ব্বলোকে গ্রাম মধ্যে সার॥
ব্রাহ্মণ কুলীন শ্রেষ্ঠ বসতি যথায়।
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কথা কার সাধ্য গায়॥
তথা বাস রামানন্দ ধার্ম্মিক সুধীর।
তন্তুবায় কুলোদ্ভূত সর্ব্বগুণে ধীর॥
তাহার তনয়দ্বয় শান্ত শীল অতি।
ইষ্ট নিষ্ঠ দয়াবন্ত বিপ্রভক্তি মতি॥
কনিষ্ঠ শ্রীরঘুনাথ সর্ব্বগুণাকর।
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ প্রাণকৃষ্ণ ধর্ম্মেতে তৎপর॥
প্রাণকৃষ্ণের চারি পুত্র জগচ্চন্দ্র বড়।
গঙ্গাভক্ত গুণশীল বুদ্ধিমন্ত দড়॥
মধ্যমেতে শ্রীরাম কুমার গুণময়।
দেব দ্বিজ বৈষ্ণবেতে ভক্তি অতিশয়॥
শ্রীরাধা তনয় নামে তৃতীয় তনয়।
সুলোক যার সম দৃষ্ট নাহি হয়॥
ধর্ম্মবন্ত ক্রিয়াবন্ত যশোবন্ত অতি।
সত্যবন্ত জিতেন্দ্রিয় রাসে ভক্তিমতি॥
সবার কনিষ্ঠ দ্বিজ শিশুরাম দাস।
পৃথিবীতে সন্তানেতে হইয়া নিরাশ॥
ইহকাল পরকাল রক্ষার উপায়।
মন্ত্রণা করিয়া মনে কৃষ্ণগুণ গায়॥
সংস্কৃতে কৃষ্ণ কথা ব্যাস বিরচিত।
শিশুরাম দাস ভণে ভাষায় কিঞ্চিত॥

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস।

—

সভাপতির অভিভাষণ।

(রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব)

বাল্যকালে 'চোর চোর' খেলা অনেকেই খেলিয়াছেন। যে বেচারা চোর হইত, তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া খেলার সাথীরা বড়ই আমোদ অনুভব করিত এবং যাহাতে তাহার নানা প্রকার নাকাল হয়, তাহার বিধিমত চেষ্টা করিত। আমাদের 'সাহিত্য-সম্মিলন' প্রভৃতি ব্যাপারেও দেখিতেছি, প্রতি বৎসর একজন করিয়া চোর ধরার জন্য গোলযোগ পড়িয়া যায়। যাহার যে বার বরাতে থাকে, সে সেইবার চোর-দায়ে ধরা পড়ে। তবে এ ক্ষেত্রে খেলার চোর ধরার সঙ্গে এই প্রভেদ যে, এ চোরের নাকাল দেখিবার জন্য কেহ (অন্ততঃ প্রকাশ্যভাবে) উৎসাহ দেখায় না। আর এ চোরের খাতির সম্মান, আদর আপ্যায়ন, খুব বেশী বেশীই হয়। বাস্তবিক যত্ন আদর দেখিলে সাধু অপেক্ষা চোরের গৌরব অধিকতর বলিয়াই বিবেচনা হয়। প্রতি বৎসর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রঙ্গপুর শাখা এক একজন চোর পাকড়াও করিয়া আসিতেছেন।—এবার আমার পালা।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে যখন সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় (কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অভি-প্রায়ানুসারে) আমাকে এই সাংবৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন ও "পরিষদে কর্ত্তব্য-নিরূপণে সুচিন্তিত উপদেশ প্রদান করিতে" অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন আমি 'অবাক্ আশ্চর্য্য' হইয়া পড়িয়াছিলাম। যে আসন বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুত শশধর রায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সেই আসনে আমার ন্যায় অযোগ্য অক্বাতজনের কিরূপে স্থান হইবে, প্রথমটা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। যেখানে 'সিংহশার্দ্দূলনাগাদ্যাঃ' শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা বরাবর আসিতেছেন, সেখানে 'শশকস্য বারঃ সমায়াতঃ' হইল কোন্ বিধিবিড়ম্বনায়, প্রথমে এই প্রশ্নের কোন মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই। শেষে 'অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির' যে, সম্পাদক মহাশয়ের সম্ভবতঃ রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইয়াছে। তিনি পঠদ্দশায় কখন হয়ত আমার ছাত্র ছিলেন অথবা ছাত্র-সম্প্রদায়ের প্রমুখাৎ আমার শিক্ষকতা কার্য্যের পরিচয় পাইয়াছেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন যে, যাহার প্রতিনিয়ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপদেশবর্ষণ পেশা, তাহার 'উপদেশ-দান' ক্ষমতা নিশ্চয়ই অসাধারণ। কিন্তু তিনি একটু ঠিকে ভুল করিয়াছেন। আহারান্তে আরাম-কেদারায়, হিতোপদেশের রাজহংসের ন্যায় 'সুখাসীন' হইয়া, অপ্রাপ্ত-ব্যবহার যুবক-গণকে পুস্তক অবলম্বনে উপদেশ দেওয়া এক কথা, আর স্কুলের পড়ুয়ার মত দশের মাঝে দণ্ডায়মান হইয়া বিজ্ঞজনের সভায় বিনা অবলম্বনে উপদেশ দেওয়া আর এক কথা। বাস্তবিক এ সভায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়ের ন্যায় এমন অনেক

১২৮। বিবর্ত্ত বিলাস।

কৃষ্ণদাস বিরচিত। এই কৃষ্ণদাসকে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়া ভ্রম হইবার কোনও কারণ নাই। কবি গ্রন্থের আরম্ভে লিখিয়াছেন :—

"পঞ্চম বিলাস গ্রন্থ করিব বর্ণন।
স্থানে স্থানে সাক্ষী কবিরাজের লিখন॥
বিবর্ত্তিয়ে ধর্ম্ম গোসাঞী স্বরূপ হইতে।
আসিয়া প্রকাশ হইল রসিক ভকতে॥
ইত্যাদি।

সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে প্রণাম করিয়া লিখিয়াছেন :—

এই ত কহিল সূত্র মঙ্গল স্মরণ।
আপন হৃদয় শুদ্ধ করিতে শোধন॥
শুন শুন শ্রোতাগণ সবে কহি যে কথন।
বিবর্ত্ত বিলাস গ্রন্থ করিয়ে লিখন॥

চৈতন্য চরিতামৃতের এক একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার উপর আপনার উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে বিস্তৃত অর্থ পদ্যাকারে লিখিয়া গিয়াছেন, যথা :—

"ভাব কান্তি প্রেম এই তিন বাঞ্ছা নহে।
কোন বাঞ্ছা লাগি কবিরাজ কহে॥

তথাহি আদির চতুর্থে অর্থাৎ আদি লীলার চতুর্থ অধ্যায়ে। কবি গ্রন্থশেষে এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় কিছুই খুলিয়া বলেন নাই :—

"শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের ছিল যে চরিত॥
অসংখ্য তাঁহার গুণ কহিতে কি জানি॥
শ্রীপাঠ অম্বিকা বাঘনাপাড়া শুনি গ্রাম।
তাহার নিকটে গ্রাম নাহি কহিলাম॥
সেই গ্রামে রহেন পরম আমার গুরু।
* * *
যে বৎসর তেঁহ নিত্য গমন করিলা।
সে বৎসর মোরে অন্য দেশে পাঠাইলা॥
অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে অষ্ট বৎসর থাকিতে।
সে কথা কহিয়ে আগে লাগে চমকিতে॥
* * *
প্রাতঃকালে পুনঃ সবে কৈলা আগমনে।
আসিয়া করিলা তারে প্রণাম নিবেদনে॥
দেখায় সকলে তাঁর অঙ্গে বৈলক্ষণ।
কহিল কহি সবে কহয়ে বচন॥
তেঁহ কহে কি জানি বাপ কিবা হইল গায়।
অনিত্য শরীর যদি গলিয়ে পড়য়॥
মনুষ্যের সাধ্য নয় গৌরাঙ্গের ইচ্ছা।
মোর মোর বলি বাপ এ বচন মিছা॥
ক্রমে ক্রমে ব্যাধি ব্যক্ত হইতে লাগিল।
দেখি সব মোর প্রভু কান্দিতে লাগিল॥
হস্ত পদ অঙ্গুলি দেখিতে লাগে ত্রাসে।
তাঁর ব্যাধি তিনি কন বচন উল্লাসে॥
সপ্তদশ দিন পর সকলে আসিয়া।
কহিতে লাগিল তাঁর চরণ ধরিয়া॥
মোসবার লজ্জা প্রভু ঢাক নিজ হাতে।
ভবেতে বাঁচিব সবে মরিব নিশ্চিতে॥
এত শুনি তেঁহ হাসি কহে নিজগণে।
কেশুরিয়া সত্ত্ব অঙ্গে করহ লেপনে॥
তবে মোর অঙ্গের ব্যাধি দূরে যাবে।
এত শুনি গাছ খুঁজিবারে গেল সবে॥
কেশুরিয়া গাছ সবে অনেক আনিল।
সেই গাছের রস সবে বাহির করিল॥
সেই রস তাঁর অঙ্গে করিতে লেপন।
পঞ্চদশ দিন সেই রস করিল মর্দ্দন॥
মর্দ্দন করিতে হইল আছিল যেমন।
পূর্ব্ব অঙ্গ যথা বর্ণ দিল দরশন॥

এই বিবর্ত্ত বিলাস পাঠ করিয়া আমরা

উল্লেখযোগ্য কিছুই পাই নাই। বর্ণনাও অতি নীরস ও নিকৃষ্ট। কুষ্ঠব্যাধি "কেশুরিয়ার" রসে সারিয়াছিল বলিয়া কবি বলিয়াছেন, তাই আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম। কবি শ্রীগৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া স্বীয় গুরুর আজ্ঞায় এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বৈষ্ণব সমাজে এ গ্রন্থের আদর নাই। "মোর প্রভুর আজ্ঞায় গ্রন্থ হইবে নিশ্চয়।" গ্রন্থ তো যথার্থ হইয়াছে কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিবর্ত্তন ইহাতে অণুমাত্রও প্রকটিত হয় নাই।

১২৯। লক্ষ্মীমঙ্গল।

লক্ষ্মীর ব্রত কথা কবি লক্ষ্মীমঙ্গল নামে অভিহিত করিয়াছেন। কবির নাম মহেশচন্দ্র দাস। পূর্ব্বে ইহা গীত হইত। সপ্তম পালায় এই গীত সমাপ্ত হইয়াছে। কবির আত্মপরিচয় গ্রন্থমধ্যে নাই ১২৮৩ সালে কলিকাতা শীলযন্ত্রে এই পুঁথি প্রথম ছাপা হইয়াছিল। দুর্ব্বাসার শাপে স্বর্গের রাজা ইন্দ্র লক্ষ্মী ভ্রষ্ট হইলে লক্ষ্মী পাতালে বরুণালয়ে আশ্রয় লন। সকল দেবতা পরে সমুদ্র মন্থন করিয়া লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হন। ইহাই কবিতার সারভাগ। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিবার কারণ কবি লক্ষ্মীর কৃপায় যে সকল ব্যক্তি পৃথিবীতে ঐশ্বর্য্যাদি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন। কাব্যখানি সংগ্রহের সমষ্টিমাত্র। নানা পুরাণ হইতে উপাখ্যান সংগ্রহ করা হইয়াছে, এমন কি আধুনিক জগৎশেঠেরও কথা আছে; আকবর সা বাদসা, দিল্লির সিংহাসন প্রভৃতিও বর্ণনায় স্থান পাইয়াছে। কোথায়ও কবিত্ব নাই সর্ব্বত্রই নীরস। গ্রন্থশেষে

"এই ব্রত কথা মম শুন নারায়ণ,
বিস্তার করিয়া কথা করিনু বর্ণন।
এই গ্রন্থ যেই জন রাখিবেন ঘরে।
ধন পুত্র লক্ষ্মী লাভ হবে মম বরে॥
মহেশচন্দ্র দাসে কহে শুন বন্ধুগণ।
হরি হরি বল গ্রন্থ হৈল সমাপন॥

১৩০। নারদ পঞ্চরাত্র।

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বক্তা মহাদেব শ্রোতা নারদ। নানাভাবে কৃষ্ণ-লীলার প্রাধান্য বর্ণনা করা হইয়াছে। সর্ব্বানন্দ সুধী পয়ারাদি ছন্দে মূল সংস্কৃত হইতে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থের আরম্ভের এক স্থানে আছে:—

নারদ আমার নাম বিধির নন্দন।
তথা হইতে নবনীত করি উদ্ভাবন॥
শম্ভুর চরণতলে করি পরিহার।
পঞ্চরাত্র আরম্ভ করিনু এইবার॥
সুপবিত্র পুণ্যক্ষেত্র ভারতের মাঝে॥
সিদ্ধ নারায়ণাশ্রম নামেতে বিরাজে॥
তার মধ্যে আছে পুণ্য দাতা বৃক্ষবট।
সংসার মধ্যেতে সেই স্থান অকপট॥
তথায় থাকেন মুনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।
যার নামে পাপরাশি করে পলায়ন॥
কৃষ্ণাংশে উৎপন্ন কৃষ্ণভক্ত সেই ধীর।
কৃষ্ণ পাদপদ্ম ধ্যানে সর্ব্বদা সুস্থির॥
কৃষ্ণ পরায়ণ ব্যাস কৃষ্ণগত প্রাণ।
কৃষ্ণ এই অক্ষর চিন্তয় অনুক্ষণ॥ ইত্যাদি

কবি কোথায়ও আত্মপরিচয় দেন নাই। গ্রন্থখানি বটতলার কৃপায় ছাপা হইয়াছে। শ্রীরাধিকার নামাদি স্তোত্র প্রভৃতির অতি বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই জন্য

বিজ্ঞ বহুদর্শী পণ্ডিতজন আছেন, যাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিলে আমার জীবন সার্থক হয়। প্রতিনিয়ত অর্ব্বাচীন যুবকগণের সহবাসে আমাদের ন্যায় শিক্ষকের বুদ্ধিবৃত্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়; এ অবস্থায় আমরাই যাহাতে সময়ে সময়ে বিজ্ঞজনের উপদেশ লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ মানসিক উন্নতি করিতে পারি, কোথায় তাহার ব্যবস্থা হইবে, না আমাকেই মুরুব্বিয়ানা চালে দশজন মান্যগণ্য বিবেচক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া গুরুগম্ভীর বক্তৃতা করিতে হইবে, দশচক্রে এইরূপ ব্যবস্থা হইল! যাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, আজ সেই অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল। যাহা হউক, বিধাতার বিধানে ও রঙ্গপুর শাখা-সভার আহ্বানে যখন এই কার্য্যের ভার পাইয়াছি, তখন এই অপ্রত্যাশিত অযাচিত সম্মানের জন্য ভগবান্‌কে ও অত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ-গণকে অগণ্য ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া যথাশক্তি কার্য্যসম্পাদনে প্রবৃত্ত হই। "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এই মহাবাণী আমার দুর্ব্বলচিত্তে কথঞ্চিৎ বলবিধান করিবে।

সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে গেলে দুই একটা অবান্তর কথার অবতারণা করিতে হয়।

"লক্ষ্মীর্বসতি বাণিজ্যে তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥"—

এই চাণক্য-শ্লোকটি অনেক আধুনিক বাঙ্গালীই বাল্যকালে কণ্ঠস্থ করিয়াছেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'পুস্তকস্থা বিদ্যা'র যে দশা ঘটে, বাঙ্গালীর কাছে এই শ্লোকেরও সেই দশাই ঘটিয়াছিল। গত কয়েক বৎসরের ঘটনা-পরম্পরায় পুঁথিসর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর চৈতন্য হইয়াছে; এখন বাঙ্গালী জাতি দেশের ধনাগমের পথ আবিষ্কার ও পরিষ্কারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। উদ্যোগ আয়োজন যথেষ্ট হইয়াছে, সভা আহ্বান, বক্তৃতা প্রদান, প্রস্তাব উপস্থাপন সমর্থন অনুমোদন ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ, কোম্পানী গঠন, কারবার উদ্‌ঘাটন, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রভৃতি অনট্ প্রত্যয়ান্ত ব্যাপার যথারীতি নির্ব্বাহিত হইয়াছে। অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় নাই, তবে আসল কায কতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। বর্ত্তমান বক্তা ইংরাজী শিক্ষাদান-রূপ ঝাল আদার ব্যাপারী, বাণিজ্য-জাহাজের খবর বড় একটা রাখেন না। তবে তিনি এ কথা মানেন যে, খালি পেটে কবিতা লেখা যায় না; কেননা স্বয়ং কবি কালিদাসই সে কথা খোলসা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। পেটে অন্ন না থাকিলে, ঘরে সংস্থান না থাকিলে, দেশে ধন না থাকিলে, জাতীয় উন্নতি যে 'নিরাহারা নিরালম্বা' থাকিয়া হইতে পারে না, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝেন। আজকাল বাঙ্গালী রাজসেবার রাজ-পথ পরিহার করিয়া, ভিক্ষাবৃত্তি শ্ববৃত্তি বর্জ্জন করিয়া, বাণিজ্য-ব্যবসায়ের দিকে কথঞ্চিৎ ঝুকিতেছে, ইহা খুব আশার কথা সন্দেহ নাই, বাঙ্গালীর এই উদ্যম উৎসাহ স্থায়ী হইলে আবার একদিন বাঙ্গালায় চাঁদ সদাগর, শ্রীমন্ত সদাগর জন্মিবে, জগৎশেঠ বংশের ন্যায় লক্ষপতি কোটিপতির উদ্ভব হইবে।

এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন,
আসিবে সে দিন আসিবে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার আশঙ্কা হয় যে, আমরা হাজারও চেষ্টা করি না কেন, বিজ্ঞানবলে বলীয়ান্, অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া আগুয়ান, উদ্যমশীল, অক্লান্তকর্ম্মা রাজসিক ইউরোপীয় ও মার্কিন জাতির সঙ্গে এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিয়া কখনও সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। এমন কি ঘরের ঢেঁকি জাপানের সঙ্গে সমকক্ষতা-লাভও যেন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অনেক বাধা-বিঘ্ন আছে, অনেক প্রতিকূল শক্তির সহিত সংঘর্ষ হইবার আশঙ্কা আছে। সে সব কথা বিশদভাবে বুঝাইবার এ স্থান বা কাল নহে।

তবে একটা কথা আপনাদিগকে বুঝাইতে ইচ্ছা করি। বাণিজ্যই বলুন,, ব্যবসায়ই বলুন, শিল্পই বলুন, কৃষিই বলুন, জ্ঞানই বলুন, বিজ্ঞানই বলুন, সকল বিষয়েই উন্নতি করিতে হইলে, আগে নিজের উপর, নিজের জাতির উপর, নিজের সমাজের উপর, নিজের সমাজের প্রতিবিম্ব সাহিত্যের উপর, নিজের ধর্ম্মাচারের উপর, নিজের দেশের উপর, শ্রদ্ধার ভাব, ভক্তির ভাব, ভালবাসার ভাব, সমপ্রাণতার ভাব আসা চাই ; আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভর, আত্মশক্তিবোধ জাগ্রৎ হওয়া চাই। বিদেশী সভ্যতার মোহে অভিভূত বাঙ্গালী কবি গাহিয়াছেন,—"ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি।" এই কথায় সায় দিয়া বসিয়া থাকিলে, ঘোরতর আত্মাবমাননা ও অবসাদ অনিবার্য্য। এ ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িলে কখন জাতীয় উন্নতি, আর্থিকই বলুন আর পারমার্থিকই বলুন, হইতে পারে না। শয়তানও জানিতেন,—To be weak is miserable, doing or suffering.

অতএব জাতীয়শক্তি উদ্বোধিত করিতে হইলে, আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি, তাহা জানিতে হইলে, আবার সেই গৌরব-বৈভবের দিন ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। গোটাকতক উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা সুর করিয়া আবৃত্তি করিলে, গোটাকতক ওজোগুণসম্পন্ন বক্তৃতা সাগ্রহে শ্রবণ করিলে, গোটাকতক সমিতি গঠন করিলে, সেদিন ফিরাইয়া আনার পথ উন্মুক্ত হইবে না। নিষ্ঠা চাই, কর্ম্ম চাই, সাধনা চাই, তবে সিদ্ধি হইবে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন ;

'আত্মা বা অরে জ্ঞাতব্যঃ'
Man, know Thyself.

সেই আত্মজ্ঞানের সঞ্চার করিবার জন্য, দেহে অক্লান্ত শ্রমশক্তি, হৃদয়ে দেশভক্তি আনিবার জন্য, স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব্বে, জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ স্থাপনের বহুপূর্ব্বে, জাতীয়-মিলন-মন্দির গঠনচেষ্টার বহুপূর্ব্বে, সাহিত্য-পরিষদ্ আমাদের বাঙ্গালা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশকে মাতাইবার জন্য নহে, তাতাইবার জন্য, ভক্তিনেশায় মসগুল করিবার জন্য, সাহিত্য-পরিষদের জন্ম। এই পথে জাতীয় উন্নতির চেষ্টা করিতে গেলে, ম্যাঞ্চেষ্টার, লিভরপুল,

বার্মিংহেমের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হইবে না, এমন কি, কেম্‌ব্রিজ অক্সফোর্ডের সঙ্গেও বাদ সাধিতে হইবে না। এ পথ বিপৎসঙ্কুল কণ্টকাকীর্ণ নহে, ইহা সুগম ও মনোরম। এ পথে কোন প্রবল প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ হইবার অণুমাত্র আশঙ্কা নাই। কেবল আমাদের শরীরস্থ মহারিপু আলস্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বিজয়ী হইতে হইবে।

নিজের দেশের উপর, জাতির উপর, সমাজের উপর, সাহিত্যের উপর, ধর্ম্মাচারের উপর, শ্রদ্ধাভক্তির উদ্রেক করিবার জন্য, পরিষদ্ প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, সম্ভ্রান্তবংশীয়-দিগের ইতিবৃত্ত, লুপ্তজনপদের ইতিহাস, প্রাচীন অপ্রকাশিত পুঁথিগুলির উদ্ধার ও প্রচার, কবিগণের বিবরণ-সংগ্রহ ইত্যাদি কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। এ কার্য্যের জন্য 'সিন্ধুনীরে' 'ভূধরশিখরে' যাইবার প্রয়োজন হইবে না, 'গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে, বায়ু, উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে স্বকার্য্যসাধন' করিতে হইবে না; বনজঙ্গল খুঁজিয়া, মাটী খুঁড়িয়া, প্রাচীন নিদর্শন বাহির করিতে হইবে; গৃহস্থের আনাচে কানাচে ঘুরিয়া, আবর্জ্জনা-রাশির মধ্য হইতে অমূল্য রত্ন আবিষ্কার করিতে হইবে; ঘরের অন্ধকার কোণ হইতে অযত্নবিস্মৃত পুঁথিপত্র ধুলা ঝাড়িয়া বাহির করিতে হইবে। কোন্ দেশে শুনিয়াছিলাম, মুড়িমিছরির একদর। পরিষদেরও সেইরূপ বিবেচনা—দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন সুবর্ণমুদ্রা ও লোণাধরা পুরাতন প্রাচীরের ইষ্টকখণ্ড, উভয়ই পরিষদের নিকট তুল্যমূল্য। এরূপ লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমজ্ঞান আর কোথাও নাই। ইহা ছেলেমানুষী নহে, পাগলের খেয়াল নহে, দেশের প্রকৃত কায। প্রাচীন দেবমূর্ত্তি 'বাভ্রবী কায়া', দশভুজমহাদেবমূর্ত্তি, দেখিয়া প্রাচীন ধর্ম্মাচারের বিষয় বুঝিতে পারিব, প্রাচীন তাম্রশাসনে উৎকীর্ণলিপির পাঠ উদ্ধার করিয়া অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত পত্র পড়িতে পারিব, প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কার করিয়া পুরাতন রাজগণের কাহিনী জানিতে পারিব, ভূপ্রোথিত প্রাচীন ইষ্টক-প্রস্তর উত্তোলন করিয়া প্রাচীন শিল্প, প্রাচীন কলার পরিচয় পাইব, প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়া অতীত কালের সমাজের চিত্র পরিস্ফুটরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব, পূর্ব্বপুরুষ-দিগের কীর্ত্তিকাহিনী, আচারসংস্কার, ধর্ম্মকর্ম্ম, আদর্শ উদ্দেশ্যের কথা উপলব্ধি করিতে পারিব।

বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গ তথা আসামের চতুঃসীমার মধ্য হইতে এই সকল উপকরণ সংগ্রহ উত্তরবঙ্গসাহিত্যসম্মিলনের তথা রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের সঙ্কল্প।

দক্ষিণ-বাঙ্গালার অনেকের নিকট উত্তরবাঙ্গালার ষ্টেশনের পর ষ্টেশন দার্জ্জিলিং বা শিলং রূপ স্বর্গে যাইবার শিঁড়ি; ইহা ভিন্ন তাঁহাদিগের নিকট উত্তর-বঙ্গের অন্য কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। উত্তরবঙ্গের সভ্যতা দক্ষিণবঙ্গের অনেকের নিকট উপহাস্য। কিন্তু উত্তরবঙ্গ বা বরেন্দ্রভূমি ও কামরূপ-প্রদেশ প্রভৃতি যে প্রাচীনতায় গঙ্গাতীরবর্ত্তী দক্ষিণবঙ্গ বা রাঢ়বাগড়ী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, উত্তরবঙ্গের ইতিহাস যে সুদূর অতীত পর্য্যন্ত বিস্তৃত, উত্তরবঙ্গ যে এক সময়ে সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানচর্চ্চায় শীর্ষস্থানীয় ছিল, একথা কয়জন ভাবেন? প্রাচীন গৌড়, প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, প্রাচীন মহাস্থানগড়, প্রাচীন পালরাজধানী, মহাভারতীয় যুগের বিরাট্ রাজার মৎস্যদেশ, বাণ রাজার বাড়ী,—এই উত্তরবঙ্গে। আবার প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ-

পুর ও মহাভারতীয় যুগের হিড়িম্ব-হিড়িম্বার বাসস্থান উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যপরিষদের গণ্ডীর ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। সূর্য্যপূজা, বৌদ্ধাচার, গোপীচাঁদের গীত, প্রভৃতি অধুনাবিস্মৃত' ধর্ম্মানুষ্ঠান পূজাপদ্ধতির নিদর্শন খুঁজিলে এখনও উত্তরবঙ্গে মিলে। মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লুকভট্ট, কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা প্রসিদ্ধ দার্শনিক উদয়নাচার্য্য, নব্যন্যায়ের অন্যতম স্তম্ভ গদাধর ভট্টাচার্য্য, পাণিনিব্যাকরণের ভাষাবৃত্তিকার পুরুষোত্তম, প্রয়োগরত্নমালা-নামক ব্যাকরণ-প্রণেতা পুরুষোত্তম, পদাঙ্কদূত রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম, সংস্কৃতভাষার ক্ষেত্রে উত্তররবঙ্গের কীর্ত্তি চিরদেদীপ্যমান রাখিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারক শঙ্করদেব, মাধবদেব, নরোত্তম ঠাকুর, পঞ্চটীকা-সমন্বিত গীতার অনুবাদক গোবিন্দ মিশ্র প্রভৃতি ধর্ম্মের ইতিহাসে উত্তরবঙ্গকে চিরপূজিত করিয়াছেন। পদ্মপুরাণ-রচয়িতা কবি-জীবন মৈত্রেয় উত্তরবঙ্গের 'কৃত্তিবাস' অদ্ভুতাচার্য্য, উত্তরবঙ্গের 'কাশীরাম'রামসরস্বতী, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতরচয়িতা কবি পীতাম্বর, শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণ মিশ্র, দামোদর দেব, কবিবল্লভ ইত্যাদি কবিগণ, বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসে উত্তরবঙ্গকে সম্মানিত করিয়াছেন। যে রঙ্গপুরকে 'বাহের দেশ' বলিয়া অনেকে উড়াইয়া দেন, সেই রঙ্গপুরে চণ্ডিকাবিজয়প্রণেতা দ্বিজ কমললোচন, অভয়ামঙ্গল-প্রণেতা কৃষ্ণজীবন প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রথম উৎসাহদাতা ও 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' নামক মফঃস্বলের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা রাজমোহন রায় চৌধুরী উত্তরবঙ্গের 'বিক্রমাদিত্য' কাকিনাধিপতি শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি আদর্শ ভূম্যধিকারিগণের জন্মস্থান। যে 'কীর্ত্তিবাস কৃত্তিবাস'কে আমরা দক্ষিণ-বঙ্গের গৌরব বলিয়া মনে করি, তিনি গৌড়াধিপের আজ্ঞায় তাঁহার অমরগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যে মতি রায়ের যাত্রা শুনিতে আমরা বাল্যকালে পাগল হইতাম, সে মতিরায়ের জন্মভূমি উত্তরবঙ্গে। যে মহাত্মা রামমোহন রায় নব্য বঙ্গের সাহিত্য সমাজসংস্কার ধর্ম্মসংস্কার প্রভৃতির মূলাধার, সেই মহাত্মা রামমোহন রায়ের আত্মলীলাস্থল এই রঙ্গপুর। এই সমস্ত পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া, উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলন তথা রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদ্ দেশের প্রকৃত কায করিতেছেন। এই কয় বৎসরের চেষ্টায় অনেক পুরাতন গৌরবের কথা জানা গিয়াছে। চেষ্টা যতই চলিবে, ততই নব নব পুরাকাহিনী কীর্ত্তি-নিদর্শন প্রকাশমান হইবে।

দেশের প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইবে। তাহার পূর্ব্বাভাসস্বরূপ প্রাচীনকালের সমৃদ্ধ জনপদের ইতিহাস, আধুনিক গ্রামনগরের ইতিহাস প্রস্তুত করিতে হইবে। 'সেরপুরের ইতিহাস' এই কার্য্যের একটি সুন্দর নমুনা। সম্প্রতি গৌড়ের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। শুনিতেছি, বগুড়ার ইতিবৃত্ত, রঙ্গপুরের ইতিহাস প্রকাশিত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। এইরূপ বহুতর ইতিহাস সঙ্কলিত হইলে তবে সমগ্র দেশের প্রকৃত ইতিহাস-রচনার উপকরণ পাওয়া যাইবে। নিজ নিজ গ্রামের ইতিহাস, গ্রামের প্রত্যেক বংশের ইতিহাস, গ্রামস্থ প্রাচীন দেবালয়, পীঠস্থান ইত্যাদির ইতিহাস, প্রাচীন কিংবদন্তী ইত্যাদির সন্ধান করিতে হইবে। এই কার্য্যে অধিক বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না, প্রতিভার অস্তিত্ব না থাকিলেও চলে, কেবলমাত্র

পরিশ্রম, একাগ্রতা ও অনুসন্ধিৎসার প্রয়োজন। সকলেই ইচ্ছা করিলে এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন। সকলে কিছু কিছু করিয়া কায করিলে সমবেত চেষ্টার ফলে একটা বড় রকম কাযের মালমশলা যোগাড় হইবে। ছাত্রসভ্যগণ এদিকে মনোযোগ দিবেন না কি? যে সকল নিষ্কর্ম্মা ভদ্রলোকদিগকে এই অধম লেখকের মত উদরান্নের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হয় না, তাঁহারা গ্রাম্য দলাদলি বা মামলা মোকদ্দমা ছাড়িয়া, তাস দাবা পাশার মায়া কাটাইয়া, এ কার্য্যে যোগদান করিবেন না কি?

ভাষাতত্ত্বের মালমশলা-সংগ্রহও সকলেই ইচ্ছা করিলে করিতে পারেন। গ্রাম্যগীতি, প্রবচন, উপকথা, হেঁয়ালি বা ছিস্কা, গ্রাম্য ভাষার শব্দের তালিকা, এই গুলিতে ভাষাতত্ত্বের মাল মশলা মজুত আছে। পাঁচ জনে উদ্যোগী হইয়া এই সহজসাধ্য কার্য্যটি করিয়া দিলে, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌কে ভবিষ্যতে ভাষাতত্ত্ববিচার ও অভিধানসঙ্কলন করিতে অধিক বেগ পাইতে হইবে না।

আজকাল ইংরাজ-নিন্দা স্বদেশানুরাগের একটা অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা এতকাল ধরিয়া ইংরাজ রাজপুরুষগণ বা মিশনরীগণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের জ্ঞানকৃত, অজ্ঞানকৃত বহু ভ্রমপ্রমাদ অপসিদ্ধান্ত আছে সত্য, কিন্তু তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, এত দিন পর্য্যন্ত আমাদের তাহাই পুঁজি ছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ডাক্তার রামদাস সেন ব্যতীত অন্য কোন বাঙ্গালী এতদিন এ পথের পথিক হয়েন নাই। সুখের বিষয়, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের স্থাপনার পর হইতে দেশের লোকের মতিগতি ফিরিয়াছে, বঙ্গমাতার অনেকগুলি সু-সন্তান বাঙ্গালীর এই কলঙ্ক অপনোদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইতিহাসের ক্ষেত্রে শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, যদুনাথ সরকার, রাধেশচন্দ্র শেঠ, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। উত্তরবঙ্গের শ্লাঘার কথা যে, ইঁহারা সকলেই উত্তরবঙ্গের লোক। প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি মনীষিগণ, ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্যোমকেশ মুস্তফি, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও বঙ্গসাহিত্যের গৌরবভাস্কর শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সুপণ্ডিতগণ রীতিমত কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু এ সকল ক্ষেত্রে এতই করণীয় আছে যে, এই মুষ্টিমেয় লোকে তাহা সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিবেন না। কৃতবিদ্য-সম্প্রদায় প্রেমের কবিতা ও ছোট গল্প লেখা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া এ দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না কি?

পূর্ব্বে যে সমস্ত সংগ্রহকার্য্যের কথা বলিয়াছি, শুধু সেই সংগ্রহ করিলেই চলিবে না। সেগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৎসর বৎসর সম্মিলন বা বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে একখানা চালা তুলিয়া, অতীতের বিচিত্র নিদর্শনগুলি সেই চালার ভিতর জড় করিলেই আমা-

দের কর্ত্তব্যশেষ হইবে না। ৺কালীপূজার ন্যায় ইহা এক রাত্রির ব্যাপার নহে। পরিষদের কার্য্য, সম্মিলনের কার্য্য, বছরের ভিতর তিন দিন গলাবাজী করিলেই শেষ হইবার নহে। ইহার একটা স্থায়িত্ব চাই। সংগৃহীত দ্রব্যের জন্য একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত চাই। এই উদ্দেশ্যেই কলিকাতার মূল সাহিত্য-পরিষদ্ রমেশ-ভবন-প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিয়াছেন। এই একই উদ্দেশ্যে রঙ্গপুর শাখাপরিষদ্ মহিমারঞ্জন-স্মৃতিসৌধ-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতে চাহেন। উভয় সঙ্কল্পই সাধু ও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। রমেশভবনের জন্য চাঁদাসংগ্রহ হইতেছে। মহিমারঞ্জন-স্মৃতিসৌধ-নির্ম্মাণের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ রঙ্গপুরের তথা উত্তরবঙ্গের ধনকুবেরগণ কি মুক্তহস্ত হইবেন না?

অনেকে হয় ত বলিবেন, কেন্দ্র-স্থানীয় কলিকাতা রাজধানীতে এইরূপ একটি কলাভবন (Museum) প্রতিষ্ঠা করিলেই যথেষ্ট। উত্তরবঙ্গে আবার স্বতন্ত্র চেষ্টা কেন? কেহ কেহ হয় ত আশঙ্কা করিবেন, রঙ্গপুরে স্বতন্ত্র কলাভবন নির্ম্মাণের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে গেলে মূল পরিষদের সংকল্পিত অনুষ্ঠানের প্রকারান্তরে ক্ষতি করা হইবে। কুলোকে হয় ত অনুমান করিয়া বসিবেন যে, এই স্বতন্ত্র চেষ্টার ভিতর একটু যেন রেশারেশির ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু এ সব আশঙ্কা অনুমান অমূলক ও অশোভন। যে সকল সভ্যদেশের আদর্শে বাঙ্গালীজাতি এই কলাভবন প্রতিষ্ঠাকার্য্যে উদ্যোগী হইয়াছে, সে সব দেশে স্থানীয় ও প্রাদেশিক কলাভবনের (Local and provincial Museums) অভাব নাই। অনেক সময় সকল পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন উত্তরবঙ্গ ও আসামের দূরদূরান্তর স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় চালান দেওয়া অসুবিধা, বিরাট্ স্তম্ভ বা দেববিগ্রহ বহুদূর সরান নড়ান শক্ত, অধিকন্তু ভাঙ্গিবার বা অন্য প্রকারে নষ্ট হইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা। ইহা ছাড়া স্থানীয় দেশভক্তি (Local patriotism) হয় ত দ্রব্যটি স্থানান্তরে পাঠাইতে নারাজ। নানা পুরাতন স্মৃতি তাহার সঙ্গে জড়িত থাকাতে দূরে পাঠাইতে মনঃক্ষোভ উপস্থিত হয়। হয় ত দ্রব্যটি সুদূর স্থানে রক্ষিত হইলে স্থানীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণের তদবলম্বনে আলোচনা-গবেষণার সমূহ বিঘ্ন ঘটে। এরূপ ক্ষেত্রে দ্রব্যটি রঙ্গপুর বা ময়মনসিংহ বা ভাগলপুরেই থাকিলে দোষ কি? তবে অবশ্য দ্রব্য গুলি স্থায়িভাবে সাবধানে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত থাকা চাই। সেই জন্যই প্রাদেশিক কলা-ভবন-স্থাপনের প্রস্তাব। মহিমারঞ্জন-স্মৃতিসৌধ-নির্ম্মাণে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, পরন্তু এক জন প্রকৃত আদর্শ ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষা হইবে, এ কথাও মনে করিবেন।

এই সকল পুরাকীর্ত্তির নিদর্শনগুলি কলাভবনে সাজাইতে গুছাইতে দেশমাতার প্রতি প্রীতিশ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত হইবে। নিয়ত এগুলি চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে হৃদয়ের একটা শিক্ষা হইতে থাকিবে, স্থূল উপায় অবলম্বনে ভক্তির চর্চ্চা হইবে। মূর্ত্তিপূজক হিন্দুকে অন্ততঃ এ কথা বুঝাইতে অধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন।

যাঁহারা কাযের লোক বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে ভালবাসেন, তাঁহারা অতীতের এই সাক্ষীগুলি পুষিয়া রাখা নিরবচ্ছিন্ন (sentiment) ভাবপ্রবণতা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন।

কিন্তু তাঁহাদিগকে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে তাঁহাদের আদর্শস্থানীয় কার্য্যকুশল (practical), ইংরাজ-জাতি এই প্রথার বিষম গোঁড়া ; এমন কি, এইরূপ এক একটি দ্রব্য ক্রয় বা সংগ্রহ করিতে অকাতরে অর্থ ঢালিয়া দেন। এই প্রসঙ্গে ইহা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, লর্ড কর্জ্জনের ব্যবস্থাগুণে এই সকল পুরাকীর্ত্তি-রক্ষার জন্য আজকাল সরকারপক্ষ হইতে বিধিমত চেষ্টা হইতেছে। এ জন্য আমাদের সদাশয় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

প্রবন্ধের বহুস্থানে বলিয়াছি, সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া দেশ ও সমাজের উপর শ্রদ্ধাভক্তির উদ্রেক করিবার জন্য সাহিত্য-পরিষদের জন্ম। ইহাতে পরোক্ষভাবে দেশের আর্থিক উন্নতির পথ পরিষ্কার হইবে, তাহাও দেখাইয়াছি ; কিন্তু আর এক দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, সাক্ষাদ্-ভাবেও সাহিত্য দ্বারা দেশের কৃষি, শিল্পকলা, বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রভৃতির উন্নতি হয়। লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় শিল্পকলার ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া লোককে সজাগ করিতে হইলে সাহিত্য দ্বারাই তাহা করিতে হইবে। অভিনব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কি করিয়া দেশের কৃষিশিল্পাদির উন্নতি করা যায়, তাহা সাধারণ লোককে শিখাইতে হইলে সাহিত্যদ্বারাই শিখাইতে হইবে। প্রবন্ধ-পুস্তিকাদির প্রচার দ্বারা এ কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইবে। এক কথায় লোকশিক্ষার জন্য সাহিত্যের প্রয়োজন। এই জন্যই উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন লুপ্তশিল্পের ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য পারিতোষিক ঘোষণা করিয়াছিলেন ও এই জন্যই উত্তর-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন একাধিক অধিবেশনে লোকশিক্ষাকল্পে সরলরচনারীতির প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব তুলিয়াছিলেন। যদি ভবিষ্যতে জনসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে ত সাহিত্যের এই শক্তির পরি-চয় দিবার ক্ষেত্র আরও বাড়িবে। শিল্পকলাদিতে কি প্রণালী অবলম্বিত হইত, কি কি কারণে অবনতি ঘটিল, অতীত হইতে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য আমরা কি শিক্ষা পাই, কিরূপে উন্নততর বৈজ্ঞানিকপ্রণালী ধরিলে আবার লুপ্তশিল্পকলাদির পুনরুদ্ধার হয়, সেই সব কথা বিশদভাবে সাধারণ লোককে বুঝান সাহিত্যের একটি প্রধান কর্ত্তব্য।

দেশের ধনবৃদ্ধি যেমন প্রয়োজনীয়, দেশের জ্ঞানবৃদ্ধিও তেমনি প্রয়োজনীয়। প্রতিভাবান্ লেখকগণ তাঁহাদিগের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিভা-প্রভাবে আমাদিগকে বহুবিধ জ্ঞান বিতরণ করেন। কিন্তু প্রতিভার জন্ম দৈব-সাপেক্ষ। যাহাতে কৃত্রিম উপায়ে জ্ঞানবিতরণ ঘটিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করা পরিষদের একটি কর্ত্তব্য। গিরিসম্ভবা নদী বা আকাশসম্ভবা বৃষ্টি দেশের ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে, কিন্তু আবশ্যক হইলে, কৃত্রিম খাল কাটিয়া বা কৃত্রিম উপায়ে জল-সেচন করিয়াও ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে হয়। মহৎপ্রতিভা-প্রসূত দৈবানুগ্রহ-প্রদত্ত জ্ঞান সাধারণের মানসক্ষেত্র উর্ব্বর করে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে কৃত্রিম উপায়েও এ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারা যায়। এই কৃত্রিম প্রণালীর নাম অনুবাদ। খাল কাটিয়া নদী-মাতৃক দেশের জল যেমন অন্যত্র লইয়া যাওয়া যায়, অনুবাদ দ্বারাও সেইরূপ জ্ঞানসমৃদ্ধ ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার অন্যভাষায় উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া যায়। আমাদের প্রাচীন জ্ঞানসমুদ্র সংস্কৃত,

অপেক্ষাকৃত আধুনিক জ্ঞানসরিৎ পালি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানসিন্ধু আরবী, পারসী, জেন্দ, হিব্রু, গ্রীক, লাটিন, ইংরাজী,ফরাসী, জর্ম্মাণ প্রভৃতি হইতে রত্ন চয়ন করিয়া"জননী বঙ্গভাষা"র কণ্ঠহার সুশোভিত করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে শিক্ষাব্রতধারী যুবকসন্ন্যাসী উত্তরবঙ্গের সুসন্তান শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার এম এ মহোদয়ের প্রস্তাব সকলেই অবগত আছেন। কাশীম-বাজারের মহারাজ বাহাদুর প্রভৃতি ধনাঢ্য বিদ্যোৎসাহিগণ এ প্রস্তাব সম্বন্ধে যেরূপ উৎসাহ দেখা-ইয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায়, অচিরেই এই মহান্ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবে।

অনুবাদের কার্য্যটা অনেকে হেয় জ্ঞান করেন। বোধ হয়, ঐ একই কারণে শিক্ষকের কার্য্যেও অনেকে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। উভয় কার্য্যেই নিজের স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দেওয়ার সুযোগ হয় না, কেবল চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহা একটা মস্ত ভুল। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, দুইটি ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান না থাকিলে অনুবাদের কার্য্য যথারীতি হইতে পারে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অনুবাদক 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী'র দৃষ্টান্ত নহেন, প্রগাঢ় ভাষাজ্ঞানেরই যশোভাগী। দ্বিতীয়তঃ, অনুবাদকের গভীর চিন্তাশক্তি থাকার প্রয়োজন, নতুবা তিনি সর্ব্বত্র মূল গ্রন্থকারের ভাবটি আদায় করিতে পারিবেন না। তৃতীয়তঃ, তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধ কাব্যকলাকৌশল বিলক্ষণ থাকা চাই; নতুবা অনুবাদ আড়ষ্ট রকমের হইয়া পড়িবে। সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে, অনুবাদ-কার্য্য মৌলিক-রচনা অপেক্ষাও কষ্টসাধ্য। কাব্যের অনুবাদ যে কত সুন্দর হইতে পারে, আমার স্বগ্রাম-বাসী ৺তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী' ও পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীযুত নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকরের 'রঘুবংশ' তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। কবিবর হেমচন্দ্রের অনেকগুলি ইংরাজী খণ্ডকবিতার অনুবাদ মূল অপেক্ষা বিশেষ নিকৃষ্ট নহে। মনস্বী অক্ষয়কুমার দত্ত ভাষার সৌন্দর্য্যে ভাবের গাম্ভীর্য্যে মূলকে অনেক স্থলে অতিক্রম করিয়াছেন। যে দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় সারাজীবন অনুবাদ করিয়া কাটাইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অনুবাদ কার্য্য যে হেয় নহে, সে দেশে কি আবার তাহা নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে?

য়ুরোপখণ্ডে ইংরেজী, ফরাসী, জর্ম্মান প্রভৃতি ভাষা বাঙ্গালা ভাষা অপেক্ষা বহুগুণ সমৃদ্ধতর, স্বদেশানুরাগে অন্ধ হইলেও ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। অথচ সেই সব ভাষার বেলায়ও দেখিতে পাই, এক ভাষায় একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই অনতিবিলম্বে (কথন কথন সমকালেই) অন্যান্য ভাষায় তাহার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই সকল অনুবাদের ভার তত্রস্থ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণ বা তৎসদৃশ বিদ্বজ্জনগণ গ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহারা অপমান বোধ করেন না। রবার্ট ব্রাউনিংএর ন্যায় মৌলিকতাপ্রবণ কবি অল্পই আছেন, কিন্তু তিনিও একখানি প্রাচীন গ্রীক নাটক অনুবাদ করিয়াছেন।

ইংরেজী শিক্ষার প্রথম আমলে আমাদের দেশে (Vernacular Literature Society) দেশীয়-সাহিত্য-সমিতি অনুবাদ-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই নিম্নশিক্ষার উপযোগী পুস্তক ইংরেজী হইতে তর্জ্জমা করিতেন। তখনকার দিনে তাহারই প্রয়োজন ছিল।

পরিষদের সঙ্কল্প তদপেক্ষা মহত্তর। তবে সাধারণ শিক্ষার জন্য য়ুরোপীয় ভাষায় যে রাশি রাশি পুস্তক সঙ্কলিত হইতেছে, তাহার অনুবাদ ও লোকশিক্ষার জন্য আবশ্যক। এ কার্য্যে প্রতিভার প্রয়োজন নাই। কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রেই এ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন।

উপসংহার।

অনেক কথা বলিলাম। অনেক বলা হইল না। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর শাখা কি ভাবে কার্য্য করিবেন, তৎসম্বন্ধে 'উপদেশ' দেওয়া পিষ্টপেষণ মাত্র। শৈশবেই মূল পরিষদের নিকট হইতে রঙ্গপুর শাখা কার্য্যকুশলতার জন্য ভূয়সী প্রশংসা পাইয়াছেন। বর্ত্তমান মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় মূল পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য সুযোগ্য 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "রঙ্গপুরের শাখা পরিষৎ মূল পরিষৎকে পরাজিত করিয়াছে।" ইহার উপর আর আমি কি বলিব? বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশ তক্‌মা না ঝুলাইয়া রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় যে উদ্যম, উৎসাহ, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও বিদ্যানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মদ্‌বিধ চাপরাশওয়ালাদিগকে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়।

আজ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমি রঙ্গপুরের সহিত অচ্ছেদ্য প্রীতিবন্ধনে বাঁধা আছি। রঙ্গপুরের ঋণ আমি এ জীবনে কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। ইহার উপর আমাকে এই সভাপতির আসনে বসাইয়া যে অনুগ্রহ করা হইল, তাহাতে পূর্ব্ব ঋণের প্রমাণ চক্রবৃদ্ধির হারে বাড়িয়া গেল।

যাক্‌ অনেক প্রগল্‌ভতা করিলাম। বত্রিশসিংহাসনে পড়িয়াছি, দরিদ্র চাষা ভূপ্রোথিত সিংহাসনের উপর নির্ম্মিত মঞ্চের উপর উঠিলে নিজের দীনতা ক্ষুদ্রতা বিস্মৃত হইয়া রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের অভিনয় করিত। সভাপতির সিংহাসনের স্থানমাহাত্ম্যেও আমার ন্যায় অক্ষম অকৃতিজনও আপনাদিগকে অনেক লম্বা চওড়া কথা শুনাইয়া দিল। পৃথিবী মৃত্তিকাময়ী, তাহার নিজের জ্যোতিঃ নাই, কিন্তু সে সূর্য্যকিরণে প্রভান্বিত হইয়া উঠে; এ অধমও 'মৃদাং চয়ঃ' আপনাদের অনুগ্রহসম্পাতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, নিজের গুণে নহে। উচ্চপদ অধিকার করিয়া মোহবশতঃ যদি উদ্ধত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকি, তাহা হইলে "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্‌" এই ব্রহ্মবাক্য উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগের নিকট অভয় যাচনা করি।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

রঙ্গপুর

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ভক্ত-চরিতামৃত।

আমরা 'ভক্তমাল' জাতীয়, বহু ভক্তের চরিতাখ্যানসম্বলিত 'ভক্তচরিতামৃত' নামক বৃহৎ প্রাচীন গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি, জগন্নাথ দাস নামক একজন বৈষ্ণব এই গ্রন্থের প্রণয়নকর্ত্তা।

জগন্নাথ দাস, মালদহ জেলার অন্তর্গত গিলাবাড়ী নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি গৌরদাস পণ্ডিত বাবাজির পিতা ছিলেন। গৌরদাস বাবাজি, ৮৪ বৎসর বয়সে, লোকান্তরিত হইয়াছেন। গৌরদাস সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। আমরা গৌরদাসের সঙ্গে আলাপ করিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। জগন্নাথ দাস এতদ্দেশে জগুদাস নামে পরিচিত।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'ভক্তমাল' যে শ্রেণীর গ্রন্থ, ভক্ত-চরিতামৃতও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত, তবে, লালদাস বা কৃষ্ণ দাসের ভক্তমালের ন্যায় ভক্ত-চরিতামৃত সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় নাই। তুলনায় লালদাসের 'ভক্তমাল' কে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করা যাইতে পারে। লালদাস, আপনার গ্রন্থকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মমত-প্রতিপাদক শাস্ত্রীয় রচনাবলী দ্বারা যেরূপ ভূষিত বা ভারগ্রস্ত করিয়াছেন, জগন্নাথ দাস তাহা করেন নাই। নাভাজির হিন্দী ভক্তমালের প্রিয়াদাস-কৃত টীকা উভয় গ্রন্থের অবলম্বন। ভক্ত-চরিতামৃতে লালদাসের ভক্তমালের নাম নাই। অনুমান হয়, জগন্নাথ দাস, লালদাসের গ্রন্থ দেখেন নাই; তাহা হইলে, হয়ত স্বতন্ত্র গ্রন্থ-রচনার আবশ্যকতা অনুভব করিতেন না। লালদাস, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ছিলেন। যৎকালে আরঙ্গজীবের আদেশে মথুরা ও বৃন্দাবনের দেববিগ্রহ সকল চূর্ণীকৃত হইতেছিল, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তৎকালে বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন। তিনি তথা হইতে কতিপয় বিগ্রহ লইয়া জয়পুরে পলায়ন করেন। অনুমান ১৬২৬ কি ১৬২৭ শকে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। জগন্নাথ দাসের গ্রন্থে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নাম আছে। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৭২ খৃঃ হইতে ১৭৮৫ খৃঃ পর্য্যন্ত গবর্ণরি করেন। জানা যাইতেছে, জগন্নাথ দাস, লালদাসের অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর পরে আবির্ভূত হন। সেকালে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কোন গ্রন্থ দূরবর্ত্তী স্থানে প্রচারিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

জগন্নাথ দাস, ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামের গঙ্গাধর অধিকারীর নিকট নাভাজির ভক্তমালের বাঙ্গালা

অনুবাদের আদেশ পাইয়া, রামকেলিগ্রামে আগমন করেন। জগন্নাথ দাস মনে করিয়াছিলেন যে, চৈতন্যদেব বিপ্রমুখে তাঁহাকে আজ্ঞা দিয়াছেন। রামকেলিতে আগমন করিয়া, অত্রত্য বৈষ্ণব-মণ্ডলীর নিকট নাভাজির ভক্তমালের বাঙ্গালা অনুবাদ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তাহারা তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। তিনি জীবগোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন দেবের আজ্ঞাস্বরূপ প্রসাদীমালা প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে হিন্দীগ্রন্থ তাঁহার হস্তগত হয়। পুষ্করদাস নামক বৈষ্ণব পণ্ডিত, নাভাজির ভক্তমালের প্রিয়াদাসের টীকার অর্থ করিয়া জগন্নাথ দাসকে শ্রবণ করান। জগন্নাথ, পয়ার ছন্দে এই গ্রন্থ রচনা করেন। মালদহের বিদ্যোৎসাহী জমিদার শ্রীযুক্তকৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয়ের খুল্ল-পিতামহ স্বর্গীয় জগন্নাথ সাহ ও হরিপ্রসাদ সাহ মহাশয়দ্বয়, এই গ্রন্থ, ১২৩১ সালে, নকল করাইয়া লন। তৎকালে জগন্নাথ দাস জীবিত ছিলেন কি না, জানা যায় নাই।

আমরা এই গ্রন্থ সম্বন্ধে এখন কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। এইরূপে গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছেঃ—৮৭ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নম।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে ভক্তভাবসমাবৃতং। ভক্ত-চরিতামৃতং গ্রন্থং বক্ষ্যামি তৎপ্রসাদতঃ।

অয়ে শ্রীচৈতন্যকৃপাম্বুধে পদ্মাবতীকুমারনিত্যানন্দাভিধেয়লহরীকরুণাকটাক্ষং কুরু কিল ভক্তবৃন্দচরিতামৃতসুধাস্বাদবিনিন্দনিন্দিত-পানানন্দ প্রমত্তমত্তোন্মত্ত কদা ভবিতাসি হিল্লোৎপত্তিজনক-মারুত অয়ে শ্রীলাদ্বৈতচন্দ্র ময়ি প্রসন্নং ভবিতাসি, গৌরভক্তগণচরণাবলম্বনং দেহি।

প্রথমে করিয়ে ইষ্টদেবের বন্দন। সামান্যবিশেষ এই দ্বিবিধকথন॥
জয় জয় শচী-সুত শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র। জয়নিত্যানন্দাদ্বৈত সর্ব্বভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীনিবাস ঠাকুর দ্বিজবর। নরহরি, মুরারি, মুকুন্দ, দামোদর॥
জয় জয় গদাধর, জয় হরিদাস। জয় জয় শ্রীগৌরী (দাস), ছোট হরিদাস॥
জয় সার্বভৌম, জয় রায় রামানন্দ। জয় জয় শ্রীধর পণ্ডিত জগদানন্দ॥
জয় জয় স্বরূপ, রূপ, জয় সনাতন। জয় জয় ভট্টরঘুনাথ প্রাণধন॥
জয় জয় শ্রীজীব জীবন সভার। শ্রীগোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস সার॥
সভাকার পাদপদ্ম করিয়ে বন্দন। যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ বাঞ্ছিত-পূরণ॥
জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু করুণার সিন্ধু। জয় জয় শ্রীশ্রীনরোত্তম দীনবন্ধু॥
জয় রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়। অষ্ট কবিরাজ জয় চক্রবর্ত্তী ছয়॥
নাভাজির পদদ্বন্দ্বে করিয়া প্রণতি। প্রিয়াদাস টীকাকারে করি বহু স্তুতি॥
সভে কৃপা করি মোরে কর আশীর্ব্বাদ। মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হউক নহে যেন বাদ॥
মুঞি অতি দীনহীন দুরাচার মন্দ। সে অধমে কৃপা-দৃষ্টি কর ভক্তবৃন্দ॥
বামন হইয়া চাহি চাঁদ ধরিবারে। পঙ্গুজন চাহে যৈছে শৈল লঙ্ঘিবারে॥
সঙ্গীত কহিতে যৈছে মূক্ ইচ্ছা করে। লজ্জা নিবারণ কর কৃপা করি মোরে॥

এইরূপে বন্দনা ও প্রার্থনা শেষ করিয়া গ্রন্থকার অবতার বর্ণনা করিয়াছেন। লালদাসের

ভক্তমালে চব্বিশ অবতারের বর্ণনা আছে, এই গ্রন্থে দশাবতার এবং নরনারায়ণ ও ব্যাসাবতারের নাম আছে। ভক্তমালের বন্দনা বিশেষ কবিত্ব-পূর্ণ, সুতরাং শ্রুতিমধুর, এই গ্রন্থের বন্দনা ততদূর সরস নয়।

ইহার পর নাভাজির দীক্ষা-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তমালের বর্ণনায় যাহা পাওয়া যায়, এই গ্রন্থে তদপেক্ষা নূতন কথা দৃষ্ট হয়। ভক্তমালে আছে,———

হনুমান্-বংশে জন্ম অন্ধ দুটীনেত্র। কোটি আঁখি তার দেহে যেই হরিভৃত্য॥
পঞ্চবর্ষ বয়স মাতা অকাল সময়। উদরের দাহে মাতা বনে ছাড়ি যায়॥
কীলহ আগর দুই ভাই দয়ার নিধান। অনাথ দেখিয়া তারে পুছেন কারণ॥
কমণ্ডলুর জলছিটা চক্ষেতে মারিলা। তৎক্ষণাৎ দুটি চক্ষু প্রকাশ পাইলা।
ভবিষ্যৎ কৃষ্ণভক্ত বুদ্ধিমান্ ধীর। দোঁহার চরণে পড়ে চক্ষে বহে নীর॥
কীলহজি আজ্ঞায় অগ্র সেবক করিলা। নিযুক্ত করিয়া বৈষ্ণব সেবায় রাখিলা॥
বৈষ্ণবের পদ-সেবা উচ্ছিষ্ট-ভোজন। করিতে করিতে হৈল কৃপার ভাজন॥
বৈষ্ণবের কৃপা-দৃষ্টি ভাগ্যে যার ফলে। ত্রিভুবনে অলভ্য কি আছে তার বলে॥
সাধু-কৃপা হৈতে হৃদে কি রঙ্গ হইল। ভক্তি-শক্তি অপার সাগর উথলিল॥
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্ত দোঁহার চরিত। অমৃতলিখিত কোটি সুধাংশুনিন্দিত॥
বর্ণিয়া শ্রীনাভাজি জগৎ তারিলা। বৈষ্ণব-মঙ্গল ভক্তমাল প্রকাশিলা॥

জগন্নাথদাস নাভাজির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

অগ্রজির বহির্দ্বারে নাভাজি আইলা। বহির্দ্বার ঝাড়ু কোমি করিতে লাগিলা॥
বৈষ্ণবের ভুক্ত শেষ যেবা থাকে পত্রে। সেই অধরামৃত খান প্রবেশিয়া গর্ত্তে॥
বৈষ্ণবের পদ-ধৌত জল গড়ি যায়। নিম্ন খালে রহে নাভা সেই জল খায়॥
প্রতিদিন এইরূপ দেখি আচরণ। অগ্রজির আগে আসি কহে বৈষ্ণবগণ॥
বহির্দ্বারে নাভা আছে বহুদিন হৈতে। সবে মাত্র খায় শেষ যেবা থাকে পত্রে॥
বৈষ্ণবের পদ-জল কর যে ভক্ষণ। বহির্দ্বার ঝাড়ু কোমি করে সর্ব্বক্ষণ॥
ইহা শুনি অগ্রজির আর্দ্র হৈল মন। তাহাকে দেখিতে অত্র করিলা গমন॥
নাভাজির আগে অগ্র দিলা দরশন। দর্শন করিয়া নাভার আনন্দিত মন॥
গলে বস্ত্র দিয়া নাভা অষ্টাঙ্গ হইলা। দন্তে তৃণ ধরি নতি স্তুতি আরম্ভিলা॥
ভক্ত দেখি শ্রীঅগ্রজি সানন্দিত হইলা। কহ কহ কুথা স্থিতি নাভাকে পুছিলা॥
নাভা কহে নীচ জাতি নাভা মোর নাম। নিরাশ্রয়ে ভ্রমণ করিয়ে নানাস্থান॥
তব পাদ-পদ্মাশ্রয় করিয়াছি গোসাঞী। মো অধমে উদ্ধারিতে আর কেহ নাঞি॥
পতিত পাবন নাথ শুনিঞা শ্রবণে। তব চরণাশ্রয় করিয়াছি কায়মনে॥
মুঞি অতি দুরাচার পতিত অধম। মোরে উদ্ধারিলে জানি পতিতপাবন॥
দেখি শুনি অগ্রজির দ্রবীভূত মন। তারে আলিঙ্গিয়া দোহে করেন ক্রন্দন॥

ক্ষণেক রহিয়া দোহে সুস্থির হইলা। জোর হস্তে নাভা তবে কহিতে লাগিলা॥
হায় হায় প্রভু তুমি কি কার্য্য করিলে। অস্পর্শী পামর মুঞি মোরে স্পর্শ কৈলে॥
এই পথে স্নান করি করহ গমন। স্পর্শ-যোগ্য নহি কৈলে অকার্য্য করণ॥
অগ্রজি কহেন নাভা করহ শ্রবণ। ভক্তি-বলে কৈলে তুমি মোরে আকর্ষণ॥
বৈষ্ণবের ভুক্ত শেষ করহ সেবন। বৈষ্ণবের পদ-জল করহ ভক্ষণ॥
বৈষ্ণবের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে ভূষণ। এই তিন হৈতে হয় ভক্তি উদ্দীপন॥
এই তিন হৈতে হয় নির্ম্মল হৃদয়। এই তিন হৈতে হয় দুরদৃষ্ট ক্ষয়॥
এই তিন বিনে কৃষ্ণে রতি নাহি হয়। এই তিন বিনে সংসার কভু নহে ক্ষয়॥
এই তিন বিনে বহু সাধন করিলে। ভক্তি দেবীর কৃপালেশ নহে কোন কালে॥

তথাহি ভাগবতে—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ॥
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

ভক্ত-পদ রেণু কৃষ্ণ-প্রাপ্তির কারণ। সেই পদধূলি তোমার সর্ব্বদা ভূষণ॥
এতেক কহিয়া অগ্র সদয় হইলা। রামনাম মন্ত্রে তারে দীক্ষিত করিলা॥
নাভা আত্মা সমর্পিলা শ্রীগুরু-চরণে। গুরু আত্মসাৎ কৈলা করুণা ঈক্ষণে॥
নাভাকে লইয়া অগ্র ভিতরে চলিলা। নিজ সেবা কার্য্যে তারে নিযুক্ত করিলা॥
সকল বৈষ্ণবগণ কাণা কাণি করে। নীচে দীক্ষা দিঞা গুরু আনিলা ভিতরে॥
সেই কথা অগ্রজিকে কেহ জানাইল। শুনিঞা শ্রীঅগ্রজির চিত্ত ম্লান হৈল॥
একদিন সভে কহে অগ্রজির স্থানে। মৃত গো পড়িঞা আছে পথ-সন্নিধানে॥
গৃধ্র আর শিবা শ্বানে মহাদ্বন্দ্ব করে। দুর্গন্ধে মনুষ্য কেহ চলিতে না পারে॥
ইহা শুনি অগ্রজি চেড়ে বোলাইলা। মৃত গো লইয়া যাহ তারে আজ্ঞা দিলা॥
কিন্তু এই গো-চর্ম্মের পরতালা গড়িয়া। শীঘ্র করি দেহ তুমি আমারে আনিয়া॥
মৃত গো লইঞা মুচি নিজালয়ে গেল। সেই মৃত গো-চর্ম্মের পরতালা গড়িল॥
তবে মুচি লৈঞা গেল অগ্রজির স্থানে। পরতালা দেখিয়া অগ্র আনন্দিত মনে॥
সকল বৈষ্ণবে অগ্র তবে বোলাইলা। পরতালা দেখহ সভাকারে আজ্ঞা দিলা॥
ভালো ভালো বলি সভে প্রশংসা করিল। একে একে সর্ব্বজন গলায় পর্হিল॥
সকল বৈষ্ণবে অগ্র কহিতে লাগিলা। মৃত গো দেখিঞা সভে ঘৃণা যে করিলা॥
কারিগর সেই মৃত গোচর্ম্ম লইঞা। পরতালা নির্ম্মাণ কৈল কস চরাইঞা॥
কস লাগাইঞা জৈছে পরতালা গড়িল। তৈছে কস চড়াইঞা নাভাকে আনিল॥
নাভা সেবা করে বলি সবে ক্রুদ্ধ হৈলে। নাভার যে মত ভক্তি বিচার না কৈলে॥
ঐছে আকিঞ্চনা ভক্তি লভে ভাগ্যবশে। সুদুর্লভা কৃষ্ণভক্তি লভে মহাক্লেশে॥
রূপগুণ ধনজন কুল অভিমান। এসব থাকিতে কভু নহে ভক্তিমান্॥

ইহার পর নাভাজির সম্বন্ধে ভক্ত-চরিতামৃতে যে সকল উপাখ্যান আছে, ভক্তমালে তাহা নাই। জগন্নাথ দাস ভাগবত, ভগবদ্গীতায়, পদ্মপুরাণ, রসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে আপনার মত সমর্থন করিয়াছেন। ভক্তমালের অপেক্ষাও এই গ্রন্থে অধিকসংখ্যক ভক্তের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তমালে প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের বিস্তৃত উপাখ্যান নাই, বোধ হয় অতি-প্রসিদ্ধ বলিয়া লালদাস উহা বর্ণনা করেন নাই। এই গ্রন্থে সুনীতি দেবী ধ্রুবের নিকট মধু-মঙ্গলের যে উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এত মধুর যে, আমরা তাহা উদ্ধারের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তাহা এই,——

ধ্রুব-মাতা কহে, পুত্র, শুন মোর বাণী। ইতিহাস-কথা এক কহি তোরে আমি॥
পরম ধার্ম্মিক এক আছিল ব্রাহ্মণ। তার এক পুত্র হৈল হরিপরায়ণ॥
পঞ্চবৎসরের পুত্র যবে বিপ্র মরি গেলা। দুঃখিনী ব্রাহ্মণী পুত্র পালিতে লাগিলা॥
বিক্রয় করিয়া গৃহ-দ্রব্য ক্রমে ক্রমে। কোন দ্রব্য নাহি যবে ভিক্ষা করি আনে॥
বালকে পঢ়িতে দিলা ভট্টাচার্য্য-স্থানে। মধ্যে বন দেখি পুত্র ভয় পায় মনে॥
বালক কহেন মাতা কহিয়ে নিশ্চয়। আসিতে যাইতে পারি বনে পাই ভয়॥
ইহা শুনি বিপ্র-পত্নী পুত্র প্রতি কয়। দীনবন্ধু আছেন বাপু না করিহ ভয়॥
এতেক শুনিঞা বালক একলা চলিলা। বনের নিকটে যাই ডাকিতে লাগিলা॥
ওহে কুথা দীনবন্ধু দেহ দরশন। উচ্চরব করি বালক ডাকে ঘন ঘন॥
মাতৃবাক্যে বালকের নিষ্ঠা উপজিল। তবে দীনবন্ধু আসি দরশন দিল॥
দীনবন্ধু বলে ভাই করহ ফুৎকার। মধু মঙ্গল কহেন বন করি দেহ পার॥
বনমধ্যে থাক দাদা, আমি নাহি জানি। গতনিশি সুপ্রভাতে কহিলা জননী॥
আমারে লইতে মাতা ভিক্ষা নাহি পায়। অল্প স্বল্প ভিক্ষা দ্রব্য আমারে খাওয়ায়॥
এবে মোর মাতা ভিক্ষা প্রচুর করিবে। কিন্তু তুমি প্রতিদিন দরশন দিবে॥
বন পার করি দিলে বিদ্যাদান পাই। ডাকিলে আসিবে দাদা যবে আমি যাই॥
দীনবন্ধু কহে শুন আমার বচন। তুমি মোর প্রিয়তম জীবনের জীবন॥
যখন ডাকিবে আসি দিব দরশন। তোমা সঙ্গে লইঞা পার করি দিব বন॥
আসিতে যাইতে ডাকেন তেহো দেন দেখা! গাঢ় প্রেম উপজিল দীনবন্ধু সখা॥
এহো নাহি কহে মাতা জিজ্ঞাসা না করে। মাতা মনে করে পুত্রের ভয় গেল দূরে॥
এইরূপে গতায়াতে বহুদিন গেল। ভট্টাচার্য্যের পিতৃশ্রাদ্ধের দিবস আইল॥
বড় বড় ধনীর বালক সব পঢ়ে। যথাযোগ্য ছাত্রগণ আনুকূল্য করে॥
পিতৃশ্রাদ্ধ হবে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন। সকল পঢ়ুয়াগণে কৈল আয়োজন॥
সকল পঢ়ুয়া কহে বিপ্রপুত্র আগে। তুমি আনি দেহ ভাই যত দধি লাগে॥
মধুমঙ্গল কহে শুন কহি সভাকরে। মাতাকে জিজ্ঞাসা করি কহিব সত্বরে॥
সভে কহে শীঘ্র আসি কহ সমাচার। এই ভার দিলাম দধি দেহ শত ভার॥

গুরুপদে কায়মনে প্রণাম করিয়া। কান্দিতে কান্দিতে যান চিন্তিত হইয়া॥
বনমধ্যে দীনবন্ধু দিলা দরশন। কৃষ্ণ কহে কেন ভাই করহ ক্রন্দন॥
মধুমঙ্গল কহিলেন সব বিবরণ। দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি কুথা পাব ধন॥
মাগিয়া যাচিয়া করি উদর পালন। অন্যে নাহি জানে তুমি জান যে যেমন॥
সহস্র বিপ্র ভোজনের দধি কুথা পাব। অতএব আর আমি পড়িতে না যাব॥
দ্বিতীয় পরম দুঃখ শুন ওহে ভাই। তোমা সনে দেখা না হইবে ভাবি তাই॥
প্রতিদিন গতায়াতে তোমার সঙ্গতি। অতএব তোমা সনে অত্যন্ত পিরীতি॥
পিরীতি বিচ্ছেদ লাগি হৃদয় বিদরে। সেই হেতু কান্দি আমি কহি যে তোমারে॥
দীনবন্ধু কহে ভাই চিন্তা কর কেনে। যত দধি লাগে দিব ব্রাহ্মণ ভোজনে॥
মধুমঙ্গল কহে দাদা কুথা পাবে দধি। প্রতীতি হউক ধেনু দেখাও মোরে যদি॥
দীনবন্ধু কহে স্কন্ধে কর আরোহণ। অসংখ্য গোবৎস বনে করয়ে চারণ॥
তবে মধুমঙ্গলের আনন্দিত মন। জিজ্ঞাসা করেন কিছু মধুর বচন॥
বয়স্য অনেক দেখি ধেনু সমিভ্যারে। কোন্ গ্রামে ঘর তোমার জিজ্ঞাসি তোমারে॥
কৃষ্ণ কহে বসি আমি নন্দীশ্বর গ্রামে। যশোদা জননী পিতা নন্দ গোপ-ঘরে॥
শ্রীদাম সুদাম সুবল আদি সখাগণ। সভাসঙ্গে লইয়া করি বনে গোচারণ॥
মোর পিতা নন্দ ঘোষ গোপকুলের রাজা। সহস্র সহস্র গোপ মোর পিতার প্রজা॥
মধুমঙ্গল কহে ভাই করি নিবেদন। মোরে কিঞ্চিৎ স্থান দেহ করিব গদন॥
তোমারে সর্ব্বদা আমি পাব দরশন। তোমার সঙ্গতি সদা করিব ভ্রমণ॥
তোমা না দেখিয়া গৃহে রহিতে না পারি। হরিলে আমার মন তোমার মাধুরী॥
দশবিশ গোপালের পুরোধা হইব। যজমান লৈঞা সুখে কাল গোঙাইব॥
ভালো ভালো বলি কৃষ্ণ আশ্বাস করিলা। ভট্টাচার্য্যে কহ গিঞা তাঁরে পাঠাইলা॥
মহানন্দে মধুমঙ্গল করিলা গমন। ভট্টাচার্য্যের আগে গিঞা কৈল নিবেদন॥
যত দধি লাগে হাণ্ডা করহ স্থাপন। দধি হৈতে হাণ্ডা সব হইবে পূরণ॥
ভাণ্ড নাহি দিবে গোপ কহিল আমারে। অতএব নিবেদন করিয়ে সত্বরে॥
এত কহি মধুমঙ্গল গমন করিল। পুন দীনবন্ধু আগে আসি উত্তরিল॥
অহে দীনবন্ধু কহিলাম গুরু-স্থানে। দীনবন্ধু কহে কার্য্য হবে কোন দিনে॥
কল্য দধি চাহি গুরু কহিল নিশ্চয়। দীনবন্ধু কহে দুগ্ধ করিব সঞ্চয়॥
তবে গেলা মধুমঙ্গল আপন ভবনে। প্রভাতে উঠিঞা আইলা দীনবন্ধু-স্থানে॥
দীনবন্ধু এক ভাণ্ড দধি আনি দিল। বিবর্ণ করিয়া তবে সকল কহিল॥
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দধি প্রতি পাত্রে পাত্রে দিবে। পশ্চাতে পাঠাবো দধি ঢালিয়া আসিবে॥
এক ভাণ্ড লইয়া অগ্রে করিবে গমন। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাত্রে পাত্রে কৈল নিক্ষেপণ॥
ক্ষণেক্ষণপরে গুরু জিজ্ঞাসা করিল। দধি কুথা ওরে বাপু বেলা যে হইল॥

দীনবন্ধু-স্থানে পুনঃ গমন করিলা।　তবে দীনবন্ধু আসি কহিতে লাগিলা॥
গোপগণ যাইঞা দধি ঢালিয়া আসিল।　প্রাঙ্গণে যতেক হাণ্ডা পরিপূর্ণ হৈল॥
আর যদি লাগে পুনঃ দিব পাঠাইঞা।　যাও যাও ওহে ভাই কহ শীঘ্র গিঞা॥
এতেক শুনিঞা তবে ধাইঞা চলিলা।　প্রথমে আসিঞা সব হাণ্ডা নিরখিলা॥
পরিপূর্ণ দধি দেখি আনন্দিত মন।　ভট্টাচার্য্যের আগে কহে প্রফুল্ল বচন॥
গোপগণ আসি দধি গিয়াছে ঢালিঞা।　দেখ সব হাণ্ডা আছে পরিপূর্ণ হৈঞা॥
গোপগণের স্কন্ধে নাহি দেখি দধিভার।　দধি-পরিপূর্ণ দেখি লাগে চমৎকার॥
সকল ব্রাহ্মণগণ করেন ভোজন।　সুধাস্বাদ নিন্দি এই দধির আস্বাদন॥
সকল ব্রাহ্মণ কহে জনম অবধি।　কভু নাহি খাই ঐছে সুধাস্বাদ দধি॥
মিষ্টান্ন পকান্ন আদি কেহো নাহি চায়।　বারে বারে সর্ব্বলোক দধি মাত্র খায়॥
যত কাঢ়ে তত বাঢ়ে দধি না ফুরায়।　ভট্টাচার্য্য মনে মনে জানিল নিশ্চয়॥
প্রকৃত মনুষ্য নহে এহো কৃষ্ণ-ভক্ত।　এহো করিবেন মোরে সংসার হৈতে মুক্ত॥
ভট্টাচার্য্য তানে লৈঞা নিভৃতে বসিলা।　কহ বাপু ঐ যে দধি কুথায় পাইলা॥
গুরুস্থানে মধুমঙ্গল সকল কহিল।　শুনি ভট্টাচার্য্যের মনে দিব্যজ্ঞান হৈল॥
আমারে দেখাও বাপু কৈছে দীনবন্ধু।　মোরে দেখাইঞা ত্রাণ কর ভবসিন্ধু॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে লৈঞা কৈল আগমন।　চলিতে চলিতে আইলা যথা সেই বন॥
শ্রীমধুমঙ্গল তবে করে ফুৎকার।　কুথা দীনবন্ধু বলি ডাকে বার বার॥
হায় হায় দীনবন্ধু কুথা ছাড়ি গেলা।　ব্যাকুল হইঞা তথি কান্দিতে লাগিলা॥
ভট্টাচার্য্য মনে মনে করেন বিচার।　মুঞি মন্দমতি দুরাশয় দুরাচার॥
অমারে দেখিঞা হরি সাক্ষাৎ না হয়।　অতএব এথা আর থাকা ভাল নয়॥
দুএকে কহিয়া তেহো কথোক দূরে গেলা।　তবে দীনবন্ধু আসি দরশন দিলা॥
মধুমঙ্গল কহে দাদা গিঞাছিলা কুথা।　তোমা না দেখিঞা মনে উপজিল ব্যথা॥
দীনবন্ধু কহে ভাই ধেনু অন্বেষণে।　গমন করিয়াছিনু অতি ঘোর বনে॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে আইলা তোমা দরশনে।　দেখা না পাইঞা ফিরি গেল দুঃখমনে॥
দীনবন্ধু কহে শুন আমার বচন।　ইহ কালে ভট্টাচার্য্য না পাবে দর্শন॥
সাধন করিলে দেখা পাবে জন্মান্তরে।　ওহে ভাই এই কথা কহিয় তাঁহারে॥
মধুমঙ্গল কহে ভাই তোমা স্থানে।　তোমার দধির গুণ সকলে বাখানে॥
ভট্টাচার্য্যে মধুমঙ্গল বৃত্তান্ত কহিলা।　বিবেকী হইঞা ভট্টাচার্য্য বনে গেলা॥
দধির তাৎপর্য্য তবে কহি অনেকক্ষণ।　বিদায় হৈঞা কৈলা গৃহেতে গমন॥
সেই দধি পাত্রে করি লৈঞা গিঞাছিলা।　এই দধি খাও মাতা আগে আনি দিলা॥
সেই দধি মাতা কিছু করিলা ভক্ষণ।　ওরে পুত্র হেন দধি দিলা কোন জন॥
পূর্ব্বাপর সব কথা মাতাকে কহিলা।　শুনিঞা তাঁহার মাতা চমৎকৃত হৈলা॥

তুমি হেন পুত্র মোর সকল জনম। দীনবন্ধু লৈঞা আইস করিব দর্শন ॥
মাতৃ-আজ্ঞা পাইয়া মধুমঙ্গল চলিলা। সেই বন সন্নিধানে আসি উত্তরিলা ॥
ওহে দীনবন্ধু বলি ডাকিতে লাগিলা। ডাকিতেই দীনবন্ধু দরশন দিলা ॥
মধুমঙ্গল কহে ভাই করি নিবেদন। এই পথে চল আজি আমার ভবন ॥
তোমাকে লইতে মোরে মাতা পাঠাইলে। বড় তুষ্ট হবেন মাতা এই বেশে গেলে ॥
দীনবন্ধু কহে ভাই চল চল যাই! তোমার জননী ডাকে ইথে গৌণ নাই ॥
চূড়া ধড়া গুঞ্জা মালা শিখিপুচ্ছ শিরে। মকরকুণ্ডল কর্ণে বেণুর শীকরে ॥
দীনবন্ধু পাছে আগে শ্রীমধুমঙ্গল। সখ্য প্রেমে তনু মন করে টলমল ॥
ওগো মাত, ওগো কি করহ ঘরে! দীনবন্ধুর আগমন দেখ আসি তাঁরে।।
পুত্র হৈতে মাতা কৈল কৃষ্ণ দরশন। ওরে ধ্রুব মিথ্যা নহে বাক্য পুরাতন ॥

জগন্নাথ দাস, বিদ্যাপতির বিস্তৃত জীবনী লিখিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে আমরা কেবল বিদ্যাপতির মৃত্যু-বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম। শিবসিংহ, বিদ্যাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

এক দিন জিজ্ঞাসিলা শিবসিংহ রায়। নিশিকালে আমার মহলে চোর যায় ॥
এচোর ধরিব কৈছে কহ মহাশয়। তোমা বিনা ইহা বিনির্ণয় নাহি হয় ॥
বিদ্যাপতি কহে রাজা করি নিবেদন। চোর ধরিবার এক আছয়ে কারণ ॥
লৌহ-কণ্টক গঢ়াইয়া করহ রোপণ। প্রাচীরের চতুর্ভিতে রহিবে বেষ্টন ॥
চোর পলাইতে সে কণ্টকে পড়িবে। পায়ে কণ্টক বিদ্ধ হৈঞা বদ্ধ যে হইবে ॥
ভালো ভালো বলি রাজা যুক্তি স্থির কৈল। বিদ্যাপতি আপনার শেল গঢ়াইল ॥
লছিমা রাণীর সঙ্গে কৃষ্ণ-কথা রঙ্গে। রজনী প্রভাত হৈল প্রেমের তরঙ্গে ॥
অন্তঃপুরে গেলা রাজা চোর ধরিবারে। বিদ্যাপতি লম্ফ দিয়া পড়িলা বাহিরে ॥
সেই লৌহ-কণ্টকেতে চরণ বিন্ধিল! সেই কালে বিদ্যাপতি একপদ কৈল ॥
তথাহি পদং।

প্রেম কি অঙ্কুর আওজাত ভেল না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চান্দ উদয় যৈছে যামিনী সুখলব না ভইল আশা॥

এতেক কহিতে প্রাণ নির্গত হইল। বিদ্যাপতি ঠাকুরের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল ॥
সেই শোকে লছিমা রাণী তেজিলা পরাণ। দোঁহাকার প্রাপ্তি হৈল বৃন্দাবন ধাম ॥

আমরা জানিতাম শিবসিংহের অদর্শনের পর বহুদিন বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন। বলিতে পারি না, জগন্নাথদাস কোন্ মূল হইতে এই বর্ণনা সংগ্রহ করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের সম্বন্ধেও নূতন কথা শুনিতে পাই———

পূর্ব্বদেশে আছে এক নানোর নামে গ্রাম। পরম উদার তেঁহো চণ্ডীদাস নাম ॥
তাহার চরিত্র কিছু করহ শ্রবণ। প্রথমে কহিয়ে তার পূর্ব্ব বিবরণ ॥

নবীন যৌবনাবস্থা বিদ্যা না হইল। মূর্খপুত্র প্রতি পিতা শাসন করিল ॥
চণ্ডীদাসের পিতা মহা ক্রোধান্বিত হৈঞা। ভার্য্যাপ্রতি আজ্ঞা দিল নিজ দিব্য দিঞা ॥
আজি তুমি চণ্ডীদাসে অন্ন নাহি দিবে। থালি ভরি ভস্ম লৈঞা আগেতে ধরিবে ॥
এত কহি ভোজন করিঞা তেহো গেলা। তবে কতক্ষণ পরে চণ্ডীদাস আইলা ॥
তার মাতা অন্নব্যঞ্জন স্থালী সাজাইঞা। এক পাশে ভস্ম দিলা পতি আজ্ঞা লাগিঞা ॥
মাতাকে জিজ্ঞাসে চণ্ডীদাস মহাশয়। স্থালীর একপাশে কেনে ভস্ম গোটা হয় ॥
তাঁর মাতা কহে বাপু শুন কহি তোরে। ক্রুদ্ধ হৈঞা তোর পিতা আজ্ঞা দিলা মোরে ॥
মূর্খ পুত্রে অন্ন তুমি না কর প্রদান। স্থালী ভরি ভস্ম দিবে এইত বিধান ॥
তেহো মোর পতি আজ্ঞা রাখিতে হইল। পুত্র-স্নেহক্রমে এক পাশে ভস্ম দিল ॥
ইহা শুনি চণ্ডীদাসের বিবেক জন্মিল। অন্নত্যাগ করি ঐছে উঠিয়া চলিল ॥
গ্রামের বাহিরে এক আছে বাসুলিতলা। নেত্রে জলধারা বহে তাহাঞি বসিলা ॥
চণ্ডীদাস গলে রজ্জু করিলা বন্ধন। মনে হৈল এই স্থানে তেজিব জীবন ॥
বাসুলী আসিঞা কহে দুটী হাত ধরি। কেনে ব্রহ্ম-হত্যা হবে কহ সত্য করি ॥
চণ্ডীদাস কহে আমি ব্রাহ্মণ-কুমার। মূর্খ হৈলাম বিদ্যা লেশ নাহিক আমার ॥
অতএব এই প্রাণ ইহাই তেজিব। প্রাণরাখা বৃথা মোর আর না বাঁচিব ॥
মাতাপিতা হৈঞা মোরে ভস্ম দিলা খাইতে। উচিত নহেক মোরে এ প্রাণ রাখিতে ॥
সদয় হইলা তবে বাসুলী দেবতা। চণ্ডীদাস প্রতি কহেন হৈঞা প্রসন্নতা ॥
মোর আশীর্ব্বাদে তুমি পণ্ডিত হইবে। তোমার কবিত্ব মহীতলে বিখ্যাত হইবে ॥
তুমি কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণের পুরাতন দাস। নিজগৃহে যাও তুমি পূর্ণ হবে আশ ॥
দেবীপদে চণ্ডীদাস প্রণাম করিলা। বহু নতিস্তুতি করি বিদাই হইলা ॥
গ্রাম প্রবেশিতে দেখেন তারা রজকিনী। দ্বারে দাঁড়াইঞা আছে পরম কামিনী ॥
একেতে নবীনা তাহে সৌন্দর্য্যে সুন্দরী। রূপ নিরখিতে প্রথম মন কৈলে চুরী ॥
রাধা দরশনে কৃষ্ণের যৈছে দশা হৈল। সেই ভাব চণ্ডীদাস বর্ণন করিল ॥
তথাহি পদং—

আহা মরি মরি কিরূপ হেরিলাম এ নব রমণীকে।
রূপে অনুপমা নাহিক তুলনা মরমে পশিলা যে ॥
ধৈরয ধরিতে নারি।
তনু মন জরে উচাটন করে ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি। ধ্রু ॥
ধৈর্য্য দূরে গেল মন ভুলি রৈল উনমত হৈল চিত।
না দেখি উপায় কি করিব হায় কি হেরিলাম আচম্বিত ॥
এরূপ হেরিতে নয়ন সহিতে মন গেল তার সনে ॥
কহে চণ্ডীদাসে বাসুলী আদেশে মন হারাইলাম মেনে ॥

চণ্ডীদাসের রূপ দেখি তারা মুগ্ধ হৈল। দোঁহুরূপে দোঁহে মুগ্ধ মিলন হইল ॥
মহাকবি চণ্ডীদাস সভা জয় কৈল। মাতাপিতা রাজা প্রজা সভার মান্য হইল ॥

এই গ্রন্থে লিখিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ, বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া চণ্ডীদাসের সহ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। গদাধর পণ্ডিতের সম্বন্ধে আছে—

চৈতন্যের প্রিয়ভক্ত গদাধর পণ্ডিত। কৃপার সমুদ্র আর সাধুজন প্রীত ॥
বৃন্দাবনে ভাগবত করেন পঠন। প্রত্যব্দ সংঘট্টবাড়ে যত শ্রোতাগণ ॥
কোকিলের কণ্ঠজিনি যার কণ্ঠনাদ। অমৃত জিনিঞা যার কথামৃতাস্বাদ ॥
অর্থ বাখানিতে হয় ভাবের উদ্‌গম। ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে যত শ্রোতাগণ ॥
সবে ভালবাসে অনুরাগী ভক্তগণ। গদাধর পণ্ডিত সবাকার প্রাণধন ॥
কল্যাণসিংহ নামে এক রাজপুত আছিল। গোবিন্দ দর্শনে তেঁহো ব্রজেতে আইল ॥
ভাগবত শুনি সর্ব্বত্যাগী হৈল। বিবেকী হইঞা বৃন্দাবনেতে রহিল ॥
পণ্ডিতের পাদপদ্মে সমর্পিলা প্রাণ। উঠে পড়ে নাচে কান্দে উন্মত্ত সমান ॥
গৃহে তাঁর ভার্য্যা হয় পরমা সুন্দরী। বৈরাগী হইলা তেঁহো দারাগৃহ ছাড়ি ॥
শুনে তার ভার্য্যা আইলা পণ্ডিতের স্থানে। শ্রাবণের ধারা তার বহে দুনয়নে ॥
বৈরাগী হইলা যদি মোর এই স্বামী। মোর কোন গতি হয় বিচারহ তুমি ॥
তবে তারে পণ্ডিত গোসাঞী জিজ্ঞাসিলা। কহ শুনি কোন দোষে পত্নী ত্যাগ কৈলা ॥
কল্যাণসিংহ রাজপুত কহে শুনহ গোসাঞী। কেবা কার পত্নী-পতি কেহো মোর নাঞি ॥
এ মায়া-পিশাচী মোরে চাহে গ্রাসিবারে। ভয়ে পালাইঞা আইলাম তোমার গোচরে ॥
পত্নী নহে মায়া-রাক্ষসী শুন মহাশয়। সেই ভয়ে পাদপদ্ম করিয়াছি আশ্রয় ॥
তার পত্নী কহে প্রভু করি নিবেদন। এঁহো মোর পতি হয় সুদৃঢ় বন্ধন ॥
ক্রুদ্ধ হৈঞা কল্যাণসিংহ হাতে অস্ত্র ধরি। ছেদন করিতে গেলা পলাইলা নারী ॥
সন্তোষ হইলা গোসাঞী দেখিয়া চরিত্র। তার প্রীতি গোসাঞীর হৈল বড় প্রীত।
সভামধ্যে গোসাঞী তবে কহিতে লাগিলা। আজি হইতে কল্যাণসিংহ কৃষ্ণদাস হইলা ॥
যে মায়াতে মুনিগণের মন লুব্ধ হয়। হেন মায়া-দাসী তারে দেখি কৈল ভয় ॥
মায়া-দাসীর মায়া হৈতে যে উত্তীর্ণ হয়। স্বয়ং কাম তার আগে হয় পরাজয় ॥

গদাধর পণ্ডিত ভাল কাজ করিলেন কিনা, তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন। কল্যাণসিংহকে সদুপদেশ দিয়া, তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে গৃহে পাঠান কর্ত্তব্য ছিল।

ভক্তমালে যে যে ভক্তের বিবরণ আছে, এই গ্রন্থে প্রায় সেই সকল ভক্তের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে এমন কতকগুলি ভক্তের উপাখ্যান আছে, যাহা ভক্তমালে নাই। বাহিরবন্দরের প্রতাপমণ্ডলের উপাখ্যানে আছে, প্রতাপমণ্ডল এক বৈষ্ণবের প্রার্থনায় নিজের যুবতী কন্যাকে বৈষ্ণবের নিকট প্রেরণ করেন। প্রতাপমণ্ডল বাহিরবন্দরে এক জগন্নাথ-

বিগ্রহ স্থাপন করিয়া মহাসমারোহে রথযাত্রা মহোৎসব করিতেন। তিনি সশরীরে রথে চড়িয়া বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের উপাখ্যান উদ্ধৃত হইল।

শ্রীগঙ্গাগোবিন্দসিংহের কহিয়ে চরিত্র। বৈষ্ণবের সেবা যেঁহো করেন প্রসিদ্ধ।
স্থানে স্থানে করিলেন শ্রীমূর্ত্তি-স্থাপন। সর্ব্বত্র করিলা বৈষ্ণব-সেবা নিরূপণ॥
বৈষ্ণব-দর্শনে যার পরম উল্লাস। বৈষ্ণব-চরণে যার সুদৃঢ় বিশ্বাস॥
নবীন পুষ্করিণী এক নির্ম্মাণ করিলা। সেই জলে এক বৈষ্ণব কৌপীন কাচিলা॥
গঙ্গাগোবিন্দসিংহ তাহা দেখিলা নয়নে। পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা হৈল কহে সর্ব্বজনে॥
পুষ্করিণীর তটে মহোৎসব আরম্ভিলা। হরিসঙ্কীর্ত্তনের মহা আনন্দ করিলা॥
পুরোহিত আসি তবে কহে সেই কালে। অনেক লভ্য হৈত পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিলে॥
এত শুনি পুরোহিতে সন্তোষ করিলা। বহু অর্থ দিলা তেঁহো সন্তুষ্ট হইলা॥
বৈষ্ণবের পদজল অধরামৃত সার। বৈষ্ণবের সেবা বিনে নাহি জানে আর॥
বৈষ্ণব-অধরামৃতে তাঁর নিষ্ঠা উপজিল। হস্তে ছিল কুষ্ঠব্যাধি তাহা দূরে গেল॥
জ্ঞাতি-গোষ্ঠী দেখি কিছু সঙ্কোচ না করে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতে দেখি অপেক্ষা না করে॥
সভার সাক্ষাতে বৈষ্ণব-অধরামৃত খান। দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের জন্মিল বিজ্ঞান॥
সিংহ মহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ সেই দিনে। নিমন্ত্রণ পাঠাইলা যত বিপ্রগণে॥
সেই নিমন্ত্রণ কোন বিপ্র না লইলা। বৈরাগীর ঝুটাখায় জাত্যন্তর হৈলা॥
নানাজাতি ভেক লৈঞা একত্তরে খায়। সেই ঝুটা অধরামৃত বলিয়া উঠায়॥
সেই ঝুটা মস্তকেতে করিয়া বন্দন। তার এক রঞ্চ লৈঞা কর‍য়ে ভক্ষণ॥
ক্রুদ্ধ হৈঞা এই কথা কহে বিপ্রগণ। না করিব জাতিনাশার গৃহেতে ভোজন॥
পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ এ কথা কহিলা। নিমন্ত্রণিয়া বিপ্র তার উত্তর করিলা॥
শুন শুন বিপ্রগণ করি নিবেদন। বিনা অপরাধে তারে করহ বর্জ্জন॥
বৈষ্ণবের ঝুটা অধরামৃতজ্ঞানে খায়। ভেক ভগবন্তস্বরূপ সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
তাঁরা কহে তবে অধরামৃত সত্য মানি। তপ্ত-ফাল রসনাতে চাটে যদি তিনি॥
তবে জানি অধরামৃত করিয়াছে সেবন। সকল ব্রাহ্মণ তবে করিব ভোজন॥
ইহা শুনি নিমন্ত্রণী ফিরিয়া আইলা। সিংহ মহাশয়ের আগে কহিতে লাগিলা॥
বৈরাগীর ঝুটা তুমি করহ ভক্ষণ। অতএব জাতিনাশা কহে বিপ্রগণ॥
যে-জিহ্বাতে বৈরাগীর ঝুটা লইয়া খায়। সেই জিহ্বা পরীক্ষা করিতে জুয়ায়॥
তপ্ত-ফাল জিহ্বা দিয়া চাটিবারে পারে। তবে ফলাহার সবে করি তার ঘরে॥
এতেক শুনিয়া কহে সিংহ মহাশয়। পরীক্ষা করুন মোরে যে বিহিত হয়॥
তবে বিপ্রস্থানে অগ্রে দূত পাঠাইলা। বহুলোক একসঙ্গে পশ্চাতে চলিলা॥
ব্রাহ্মণপণ্ডিত সবে একত্র হইলা। কর্ম্মকারে বোলাইঞা ফাল তাতাইলা॥
সকল ব্রাহ্মণ কহে সিংহ মহাশয়। কৈছে বৈষ্ণব অধরামৃত জানিব নিশ্চয়॥

যে জিহ্বাতে অধরামৃত কৈলে আস্বাদন। সেই জিহ্বায় তপ্তফাল চাটহ এখন॥
সিংহ কহে শুন শুন ব্রাহ্মণ সকল। বৈষ্ণবের অধরামৃতে আছে মহাবল॥
সেই বলে তপ্তফাল চাটিব নিশ্চয়। বিলম্ব না কর তবে আন মহাশয়॥
তবে বিপ্রগণ কহে ওরে কর্ম্মকার। তপ্তফাল লৈয়া আয় অগ্নিমুখ যার॥
তবে তপ্তফাল লৈয়া কর্ম্মকার আইলা। সোঙরি বৈষ্ণবপদ জিহ্বাতে চাটিলা॥
তিনবার চাটিলা যবে সিংহ মহাশয়। না পুড়িল জিহ্বা সভে হইলা বিস্ময়॥
যৈছে জিহ্বা তৈছে আছে দগ্ধ নাহি হয়। চতুর্দ্দিকে লোক সব করে জয় জয়॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আদি সভাসদ্ যত। ঝুটা নয় কহে সভে বৈষ্ণব অধরামৃত॥
নবদ্বীপে সর্ব্বলোক আনন্দিত হৈলা। সকল ব্রাহ্মণগণ ভক্ষণ করিলা॥
নিমন্ত্রণ করি তবে সহস্র বৈষ্ণব। গঙ্গাগোবিন্দসিংহ কৈল মহা মহোৎসব॥

কলিকাতার গোকুলমিত্র, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজার নিকট হইতে লক্ষমুদ্রায় তত্রত্য মদনমোহন দেবকে বন্ধক রাখিয়াছিলেন, সেই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে নয়টি পরিচ্ছেদ আছে। লেখক পরিচ্ছেদের স্থানে, বোধহয় পরিশেষ লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের পরিচ্ছেদ সংখ্যা দ্বাদশ। তৃতীয় খণ্ডে সাত পরিচ্ছেদ আছে। চতুর্থ খণ্ডের পরিচ্ছেদসংখ্যা চারি।

ভক্তমাল গ্রন্থ যেমন নানাছন্দে রচিত, এ গ্রন্থ সেরূপ নয়। ইহা ভক্তমালের ন্যায় মধুর রচনানিবদ্ধ নয়। ইহার আদ্যোপান্ত পয়ার ছন্দে রচিত। গ্রন্থকার মালদহবাসী ছিলেন। মালদহের স্থানীয় ভাষার ব্যবহার করেন নাই, বৈষ্ণবমণ্ডলী যে ভাষার আদর করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। রচনার অব্যবহিত পরে আমাদের আদর্শপুস্তক লিখিত হয়। তখন করিঞা, খাইঞা, প্রভৃতি প্রাচীন ক্রিয়াপদ করিয়া খাইয়া প্রভৃতি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছিল। পাঠ করিয়া অর্থে পঢ়িয়া, পতিত হইয়া অর্থে পড়িয়া ও পরিধান করিয়া অর্থে পহ্রিয়া ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। অক্ষরগুলির মধ্যে কোন কোনটিতে বিশেষত্ব আছে। র্ণ এর আকার র্ন্ত ও কু এর আকার ঙ্গ।

এই বৃহৎ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক। আশা করি, উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-পরিষৎ এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী

———

শারীরবিজ্ঞান-বিষয়ক

প্রথম প্রবন্ধ।

এই পাঞ্চমহাভৌতিক শরীরের মধ্যস্থ যে সমস্ত আলোচ্য বিষয় আমাদের ইদানীং অবশ্য অবগমনীয়, তৎপূর্ব্বে তজ্জনক মহাভৌতিক ব্যাপারনিবহও অবশ্য অনুশীলনীয়। আকাশ, অনিল, অনল, সলিল, মৃণ্ময় এই দেহ-যষ্টির ভূতপঞ্চক কোথা হইতে আসিল, ইহাদের আকার প্রকার, গতিবিধি, গুণক্রিয়াদিই বা কিরূপ, তৎসমুদায় জানিবার জন্য চিন্তাশীলের তৃষ্ণার্ত্ত অভিলাষ চাতক স্বতঃই সতত চিত্তগগনাঙ্গনে উন্মুখ হইয়া থাকে। যদিও আমরা পঙ্গুর সাগর সন্তরণের ন্যায় ইহাদের তত্ত্বানুশীলনে সর্ব্বথা অক্ষম, তথাপি তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য মনোনিবেশ ও গবেষণায় পরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য। যে সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিতে আমাদের স্থূল জড় বুদ্ধি ও মন নিষ্পন্দ বা নিষ্ক্রিয়, তদ্বিষয়ক যে কোনও তত্ত্বানুশীলন করিতে হইলেই সর্ব্বাগ্রে পুণ্যকীর্ত্তি পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের রজস্তমোতীত মুকুর-নির্ম্মল অভ্রান্ত জ্ঞান-প্রদর্শিত মার্গে গমন করিতেই হইবে।

বেদ বা বেদান্ত যাহাকে ব্রহ্ম বলেন, ন্যায় তাহাকে কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, মীমাংসা তাহাকেই কর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকার করেন, আয়ুর্ব্বেদ এই পদার্থকে চেতনাধাতু বা পুরুষনামে অভিহিত করেন। ইঁহারই অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক-চরাচর বিশ্বমণ্ডল প্রসব করিয়াছেন। অব্যক্ত মহত্ত্ব বা বুদ্ধি অহঙ্কারতত্ত্ব এবং আকাশ, অনিল, অনল, জল ও মৃত্তিকা এই আটটিকে প্রকৃতি কহে। সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান বলিয়া এই আটটিকে প্রকৃতি-মধ্যে গণনা করা হয়, বস্তুতঃ অব্যক্তই একমাত্র প্রকৃতি। অব্যক্ত মূল প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, কারণ ইনি সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের কারণ, কিন্তু স্বয়ং অকারণ অর্থাৎ কেহ ইঁহার নির্ম্মাতা নাই। কেহ বলেন ইনি পরমপুরুষের ইচ্ছা-প্রসূত, অন্যথা "ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং" এই বাক্যের সার্থকতার ব্যাঘাত হয়; প্রকৃত প্রস্তাবে যাহাই হউক, এই পদার্থ হইতেই মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি এবং মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্বের সম্ভব। অহঙ্কারতত্ত্ব ত্রিবিধ যথা—বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি। এই ভূতাদি অহঙ্কার হইতেই পঞ্চতন্মাত্রের উদ্ভব, এই তন্মাত্রপঞ্চক হইতে পঞ্চমহাভূতের অভেদ বিবক্ষা করিলে ভূতাদি অহঙ্কারকেই পঞ্চমহাভূতের জনক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। পঞ্চতন্মাত্র যথা—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু, রূপতন্মাত্র হইতে অগ্নি, রসতন্মাত্র হইতে সলিল ও গন্ধতন্মাত্র হইতে মৃত্তিকার উদ্ভব হইয়াছে। শাস্ত্রান্তরীয়মতে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অনল হইতে জল এবং সলিল হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি। অব্যক্ত বুদ্ধি, অহঙ্কার আকাশ ও বায়ু আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। অব্যক্ত ভিন্ন অপর চারিটি অনুভবশক্তিগম্য, বায়ু হইতে

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঐশশক্তিচতুষ্টয় ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর—অব্যক্ত—এত সূক্ষ্ম পদার্থ যে তাহা অনুভব শক্তিগম্যও নহে, এই জন্যই উহাকে মহর্ষিগণ 'অব্যক্ত' এই আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। সুসূক্ষ্ম অব্যক্ত পদার্থ হইতে ক্রমশঃ স্থূলব্যক্ত পদার্থের আবির্ভাব হইয়াছে; আবার এই স্থূলব্যক্ত পদার্থ-নিচয় সূক্ষ্ম অব্যক্ত-পদার্থে বিলীন হইবে এইরূপ বিলয় পরম্পরাকে মহাপ্রলয় কহে; তখন এই জগৎ "আসীদিদং তমোভূতং অপ্রতর্ক্যমলক্ষণং" এই সূত্রানুসারি হইয়া পড়ে এবং এই হেতুবাদেই এই পরিদৃশ্যমান মায়াময় জগৎপ্রপঞ্চ ঐন্দ্রজালিকের মায়া প্রক্রিয়ার ন্যায় অলীক বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। একাদশ ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি ইন্দ্রিয়বিষয়পঞ্চককে ষোড়শ বিকার কহে।

বেদান্তদর্শনে মন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে গণিত হয় নাই, আমরা যথাস্থানে তদ্বিষয়ক আলোচনা করিব। বৈকারিক অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, ইন্দ্রিয়-বিষয়-পঞ্চক সতৈজস ভূতাদি অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। আয়ুর্ব্বেদে মনকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে, যেহেতু মনের সহায়তা ভিন্ন ইন্দ্রিয়গণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। অষ্ট প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকারকে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব কহে, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব অচেতন বলিয়া পরিগণিত হয়। পঞ্চবিংশতিতম চেতনা ধাতু বা পুরুষ সংযুক্ত হইয়া ইহারা সচেতন ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। চেতনাধাতু পরা প্রকৃতি বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, যথা—

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।
এতদ্ যোনীনি ভূতানি সর্ব্বানীত্যুপধারয়॥" ইতি

এস্থলে পরা প্রকৃতি ও পুরুষকে অভেদ বিবক্ষা করিয়া অভিন্ন করিতে হইবে, অন্যথা জীবভূত চেতনাধাতু প্রকৃতি পুরুষভেদে দ্বিবিধ হইয়া পড়ে। ইহার অভাবে মানুষ পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, যথা—

"শরীরং হি গতে তস্মিন্ শূন্যাগারমচেতনং।
পঞ্চভূতাবশেষত্বাৎ পঞ্চত্বং গতমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ এই চেতনাধাতু দেহ হইতে বহির্গত হইলে শরীর শূন্যগৃহের ন্যায় এবং অচেতন হইয়া পড়ে,তখন পঞ্চভূতমাত্র অবশিষ্ট থাকে বলিয়া ঐ দেহকে পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। চেতনা ধাতুর স্থান হৃদয়, ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে বলিয়াছেন "হৃদয়ঞ্চেতনাস্থানমুক্তং" সুশ্রুত। 'তমোভিভূতে তস্মিংস্তু নিদ্রা বিশতি দেহিনাং।' অর্থাৎ হৃদয় চেতনাস্থান, উহা তমোভিভূত হইলে নিদ্রা মানবকে আশ্রয় করে, এই জন্যই নিদ্রাবস্থায় চৈতন্যসঞ্চারের বাহ্য-অভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে অষ্টধা ভিন্ন প্রকৃতির মধ্যে মনের উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয় না। শাস্ত্রান্তরীয়মতে অব্যক্ত স্থানে মনের সমাবেশ লক্ষিত হয়, যথা—"ভূমিরাপোনলো বায়ুঃ খংমনো বুদ্ধিরেব চ, অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥"

আয়ুর্ব্বেদমতে

"খাদীনি বুদ্ধিরব্যক্তমহঙ্কারস্তথাষ্টমঃ।
ভূতপ্রকৃতিরুদ্দিষ্টা বিকারাশ্চৈব ষোড়শ।
বুদ্ধিন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
সমনস্কাশ্চ পঞ্চার্থাহ্বিকারা ইতি সংজ্ঞিতাঃ॥"

এস্থলে শাস্ত্রান্তরীয় বিশিষ্ট মতের সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় মতের অনৈক্য দৃষ্ট হইতেছে, অথচ শাস্ত্রান্তরীয় মতেও অব্যক্ত পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে যথা—"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ, ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ।" ইত্যাদি এই সকল মতান্তরীয় বাক্যে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অব্যক্ত ষোড়শ বিকারের অন্যতম, কারণ অষ্ট প্রকৃতি ভিন্ন অবশিষ্ট ষোলটিকে ষোড়শবিকার কহে, অব্যক্ত পদার্থকে প্রকৃতির অন্তর্গত না করিয়া বিকারের মধ্যে গণনা করা কতদূর সঙ্গত, তাহা চিন্তাশীল পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিবেন। আমার বিশ্বাস, পূর্ব্বোক্ত পাঠ নিম্ন-লিখিতভাবে পঠিত হইলে সর্ব্বত্র সমীচীন হইবে, যথা—"ভূমিরাপোনলোবায়ুখাব্যক্তে বুদ্ধিরেব চ" ইতি।

তৈত্তিরীয়ক শ্রুতি বলেন "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশ সম্ভূতঃ আকাশাদ্ বায়ুঃ বায়োরগ্নি-রগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী ইতি" এই বাক্যের অর্থ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি, অনল হইতে জলের উৎপত্তি ইত্যাদি কিরূপভাবে সম্পন্ন হইল, তাহা পাঠক পর্য্যালোচনা করিবেন, তবে এ মতে বড়বানলের পথ নিষ্কণ্টক বটে। আমি তৈত্তিরীয় উপ-নিষদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি না, কারণ ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন "আকাশ হইতে, ইহার অর্থ আকাশাধিষ্ঠাতৃ পরমাত্মা হইতে, অনল হইতে অর্থাৎ অনলাধিষ্ঠাতৃ পরমাত্মা হইতে জলের উৎপত্তি ইত্যাদি। এই সকল বাক্যের অর্থ উদ্দেশ্য অনুসারে সঙ্গত হইলেও অব্যক্তাদি মূল পদার্থকে অতিক্রম করিতেছে। যেহেতু অনলাধিষ্ঠাতৃ পরমাত্মাই অর্থাৎ পুরুষই জলের উৎপাদক, ভূতাদি অহঙ্কার নহে, বা রসতন্মাত্র নহে, এরূপ অব্যাপ্তি আসিয়া পড়ে, অব্যক্ত অর্থাৎ মূল প্রকৃতি সকলের জনয়িত্রী নহে ইত্যাদি আশঙ্কার উদয় হয়। পুরুষ নিষ্ক্রিয় উদাসীন, সে সর্ব্বত্র উৎপাদক, ইহা স্বীকার করা সঙ্গত নহে। তবে পুরুষই প্রকৃতি এরূপ অভেদ কল্পনা করিলে 'একমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' হইয়া পড়িবে। কিন্তু এ বাক্যের উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রকার, অন্যথা অব্যক্ত ও পুরুষ উভয় পদার্থ অস্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। যাহা হউক আমরা আয়ুর্ব্বেদের মত সর্ব্বপ্রধান অঙ্গীকার করিয়া তন্মতেরই আলোচনা করিব। স্পর্শ তন্মাত্র হইতে বায়ুর উৎপত্তি ইহার গুণ শব্দ ও স্পর্শ যথা—

"মহাভূতানি খং বায়ুরগ্নিরাপং ক্ষিতিস্তথা,
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপশ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্গুণাঃ
তেষামেকগুণঃ পূর্ব্বো গুণবৃদ্ধিঃ পরে পরে
পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো গুণশ্চৈব ক্রমশো গুণিষু স্মৃতঃ

ইতি অস্যার্থঃ—আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও মৃত্তিকা এই পাঁচটি মহাভূত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ এই পাচটি তাহাদের গুণ, তাহাদের মধ্যে আকাশ একগুণ বিশিষ্ট পর পর ভূতে একটি একটি গুণের বৃদ্ধি হয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুণ ক্রমশঃ বায়ু প্রভৃতিতে বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ আকাশে শব্দ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নিতে শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলে শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস, মৃত্তিকায় শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ গুণ বিদ্যমান আছে। আকাশ শব্দতন্মাত্রজাত সুতরাং আকাশ কেবল শব্দগুণ। বায়ু স্পর্শতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন সুতরাং স্পর্শনে স্পর্শগুণই প্রধান ও পরিস্ফুট, এইরূপ অগ্নিতে রূপ, জলে রস ও মৃত্তিকায় গন্ধগুণ প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট, নৈয়ায়িকগণের মতে বায়ু কেবল স্পর্শগুণবান্, তাহা হইলে অগ্নিও কেবল রূপগুণবান্ হউক,—কেহ বলেন আকাশের সহিত প্রতিঘাতে শব্দ হইয়া থাকে, আমি বলি আকাশের সহিত প্রতিঘাত হওয়াই অসম্ভব, কারণ আকাশের স্বরূপলক্ষণই অপ্রতিঘাত, যথা—'খরদ্রবচলোষ্ণত্বং ভূজলানিলতেজসাং আকাশস্যা-প্রতিঘাতো দৃষ্টং লিঙ্গং যথাক্রমং।' আমরা নৈয়ায়িক মত সমর্থন করিতে পারিলাম না, বেদান্তেও এই মত খণ্ডিত হইয়াছে। প্রতিঘাতে শব্দ হয় ইহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু প্রতিঘাত ভিন্নও শব্দ হয়, তন্ত্রে ইহাকে অনাহত ধ্বনি কহে। আমাদের এখানে আলোচ্যবিষয় এই যে—স্পর্শতন্মাত্রজাত বায়ুতে আকাশের শব্দগুণ কোথা হইতে আসিল? যে মতে আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি সে মতে শব্দগুণের আবির্ভাব সহজ বটে, কিন্তু সে মতেও বায়ুতে স্পর্শগুণ কোথা হইতে আসিল? দ্বিবিধ নিয়মই আপাততঃ বিরুদ্ধাভাস জ্ঞাপন করিতেছে।

পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে আমরা বায়ুতে শব্দগুণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কেহ বলেন আকাশ ও বাতাসে আধার আধেয়ত্ব সম্বন্ধ, আকাশ আধার বায়ু আধেয়। 'সংস্পর্শজ দোষগুণাভবন্তি' এই নিয়মানুসারে কুসুম সংস্পর্শে যেমন বায়ুর গন্ধগুণ উদ্‌ভূত হয় তদ্রূপ আকাশের সহিত সতত সংস্পর্শে বায়ুর শব্দগুণ আবির্ভূত হইয়াছে, আমরা এমতের পক্ষপাতী হইতে পারিতেছি না, কারণ সংস্পর্শজগুণ বা আধারে আধেয় সংমিশ্রণজনিত গুণ অচিরস্থায়ী যাহা দ্রব্যের বিনাশের পূর্ব্বেই ধ্বংসপ্রবণ তাহা তদ্বস্তুর গুণ বলিয়া উদাহৃত হইতে পারে না, যেমন বায়ুতে গন্ধ বিদ্যমান থাকিলেও বায়ু গন্ধগুণবান্ এরূপ না বলিয়া উহাকে গন্ধবহ বলিতে হইবে। কেহ বলিতে পারেন বায়্বাকাশে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ হেতু বায়ুতে গন্ধের ন্যায় শব্দগুণ নশ্বর হইতে পারে না, সত্যবটে,—কিন্তু গুণ দ্রব্যাশ্রয়ী ও সম-বায়ী, উহা দ্রব্যের সঙ্গেই উৎপন্ন হইবে, তবে কার্য্যান্তরে তাহার বিকাশ হইতে পারে, আমাদের রজোগুণ আমাদের সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়াছে,—এখন কালক্রমে তাহার বিকাশ হইয়াছে মাত্র, বায়ুর উৎপত্তির সঙ্গে শব্দ গুণ অন্তর্নিহিত না থাকিলে বায়ু আকাশের শব্দে শব্দ গুণবান্ হওয়া অসম্ভব।

স্পর্শতন্মাত্রের মধ্যেই ভূতাদি অহঙ্কারের শব্দসর অংশ অন্তর্নিহিত ছিল তাহাতেই বায়ু

শব্দ গুণবান্, এরূপ বলিলে কেহ বলিতে পারেন স্পর্শতন্মাত্র-বিশিষ্ট ভূতাদি অহঙ্কারের শব্দ-তন্মাত্রেও, স্পর্শতন্মাত্র অন্তর্নিবিষ্ট থাকুক এবং আকাশও স্পর্শগুণবান্ হউক, ইহার উত্তরে কেহ বলেন, যৎকালে শব্দতন্মাত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন ভূতাদি অহঙ্কারে স্পর্শ-তন্মাত্রের সত্তা আদৌ উদ্ভূত ছিল না—যেমন আম্রের অপরিপক্কাবস্থায় অম্লতার মধ্যে মধুরতার সত্তা থাকে না, পরন্তু উহা কালান্তরে জন্মিয়া থাকে, সুতরাং পূর্ব্বকালোৎপন্ন শব্দতন্মাত্রসম্ভূত আকাশে উত্তরকালভাবি স্পর্শবৃত্তির ব্যবচ্ছেদ হইবে। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, আম্রের অম্লতার মধ্যে মধুরতার সত্তা না থাকিলে স্বাদুতা কোথা হইতে আসিল? যাহা নাই, তাহার উৎপত্তিই হইতে পারে না, আম্রের মুকুলের মধ্যেও আম্র সূক্ষ্ম অবস্থায় বিদ্যমান আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, বালকের শুক্র বা সপ্তমধাতু দৃশ্যমান না হইলেও উহার বিদ্য-মানতা অপরিহার্য্য, কালান্তরে ঐ পদার্থের বিকাশ হইলে দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে মাত্র, যদি জগতে মানুষ না থাকে তবে মানুষের উৎপত্তি যেরূপ অসম্ভব, অম্লতার মধ্যে মধুরতা না থাকিলে ভাবিকালে তাহার উৎপত্তি বা বিকাশও তদ্রূপ।

কেহ বলিতে পারেন, অম্লতা ও মধুরতা পরস্পর-বিরুদ্ধ-গুণবিশিষ্ট, সুতরাং একস্থলে একের বাহুল্যে অপরের বিকাশ অসম্ভব, আমরা ইহার প্রত্যুত্তরে এইমাত্র বলিতে চাহি যে, সহজসাত্ম্য থাকিলে সহজদ্রব্যের বিনাশ হইতে পারে না, যেমন তীক্ষ্ণ সহজ বিষ বিষধরকে এবং শরীরস্থ সৌম্য আপ্য শ্লেষ্মা বিরুদ্ধ-গুণবিশিষ্ট আগ্নেয় সহজপিত্তকে নির্ব্বাপিত করিতে পারে না।

আমরা এখন নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ভূতাদি অহঙ্কারের বিকশিত শব্দময় স্পর্শতন্মাত্র হইতেই বায়ুর উৎপত্তি, সুতরাং বায়ু শব্দ ও স্পর্শ উভয় গুণবান্ এবং আকাশ অবিকশিতস্পর্শ-তন্মাত্র অনুবিদ্ধ শব্দতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন, সুতরাং আকাশ কেবল শব্দগুণবান্ আকাশে অবিকশিতস্পর্শতন্মাত্র এত অনুভাবে অনুপ্রাণিত যে তাহাতে স্পর্শগুণ উৎপন্ন হইতে পারে নাই, যেমন ঘটের পরিমিত মৃত্তিকার অভাবে ঘটের উৎপত্তি হয় না।

আকাশে অনুপ্রাণিত অবিকশিতস্পর্শতন্মাত্র অনুভব করিবার কোনও কৌশল অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হওয়াও অসম্ভব।

আকাশের স্বরূপলক্ষণ অপ্রতিঘাত উহা পূর্ব্বে ব্যাখাত হইয়াছে। এই পদার্থ বায়ুহীন সুদূর গগনমার্গে একাকী বিদ্যমান, বিশ্বস্রষ্টা পূর্ণব্রহ্মের ইচ্ছায় তাঁহার পূর্ণরাজ্যের কোনও অংশ অল্পকালের জন্যও অপূর্ণ থাকিতে পারে না, তাই তাঁহার অন্তরীক্ষমণ্ডল সর্ব্বদা নির্ম্মল স্নিগ্ধোজ্জ্বল ব্যোমপট-পটলাবৃত। ইদানীং কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই অপরিসীম-গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পদার্থকে "ইথার" নামে অভিহিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ব্যোমযান ঐ ব্যোমপ্রাঙ্গণের সম্মুখীন হইয়াই স্খলিতগতি হইয়া থাকে। এই অনন্ত আকাশময় প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে কত সৌরজগৎ কত গ্রহ উপগ্রহ নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে। যদি সুদূর অন্তরীক্ষে বায়ু বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে আমরা চন্দ্র মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহে

গতায়াত করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহাতে বিপদের আশঙ্কাও যথেষ্ট থাকিত, এমন কি গ্রহে গ্রহে সংঘর্ষ হইয়া অকালে মহাপ্রলয় আনয়ন করিতে পারিত। করুণাময় মহাশিল্পী বিশ্বনিয়ন্তা এই ভয়ঙ্কর বিপৎপাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই ঐরূপভাবে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সমাবেশ করিয়াছেন, আমরা পরমপিতা জগৎপাতার এই অনুকম্পামাল্য শিরোভূষণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইব এবং সর্ব্বান্তঃকরণে সতত তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী অজরামরবৎ দিগন্তে ঘোষণা করিয়া জীবনের সফলতা সম্পাদন করিব।

অনন্তর আমরা বায়ুর রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বায়ু শ্যাব ও অরুণবর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে বায়ুতে রূপগুণ নাই, উহা দেখিতেও পাওয়া যায় না। কেহ বলেন শ্যাবতা বা অরুণতা দেহস্থ বায়ুর গুণ, উহা ভৌতিক বায়ুর নহে। আমরা এই বাক্যের উপর আস্থাবান্ হইতে পারিলাম না, কারণ বায়ু ভৌতিক অভৌতিকভেদে দ্বিবিধ নহে, সাধারণতঃ যাহা আমাদের স্থূলদর্শনেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, তাহাকেই নিরাকার বলিয়া গণনা করা হয়, তাই বায়ু নীরূপ বলিয়া গণিত হইয়াছে। যাহা ইন্দ্রিয়শূন্য তাহাকেই অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। চরক সাধারণসূত্রে লিখিয়াছেন "সেন্দ্রিয়ং চেতনং দ্রব্যং নিরিন্দ্রিয়মচেতনং" বস্তুতঃ বৃক্ষাদি স্থাবরপদার্থসমূহও এমন কি প্রস্তরখণ্ড পর্য্যন্তও সচেতন পদার্থ, কারণ উহারা হ্রাসবৃদ্ধিবিশিষ্ট এবং সুখদুঃখের অনুভাবক। মনু বলিয়াছেন, "তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা। অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ" অর্থাৎ স্থাবর পদার্থনিচয় বহুবিধ অসৎকর্ম্মফলে গাঢ়তমোগুণে আচ্ছন্ন, ইহাদের অন্তরে চৈতন্য নিহিত আছে এবং ইহারা সুখদুঃখোপভোগী। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকল পদার্থকে সাকার ও সচেতন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বায়ু সাকার উহা শ্যাব ও অরুণবর্ণ, আকাশও সাকার, এই পদার্থ নীলবর্ণ। যে বায়ুতে তৈজস অংশ অধিক থাকে, তাহাই অরুণতায় উদ্ভাসিত হয়, এই জন্য কোন কোন ঝটিকার পূর্ব্বরূপ অরুণবর্ণ পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ ঝড়ে বায়ু তৈজস অংশের সহায়তায় বিক্ষোভিত হইয়া প্রবলবেগে বহিতে থাকে, এইজন্যই বায়ু অগ্নিসখ এই আখ্যা লাভ করিয়াছে। বায়ু বাষ্প তেজঃ ও ধূমের সঙ্ঘাতকে মেঘ কহে, উহার অভ্যন্তরস্থ তৈজস অংশই বিদ্যুৎ ও তড়িৎ নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্ববর্ণিত ভূতাদি অহঙ্কারের তৈজস অংশ বা তড়িৎ ন্যূনাধিক সমস্ত পদার্থেই বিদ্যমান, যেহেতু ভূতাদি অহঙ্কার হইতেই পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি এবং পঞ্চমহাভূত হইতেই সমুদায় দ্রব্যের অভিনির্বৃত্তি।

বায়ু যদি শ্যাববর্ণ না হইত, তাহা হইলে মানবশরীরে উহা ঐ বর্ণে প্রতিভাত হইত না, যে ভূতের যে বর্ণ উৎকর্ষানুসারে তাহাই দ্রব্যে পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

যে দ্রব্যে আকাশের অংশ অধিক, তাহা নীলবর্ণ, যে দ্রব্যে বায়বীয় অংশ অধিক, তাহা শ্যাববর্ণ, যে দ্রব্যে আগ্নেয় অংশ অধিক, তাহা লোহিতবর্ণ, যাহাতে জলীয় অংশ অধিক তাহা শুভ্রবর্ণ, যে পদার্থে মৃত্তিকার অংশ অধিক তাহা কৃষ্ণবর্ণ এবং যাহা পঞ্চমহাভূতের সাম্যে বা ঈষৎ তারতম্যে উৎপন্ন তাহা মিশ্রবর্ণ হইয়া থাকে। শুক্লানুবিদ্ধ কৃষ্ণবর্ণকে শ্যাববর্ণ কহে।

বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—"খাদীনাং পঞ্চ পঞ্চানাং ছায়া বিবিধলক্ষণাঃ।
নাভসী নির্ম্মলা নীলা সস্নেহা সপ্রভেব চ ॥"

অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চমহাভূতের ছায়া বিবিধ লক্ষণবিশিষ্ট। যথা—আকাশের ছায়া জলশূন্য, নীলবর্ণ, ঈষৎ স্নিগ্ধ এবং ঈষৎ প্রভাবিশিষ্ট ইত্যাদি। যদি আকাশ নীলবর্ণ না হইত, তাহা হইলে তাহার ছায়া নীলবর্ণ হইত না। আমার বিশ্বাস এইজন্যই সমুদ্রজল নীলবর্ণ। আকাশের ছায়া সমুদ্রের স্বচ্ছসলিলে প্রতিবিম্বিত হইলেই জল নীলিমায় রঞ্জিত হয়। বস্তুতঃ যদি সমুদ্রের জল নীলবর্ণ হইত, তাহা হইলে কোন পাত্রে উঠাইলে শুভ্র স্ফটিকাভ দেখাইত না, আমি স্বহস্তে সমুদ্রজল উঠাইয়া পরীক্ষা করিয়াছি।

কেহ বলেন, কোনও স্বচ্ছ তরলপদার্থ রাশীকৃত হইলেই নীলবর্ণ দেখায়, তজ্জন্যই আকাশ ও সমুদ্রজল নীলবর্ণ লক্ষিত হয়, আমি এই হেতুবাদ ও যুক্তি সারহীন বলিয়া মনে করি, যেহেতু নীলিমা না থাকিলে রাশীকৃত হইলেই স্বচ্ছ শুভ্রপদার্থে নীলত্ব উড়িয়া আসিতে পারে না। কেহ আপত্তি করেন, আকাশের ছায়ায় লোহিতসাগরের জল নীল না হইয়া ইষ্টকবর্ণ হইল কেন? আমাদের করতলগত জল সর্ব্বব্যাপী আকাশের ছায়ায় নীলাভ লক্ষিত না হইবার কারণ কি?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, লোহিতসাগরের জল, বিগলিত ইষ্টকবর্ণ মৃত্তিকা সংমিশ্রণে আবিল, যেমন মলিনদর্পণে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না, তেমনি লোহিতসাগরের আবিলজলে আকাশচ্ছায়া প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না।

করতলগত জলে সূক্ষ্মভূত আকাশের সামীপ্য থাকিলেও আকাশাপেক্ষা সদৃশভূত মৃত্তিকাময় হস্তের সান্নিধ্যবশতঃ স্থূলপদার্থের স্থূলগাঢ়চ্ছায়াকর্ত্তৃক অদৃশ্য সূক্ষ্মপদার্থের সূক্ষ্ম অননুভবনীয় ছায়া অবজিত হওয়ায় মৃত্তিকার ছায়াই পরিস্ফুট হইয়া থাকে। এই জন্যই অল্পোদক জলাশয়ের আকাশের ছায়ার প্রতিবিম্বন মৃত্তিকার ছায়ায় তিরস্কৃত হওয়ায় অনুভবনীয় নহে।

আকাশের ক্রিয়া—শব্দেন্দ্রিয়শুষিরতা ও বিবিক্ততা, বায়ুর স্বরূপ লক্ষণে স্পর্শেন্দ্রিয়গ্রাহ্য চঞ্চলতা, প্রধান ক্রিয়া স্পর্শেন্দ্রিয়; শারীরিক চেষ্টা, স্পন্দন, লঘুতা ও রুক্ষতা।

অনন্তর আমরা তৃতীয় ভূত অথবা আমাদের স্পর্শনেন্দ্রিয়গ্রহণীয়তার রূপতানুসারে প্রথম ভূতের তত্ত্বানুশীলনে মনোনিবেশ করিব।

অগ্নির স্বরূপলক্ষণ উষ্ণতা, ইহা দ্রব্যাশ্রয়ী অর্থাৎ কোনও পদার্থ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে। ইহার কার্য্য রূপেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়, সন্তাপ, ভ্রাজিষ্ণুতা, পরিপাক, তীক্ষ্ণতা, শৌর্য্য ও ক্রোধ। এই দ্রব্যাশ্রয়ী পদার্থ নির্ব্বাপিত হইয়া কোন দ্রব্য আশ্রয় করে, অধুনা তাহাই চিন্তনীয়।

অগ্নি অত্যন্তলঘু, এজন্য ইহার গতি স্বতঃই ঊর্দ্ধদিকে, সুতরাং ঊর্দ্ধস্থ দ্রব্যের মধ্যে অতৃতীয় আকাশ ও বায়ুকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করাই যুক্ত্যপেক্ষা অনুমানসিদ্ধ।

ইহা নির্ব্বাপিত হইয়া আকাশ ও বায়ুর অগ্নিতে অন্তর্লীন হইয়া তত্তৎ-নিয়মিত অগ্নিভাগ বৃদ্ধিকরতঃ স্ববীর্য্য প্রকাশ করে।

এই জন্যই অগ্নিময় স্থানে বায়ু উত্তপ্ত হইয়া থাকে, সূক্ষ্মতা হইতে রূপতানুসারে অগ্নি আদিসম্ভূত বলিয়া সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয়বিধ অবস্থায় পরিণত হইতে পারে।

ইহা যখন রূপতানুসারে স্থূল বা স্বপ্রকাশ হয়, তখন ইহার রূপ আমাদের রূপেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, যখন সূক্ষ্মাবস্থায় কোনও দ্রব্যে অন্তর্লীন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তখন ইহার স্বরূপ লক্ষণ উষ্ণতামাত্র আমাদের স্পর্শনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইয়া অনুভূতি দ্বারা উহার সত্তা বুঝাইয়া দেয়।

অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া আকাশ ও বায়ুর অগ্নিভাগে অবস্থান করে, আমার এই উক্তি-শ্রবণে হয় তো অনেকেই বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন, বস্তুতঃ আমরা যে পঞ্চমহাভূতের বর্ণনা করিতেছি, যাহাদের সমবায়ে আমাদের এই স্থূল দেহের উৎপত্তি, উহারা পঞ্চীকৃত মৌলিক পদার্থ। সৃষ্টির পূর্ব্বে সূক্ষ্ম তন্মাত্রোৎপন্ন মহাভূতপঞ্চকে পঞ্চীকৃত করিয়া পরমেশ্বর এই বিশাল বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। ভূতপঞ্চক মৌলিক ও যৌগিকভেদে দ্বিবিধ, সুতরাং মহা-ভূতপঞ্চকে দশ অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—যৌগিক আকাশ, মৌলিক আকাশ, যৌগিক বায়ু, মৌলিক বায়ু, যৌগিক অগ্নি, মৌলিক অগ্নি, যৌগিক জল, মৌলিক জল, যৌগিক মৃৎ, মৌলিক মৃৎ ইতি। স্বর্গীয় যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগ নামক গ্রন্থে বায়ুবিষয়ক আখ্যানে বায়ুর নবাবিষ্কৃত মৌলিকতা লইয়া মৌলিকবাদী মহর্ষিগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন, আমার বিশ্বাস তিনি জানিতেন না যে, বায়ু যৌগিক ও মৌলিকভেদে দ্বিবিধ এবং উহা বহুকাল পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যৌগিকতা নবাবিষ্কৃত নহে।

এতন্মধ্যে যৌগিকভূতপঞ্চক স্থূল এবং মৌলিক ভূতপঞ্চক সূক্ষ্ম, উহারা আমাদের দর্শ-নেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। পঞ্চীকৃত বা যৌগিক স্থূল ভূতদ্বারা স্থূলদেহ ও পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং সূক্ষ্ম মৌলিক ভূতদ্বারা সূক্ষ্ম দেহ বা লিঙ্গশরীর গঠিত হইয়াছে।

সূক্ষ্ম মহাভূতপঞ্চকের পঞ্চীকরণ-প্রক্রিয়া যথা—আকাশ ৪ ভাগ বা অর্দ্ধ, বায়ু অষ্টমাংশ, অনল অষ্টমাংশ, জল অষ্টমাংশ, মৃত্তিকা অষ্টমাংশ, ইহাকে পঞ্চীকৃত বা যৌকিক আকাশ কহে। এইরূপ বায়ু ৩ ভাগ বা অৰ্দ্ধ, আকাশ অষ্টমাংশ, অগ্নি অষ্টমাংশ, জল অষ্টমাংশ, মৃত্তিকা অষ্টমাংশ, ইহাকে পঞ্চীকৃত বা যৌগিক বায়ু কহে। এইরূপ অগ্নি প্রভৃতিতে আকাশাদির সংযোজনকে যৌগিক অগ্নি প্রভৃতি নামে নির্দ্দেশ করা যায়, এইরূপ কল্পনায় একটি ভূতের অর্দ্ধাংশ নিজাত্মক এবং অপর অর্দ্ধাংশ অপর চতুর্বিধ ভূতময় হইবে। এই পঞ্চীকরণপ্রক্রিয়া বেদান্তপরিভাষা দৃষ্টে লিখিত হইল, যথা—"পঞ্চীকরণপ্রকারশ্চেত্থং আকাশমাদৌ দ্বিধা বিভজ্য তয়োরেকং ভাগং পুনশ্চতুর্ধা বিভজ্য তেষাম্ভ চতুর্ণাং অংশানাং বায়াদিষু যোজনং এবং বায়ুং দ্বিধা বিভজ্য তয়োরেকং ভাগং—পুনশ্চতুর্ধা বিভজ্য তেষাং চতুর্ণাং অংশানাং আকাশাদিষু যোজনং। এবং তেজ আদীনামপি, তদেবমেকৈকভূতস্যার্দ্ধং স্বাংশাত্মকং অর্দ্ধং চতুর্বিধভূতময়মিতি পৃথিব্যাদিষু স্বাংশাধিক্যাৎ পৃথিব্যাদিব্যবহারঃ॥" এই সকল যৌগিকভূত তমোগুণযুক্তা মৌলিকভূতদ্বারা গঠিত। অপঞ্চীকৃত বা যৌগিক [illegible] লিঙ্গশরীর গঠিত হয়, উহা পরলোকযাত্রা-নির্ব্বাহক মোক্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ি, মনবুদ্ধি ইন্দ্রিয় [illegible] পঞ্চপ্রাণসমন্বিত, যথা—

"পঞ্চপ্রাণ মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাদিং ভোগসাধনং।"

সূক্ষ্ম মহাভূত দ্বারা লিঙ্গশরীরের ন্যায় ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণ ও পঞ্চপ্রাণবায়ু গঠিত হইয়াছে, এজন্য উহারা লিঙ্গশরীরের ন্যায় আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। কেহ বলেন, ইন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ প্রাণবায়ু ইহাদের সমষ্টিকে সূক্ষ্মশরীর কহে। সূক্ষ্মশরীর আয়ুর্ব্বেদে স্পৃক্-শরীর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, আত্মা সতত এই শরীরকে স্পর্শ করিয়া বিদ্যমান থাকে বলিয়া ইহাকে স্পৃক্-শরীর বলা যায়, ইহার অন্য নাম আতিবাহিক দেহ। যেমন বীজ অগ্নিদগ্ধ হইলে অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ আত্মযুক্ত স্পৃক্‌শরীর তত্ত্বজ্ঞানাগ্নি উপহত হইলে পুনরুৎপন্ন হয় না।

বেদান্তমতে সত্বগুণযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত দ্বারা যথাক্রমে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, সত্বগুণযুক্ত, মিলিত সূক্ষ্মপঞ্চভূতস্বরূপ মনবুদ্ধি ও অহঙ্কারের উৎপত্তি, রজগুণযুক্ত মিলিত সূক্ষ্মভূতদ্বারা পঞ্চবায়ুর সৃষ্টি হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদমতে এই সকল সূক্ষ্ম বস্তুর উৎপত্তি ক্রম পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অন্যান্য যৌগিক মহাভূতের ন্যায় অগ্নির পৃথক্‌সংঘাতস্থিতি দৃষ্টিগোচর হয় না, আমার বিশ্বাস সূর্য্যমণ্ডলে অগ্নিসংহত ভাবে অবস্থিত, তাই সে স্থান জীবশূন্য, সেই জন্যই ঐ গ্রহ সতত শব্দায়মান, তাই উহা "রবি" এই নামে প্রসিদ্ধ। ঐ গ্রহে কিরূপ ভাবে অগ্নির তাদৃশী অবস্থিতি, তাহা মনে করিতেই বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়, অন্তঃকরণ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে, ধন্য পরম পিতার সৃষ্টি-নৈপুণ্য। যদি এই সৌরজগতে তাদৃশ অগ্নিসাগর বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে ইহাও সূর্য্য বা ধূমকেতুর ন্যায় প্রাণি-শূন্য হইত, এই জন্যই তিনি এখানে উহাকে স্বতন্ত্রভাবে না রাখিয়া দ্রব্যাশ্রয়ী করিয়াছেন, তাই আমরা তাঁহার মহিমাগীতি গাইয়া ধন্য হইতেছি। আকর্ষণ-শক্তিবলে পৃথিবী যেরূপ ভাবে ক্রমশঃ সূর্য্যমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাহাতে অনুমান হয় কোটী কোটী বৎসর পর কোনও দিন এ জগৎ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় জীবশূন্য হইয়া সূর্য্যমণ্ডল পরি-ভ্রমণ করিবে। সূর্য্যরশ্মি পূর্ব্বে ১০মিনিটে ভূপতিত হইত, এখন ৮মিনিটে উহা পৃথিবীতে পৌঁছায়।

পৃথিবী ক্রমশঃ সূর্য্যমণ্ডলের সমীপবর্ত্তী হওয়ায় ইহার রসভাগ ক্রমশঃ অধিকমাত্রায় শোষিত হইতেছে, তদ্ধেতু পৃথিবীর উর্ব্বরতাশক্তি ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, তৎসঙ্গে জীবগণের জীবনী-শক্তিও ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, আমরা বাল্যকালে অমাবস্যায় যেরূপ গাঢ় অন্ধকার দর্শন করিতাম, এখন আর তদ্রূপ গাঢ় তমোরাশি দৃষ্টিগোচর হয় না, পৃথিবীর জলস্রোতঃ সমূহ ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে, সৈকতভূমির প্রসার ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদের পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষ ভিন্ন প্রায় সমুদায় ভূখণ্ডের জীবসংখ্যা ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, আমাদের পুণ্যকীর্ত্তি পূর্ব্বপুরুষগণের রক্ষিত পুণ্য উপভোগ দ্বারা যেরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, আমাদের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা তাহার তাদৃশ পরিপূরণ হইতেছে না, সুতরাং আমার বিশ্বাস, তাঁহাদের সার শুষ্ক হইলেই ভারতবর্ষের অবস্থাও অন্যান্য ভূখণ্ডের অনুরূপ হইবে।

অনন্তর আমরা জলবিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ।

নারায়ণদেব ও পদ্মাপুরাণ।

ময়মনসিংহের সর্ব্বজনপ্রিয় কবি নারায়ণদেবকে লইয়া কয়েক বৎসর হইতে সাহিত্যিক-দিগের মধ্যে বেশ একটুকু তর্কবিতর্ক আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গদেশ ও আসামের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নারায়ণদেবের বাসভূমি এবং জন্মস্থান নির্দ্দেশের চেষ্টা হইতেছে। কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক এইজন্য বদ্ধপরিকর হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।

পদ্মাপুরাণ-রচয়িতা নারায়ণদেব এবং দ্বিজবংশী দাস ময়মনসিংহের আবালবৃদ্ধবনিতার চির-পরিচিত। ময়মনসিংহের শিশু মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে "নারায়ণদেবের" সরস পাঁচালীর সহিত পরিচিত হইয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পরিচয় মধুর ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়। নারায়ণদেব ময়মনসিংহের হিন্দুমুসলমান উভয়শ্রেণীর একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। তাঁহার পদ্মাপুরাণের কাহিনী হিন্দুমুসলমানের অতি আদরের বস্তু। তেত্রিশকোটী দেবদেবীর মধ্যে এতদঞ্চলে মনসাদেবীর ন্যায় জাগ্রত এবং হিন্দুমুসলমান উভয়শ্রেণীর নিকট সমভাবে যুগপৎ ভয় ও ভক্তির হেতুভূত আর কেহই নাই। পদ্মাপুরাণ এতদঞ্চলের সর্ব্বশ্রেণীর জনগণের সর্ব্বপ্রধান মিলনসূত্র। আজ পর্য্যন্তও আষাঢ় মাসের সংক্রান্তি দিবস হইতে ভাদ্রমাসের ১লা তারিখ পর্য্যন্ত এই কিঞ্চিদধিক একমাসকাল পূর্ব্ব ময়মনসিংহের পল্লী-অঞ্চল হিন্দুমুসলমান-গণের মিলিতকণ্ঠের পদ্মাপুরাণ গীতে মুখরিত হইয়া থাকে। আজও পদ্মাপুরাণ গানের আনন্দে হিন্দুমুসলমানগণ স্ব স্ব আভিজাত্যমর্য্যাদা, কাঞ্চন-কৌলীন্য এবং ধর্ম্ম সমাজও নৈতিক সর্ব্বপ্রকার বৈষম্য বিস্মৃত হইয়া থাকে। কালধর্ম্মের প্রবল বাধা আজও হিন্দুমুসলমানের এই মিলনপথে বাধা জন্মাইতে পারে নাই। পূর্ব্ববাঙ্গালার মুসলমান-শিষ্যগণ এখনও তাহাদের সুপবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণসরিপের শ্লোকশিক্ষার পূর্ব্বে "নারায়ণদেবে কয় নরসিংহসুত" প্রভৃতি কবিতাংশ শিক্ষা এবং অর্দ্ধস্ফুট জড়িতস্বরে যথেচ্ছভাবে আবৃত্তি করিয়া শ্রোতৃবর্গের কর্ণে মধু-বর্ষণ করিয়া থাকে।

শৈশবে মাতৃস্তন্যের সহিত যাঁহার কবিতার পরিচয় তাহাকে আপনার লোক বলিয়া বিশ্বাস করা ময়মনসিংহবাসীর পক্ষে অতিমাত্র স্বাভাবিক। পল্লী-অঞ্চলের নিরক্ষর অধিবাসিগণ ভালবাসার আতিশয্যবশতঃ স্ব স্ব বাসভবনের অদূরবর্ত্তী গ্রামসমূহের মধ্যে কোনও না কোন প্রতিষ্ঠাপন্ন গ্রামে নারায়ণদেব ও দ্বিজ বংশীদাসের বাসভবন নির্দ্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত নহে। ময়মনসিংহ আমার জন্মভূমি নহে। সুতরাং মাতৃস্তন্যের সহিত "নারায়ণদেবের সরস পাঁচালীর" রসাস্বাদ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই।

প্রাচীন সাহিত্যালোচনাকার্য্যে নারায়ণদেব এবং পদ্মাপুরাণের লেখকগণ আমার সর্ব্বপ্রধান অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। আমি এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায়

পদ্মাপুরাণের বিবিধ মুদ্রিত গ্রন্থ, বিবিধ সংবাদ সাময়িক পত্র ও সভাসমিতির কার্য্যবিবরণে পদ্মাপুরাণ সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয় সংগ্রহ এবং আলোচনা করিয়া আসিতেছি। এই আলোচনার ফলে নারায়ণদেব সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে এবং বুঝিতে পারিয়াছি, অদ্য তাহা সাহিত্যিকগণের সেবার জন্য নিবেদন করিতে অগ্রসর হইলাম। (১) ময়মনসিংহের প্রাচীন কবি নারায়ণদেবকে লইয়া বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে দুই প্রণালীর তর্ক চলিতেছে। প্রথম নারায়ণদেব এবং সুকবিবল্লভের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব বিষয়ে। দ্বিতীয় তাঁহার জন্মস্থান ও বাসভূমি লইয়া। নারায়ণদেব এবং কবিবল্লভের বিভিন্নত্ব-বিষয়ক তর্কের উত্থাপক প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের উদ্ধারক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়, সমর্থক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়। দ্বিতীয় তর্কের উত্থাপক শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এবং সমর্থক সাহিত্যিকগণের মধ্যে আরও দুই একজন আছেন। প্রথমতঃ নারায়ণ এবং কবিবল্লভের বিভিন্ন-ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাউক।

বটতলার সরস্বতীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেবক বেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানী তাহাদের আগাগোড়া অশুদ্ধ এবং বিকৃত পাঠযুক্ত পদ্মাপুরাণ প্রকাশ দ্বারাই বঙ্গসাহিত্যে এই নূতন সমস্যোৎপাদনের সুযোগ উপস্থিত করিয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু তাঁহার দ্বিতীয় সংস্করণের সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে ঐ গ্রন্থের ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত কবিতাংশ নির্ব্বিকারে গ্রহণ করিয়া এই সমস্যা জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। সর্ব্বোপরি শ্রীযুক্তবিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই ভ্রমকে অভ্রান্ত সত্যরূপে গ্রহণ করিয়া নানা প্রকার তর্কজাল বিস্তার দ্বারা বিষয়টিকে নিতান্ত গুরুতর করিয়া তুলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে দীনেশ বাবু অথবা বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ইঁহাদের কাহারই মত সুযুক্তিগত অথবা যথোপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত নহে। যুক্তি এবং প্রমাণের অপ্রাচুর্য্য সত্ত্বেও কেন যে এই মত তৃতীয় সংস্করণ বঙ্গসাহিত্যেও অপরিবর্ত্তনীয় আছে তাহা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। বটতলা সরস্বতীর অন্ধানুকরণে দীনেশ বাবু তাঁহার গ্রন্থের (২য় সংস্করণ) ১৭৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিয়াছেন, বেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানীর ছাপা নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ দ্বিজবংশী দাস ও কবিবল্লভের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রচিত বলিয়া বোধ হয়। উহার সঙ্গে মূল গ্রন্থের ঐক্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, উহার পত্রে পত্রে ভণিতা এইরূপ :—

(১) দ্বিজবংশী দাসে গায় পদ্মার চরণ;
ভবসিন্ধু তরিবারে বোলে নারায়ণ।
(২) নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভে হয়, ইত্যাদি—"

উপরোদ্ধৃত মন্তব্যে শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু "মূলগ্রন্থ" শব্দে কাহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, স্পষ্ট

(১) পদ্মাপুরাণ সম্বন্ধে এই দীর্ঘ সময়ের আলোচনায় যাহা জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি এবং বিভিন্ন পদ্মাপুরাণ-লেখকগণের যে সমস্ত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, ক্রমশঃ তাহা ভবিষ্যতে সাহিত্যসমাজের গোচরীভূত করিতে পারিব।

বুঝিতে পারি নাই। এই "মূলগ্রন্থ" অর্থে যদি হস্তলিখিত পদ্মাপুরাণ হয়, তবে তাহার সহিত তিনি এই ভণিতা মিলাইলেই ভ্রমপ্রমাদের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে অতি সহজে সমর্থ হইতেন। বটতলা সরস্বতীর প্রসাদাৎ এক দিকে যেমন বঙ্গসাহিত্যের অনেক লুপ্তরত্ন গোচরীভূত হইয়া বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে, সেইরূপ নির্ব্বিচারে নানাপ্রকার আবর্জ্জনা প্রকাশ করিয়াও অল্প ক্ষতি করিতেছে না। এস্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপে কীর্ত্তিবাসের কীর্ত্তি-লোপে সমুদ্যত জয়গোপালী রামায়ণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দীনেশ বাবু সামান্য মাত্র কষ্ট স্বীকার করিয়া কয়েক খানা হস্তলিখিত পদ্মাপুরাণ গ্রন্থ আলোচনা করিলেই বহুস্থানে দেখিতে পাইতেন—

"দ্বিজবংশীদাসে গায় পদ্মার চরণ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বোল নারায়ণ ॥"

হিন্দুসমাজে ধর্ম্মবিষয়ক কোনও প্রসঙ্গের শেষে, তাহা শক্তিসম্বন্ধেই হউক অথবা শিববিষ্ণু প্রভৃতি যে কোনও দেবতাবিষয়েই হউক, মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি দেওয়ার নিয়ম পূর্ব্ববাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্র বহুলরূপে প্রচলিত আছে। দ্বিজবংশী দাসের কবিতার এই অংশ সেই প্রাচীন পদ্ধতিরই দ্যোতক। দীনেশ বাবুর ধৃত পাঠও যদি প্রকৃত পাঠ বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে উহার অর্থও ঐ প্রকার ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। দ্বিজবংশী দাস স্বয়ং কবি ছিলেন। সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে, কতকটা নূতন আদর্শে তিনি সম্পূর্ণ পদ্মাপুরাণ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় স্বভাবকবির নারায়ণদেবের গ্রন্থের বিকৃতিসাধনরূপ কলঙ্কার্জ্জনচেষ্টা সম্পূর্ণ অসঙ্গত এবং অস্বাভাবিক। "ভবসিন্ধু তরিবারে বোলে নারায়ণ" লিপিকর প্রমাদ বই আর কিছুই নহে। বঙ্গদেশে প্রচলিত শনি এবং সত্যনারায়ণের পাচালীতে ঐ ভাবের প্রয়োগ যথেষ্ট দেখিয়াছি। বঙ্গের বর্ত্তমান দার্শনিক কবি ও ঔপন্যাসিক শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পর্য্যন্ত সত্যনারায়ণের ব্রতকথায় বহু স্থানে লিখিয়াছেন—

"সুরেন্দ্রমোহন ভণে পয়ার রচিয়া।
হরিহরি বল সবে বদন ভরিয়া ॥"

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সপ্তদশভাগ চতুর্থ সংখ্যায় লক্ষ্মীব্রতপাঞ্চালী বিষয়ক অংশে মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুলকরিম সাহেব শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের ধৃত ভ্রমাত্মক কবিপরিচয় "শ্রীরামচরণনাথ" শুধু

"শ্রীরামচরণনাথ দুর্গারামে কয়
অনাথ কাতর মুই তরাও শমন-ভয় ॥"

এই অংশের রামচরণের এক প্রকার লোপ বশতঃই ঘটিয়াছে। ইহা যে লিপিকরের অসতর্কতা বা অনবধানতার অবশ্যম্ভাবী ফল তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

বেণীমাধবদের "ভবসিন্ধু তরিবারে বোলে নারায়ণ" যে শ্রেণীর লিপিকর-প্রমাদ "সুকবি-বল্লভে কহে দেব নারায়ণ"ও ঐ প্রকার আর একটি লিপিকর-প্রমাদ। এরূপ একটি নহে,

বহু বহু লিপিকর-প্রমাদ বিকৃতপাঠ ঐ গ্রন্থের সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। ভ্রমপূর্ণ বিকৃত পাঠ নির্ব্বিচারে প্রকাশ করাই উক্ত প্রকাশকের অন্যতম বিশেষত্ব। দীনেশবাবুর ন্যায় অনুসন্ধিৎসু সাহিত্যিকের "সুকবিবল্লভ কহে দেবনারায়ণ" এই সহজবোধ্য প্রকৃতপাঠের পরিবর্ত্তে লিপিকর-দুষ্ট ভ্রান্তপাঠ গ্রহণে আকাঙ্ক্ষা কেন হইল তাহা সহজবোধ্য নহে। আমরা একমাত্র অনবধানতা ব্যতীত অন্য কোনও হেতু খুঁজিয়া পাই নাই। আমি এ পর্য্যন্ত যত পদ্মাপুরাণের হস্তলিপি আলোচনা করিয়াছি তাহার দুই এক স্থলে ঐ প্রকার বিকৃতপাঠ দেখিয়াছি, কিন্তু অধিকসংখ্যক গ্রন্থে এবং অধিকসংখ্যক স্থলে—

(১) "সুকবিবল্লভ কহে দেবনারায়ণ"

ও

(২) "নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভে হয়"

এই ভাবের ভণিতা সুপ্রচুররূপে দেখিয়াছি। মুক্তাগাছা থানার অধীন মানকোন গ্রামের অন্যতমা ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা সত্যবতীদেবীর গৃহ হইতে সংগৃহীত "শকাব্দা ১৭১৬ সন ১২০০ মাহে শ্রাবণ, ৪ঠা তারিখের লিখিত একখানি পদ্মাপুরাণের হস্তলিপিতে উপরোক্ত কবিতাংশদ্বয় ২৫, ৩৬, ৪৭, ৮৩, ১২৭, ১২৯, ১৩৯, ১৭৪, ১৭৫, ২২৯, ২৪৭, ২৫১, ২৫৫, ২৯৮ ও ৩৫৯ পত্রে পুনঃ পুনঃ পরিদৃষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি ময়মনসিংহে চতুর্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন-সংসৃষ্ট প্রদর্শনী উপলক্ষে "প্রদর্শনীতে প্রাচীন সাহিত্য" নামক কক্ষে যথোপযুক্ত মন্তব্যের সহিত রক্ষিত হইয়াছিল। ঐ সময় প্রদর্শনীর ঐ বিভাগ যাঁহারা মনযোগের সহিত দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের উহা দৃষ্টিগোচর হওয়াই সম্ভব। ঐ কবিতাংশ নারায়ণদেবেরই উপাধিসূচক তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। বন্ধুবর কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় তাঁহার ময়মনসিংহের বিবরণের প্রথম সংস্করণের ৬৫ পৃষ্ঠায় ময়মনসিংহের প্রাচীন সাহিত্যের বিবরণে নারায়ণদেবের স্বহস্তলিখিত পদ্মাপুরাণ গ্রন্থ হইতে পরিচয়সূচক যে কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে "সুকবিবল্লভ খ্যাতি সর্ব্বগুণযুত" এই পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। ময়মনসিংহ চারুমিহির আফিস হইতে নারায়ণদেবের যে পদ্মাপুরাণ ছাপা হইয়াছে, তাহাতেও অবিকল এই পাঠ ধৃত হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত, প্রসিদ্ধ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যপ্রেমিক শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুলকরিম সাহেবের সঙ্কলিত প্রাচীন পুঁথির বিবরণের ১৬৪ সংখ্যক গ্রন্থ "বাইশকবির মনসা"র বিবরণে, ১২২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় চট্টগ্রাম-অঞ্চলে প্রচলিত পদ্মাপুরাণের নিম্নলিখিত কবিতাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

"সুকবি বল্লভ রায় দেব নারায়ণ
একটি লাচারী কহি শুন দিয়া মন।"

এ সকলই যে নারায়ণদেবের সুকবিবল্লভ উপাধির পরিচায়ক সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। আসামে প্রচলিত আসামী ভাষায় অনুবাদিত নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের

'সুকবি বল্লভ হয়ে দেবনারায়ণ
এক লাচারি কহি অনাদি জনম"

প্রভৃতি কবিতাংশও এই তত্ত্বেরই সমর্থন করিতেছে। এই সকল প্রমাণের বলেই আমরা নারায়ণদেবের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দিহান্। কিন্তু ইহার প্রতিবাদ করিয়া আমার কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক বন্ধুর পত্রের উত্তরে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ৬ই পৌষ তারিখে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন—"এখন আপনার একটি ব্রহ্মাস্ত্রসদৃশ যুক্তি খণ্ডিত করিবার প্রয়াস করিব। আপনি লিখেন—

"নারায়ণদেবের জন্ম হইল বঙ্গদেশ
নরসিংহ দেব পুত্র বিজ্ঞতাবিশেষ।
কায়স্থ পণ্ডিত বড় বিদ্যাবিশারদ
সুকবি বল্লভ খ্যাতি সর্ব্বগুণযুত।"

আপনি ইহা কোন্ পদ্মাপুরাণে পাইয়াছেন? তাহা লিখেন নাই। আমার দৃষ্ট শ্রীহট্টের পদ্মাপুরাণে ইহা দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া হস্তলিখিত বিভিন্ন স্থানে পঠিত পদ্মাপুরাণ সংগ্রহ করিয়া যদি ইহা দেখেন তবে ভাল হয়। ফলকথা যদি ইহা সমস্ত পদ্মাপুরাণে থাকে তবেই গ্রাহ্য। সমস্ত পদ্মাপুরাণে যে ইহা নাই, তাহার সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ এই যে, ইহা থাকিলে দীনেশবাবু ঐরূপ লিখিতেন না এবং কবিবল্লভের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও কেহ কিছু বলিতে পারিতেন না? আধুনিক কোনও কারণে (অথবা আমার বোধহয় তদ্বংশীয় কেহ বিশিষ্ট কারণে যাহা আপনিও অনায়াসে অনুমান করিতে পারেন।) ইহা জুড়িয়া দিয়া আসলকথা চাপা দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সত্য একদিন মাটী খুঁড়িয়া বাহির হইবেই। পাথরচাপাতেও ঢাকা পড়ে না। পশ্চাৎ মধ্যে মধ্যে কবিপরিচায়ক কথা জুড়িয়া দেওয়াটা আবহমানকাল হইতেই প্রচলিত দেখা যায়।"

বন্ধুবরের যে কবিতাংশ 'ব্রহ্মাস্ত্রসদৃশ' যুক্তি বলিয়া শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি এবং দীনেশবাবু কিঞ্চিৎ শ্রমস্বীকারপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলেই উহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেন, তাহা না করায় আজ আমাকে এইভাবে অপ্রীতিকর আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে। প্রাচীন হস্তলিপি লিপিকরপ্রমাদ এবং আরও নানাপ্রকার হেতুতে পরস্পর এত বিরুদ্ধভাবাপন্ন যে, উহার দুই চারিখানি মাত্র হস্তলিপি আলোচনা দ্বারা কোনও স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে, প্রাচীন হস্তলিখিত সাহিত্য লইয়া যাঁহারা সর্ব্বদা আলোচনা করেন, তাঁহারা বিশেষভাবে ইহা পরিজ্ঞাত আছেন। প্রাচীন হস্তলিখিত সাহিত্য সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার পরিমাণ অতি সামান্য হইলেও আমি সৌভাগ্যবশতঃ পদ্মাপুরাণের বহুসংখক হস্তলিপি আলোচনার সুযোগ পাইয়াছিলাম, তাহার ফলেই আমার এই ধারণা দৃঢ় হইয়াছে। আমি দেখিয়াছি, প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থের মধ্যে যে গ্রন্থের আলোচনা সাধারণের মধ্যে যত অধিক, পাঠবিকৃতি প্রভৃতি সেই গ্রন্থে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পূর্ব্ববাঙ্গালায় আর কোনও প্রাচীন গ্রন্থের পদ্মাপুরাণের মত আদর

নাই। এত পাঠবিকৃতি এবং অসামঞ্জস্যও সেইজন্য অন্য গ্রন্থে সুলভ নহে। এ পর্য্যন্ত আমি বিভিন্ন স্থানে পরিদৃষ্ট ৭০ খানিরও অধিক পদ্মাপুরাণের হস্তলিপি আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তাহার মধ্যে একই হস্তলিপি হইতে নকল করা প্রতিলিপিসমূহ ব্যতীত আর কোনও দুইখানি গ্রন্থে পরস্পর সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য দেখিতে পাই নাই। পূর্ব্বোক্ত "ব্রহ্মাস্ত্রসদৃশ" কবিতাংশ ইহার মধ্যে ৭।৮ খানি গ্রন্থে দেখিয়াছি।

গৌহাটী বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত উত্তমচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয় তাঁহার "শুকনাম্নি বা সুকবিনারায়ণী" নামক পঠিত প্রবন্ধে যে অসমীয়া পদ্মাপুরাণের প্রসঙ্গ সাহিত্যসমাজে উপস্থিত করিয়াছিলেন, উহার

"সুকবি বল্লভ হয়ে দেবনারায়ণ
এক লেচারি কহি অনাদি জনম"

নারায়ণদেবের সুকবিবল্লভ উপাধির সমর্থক। এই কবিতাংশ ময়মনসিংহের সর্ব্বত্র প্রচলিত পদ্মাপুরাণের—

"সুকবি বল্লভ হয়ে দেবনারায়ণ
এক লাচারি কহি অনাদি জনম"

কবিতার অবিকল প্রতিরূপ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই সকল সহজলভ্য প্রমাণ চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়াও বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সাহিত্যপত্রে সুকবিবল্লভকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার পূর্ব্বোক্তপত্রে লিখিয়াছেন—

"... আপনি কোনও কায়স্থকে উপাধিপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়াছেন কি? বিশেষতঃ আমাদের এই অঞ্চলে? উপাধির দুই কারণ থাকে, এক টোলে পড়িয়া (২) রাজদত্ত যথা (সুকবি ভারতচন্দ্র, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ) কবিবল্লভ উপাধিটা কে দিল?"

কবিবল্লভ যে উপাধি তাহা ইতিপূর্ব্বে উত্থাপিত প্রমাণ সমূহ দ্বারা সবিশেষ প্রমাণিত হইয়াছে।* কিন্তু ঐ কবিবল্লভ কাহার দত্ত উপাধি সে বিষয়ের কোনও উল্লেখ অথবা উপাধিপ্রাপ্তি-বিষয়ক কোনও বিবরণ এ পর্য্যন্ত পদ্মাপুরাণের কোনও গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু "কায়স্থপণ্ডিত বড় বিদ্যাবিশারদ" এই কবিতাংশ বহু হস্তলিপিতে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। এই বিদ্যাবিশারদ প্রভৃতি তাহার পাণ্ডিত্যেরই প্রকাশক। সেকালে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের অনেকেই সংস্কৃতভাষার চর্চ্চা করিতেন। টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করা তখনকার প্রচলিত রীতি ছিল। "সুকবিবল্লভ" উপাধির সহিত সেই রীতির কোনও সুদূর সম্পর্ক আছে কি না কে জানে? নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে এবং অন্যান্য দুই একজন লেখকের রচনার মধ্যে "পদ্মার বরে সভাপতির বাড়ুক ঠাকুরাল" "সভাপতির কল্যাণ করুক জয় ব্রহ্মাণি" ইত্যাদিরূপ কবিতার সভাপতি বলিয়া একশ্রেণীর জীবের মঙ্গলপ্রার্থনা করা হইয়াছে। এই সভাপতি কি জিনিস? ইহাদের সহিত নারায়ণদেব প্রভৃতি পদ্মাপুরাণ-লেখকগণের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, পদ্মাপুরাণের হস্তলিপিসমূহ সে পক্ষে নীরব। ইঁহারা পদ্মাপুরাণ-লেখকগণের উৎসাহ-

দাতা, সহায় বা পৃষ্ঠপোষক শ্রেণীর অন্যতম কি না তাহার মীমাংসা ভবিষ্যৎ বংশাবলীর কৃতিত্বের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

কায়স্থের রাজদত্ত উপাধিপ্রাপ্তির প্রমাণ বঙ্গসাহিত্যে বিরল নহে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অন্যতম কবি মালাধর বসুর রাজদত্ত উপাধি 'গুণরাজখান' ছিল। এরূপ আরও অনেকে এতদঞ্চলেও থাকিতে পারেন যাঁহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞ। প্রাচীন হস্তলিখিত বঙ্গসাহিত্যের অতি অল্পাংশমাত্র লোক-লোচনের গোচরী-ভূত হইয়াছে। উহার বিরাট অংশ এখনও কাষ্ঠফলকের নির্দ্দিষ্ট পরিধিতে আবৃত থাকিয়া কীট অগ্নি প্রভৃতির মুখাপেক্ষী হইয়া নিভৃত পল্লী-নিকেতনে লোক-লোচনের অগোচরে ধ্বংসের প্রতীক্ষা করিতেছে, ভবিষ্যতে উপযুক্ত চেষ্টা দ্বারা ঐ সকলের উদ্ধার এবং যথোপযুক্ত আলোচনা হইলে এই সকল সমস্যার উপযুক্ত সমাধান হওয়া অসম্ভব নহে। শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ বাবু তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "তিনি (নারায়ণদেব) দরঙ্গের রাজার অনুজ্ঞায় এই গ্রন্থ (পদ্মাপুরাণ) রচনা করিয়াছিলেন !!" এই গ্রন্থ রচনার কথা সত্য হইলে, সুকবিবল্লভ উপাধি দেওয়া দরঙ্গের রাজার পক্ষেও সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার পত্রে আরও লিখিয়াছেন—

"৪। কবিবল্লভ যে মানুষের নাম তাহা আমার জানা মতেই দুই তিনটি আছে। কবিবল্লভের একটি প্রধান বংশ মান্দারকান্দী অঞ্চলে আছে। আমাদের নিজগ্রামে এই নামে এক ব্যক্তি ছিল, তাহাকে কবু ঠাকুর বলিত।"

"৫। Baument and Fleacherএর ন্যায় উভয়ে ঐ গ্রামবাসী অবস্থায় পদ্মাপুরাণ রচনা করেন, ইহা স্বাভাবিক, তাই মধ্যে মধ্যে একত্র নামোল্লেখ। আবার একটুকু ব্যাখ্যাও চলিত আছে, "নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভে হয়," ইত্যাদিতে, 'সু"টি ছন্দ অনুরোধে, "কয়" ও "হয়" এই তাৎপর্য্য যে, রচয়িতা নারায়ণদেব, অনুমোদক অর্থাৎ "হয়" হাঁ কারক (সু) কবিবল্লভ। এস্থলে আর একটুকু ব্যক্তব্য, সুকবিবল্লভ বোধ হয়, নামানুযায়ী কবি ছিলেন না। তবে কবিবল্লভ নামে অন্বর্থনামা ছিলেন বটে। তিনি স্বয়ং রচনাকার্য্যে তেমন পটু ছিলেন না। তাই তাঁহার স্বীয় নামের কোনও কবিতা পদ্মাপুরাণে নাই। জানকীনাথ পণ্ডিত আর একজন ছিলেন। আমাদের পদ্মাপুরাণে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও দুই একটি কবিতা পাওয়া যায়। এগুলি পশ্চাৎ প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু কবিবল্লভ যে পশ্চাৎ আসিয়া নাম জুড়িয়া দিয়াছেন, একথা বলা যায় না। তিনি একত্র থাকিয়া বন্ধুর সহায়তা করিয়াছিলেন, ইহাই বোধ হয়। আমার এরূপও মনে হয় যে, নারায়ণ শূদ্র (কায়স্থ) বলিয়া তেমন শাস্ত্রজ্ঞানবিশিষ্ট ছিলেন না। কবিবল্লভ হাঁ (হয়) না করিলে তাঁহার লিখার আদর হইবে না বলিয়াই এইরূপ পদ-যোজনা করিয়া গিয়াছেন।"

প্রথিতযশা পণ্ডিতমহাশয়ের এই সকল একমাত্র অনুমানগত যুক্তির বিরুদ্ধে বলিবার আমার প্রায় কিছুই নাই। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোনও গুরুতর বিষয়ে মত প্রকাশ করা কতদূর সুষ্ঠু তাহা সুধীমণ্ডলী বিচার করিবেন। তিনি নূতন Baument

and Fleacher কে সাহিত্য ক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে চেষ্টিত. কিন্তু বহুদিন যাবৎ পদ্মাপুরাণ লেখকগণের মধ্যে যে দুই জন (ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাস) Beaumont and Fleacher ন্যায় একত্রে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিলেন, সম্প্রতি অভিনব প্রমাণের বলে তাঁহাদের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও সংশয় উপস্থিত হইয়াছে (১)। এমত অবস্থায় আবার আর এক জনকে ঐ ভাবে উপস্থিতির চেষ্টা কেবল বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। মানুষের নাম কবিবল্লভ থাকা অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু সেই যুক্তিতে নারায়ণ দেবের সঙ্গে আর এক কবিবল্লভের সংযোগের চেষ্টা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। শূদ্র নারায়ণদেবের শাস্ত্রজ্ঞান ছিল না বলিয়া তিনি অনাদরের আশঙ্কায় কবিবল্লভকে সমর্থক-রূপে যোগাড় কবিয়াছিলেন, পদ্মাপুরাণের কোনও হস্ত লিপিতে বা মুদ্রিত গ্রন্থে এরূপ প্রসঙ্গ এযাবৎ দেখা যায় নাই। "সুকবিবল্লভ" ব্রাহ্মণ ছিলেন এ প্রমাণও বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কোনও গ্রন্থাদি হইতে দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু "নরসিংহনন্দন পণ্ডিত নারায়ণ" যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, এরূপ প্রসঙ্গ আমরা বঙ্গসাহিত্যের স্থানবিশেষে দেখিয়াছি ?

এক্ষণে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের অন্যতম আপত্তি নারায়ণ দেবের বাসস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

(ক) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণ ১১১ পৃষ্ঠায় দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—'ইনি (নারায়ণ দেব) ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের সংযোগস্থলে জোয়ানসাহী পরগণার কায়স্থকুলে জন্ম গ্রহণ করেন।" ভূমিকাংশে তিনি সুকবি ৺আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের গৃহস্থিত প্রাচীন পুঁথি হইতে "নারায়ণ দেএ কয় জন্ম মগদ" ইত্যাদি পরিচয়বাচক কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় নব্যভারত পত্রিকায় (২) 'বারুণীস্নান' নামক প্রবন্ধে শ্রীহট্টের মাধবছড়া নামক পার্ব্বত্য গ্রামে প্রাপ্ত ২০০ শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিপি হইতে নারায়ণদেবের পরিচয় ও বাসস্থানের নির্দ্দেশক কবিতা উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন। "নারায়ণ দেব পূর্ব্ব বঙ্গের প্রাচীন কবি—নিবাস ময়মনসিংহের বোর গ্রামে। তিনি স্বীয় গ্রন্থে নিম্নোদ্ধৃত রূপ পরিচয় দিয়াছেন :—

"পূর্ব্বপুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি
রাঢ় ত্যজিয়া বোর গ্রামেতে বসতি।"

(গ) সুসঙ্গ পরগণার বওলা গ্রামে প্রাপ্ত ১৭৭০ শকের হস্তলিখিত পদ্মাপুরাণে নিম্নলিখিত কবিতাংশ পাওয়া গিয়াছে।

"বৃদ্ধপিতামহ মোর দেব উদ্ধারণ
রাঢ় দেশ ছাড়িয়া যে আসিলা আপন।

---

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩য় সংস্করণ, ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাসের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(২) নব্যভারত ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১০। শ্রাবণ।

(ঘ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চদশবার্ষিক ৮ম মাসিক অধিবেশনে (১) মূল পরিষদের তৎকালীন অন্যতম সহকারী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, পরিষদের উক্ত বর্ষের কার্য্যবিবরণে তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য পরিদৃষ্ট হয়। "২০।২৫ খানি পুঁথির পাঠ সামঞ্জস্য করিয়া তিনি এই পুরাণের এক খানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। নারায়ণ দেবের জন্মস্থান জোয়ানাসাহী পরগণার অন্তর্গত বোর গ্রাম। এই বোর গ্রাম পূর্ব্বে শ্রীহট্ট সরকারের অন্তর্গত ছিল। এখন কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত হইয়াছে" (২)।

(ঙ) বন্ধুবর কেদার বাবু তাঁহার গ্রন্থে (৩) ময়মনসিংহের প্রাচীন সাহিত্যের বিবরণে লিখিয়াছেন "নারায়ণ দেব বর্ত্তমান সময় হইতে ৪২৫ বৎসর পূর্ব্বে বোর নামক গ্রামে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত পদ্মাপুরাণে তিনি যে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে "রাঢ় ত্যজিয়া বোর গ্রামেতে বসতি" বলিয়া বোর গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। এই বোর গ্রাম কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত একটি গ্রাম। অদ্যাপি নারায়ণদেবের বংশধরগণ এই বোর গ্রামে বসতি করিতেছেন। তাঁহারা বোর গ্রামের বিশ্বাস বলিয়া পরিচিত এবং নারায়ণ দেব হইতে সপ্তদশ পুরুষ অধস্তন (৪)।

পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রমাণসমূহ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নারায়ণ দেবের পূর্ব্ব নিবাস রাঢ় দেশের অন্তর্গত কোনও গ্রামে ছিল (৫)। তাহার পর কোনও অজ্ঞাত কারণে বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে তদীয় কোনও পূর্ব্বপুরুষ, (নারায়ণ দেব স্বীয় গ্রন্থে ইহাকে "বৃদ্ধ পিতামহ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) তাঁহাদের পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বংশধরগণ বোরগ্রামেই স্থায়িভাবে আছেন। ময়মনসিংহ ব্যতীত বঙ্গের অন্য কোনও জেলায় ইঁহাদের কোনও জ্ঞাতিগোষ্ঠী আছেন বলিয়া বর্ত্তমান বংশধরগণ কেহ স্বীকার করেন না। নারায়ণদেবের ভিন্ন জেলায় বাস সম্বন্ধে সন্দেহের ভাব সর্ব্বপ্রথম রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ সভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের পত্রে অবগত হই। আমার কোনও পত্রের উত্তরে সুরেন্দ্র বাবু লিখিয়াছিলেন "রঙ্গপুরের বহু নদনদীর নাম-সংযুক্ত এক

(১) ১লা চৈত্র, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

(২) আমরা অনুসন্ধানে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, বোর গ্রাম চিরদিন ময়মনসিংহের অন্তর্গত ছিল। পঞ্চানন বাবু কোন প্রমাণের বলে ইহাকে শ্রীহট্টের অন্তর্গত বলিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না।

(৩) ময়মনসিংহের বিবরণ ১ম সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা।

(৪) চারি পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া নারায়ণ দেবের সময় নিরূপিত হইল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের এই নিয়মে সময় নিরূপণ করিয়াছেন। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তিন পুরুষে শতাব্দী গণনা করিয়াছেন। তাঁহার গণনায় নারায়ণদেবের সময় আরও ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে। ময়মনসিংহের বিবরণ, ১ম সংস্করণ।

(৫) রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মাত্রেরই আদি বাসস্থান রাঢ় দেশ। নারায়ণ দেবের বংশধরগণের কুলপরিচয় প্রদত্ত হইলেই তাঁহাদের পরিচয় সহজেই ব্যক্ত হইত। সু-চ-র।

খানি নারায়ণদেবের মনসার ভাসান পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার পূর্ণ নাম সুকবি নারায়ণ-দেব। দীনুনাথ দাস নামক চোরতাবাড়ী, থানা সুন্দরগঞ্জ রঙ্গপুরেরএকব্যক্তি সাত পুরুষ ধরিয়া এই গান গাইয়া থাকে, এবং সুকবি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ এইরূপ প্রকাশ করে। গ্রন্থখানির ভণিতা—

"নারায়ণ দেবে বলে নরসিংহ সুতে
এক লাছাড়ী বলি শাকো পার হতে।"

কামালপুরের রাজা কেদার মাণিক্যের নামও এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।"

শ্রীযুক্তসুরেন্দ্র বাবুর পত্রোল্লিখিত দীননাথ দাসের নাড়ী-নক্ষত্র সম্বন্ধে কোন পরিচয় এ পর্য্যন্ত আমি অনুসন্ধানে জানিতে পারি নাই, সুতরাং আপাততঃ তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার উপায় নাই। রঙ্গপুরের নদনদীর নাম লিপিকর মাহাত্ম্যে নারায়ণের গ্রন্থে সংলগ্ন হওয়া অসম্ভব নহে। উহা প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের একটি বিশেষ লক্ষণ—লিপিকর মাহাত্ম্যের একটি সুপ্রমাণিত সত্য (১)। নারায়ণ দেবের গ্রন্থে কামালপুরের রাজা কেদারমাণিক্যের নাম সংযুক্ত হওয়া একটি অভিনব কথা। আমি এপর্য্যন্ত পদ্মাপুরাণের যত হস্তলিপি দেখিয়াছি, তাহাতে এরূপ কোনও নাম পাই নাই। অদূর ভবিষ্যতে ইহাদ্বারা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কথিত উপাধিরহস্যের ও সভাপতিসমস্যার কোনও সুমীমাংসা হইলেও হইতে পারে। এবিষয়ে বিশিষ্টরূপ অনুসন্ধান প্রয়োজন, কামালপুরের রাজা কেদারমাণিক্যের নাম গ্রন্থে কি ভাবে কোন প্রসঙ্গে পরিদৃষ্ট হইয়াছে, সুরেন্দ্র বাবুর পত্রে তাহার কোনই উল্লেখ নাই।

পদ্মনাথ বাবু তাঁহার পত্রে নারায়ণদেবের বাসস্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,ঃ—"যে ব্যক্তি আমাকে আনন্দমোহন বসুর পিতৃ-পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনিই আমাকে নারায়ণ দেব ও কবি বল্লভের কথা নিম্নলিখিত ভাবে লিখিয়াছেন।—"নারায়ণদেব ও কবিবল্লভ পূর্ব্বে আমাদের নাগর গ্রামেই ছিলেন। তৎপর নারায়ণদেব ময়মনসিংহ জেলায় বুরগাঁও নামক স্থানে এবং কবিবল্লভ নবিগঞ্জের নিকটবর্ত্তী সাখোরী কি ভুবিরবাস মৌজায় গিয়া বাস করেন, তাহার বিশেষতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে হইলে সময়ের দরকার বটে, তবুও যতদূর পারি বিশেষ বিবরণ উদ্ধারের চেষ্টায় রহিলাম। আমার ব্যক্তব্য এই ঃ—(ক) পদ্মাপুরাণের ভাষা আমাদের অঞ্চলের অবিকল ভাষা। ইহা বর্ত্তমান বুর গ্রামের ভাষা কি না জানি না? এই নাগর গ্রাম জলশুকা পরগণায় এবং ইহা আমাদের গ্রাম হইতে ছয় দণ্ড ব্যবধানে। (খ) নারায়ণ দেবের এই 'দেব' উপাধি নাগর গ্রামের বহু লোকের আছে। উহারা কর্ম্মকার শ্রেণীর হইলেও তাহাদের মধ্যে অনেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক জন্মিয়া গিয়াছেন। দ্বীপ চাঁদ উকীল ও গোলক মুন্সীর নাম আজও এই অঞ্চলের সকলেই জানেন। গোলকচন্দ্র দেব (মুন্সী) অন্ধ ছিলেন। কিন্তু এইরূপ স্বভাবকবি খুব কম দেখা গিয়াছে। নারায়ণ দেবের জন্মভূমি পরিত্যাগ অনেকটা আনন্দ-

---

(১) পদ্মাপুরাণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধান্তরে প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা লিপিকর মাহাত্ম্যের বিস্তৃত সমালোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

মোহন বসুর পূর্ব্ব পুরুষগণের ন্যায়ই —যাহারা একটুকু নিম্ন অবস্থা হইতে প্রতিভা দ্বারা চালিত হইয়া বড় হইতে যায়, তাহারা এই উপায়ই অবলম্বন করে। আরও সন্দেহের কথা আনন্দ-মোহনের পূর্ব্বপুরুষ ও নারায়ণ দেব একই স্থানের অধিবাসী।"

শ্রদ্ধেয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় গৌহাটি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার সভাপতিরূপে উক্ত সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্তউত্তমচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয় কর্তৃক পঠিত "শুক নান্নি বা সুকবি নারায়ণী" নামক প্রবন্ধের আলোচনায় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:—"শুক নান্নি নামের তাৎপর্য্য এই, ইহা সুকবি নারায়ণ দেব কর্ত্তৃক রচিত হওয়ায় ইহার নাম সুকবি নারায়ণী হইয়াছিল। তৎপরে বর্ত্তমানে সংক্ষিপ্ত হইয়া শুক নান্নি হইয়াছে। উত্তম বাবু লিখিয়াছেন, তাঁহার (নারায়ণ দেবের) জন্মস্থান কোথায় জানি না, তবে রচনাপ্রণালী সম্পূর্ণ কামরূপীয় কথার অনুযায়ী এবং তিনি দরঙ্গের রাজার অনুজ্ঞায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই মাত্র বলিতে পারেন।" নারায়ণ দেব ও কবিবল্লভ শ্রীহট্ট অঞ্চলে হবিগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত নাগর গ্রামে একত্র বাস করিতেন, পশ্চাৎ কোনও কারণে জন্মস্থানের অদূরবর্ত্তী ময়মনসিংহ জেলার বোর গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। দুই বন্ধু কবিখ্যাতি সম্বল করিয়া এই আসামপ্রদেশে আসিয়া 'বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে' এই বচনের আর এক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দরঙ্গ রাজসভায় অধিষ্ঠিত হইয়া ছিলেন। এবং স্থানীয় ভাষায় স্বরচিত পদ্মাপুরাণের এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ক্রিয়া এবং কারকের ঈষৎ পরিবর্ত্তন দ্বারা এই ভাষান্তর অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারিয়াছে। তাহা এই অসমীয়া 'শুক নান্নি' ও বঙ্গীয় 'পদ্মাপুরাণ' তুলনায় সমালোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবেক। রাজসভায় সম্মান লাভ করিয়া নারায়ণ প্রবীণ বয়সে বোর গ্রামে গিয়া অবস্থান করিতে পারেন।"

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পূর্ব্বোল্লিখিত পত্র এবং বর্ত্তমান মন্তব্য উভয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় একই। যুক্তি-প্রমাণের প্রণালীও তুল্যরূপ। তাঁহার উল্লিখিত নারায়ণ আসাম ত্যাগ করিয়া প্রবীণ বয়সে বোর গ্রাম বাসের সহিত "রাঢ় ত্যজিয়া বোর গ্রামেতে বসতি" প্রভৃতি রচনার সম্পূর্ণ অমিল হয়। শ্রীহট্ট বা হবিগঞ্জ কখনই রাঢ় দেশের অন্তর্গত ছিল না। এমতাবস্থায় তাঁহার সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে আমরা নিতান্তই অসম্মত এবং অসমর্থ। নারায়ণদেব দরঙ্গের রাজসভায় অবস্থান বা অসমীয়া ভাষায় পদ্মাপুরাণের অনুবাদ সম্বন্ধে শুকনান্নি গ্রন্থে কোনও প্রমাণ আছে কি না, না জানা পর্য্যন্ত এ তত্ত্বও আমরা স্বীকার করিতে পারি না। যেহেতু এই প্রকার "ক্রিয়া এবং কারকের ঈষৎ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ভাষান্তর সাধন" এত সহজ যে আসামী-গণের যে কেহ ইচ্ছা করিলেই তাহা অনায়াসে সম্পাদন করিতে পারেন।

প্রাচীন কোনও কবির লেখায় প্রাদেশিক ভাষার বাহুল্য পরিদৃষ্ট হইলেই যে, তাহা সেই অঞ্চলের কবির রচিত একথা বলা ততক্ষণ সঙ্গত নহে যতক্ষণ না অন্য আনুসঙ্গিক প্রমাণ সমূহ দ্বারা ইহা যোগ্যরূপে প্রমাণিত হয়। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অনুমানের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া সে প্রকার কোনও প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা আদৌ করেন নাই। একমাত্র অনুমানই তাঁহার

সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র। টাঙ্গাইলের শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার 'জগন্নাথ-বিজয় ও কবি মুকুন্দ' প্রবন্ধে ভাষা-সাদৃশ্য দেখাইয়া কবি মুকুন্দকে ময়মনসিংহবাসী বলিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় যে দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন, প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নানা প্রকার প্রমাণ প্রদর্শনে তাঁহার ঐ দাবী নাকচ করিয়া দিয়াছেন। এবিষয়ে "কবি গঙ্গারাম ও তাঁহার মহারাষ্ট্র-পুরাণ" বিষয়ক বিতর্কে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বন্ধুবর কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন "রাঢ় দেশীয় কবির কোনও গ্রন্থ পূর্ব্ববঙ্গের কোনও লোক অথবা পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কবির গ্রন্থ রাঢ় দেশের লোক নকল করিলে তাহাতে নকলকারকের উচ্চারণানুযায়ী বানান বা শুদ্ধ লিখিতে হয় এবং তদ্দ্বারা শব্দের বিকৃতি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু আদত দেশজ শব্দের কোনই পরিবর্ত্তন হয় না।" শ্রীহট্টের পদ্মাপুরাণে বা সুরেন্দ্র বাবুর উল্লিখিত রঙ্গপুরের পদ্মাপুরাণে ময়মনসিংহ জেলায় প্রচলিত পদ্মাপুরাণ গ্রন্থের অন্তর্গত দেশজ শব্দের অনুরূপ কোনও শব্দের অস্তিত্ব আছে কি না, তাহা নিরপেক্ষ ভাবে অনুসন্ধান করিলে এ বিষয়ের প্রকৃত সত্য অনেকটা নির্ণীত হইতে পারে।

নাগরগ্রামে প্রতিভাশালী দেব উপাধিধারী বহুব্যক্তি থাকিতে পারেন, কিন্তু তজ্জন্য যে নারায়ণ দেবকেও ঐ গ্রামের অধিবাসী হইতে হইবে, এমন কোন কারণ নাই। নাগরগ্রামের দেবগণ কর্ম্মকার, বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত নারায়ণ দেব "জন্ম নবীন শূদ্র কায়স্থের ঘর"।

১৩১৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল মহাশয় ময়মনসিংহ জামালপুর মহকুমা হইতে সংগৃহীত এক খণ্ড পদ্মাপুরাণের হস্তলিপি হইতে ঐ অভিনব তত্ত্বের পরিচায়ক নিম্নোক্ত কবিতাটি প্রকাশিত করিয়াছিলেন—

"নরসিংহ নন্দন পণ্ডিত নারায়ণ
জ্ঞান না ধরে সে যে জাতিতে ব্রাহ্মণ
পদ্মাপুরাণের কথা শ্লোক করা আছে
নারায়ণ দেব তাকে পাঁচালী রচিছে,"

কোন দেশেই প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর আশীর্ম্মাল্য লাভ বিশেষ চেষ্টাসাপেক্ষ নহে, কবিত্ব-প্রতিভাবলম্বনে বড় হইতে নারায়ণ দেবকে কোনও প্রকার বক্র পথাবলম্বন করিতে হইয়াছিল, একমাত্র কষ্টকল্পনা-প্রসূত অনুমান এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ নহে। আনন্দমোহন বসুর প্রবন্ধ অনেক অনুসন্ধানেও সংগ্রহ করিতে পারি নাই, সুতরাং ঐ প্রবন্ধের যুক্তি এই প্রকার অথবা ইহাপেক্ষা সারবান্ ছিল কি না, নির্ণয় করিতে পারি নাই। ভবিষ্যতে উহা পাওয়া গেলে প্রস্তাবান্তরে তাহার আলোচনা করিব।

নারায়ণ দেবের পরিচয় বিবিধ হস্তলিপি এবং মুদ্রিত গ্রন্থসমূহ হইতে যতদূর পাওয়াগিয়াছে, তাহাতে মূলতঃ ঐক্য থাকিলেও পরস্পরে অসমাঞ্জস্যের পরিমাণও সামান্য নহে। ইহা যে জ্ঞানহীন বর্ণজ্ঞানমাত্রসম্বল লিপিকরের যথেচ্ছাচারিতার ফল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এ স্থলে ঐ সকল কবিতা দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম,—

(১) নরহরি তনয় যে নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥ (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

(২) পিতামহ উদ্ধব মোর নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥ নব্যভারত 'অচ্যুত' বাবু।

(৩) নারায়ণদেব নরসিংহ সুতে। (সুরেন্দ্র বাবু, রঙ্গপুর পদ্মাপুরাণ)

(৪) বৃদ্ধ পিতামহ মোর ধনপতি।
পিতামহ হয় মোর অতি শুদ্ধমতী॥
উদ্ধব তনয় হয় নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মি মোর মাতা॥ (কেদার বাবু)

(৫) পিতামহ হয় মোর নাম ধনপতি।
বৃদ্ধপিতামহ মোর দেব উদ্ধারণ॥
উদ্ধব তনয় হইল নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥ (১৭১৬ শকের হস্তলিপি)

(৬) নরসিংহ দেবপুত্র বিজ্ঞতা বিশেষ (চারুমিহির সংস্করণ)

পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতাসমূহে নারায়ণ দেবের পিতা নরহরি, মাতা রুক্মিণী এবং মাতামহ প্রভাকর এই কয়েকটি নামে কোনই গোলযোগ ঘটে নাই। যত গোলযোগ তাঁহার পিতামহ এবং বৃদ্ধপিতামহের নাম লইয়া। পিতামহের পর প্রপিতামহের কোনও উল্লেখ না করিয়া বৃদ্ধ-পিতামহের নাম উল্লেখেরই বা হেতু কি? এই সমস্ত কবিতায় পিতামহের নাম যথাক্রমে নরহরি, উদ্ধব, ধনপতি এবং বৃদ্ধপিতামহের নাম যথাক্রমে ধনপতি এবং উদ্ধারণ দেখা যায়, ৫ সংখ্যক কবিতায় যুগপৎ ধনপতি ও উদ্ধব এই উভয় নাম পিতামহ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা যে ভ্রম তদ্বিষয়ে বেশী বলা বাহুল্য। ২, ৪, ৫ সংখ্যক কবিতায় পিতামহের উদ্ধব নাম যুগপৎ পরিদৃষ্ট হয়, কেবল প্রথম কবিতাংশে নরহরি এবং ৫ম কবিতাংশে "উদ্ধবতনয় হইল, নরসিংহ পিতা" ছাড়াও "পিতামহ হয় মোর নাম ধনপতি" পরিদৃষ্ট হইতেছে। ৪ সংখ্যক কবিতায় বৃদ্ধপিতামহ ধনপতি এবং পঞ্চমসংখ্যক কবিতায় উদ্ধারন পরিদৃষ্ট হয়। এই উদ্ধারণ ও ধনপতির মধ্যে এক জনকে পিতামহ ও অন্যকে প্রপিতামহরূপে কল্পনা করিলেও নরহরির কোনই উপায় দেখিতেছি না?

নারায়ণ দেবের প্রপিতামহ বৃদ্ধপিতামহ প্রভৃতি লইয়া যেমন সমস্যা, ইহার গাঞি গোত্র লইয়াও তদ্রূপ সমস্যা। উভয়ই জটিল। পদ্মাপুরাণের বিভিন্ন হস্তলিপিতে তাঁহার গাঞি গোত্রের নিম্নলিখিত রূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—

(১) মধুকুল্য গোত্র হইল গাই গুণাকর
শুদ্রকুলে জন্ম মোর সদা কায়স্থের ঘর
(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ২য় সংস্করণ)

(২) শূদ্রকুলে জন্ম মোর সৎকায়স্থের ঘর
মদগল্য গোত্র মোর গায়ণ গুণাকর (নব্যভারত ১৩১০)

(৩) মধুকুল্য গোত্রেতে গায়েন পুরকর
জন্ম লভিল শূদ্র কায়স্থের ঘর (ময়মনসিংহের বিবরণ ২য় সংস্করণ)

(৪) মধোকল্য গোত্র মরা গাঞি গোণাকার
জন্ম লবিল শুদ্র কাহেস্তের ঘর (১৭১৬ শকাব্দার হস্তলিপি)

পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতাসমূহ জন্ম সংযে একই রূপ ছিল কিন্তু তৎপর নানা বিশকর্ম্মার হাতে পড়িয়া এই অভিনব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এই কবিতাসমূহের মধুকুল্য, মধোকল্য ও মদগল্য যে "মৌদ্গল্য গোত্র" সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। গাঞি গুণাকর উপযুক্ত জহুরির হস্তাবলেপেই এই প্রকার অদ্ভুত রূপান্তর ধারণ করিয়াছে। তাই আমরা গাই গুণাকর গাঞি গোণাকর, গায়ণ পুষ্কর ও গায়ণ গুণাকর প্রভৃতির দেখা পাইয়াছি। এই সকল আবার উপযুক্ত সমজদারের হাতে পড়িয়া ভবিষ্যতে বঙ্গ-সাহিত্যে কোনও অভিনব তত্ত্ব প্রচারে সমর্থ হইবে কি না এখন অনুমান করা অসম্ভব !

মর্ত্ত্যধামে প্রতিপত্তি লাভলোলুপ ধর্ম্মঠাকুর, চণ্ডী, শীতলা, প্রভৃতি দেবদেবীগণের মাহাত্ম্যমূলক গ্রন্থরচনাকারী অন্যান্য গ্রন্থকারের ন্যায় নারায়ণ দেবও যে মনসাদেবীর দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়া পদ্মাপুরাণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, স্বীয় গ্রন্থে এই প্রকার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থ তাঁহার অল্প বয়সের রচনা। লিপিকর-মাহাত্ম্যে গ্রন্থের এই পরিচয়ব্যঞ্জক কবিতাসমূহ এতদূর বিকৃত হইয়াছে যে, উহা হইতে প্রকৃত ভাব উদ্ধার করা এক প্রকার অসম্ভব। ১৭১৬ শকের লিখিত হস্তলিপিতে যে কবিতাংশ পাইয়াছি, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু পরলোকগত সুকবি ৺আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের গৃহে প্রাপ্ত পদ্মাপুরাণ হইতে যে কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা ইহাপেক্ষাও বিকৃত। কবিতাংশের কোনও সংশোধন না করিয়াই এস্থলে অবিকল প্রকটিত হইল।

"চৌদ্দ যে বৎসর কালে দেখিল স্বপন
কবিত্যের আশা মর সেহি সে কারণ
সেই দিন হইতে মর কবিত্যের আশা
আর কত দীন স্বপ্ন দেখাই না মনসা
কত দিন মনসা যে স্বপ্ন কইলা মোরে
পদবন্ধে পন্থ যে পুরাণ রচিবারে"

নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ গ্রন্থকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। প্রথমাংশে কবির পরিচয় বন্দনা প্রভৃতি। দ্বিতীয়াংশে পৌরাণিক উপাখ্যানাদির সংক্ষেপ-উল্লেখ,

তৃতীয় অংশ দেবতার মাহাত্ম্যমূলক। এই অংশ কবির নিজস্ব। কল্পনাই ইহার মূলভিত্তি। প্রথম অংশে কবি ব্রহ্মা, বিষ্ণু হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় প্রধান প্রধান দেবদেবী এবং—

নদ নদি প্রণমহো সপ্ত সমূদ্র দশ দিকপাল বন্দো একাদশ রুদ্র
চন্দ্রমণ্ডল বন্দো দ্বাদশ রবি দিক্ বিদিক্ বন্দো পর্ব্বত প্রিথিবী।
রম্ভা আদি প্রণমহো যত বিদ্যাধরি অপ্সর অপ্‌সরা প্রণমোহ কিন্নরা কিন্নরি
যোগিগণ প্রণমোহ নারদাদি মুনি রতি সনে কামদেব বন্দো পুনি পুনি!
শনক সনাতন আর যত সিদ্ধগণ পুনঃ পুনঃ প্রণমহো পদ্মার চরণ।

এই প্রণতি করিয়া বন্দনা শেষ করিয়াছেন। কবি পরিচয়াংশও ইহারই অন্তর্গত।

দ্বিতীয়াংশে পৌরাণিক উপাখ্যান। ইহাতে সর্ব্বাদৌ সৃষ্টিপত্তন, তাহাতে প্রথম সৃষ্ট নিরঞ্জন ও কেতকী দেবী নাম্নি এক নারী (১) ইহা হইতেই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে ও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি তিন দেবতার সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। তদনন্তর মধুকৈটভবধ, প্রলয়পয়োধিতে মেদিনীর সৃষ্টি, জীবসৃষ্টি, নাগগণের জন্ম, কদ্রুবিনতার উপাখ্যান, গরুড় অরুণের জন্ম, অমৃত-হরণ প্রভৃতি পৌরাণিক উপাখ্যান কল্পনার সাহায্যে অনেকটা অভিনব ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। পরে দক্ষপ্রজাপতির প্রসঙ্গ, মহামায়ার জন্মবিবাহ, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষযজ্ঞভঙ্গ, বিষ্ণুর সতীদেহচ্ছেদন, মহাদেবের তপস্যা, হিমালয়ে গৌরীর জন্ম, উমার তপস্যা, মদনভস্ম, মহাদেব কর্তৃক তপস্যানিরতা উমাকে ছলনা প্রভৃতি সরল মধুর কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে :—

"সেবক বৎসল প্রভু দেব নিরঞ্জন। চণ্ডীর তপস্যা স্থলে করিলা গমন॥
ব্রাহ্মণের বেশে গিয়া বিস্তর বুঝাইল। রাজকন্যা অকুমারী তপস্যায় কোন ফল॥
প্রথম যৌবন তোমার অতি অকুমারী। তোমার এ সব দুঃখ সহিতে না পারি॥
উন্মত্ত পাগল শিব ধুতরা ভক্ষণ। বলদে চড়িয়া বেড়ায় ঢুলে অনুক্ষণ॥
ভাঙ্গ ধুতরা খায় বুড়া গলে হাড়ের মালা। কান্ধেতে ভিক্ষার ঝুলি পিন্ধনে বাঘ ছালা॥
দ্বিজের বচনে চণ্ডী হইয়া কুপিত। বিপরিত মুখকরি গেলা এক ভিত॥
না বোলো না বোলো দ্বিজ হেন কুবচন। মহাজন নিন্দার এথা নাহিক প্রয়োজন॥
নিরঞ্জন অব্যয় নিগুণ ভগবান। জাহার স্মরণ মাত্র হয় পরিত্রাণ॥
চারি বেদ কণ্ঠে যার যিনি সর্ব্ব বেদ ময়। যাহার মুখের অগ্নি সংসার প্রলয়॥
প্রলয়ের কালে শিব আপনি যোগবলে। বটপত্রে শয়ন করি ভাসিলেক জলে॥
সৃষ্টির কারণে শিব আপনি একাকি। তাহা হৈতে সৃষ্টি কৈলা সকল প্রকৃতি॥
কীট পতঙ্গ আদি যত সব শিবময়। নিশ্চয় জানিও দ্বিজ নাহিক সংশয়॥
দ্বিজ বলে চণ্ডি তুমি স্ত্রীবুদ্ধি বামা। সেই বুদ্ধি সম্বরিয়া তপস্যায় দেও ক্ষেমা॥

(১) "কেতকি দেবী নাম হইল তাহার" "কেতকি বা কেতক মনসা দেবীরও নাম" বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩য় সং।

পর্ব্বত রাজার কন্যা কিবা দুঃখ ত'র। স্বয়ম্বরা হইয়া ইচ্ছিয়া লও বর ॥
যক্ষ কিন্নর আর যত দেবগণ। আপনে দেখিয়া লও যারে লয় মন ॥
পুনরপি চণ্ডী শুনি দ্বিজের বচন। ক্রোধ করি স্থানান্তরে করিলা গমন ॥
সেবক বৎসল প্রভু হইলা সদয়। আপনার মূর্ত্তি ধরি দিলা পরিচয় ॥
সম্মুখে দেখিলা চণ্ডী দেব নারায়ণ। প্রদক্ষিণ হইয়া চণ্ডী বন্দিলা চরণ ॥
হাসিয়া মহেশ বলে করি অঙ্গীকার। সুলোচনা পতি আমি হইব তোমার ॥
বর পাইয়া ভবানি গেলা নিজালয়। সখি মুখে সব কথা জানাইলা হিমালয় ॥"

অনন্তর শিবের বিবাহ, তাড়কাসুরবধ, জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ, আস্তিক উপাখ্যান, সমুদ্রমন্থন, মহাদেবের বিষপান প্রভৃতি বর্ণিত।

তৃতীয়াংশে গ্রন্থের উপাখ্যানভাগে শিবের পদ্মবনে গমন, পরে চণ্ডীর বিবিধ ভাবে ছলনা। নেতা ও পদ্মার জন্ম, পদ্মার বিভূতি, চণ্ডী ও পদ্মার বিবাদে পদ্মার জয়লাভ, চণ্ডীর রাগ করিয়া পিত্রালয়গমন, মহাদেবের সান্ত্বনা, ভগবতীর অগ্নিপরীক্ষা, পদ্মা ও নেতার বিবাহ, পদ্মার পূজা-প্রচারের চেষ্টায় নানা প্রকার বৈধ ও অবৈধ অনুষ্ঠান, পদ্মাপূজা প্রথম গোয়াল বাথানে, গোয়ালগণের পূজায় মুসলমানদেশাধিপতি হুসন হোসনের বাধা-প্রদান, মনসার প্রভাবে সদল বলে হুসেনের দুর্গতি, হুসেন কর্ত্তৃক মনসার পূজা—

"তবে যবনের রাজা করে পরিহার। নানা দ্রব্য আনে তবে পূজার সম্ভার ॥
আয়োজন দেখিয়া হুসেন হরসিত হৈল। যত দেশের ব্রাহ্মণ ডাকিয়া আনিল ॥
পদ্মা পূজিবার তবে জোগার করিয়া। নানা উপহার সব রাখে সাজাইয়া ॥
সুবর্ণের বাঁধিল উদ্দী ঘট সুবর্ণের। ঠাঞি ঠাঞি শোভা করে পতাকা মেন্তের ॥
সাবধানে পূজা তবে করয়ে ব্রাহ্মণে। ছাগ মহিশ আদি নানা বলিদানে ॥
হংস কৈতর দিল আর দিল মেশ। প্রণাম করিল তবে পদ্মার উদ্দেশ ॥
হরশিত পদ্মাবতী হুসনের পূজা লইয়া। হুঙ্কার মারিয়া সব তুলিলা জিয়াইয়া ॥
পূজা হইলে ঘট বিসর্জ্জিলা জলে। পদ্মার বরে সভাপতি থাকিবা কুশলে ॥"

অতঃপর ঝালো মালোর পদ্মাপূজা, চন্দ্রধরের (চান্দ সদাগরের) জন্ম, বিবাহ, পুত্রগণের জন্মবিবাহ, চান্দের বিদেশ গমন চন্দ্রধরের স্ত্রী সনকার ঝালো মালোর নিকট পদ্মার মাহাত্ম্য-শ্রবণ, স্বগৃহে পদ্মার ঘটস্থাপন, পদ্মাপূজা আরম্ভ, পদ্মাপূজার জন্য চণ্ডীর উৎকণ্ঠা—

"মনসার পূজা যত দেখিয়া সত্বর। দেখা দিলা ভবানী চান্দের গোচর ॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া চণ্ডী ভাবিলা বিষাদ। চান্দের সনে পদ্মার বাধাইমু বিবাদ ॥
কহিতে লাগিলা চণ্ডী চান্দর গোচর। বড় দয়ার পুত্র তুমি শুন চন্দ্রধর ॥
এথা রহিয়া বার্ত্তা না জান আপনি। তোমার ঘরে গিয়েছে মনসা নাগিনি ॥
মায়ারূপে পদ্মা তোমার ঘরে বাস। কালরূপে তোমার করিবে সর্ব্বনাশ ॥
আমার বচন ধর না করিও আন। সর্ব্বদা পদ্মারে তুমি করিবা অপমান ॥"

চণ্ডীর উপদেশে চান্দবেণের গৃহে আগমন, মনসার ঘটবিনাশ, সর্পবধে আজ্ঞাপ্রদান, পদ্মাপূজার নিষেধ-প্রচার, পদ্মাকে অপমান, পদ্মার ক্রোধ, পদ্মা কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ তাহার বাগানধ্বংস ও পুত্রগণকে বিনাশ, চান্দের মহাজ্ঞানপ্রভাবে পুনঃ পুনঃ জীবন-দান। নটীর বেশে মহাজ্ঞান-হরণ, পুনর্ব্বায় বাগানধ্বংস, পুত্রনাশ, ধন্বন্তরির প্রভাবে পুনর্জ্জীবনপ্রাপ্তি। পদ্মা কর্ত্তৃক নানা উপায়ে ধন্বন্তরিকে বিড়ম্বনা, নানা প্রকার কটপব্যবহার অতঃপর তাহার স্ত্রী কমলার সহিত কপট সখ্য-স্থাপন-পূর্ব্বক কৌশলে ধন্বন্তরি নাশ, চান্দের ছয় পুত্র ধ্বংস, চান্দের বাণিজ্য-গমনের জন্য আয়োজন "সপ্তডিঙ্গা মধুকর" নির্ম্মাণ। পদ্মা কর্ত্তৃক লখীন্দর ও বেহুলার সৃষ্টি জন্য উষা ও অনিরুদ্ধের আত্মা আনয়ন চেষ্টা, যমের সহিত যুদ্ধ, যমের পরাজয়। বেহুলা ও লখীন্দরের জন্ম, চান্দের বাণিজ্যে গমন, বাণিজ্যে কৌতুককর বিনিময়, গৃহাগমনসময়ে পদ্মার বিড়ম্বনা। বাণিজ্য তরণীবিনাশ, কালীদহে দেশের যত নদ নদীর গমন, মনসাকর্ত্তৃক চান্দের নানাপ্রকার বিড়ম্বনা, চান্দের আদর্শ, তেজস্বিতা, মনসার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা, বিড়ম্বিত সদাগরের গৃহে প্রবেশ, পদ্মার চক্রান্তে বাড়ীর লোকজন, পুত্রবধূ দাসী প্রভৃতি কর্ত্তৃক লাঞ্ছনা, লখিন্দরের বিবাহের জন্য পাত্রী-অন্বেষণ, লখিন্দরের বিবাহের আয়োজন, লোহার বাসর নির্ম্মাণ, পদ্মার চেষ্টায় বাসরে ছিদ্র সংস্থাপন, লখীন্দরের বিবাহ, বাসরে অবস্থান সর্পদংশনে মৃত্যু, বেহুলাকর্ত্তৃক মৃতপতি লইয়া দেবপুরে গমন, পথে নানাবিধ বিভিষিকা দর্শন ধনা মনা, গোধা, নারায়ণ সাধু প্রভৃতির দুশ্চেষ্টা, সতীত্বের প্রভাবে ইহাদের হাত হইতে উদ্ধার, উহাদের শোচনীয় দুর্দ্দশা। গলিত শব-সাহচর্য্যে আদর্শ পতিভক্তির পরিচয়। নেতার সহিত সাক্ষাৎ, নেতার সাহায্যে দেবপুরে গমন নৃত্যচাতুর্য্য-প্রদর্শন আদর্শ সতীত্বের মহিমায় মৃত পতির পুনর্জ্জীবনদান, চান্দের ছয় মৃত পুত্রের সহ চান্দের বাণিজ্যতরণী ও পণ্যাদির উদ্ধার-পূর্ব্বক দেশে আগমন, ডুমনীর বেশে পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় প্রবেশ। নানাপ্রকার কৌতুক, কৌতুককর প্রসঙ্গ, চান্দ সদাগরকে দিয়া পদ্মাপূজা করাইবার চেষ্টা। দেবীস্বরূপা পুত্র-বধূর মহিমায় চান্দের তেজস্বিতার বিলোপ, পদ্মাপূজায় স্বীকৃতি, বামহস্তে পদ্মাকে পুষ্পপ্রদান, সমাজের তুষ্টির জন্য বেহুলার পরীক্ষার প্রস্তাব। বেহুলা লখীন্দরের শাপমুক্তি, স্বর্গগমনের পথে স্বামী সহ বেহুলার পিত্রালয়-গমন, পিতামাতা ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূগণের সহিত সাক্ষাৎ, কিঞ্চিৎ ফলাহার—

"বেহুলাবলে শুনপ্রভু কহি তোমার ঠাঞি
ফলাহার করিয়া চল বিলম্বের কার্য্য নাই।"

আহারান্তর পরিচয়পত্র লিখিয়া রাখিয়া পিত্রালয় আন্ধার করিয়া উভয়ের হঠাৎ স্বর্গে গমন। সকলের বিলাপ—

"বেউলার কারণে সুমিত্রার চক্ষুর পড়ে পাণি। পুত্র কোলে করিয়া কান্দে যতেক রমণী॥
পুরী সহিতে হইল ক্রন্দনের রোল। স্ত্রীপুত্র বাপ ভাই না শোনে কার বোল॥
ঘরে আসিল নিধি বিধি নিল হরি। অষ্ট করি না বহিনু ঝির গলাধরি॥

কি করিব ঘরে আসি বিফল বসতি। বিপুলার শোকে মরিব গলায় দিয়া কাতি ॥
মায়ের দুর্লভ ঝি বিপুলা সুন্দরি। হেন মাও ছাড়িয়া বেউলা গেলা কার পুরি ॥
অনেক দুঃখে মাও পুসিলাও তোমারে। আমাকে এড়িয়া তুমি গেলা কার ঘরে ॥
দয়া পত্র খানি গলায় বান্ধিয়া। দেশে দেশে ফিরিব আমি বিপুলা বলিয়া ॥
কথা গেলা বিপুলা রহিলা কোন দেশে। সেই ঠাঞি বলি যাব তোমার উদ্দিশে ॥
কথা গেলে বিপুলা তোমার লাগ পামু। পক্ষী হইয়া তথায় উড়া দিয়া জামু ॥
সুমিত্রার ক্রন্দনে ফাটয়ে মেদনি। বনে যাইয়া কান্দে যেন বনের হরিণি ॥
সাত ভাই কান্দে সাহের গোত্রাবলি। সাত ভাইর বধু কাঁদে ধরিয়া গলাগলি ॥
সাহে রাজা কান্দে বিপুলার শোকে। রাজার ক্রন্দনে কাঁদে রাজ্যের লোকে ॥
এহি মতে কাঁদে সাহের অন্তসপুরি। উষা লয়া গেলা পদ্মা ইন্দ্রের নগরি ॥
উষাক দেখিয়া ইন্দ্র না করিলা হেলা। গলা হইতে খসাইয়া দিলা পারিজাতের মালা ॥
উষাক দেখিয়া ইন্দ্র হরসিত মন। খানিক নির্ত্ত করহ দেখুক দেবগণ ॥
পদ্মা বোলেন তবে দেব পুরন্দর। উষাক সমর্পিল আমি তোমার গোচর ॥
নারায়ণ দেবে কয় মনসার পাঁচালী। পদ্মার বরে সভাপতির বাড়ুক ঠাকুরালী ॥”

এই ভাবে সভাপতির কল্যাণ-কামনা এবং পাঠক ও শ্রোতৃগণকে অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের একখানিও বিশুদ্ধ সংস্করণের গ্রন্থ বঙ্গদেশের কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে নারায়ণ দেবের নাম লইয়া যে সমস্ত পদ্মাপুরাণ এ যাবত বাহির হইয়াছে, তাহার সকল-গুলিতেই বহুসংখ্যক পদ্মাপুরাণ লেখকের রচনার সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয়। দ্বিজ বংশীদাসের বংশধরগণ কর্ত্তৃক তাঁহার স্বহস্ত লিখিত গ্রন্থ দৃষ্টে তাঁহার রচিত পদ্মপুরাণের একটি সুন্দর সচিত্র সংস্করণ সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। নারায়ণ দেবের বংশধরগণের নিকট তাঁহার স্বহস্তলিখিত গ্রন্থের যে পাণ্ডুলিপিখানি ছিল, তাহা হস্তান্তরিত এবং অদৃশ্য হইয়াছে, সুতরাং তাহার গ্রন্থ উদ্ধার সহজ নহে। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংকলিত যে গ্রন্থের পরিচয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় পাওয়া গিয়াছে, তাহা বাহির হইলেও নারায়ণ দেবের গৌরব কতকটা পরি-রক্ষিত হইতে পারে।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কথা ও ছিল্কা।

নাটা-মাণিক বান্দা কাটা।

পৈল পথম (১) আষাঢ় মাস। নয়া (২) দেওয়া (৩) নয়াবশ্‌শন (৪)। নয়ালি (৫) বোন জঙ্গল ঘাটাপথ (৬) ঢাকি ফেলাইছে। গছ বিরু (৭) উম্‌চি (৮) উম্‌চি বাড়ির (৯) ধরিছে। রস জনি (১০) গছ বিরিথ (১১) জীব জন্তু পাকি পয়াল (১২) মানুষ জন সব্বারে ভিতর দিয়া উত্তুলি (১৩) উত্তুলি উথি পড়ির ধরিছে।

চাইরোদি (১৪) জল, মধ্যতে ডাঙ্গা, চেঙ্গরা গুলা গরু চড়ায়। কাঞো (১৫) গরু হাকায় গাছের ছায়াত বসি কাঞো মোগল পাঠান (১৬) খেলায়, কাঞো বা বার পাইতা (১৭) খেলায়, কাঞো কাঞো বা হুড়াহুড়ি করে। আর একনা (১৮) চেঙ্গরা চৌকোন (১৯) রসেয়া (২০) চৌকোন ঝোরেয়া (২১) বা'শশালি গাওয়া (২২) ঠাকুর কানাইর গান (২৩) গবার (২৪) ধরিছে

১। পৈল পথম—পথম = প্রথম, পৈল = পতিত; আপতিত প্রথম। ২। নয়া—নবা—নব, ৩। দেওয়া—দেওয়া—বা দ্যাওয়া; দ্যৌঃ; এখানে নূতন মেঘ সহ আকাশ। ৪। বশ্‌শন—বর্ষন। ৫। নয়ালি—নবালি;—নব। ৬। ঘাটাপথ—ঘাটা—পথ; শব্দ দুইটি একার্থ, প্রায়ই এইরূপ একত্র ব্যবহৃত হয়। ৭। গছবিরু—গছ = গাছ; বিরু—বিরুধ্‌। ৮। উম্‌চি = উম্‌ছি = উম্মুছি—উম্‌ছি—জোরে হঠাৎ উপরে উঠা। ৯। বাড়ির = বাড়িবার বাড়িতে, ধরিছে = আরম্ভ করিয়াছে। ১০ জনি = যেন। ১১। বিরিথ = বৃক্ষ। ১২। পকি পয়াল—পকি = পক্ষী; পয়াল = পকল বা পক্ষল, পক্ষী। ১৩। উত্তুলি—উৎ+তুলি বা উৎ+তোলি উথলি। ১৪। চাইরোদি = চতুর্দ্দিকে। ১৫। কাঞো = কাহোঁ—কোহি; কেহ। ১৬। মোগল পাঠান—খেলা বিশেষ, মাটিতে চিত্র থাকে চিত্র দ্রষ্টব্য। প্রত্যেক পক্ষে ১৬টি কড়ি থাকে, রেখাগুলির সন্ধিস্থলে কড়ি বসে। ১নং পক্ষে ছোট ঘরটিতে ও তন্নিকটের দুইটি সারিতে ২নং পক্ষে ছোট ঘরটিতে ও তন্নিকটবর্ত্তী ২টি সারিতে কড়ি বসে। মধ্যের সারি খালি থাকে। এক পক্ষের কড়ি অপর পক্ষের কড়ির উপর দিয়া শূন্য সন্ধিস্থলে বসিতে পারিলে অপর পক্ষের সেই কড়িটিকে খাওয়া হইল। এইরূপ যাহার কড়ি আগে নষ্ট হয়, তাহারই হার হয়।

১৭। বার পাইতা—খেলা বিশেষ; চিত্র দ্রষ্টব্য—দুইজনে খেলে, প্রত্যেকের ১২টি কড়ি। আগে একজন তার পর অপরে ইচ্ছামত সন্ধিস্থলে কড়ি বসায়। এইরূপ বারটি করিয়া কড়ি বসিলে তৎপর কড়ি চালিয়া খেলা হয়। এক সারিতে এক পাশে তিনটি "কড়ি" করিতে পারিলে 'পাইত' হয়। যাহার "পাইত" হয় সে ইচ্ছামত অপরের যে কোন কড়ি উঠাইয়া ফেলিতে পারে। যাহার কড়ি আগে শেষ হয় সে হারে।

১৮। একনা—একটি। ১৯। চৌকোন = চতুকোণ = চারিদিগ্‌। ২০। রসেয়া—রসাইয়া। ২১। ঝোরেয়া ঝুরাইয়া—রস ঝরাইয়া। ২২। বাইশ্‌শালি গাওয়া—গওয়া—গেয়। বাশ্‌শালি—বর্ষালি, বর্ষা সম্বন্ধি। ২৩। ঠাকুর কানাইর গান—একটি ভাওয়াইয়া গান, বিরহিণী রাধার উক্তি, বর্ষা কালোচিত, ঠিক বর্ষাগমেই শুনা যায়। অন্য সময় গায় না।

২৪। গবার—গাহিবার।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে

জলে পড়ি কোড়া (২৫) ডাকে—(কা-না-ই-রে—)

ঠাকুর কানাই—

কোড়ার ডাক মোর

না সয় পরাণে-রে।

"এ ধউলি(২৬) হাকাঙ্ক্ষী(২৭) হছিস্, ঘাস নাই ধান খাবার গেছিস, এলাহাতে(২৮) উকটাঞ"(২৯) নালকাল হয়। গাইলাইতে গাইলাইতে একটা গাইক পিট্টাইতে পিট্টাইতে পালত আনি থুইল্। আর অমনি ঠাকুর কানাইর গান কাণত সোন্দাইল। গান শুনি থাক্কা (৩০) খাইলে, বেলার ভিতি দেখিল কানি ছাড়িচে (৩১) মুখখান ঝাক্কাৎ (৩২) করি আন্দার (৩৩) হইল। উঃ হায় হায় রে মুড়ি দুপরী (৩৪) ওদো (৩৫) ধান কোন্ কালে খর (৩৬) হৈচে। মনে মনে ধিক্কার খায়া ধড় পড় করি নদীর পাড় বুলি (৩৭) তর বরে (৩৮) গেইল। যায়া দেখে নদীর পার শূন (৩৯) শূন্ শূন, শূন্—খালি শূন। ঘাটত নামিল, সেটে ও (৪০) দেখে শূন, শূন, শূন,—খালি শূন আছে—খালি একটা কালা পিঠি কালা ঘাড় কানি-বগিলা, (৪১) জলের ছলত (৪২) টোক্ টোক্ করি, (৪৩) মাছ ধরিবার বাদে (৪৪)। চেঙ্গরার দেহাত (৪৫) খানিক জিউ (৪৬) আসিল্। সম্বাদ পাবার আশায় তুতি (৪৭) মিনতি করি পুছিলে—

২৫। কোড়া—জলচর পক্ষীবিশেষ, বর্ষাকালেই জলে পড়ে এবং বিষাদ গম্ভীর "ডড়ুব্" "ডড়ুব্ শব্দ করিতে থাকে।

২৬। এ ধউলী, এ=সম্বোধনে। ধউলি=ধবলি। ২৭। হাকাঙ্ক্ষী=হা+আকাঙ্ক্ষী, অত্যন্ত বুভুক্ষু।

২৮। এলাহাতে=এখন হইতে? বহুক্ষণ হইতে।

২৯। উক্‌টাঞ=তালাস কর; উটকাঞ=বচনান্তর।

৩০। থাক্কা=স্থগিত হইল।

৩১। সোন্দাইল—সন্ধাইল—প্রবেশ করিল। ৩২। কানি ছাড়িছে—বেলা অর্থাৎ সূর্য্য কানি অর্থাৎ কোণের ষোড়শাংশ ত্যাগ করিয়াছে। অর্থাৎ প্রায় ২॥০ প্রহর।

৩৩। ঝাক্কাৎ—ঝটিতি ৩৪। আন্দার—অন্ধকার, মলিনা।

৩৫। মুড়ি দুপরী—প্রায় দুই প্রহর সময়ের। ৩৬। ওদো—"উন্দধি" রেদে; সিদ্ধধান শুকান না হওয়া পর্য্যন্ত "ওকো" বলে। ৩৭। খর—খর, একটু বেশীপরিমাণ শুষ্ক।

৩৮। বুলি—বলি। ৩৯। তরবরি—তুরবুরি—তরতর—সত্বর।

৪০। শূণ—শূণ্য। ৪১। সেটেও সেটে—সে স্থানে।

৪২। কানি বগিলা—ক্ষুদ্র বকবিশেষ। পিঠি কালা ঘাড়ও কাল।

৪৩। জলের ছলত—জল ও স্থলের সন্ধিস্থল।

৪৪। টোক টোক করি—কোন বিষয়ের জন্য স্থির ভাবে অপেক্ষা করিয়া একদৃষ্টে থাকা।

৪৫। ধরিবার বাদে—ধরিবার জন্য। ৪৬। দেহাত—দেহে, শরীরে। ৪৭। জিউ জীব জীবন।

ফক্ ফক্ পাখিলা, (৪৮)
টোক্ টোক্ বগিলা,
ধিয়ানে (৪৯) দিয়াছেন মন,
এদি (৫০) আসিল ঘর যুবতী
গেল কতিক্ষণ ? ॥—

আপনার বাড়ানি (৫১) শুনি কাণি বগিলা তুষ্ট হৈল। পুছাইয়াক (৫২) সন্তোষ করি উত্তর দিলে :—

কল্‌সি উবর, কল্‌সি ভাবর (৫২),
কলসি না হয় তল ।
হাসিয়া আসিল চন্দ্রমুখী
কান্দিয়া গেল ঘর ॥

কথা শুনি চেঙ্গয়ার আশাও হৈল, ধিক্কার ও বেশী করি লাগিল। তর্‌বরে ঘাটের উপর উঠিল, আর তেক্ষণে কাণত পটিল (৫৪)। ঝুরা ঝুরা (৫৫) সুরে গওয়া সেই চেঙ্গয়ার ঠাকুর কানাইর গানের আর একটা অন্তরা (৫৬)—

পদের উপরে পদ থুইয়া
কদমে হিলানি দিয়া—(কানাইরে)
ঠাকুর কানাই
আইজ নিশি পোহাইলাঞো কান্দিয়ারে—

ঘাটা অঘাটা না মানি চেঙ্গয়া দৌড়াইল। কতদূর যায়া দেখে জঙ্গলী ঘাটাত একটা কাঞে (৫৭) বা খাড়া হয়া। কাইঠা (৫৮) যায়া দেখে তাঞে (৫৯),—তাঞে—উয়ারে

৪৮। তুতি—স্তুতি। ৪৯। ফক্‌ফক পাখিলা—পাখিলা—পক্ষল ; পক্ষবিশিষ্ট ; ফক্ ফক্—ফট্ ফট্—সুশুভ্র। হে বক তোমার পাখাগুলি অতিসুন্দর তুমি মনঃ সংযোগ করিয়া ঈশ্বর ধ্যান করিতেছ।

৫০। ধিয়ানে—ধ্যানে। ৫০। দিয়াছেন—তোমার দিয়াছেন সম্ভ্রমার্থে বহুবচন।

৫০। এদি—এই দিয়া, এই পথ দিয়া।

৫১। বড়ানি—যে যাহা, তাহাকে তাহার অপেক্ষা বড় করিয়া বলা।

৫২। পুছাইয়াক পুচ্ছরিঅ ; প্রষ্টা। ৫৩ উবর ভাবর একাত ওকাত। কলসি কখন একাত কখন ওকাত, কখন তলমুখ উপর মুখ করিতেছিল কিন্তু কলসি আর তল হয় নাই, অর্থাৎ জল ভরা আর হয় নাই। অর্থাৎ অন্তমনস্কা হইয়া কাল কাটাইতেছিল।

৫৪। তেক্ষণে কাণত পটিল—তৎক্ষণাৎ কানে পশিল। ৫৫। ঝুরাসুর—ললিত লম্বা সুর। ৫৬। অন্তরা—পদ। ৫৭। কাঞে—কাহঁ, কে।

৫৮। কাইঠা—কণ্ঠ্যে, উপকণ্ঠে, নিকটে। ৫৯ তাঞে—ত।

তাঞে (৬০) নাটার (৬১) কাঠা চুলির খোপা আটকে রাখিছে। আর দোনোরে (৬২) ঝরি ঝাপট সৌগ (৬৩) দূর গেইল ; শতচন্দ্রের উদয় হইল্। দোনোর (৬৪) কাটাহাতে চূল খসায় আর উচ্চাই আনন্দে (৬৫) নাটাক আশুর্ব্বাদ দেয় ;—

নাটাইরে নাটা,—
সোনাদি বান্দোঁ (৬৬) তোর কাটা,
মানিক দি বান্দিঁ তোর ডাল!
না হবার কাজ ঘটেয়া (৬৭) দিমু
তোর নাঞো (৬৮) করো বা কতএ কাল॥

শ্রীপঞ্চানন সরকার।

৬০। তাঞে—উয়ারে— তাঞে—তেঁহ, সে উহারই সে।

৬১। নাটা—কণ্টক লতাবিশেষ; ফল অত্যন্ত তিক্ত। ৬২। দোনরে—দুয়েরে; দুজনারই।

৬৩। ঝরি ঝাপট সৌগ ঝরি বৃষ্টি, সৌগ সব। ৬৪। দোনোর দুই এ; উভয়ই।

৬৫। উচ্চাই আনন্দে উচ্চব, উৎসব, অথবা উচ্চৈঃ আনন্দে। আশুর্ব্বাদ আশীর্ব্বাদ।

৬৬। মাণিক দি বন্দিম্—মানিক দিয়া বান্ধিব। ৬৭। ঘটেয়া ঘটাইয়া।

৬৮। নাঞো নাম। ৬৯। কতএ কাল—কতি এব কাল।
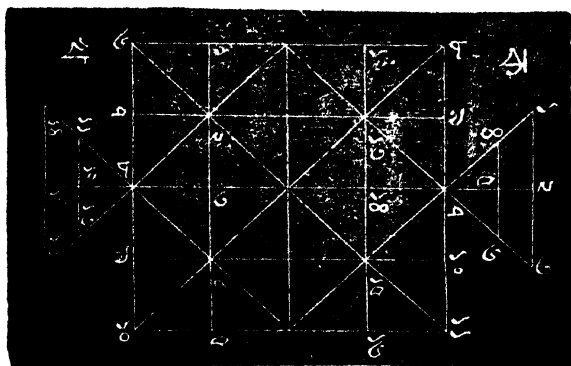
মোগল পাঠান খেলার চিত্র।

(কথা ও ছিল্কা প্রবন্ধের ৯৮ পৃষ্ঠার ১৬নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য)
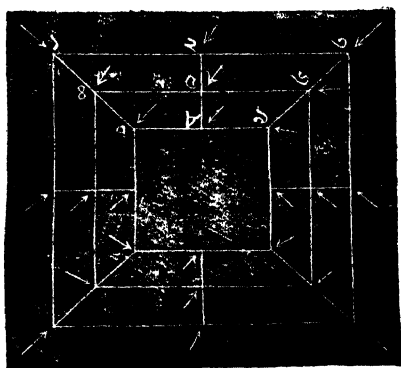
বার পাইতা খেলার চিত্র।

(ঐ ১৭নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

রঙ্গপুর
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সভাপতির অভিভাষণ*

বন্ধুগণ,

যে আসন বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার, নানাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতরাজ শ্রীযুত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-সাহিত্যবিশারদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এবং স্বনামখ্যাত অধ্যাপক শ্রীমান্ যদুনাথ সরকার কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার ন্যায় ব্যক্তিকে স্থাপিত করা শোভা পায় না। তথাপি আপনাদিগের আহ্বান উপেক্ষা করাও সঙ্গত মনে করিতে পারি নাই। জননী বাগ্‌দেবী অযোগ্য পুত্রগণকেও স্নেহ করেন; বরং অযোগ্যের উপরই মাতৃ-স্নেহ অধিক। আপনারা আমাকে এই আসনে বসাইয়া, জননী বাগ্‌দেবীর সেই মাতৃস্নেহেরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আপনাদিগের আহ্বান ব্যক্তিগত সম্মানের ব্যাপার বলিয়া বুঝি নাই; আমি দীর্ঘকাল যে শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া আসিতেছি, হয়ত বঙ্গ-সাহিত্যে তাহার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে; আর—যে দেবাদিদেব সকল কর্ম্মের মূল, তিনি আপনাদিগের দ্বারা যথাসময়ে সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করাইতেছেন।

প্রয়োজন না থাকিলে মন্দ ব্যক্তিও কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। আমরা কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধি-কামনায় বর্ষে বর্ষে সমবেত হইতেছি? হৃদয়ের কোন্ অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তির নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে আমাদিগের এই বিপুল অনুষ্ঠান? ইহার একমাত্র উত্তর,—বঙ্গ-ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। কিন্তু এ উত্তর প্রচুর নহে। বঙ্গ-ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-কামনার উদ্দেশ্য কি? আমরা বুঝিয়াছি,—সাহিত্যের উন্নতির সহিত সমাজের উন্নতি একই সূত্রে গ্রথিত, একের উন্নতি না হইলে, অপরের উন্নতি সুদূরপরাহত। তাই আমরা বর্ষে বর্ষে সাহিত্য-সম্মিলনে মিলিত হইতেছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ত আছেই; আবার উত্তরবঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরবঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি সাহিত্য-

* উত্তর বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশনে কামাখ্যাধামে পঠিত।

সুহৃদ্ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র যে ভাবে প্রদান করিয়াছেন, তাহা হৃদয়গ্রাহী। তিনি বলিয়াছেন,—"নবীন ও প্রবীণে মিলন ও মেলন একান্ত আবশ্যক। নবীনের তেজ ও উৎসাহে প্রবীণের ক্ষীয়মান প্রাণ প্রোক্ষিত হইলে, উভয়ের মিলনে যে অভিনব তেজ আবির্ভূত হইবে, তাহাতেই বঙ্গ-সাহিত্য অচিরকালমধ্যে দুর্জ্জয় বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিবে। আমাদের এই সাহিত্য-সম্মিলনের একটি প্রধান কার্য্য এই মিলন সম্পাদন। সুখের বিষয়, উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন।" আমার মনে হয়, আপনাদিগের সেই মহাপ্রাণ অক্লান্ত-পরিশ্রমী নবীনবয়স্ক সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুকে মানস-পটে রাখিয়াই যেন সভাপতি মহাশয় এই কথা লিখিয়াছিলেন। উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন নবীনগণকে এমন এক সাহিত্যিক বেষ্টনীতে পরিবৃত করিতেছে, যাহার প্রভাবে তাঁহাদিগের অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত হইয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য-সাধনাকে অচিরকাল মধ্যেই সিদ্ধির পথে বহুদুর অগ্রসর করিয়া দিবে। পারিপার্শ্বিক বেষ্টনীর কর্ম্মই এইরূপ; উহা অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই করিবে। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে আমাদিগের সকলের অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত হইবার সমান সুযোগ না ঘটিতে পারে। বিশেষতঃ দিন দিন শিক্ষা বিস্তারের সহিত সাহিত্যিক আগ্রহ ও চেষ্টা যতই অধিক বর্দ্ধিত হইবে, ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ সম্মিলনও ততই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিবে। অধিকন্তু, এই "সুরাসুর-নমস্কৃত" দেশে যে সকল আলোচনার ও গবেষণার বিষয় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার জন্যই উত্তর বঙ্গকে একটি সাহিত্য-কেন্দ্র করিয়া, নানা বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। এবার মা কামাখ্যাদেবীর চরণোপান্তে বসিয়া, আপনারা যে ভাবে সেই সাধনায় মগ্ন হইবেন, তাহা তাঁহার কৃপায় কখনই বিফল হইবে না। মা জগজ্জননীকে আমি ভক্তিভরে প্রণাম করি।

বলিয়াছি, সমাজের উন্নতিই আমাদিগের উদ্দেশ্য; ইহাই আমাদিগের সাহিত্য-সম্মিলনের সাধনা। এ সাধনায় সিদ্ধিলাভের উপায় কি? প্রধান উপায়—একাগ্রতা। ইহাই সকল সাধনার মূল। ইহা না হইলে, কিছুই হয় না। কিন্তু আমরা দিন দিন যেন বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইতেছি, একাগ্রতা হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছি; আমরা তরল সাহিত্যের ক্ষণস্থায়ী চুট্‌কীতে অনুরক্ত হইয়া দীর্ঘকালব্যাপী সাধনায় অসমর্থ হইতেছি। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র তদীয় অভিভাষণে সত্যই বলিয়াছেন,—"বঙ্গে এত রহোন্যাস ও নবন্যাস গল্পগুচ্ছের প্রচলন। অধিকাংশ পাঠক গভীর চিন্তাপ্রসূত বা গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস পুরাতত্ত্বের আদর না করিয়া, অসার নাটক-নবন্যাসাদিতে কাল হরণ করে। তরল সাহিত্যের অবিরল আদরে ও পরিচর্য্যায় লেখকের ও পাঠকের মস্তিষ্ক, ও সেই সঙ্গে বুদ্ধি তরল হইয়া পড়ে।" আমরা এই শ্রেণীর তরল সাহিত্যকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া, গবেষণাকে উপেক্ষা করিলে নিশ্চয়ই প্রকৃত সাধন-পথ হইতে ক্রমেই দূরে সরিয়া পড়িব। প্রকৃত

সাধনপথ কি? কোন প্রণালীতে ঐ পথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য? দূরদর্শী মহারাজ দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিয়াছেন—"ফল কথা, বিজ্ঞানই আমাদিগের মূল ভিত্তি হওয়া আবশ্যক, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সকল বিদ্যার ও ব্যাপারের প্রকর্ষ-সাধন করিতে চেষ্টা হইলে, জাতীয় সাহিত্য শনৈঃ শনৈঃ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে"। সাহিত্যের কোন শাখাই বাদ দিতে হইবে না। কাব্য, নাটক, নবন্যাস, গল্পগুচ্ছ এ সকলও অনুশীলনীয়। ইহারাও মনোবিজ্ঞানের, ইহারাও সমাজ-তত্ত্বের অংশরূপে আলোচিত হইতে পারে। যে সাহিত্যের নবীন যুগে অক্ষয়-কীর্ত্তি অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূ-দেব ভূদেব মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিতরাজ রাজেন্দ্র লাল মিত্র প্রভৃতি নানা বিজ্ঞান-রত্নে বাগ্‌দেবীর অঙ্গ বিভূষিত করিতেছিলেন, সেই সাহিত্যের পরিণত বয়সে, আমরা সে সকল বিজ্ঞানরত্ন হারাইতে বসিয়াছি, সে আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতেছি। ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে? এ কথা অনেকবার বলিয়াছি; বিজ্ঞানকেই প্রধান আলোচ্য-মধ্যে পরিগণিত করিবার নিমিত্ত বহু চেষ্টা করিয়াছি; তাহাতে কখন কখন তিরস্কৃতও হইয়াছি। কিন্তু এত দিনে সফলকাম হইবার আশা হইতেছে। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, সভাপতির আসন হইতে, স্পষ্টাক্ষরে এই কথা বুঝাইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ভাগলপুর-অধিবেশনে কবিবর রবীন্দ্রনাথও স্বীয় অতুলনীয় ভাষায় এই কথাই বলিয়াছিলেন। আবার চুঁচুঁড়া-অধিবেশনে এবৎসর বঙ্গ-ভাষার অকৃত্রিম সুহৃদ্ সেই বৃদ্ধ মহারথ শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ও অন্যভাবে এই কথার উপদেশ দিয়াছেন। তিনি সাহিত্য-সম্মিলনে দণ্ডায়মান হইয়া, বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-ভঙ্গ দেখিয়া, যেরূপ বিলাপ করিয়াছিলেন, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সহিত সাহিত্যের যেরূপ নিকট সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনোভাব বুঝিতে কাহারও সংশয় হয় নাই।

বিজ্ঞান আমাদিগের মূল ভিত্তি। জড়-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, উভয়ই আমাদিগের আলোচ্য। কাব্য, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব ইহারাও জড়-বিজ্ঞান এবং জীব-বিজ্ঞানের বহির্ভূত নহে। শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় যখন বলিয়াছিলেন—"কতকগুলি প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক, ভাঙ্গা ফুটা পাথরের সামগ্রী বা কীট-দষ্ট পুরাতন পুস্তক দেখাইয়া আর কত দিন চলিবে"? তখন বোধ হয়, তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য ছিল যে,—এ সকল সুধু খেলার সামগ্রীর ন্যায় দেখাইয়া কোন ফল নাই; বৈজ্ঞানিক ভাবে অর্থাৎ মানব-তত্ত্বের অঙ্গরূপে ইহাদিগের অনুশীলন আবশ্যক। অধ্যাপক রেল্যাঙ্কেষ্টার ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক আলোচনার অর্থ এই ভাবে বুঝাইয়াছেন :—

The scientific study of the history of the struggles of the races and nations of mankind as a portion of the knowledge of the evolution of man, capable of giving conclusions of great value when it has been further aud more throughly treated as a department of Anthropology." অর্থাৎ—ইতিহাস মানব-তত্ত্বের বিশেষতঃ মানব-বিবর্ত্তনের, ইতিহাস রূপে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। অধ্যাপকের এই কথা পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধেও সত্য।

আমরা মানব, মানবের মঙ্গলই আমাদিগের উদ্দেশ্য। মুখ্যভাবে, গৌণভাবে, মানবের মঙ্গলই আমাদিগের লক্ষ্য। বিজ্ঞানের ন্যায় আমাদিগের মঙ্গল-সাধন আর কিছুই নাই। বিজ্ঞান ইহ-পরকালের বন্ধু। বিজ্ঞানবলে কত জাতি ইহকালে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, গৌরবান্বিত হইতেছে, ধনে-জনে শক্তি সামর্থ্যে বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। আর পরকাল? ব্রহ্মজ্ঞানই ত মানবের পরকালে মুক্তির উপায়। কিন্তু ব্রহ্মকে জানিবে কেমন করিয়া? রাম শ্যামকে জানি যেমন করিয়া, তাহাদিগের কথা শুনি, তাহাদিগের কার্য্য দেখি, এবং কথায় কার্য্যে মিলাইয়া বুঝি। তাহাদিগকে জানিবার অন্য উপায় নাই। তদ্রূপ বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করা এবং ব্রহ্মাণ্ডরূপ ভগবৎ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলন করা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়। অন্য উপায় নাই। এই পর্য্যবেক্ষণ এবং অনুশীলনই বিজ্ঞান। তাই বলিয়াছি,—বিজ্ঞান ইহ-পরকালের বন্ধু। যদি মঙ্গল চাই মানব হইয়া যদি মানবের মঙ্গল কামনা করি, তবে বিজ্ঞান, বিশেষতঃ উহার যে অংশকে মানব-তত্ত্ব বলা যায়, তাহাই আমাদিগের বিশেষ ভাবে আলোচ্য। সকল শাস্ত্রই মানব-তত্ত্বের অঙ্গরূপে অনুশীলনীয়। কোন নির্দ্দিষ্ট মানবকে বুঝিতে হইলে, তাহার বংশ জানা চাই, সে যে ভাবে লালিত পালিত হইয়াছে, তাহা জানা চাই, তাহার শিক্ষা দীক্ষা কোন্ পথে কিরূপে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা জানা চাই; আর সে কিরূপ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাও জানা আবশ্যক। সমাজের পক্ষেও তদ্রূপই। বঙ্গীয় হউক, অসমীয় হউক, কোন নির্দ্দিষ্ট সমাজকে বুঝিতে হইলে এবং তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করিতে হইলে সে সমাজের জনগণ কোথা হইতে আসিয়াছে, কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা কিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার বেষ্টনী-মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছে, কিরূপ শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়াছে—এ সকলই জানা চাই। কাহাকেও না জানিলে, না চিনিলে তাহার মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করা যায় না। যাহার স্বাভাবিক প্রবণতা যে দিকে, তাহাকে তাহার বিপরীত দিকে লইয়া যাওয়া দুঃসাধ্য; স্থায়িরূপে লইয়া যাওয়া একেবারেই অসাধ্য। তাই যিনি মানব-সমাজের মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য মানব-সমাজকে চেনা। আজি আমরা যে আসাম-প্রদেশে সম্মিলিত হইয়াছি, এদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা কিরূপ ইহার জনগণ কোথা হইতে আসিল, ইহাদিগের কীর্ত্তিকলাপ কোন্ পথ অনুসরণ করিয়াছে, এ দেশে সাহিত্যের প্রসার কোন্ দিকে বিস্তৃত হইয়াছে, এ সকল বিশেষ অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি এদেশের পুরাতত্ত্ব বা মানবতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে আলোচনা করি নাই।

আপনারা নরকাসুর-নির্ম্মিত বলিয়া প্রথিত পাষাণ-সোপান অবলম্বন করিয়া এই সভামণ্ডপে উপনীত হইয়া কোচরাজ বিশ্বসিংহের ও নরনারায়ণের মূর্ত্তিমান্ কীর্ত্তিস্তম্ভ-

রূপ কামখ্যামন্দির দর্শন করিতেছেন, অহোমরাজগণ কর্ত্তৃক কামাখ্যাদেবীর সেবা পূজার সুব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করিতেছেন, অভ্যর্থনা-সমিতির সুযোগ্য সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে অনেক তথ্য জানিতে পারিয়াছেন এবং নানা গ্রন্থে ও প্রবন্ধে অনেক কথা পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং আমার ন্যায় আসামে নবাগত ব্যক্তির নিকট আপনারা অধিক কিছু আশা করিতে পারেন না। তথাপি সুধীসমাজে আসাম সম্বন্ধে যে সকল কথা আলোচিত হইতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়া, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

প্রাচীন কামরূপের যে অংশ অহোমগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা এখন আসাম নামে পরিচিত। কালিকাপুরাণে কামরূপের এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। যথা—

"করোতোয়া নদী পূর্ব্বং যাবদ্দিক্করবাসিনীং।
ত্রিংশদ্ যোজন-বিস্তীর্ণং যোজনৈকশতায়তম্॥
ত্রিকোণং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ প্রভূতাচলপূরিতং।
নদীশত-সমাযুক্তং কামরূপং প্রকীর্ত্তিতম্"॥

এই প্রদেশের একার্দ্ধ, বর্ত্তমান কামরূপ জেলা পর্য্যন্ত, অহোমগণের করতলগত হইয়াছিল বলিয়া, তাহা এখন আসাম নামে পরিচিত; অপরার্দ্ধ উত্তর-বঙ্গের অন্তর্গত। কিন্তু অহোমগণের আগমনের পূর্ব্বে, সমস্ত কামরূপ অনেক সময় একই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; তজ্জন্য কামরূপের প্রাচীন ইতিহাস এক এবং অখণ্ড।

কালিকাপুরাণে কামরূপের আদিম অধিবাসিগণকে "কিরাত" বলা হইয়াছে। যথা—

"কিরাতৈ র্বলিভিঃ ক্রূরৈ রক্তৈরপি চ বাসিতঃ"।

মোঙ্গলাকৃতির লোকদিগকেই যে কালিকা-পুরাণে "কিরাত" বলা হইয়াছে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। কিন্তু আসাম মোঙ্গলাকৃতি জাতি-নিচয়ের আদিনিবাসভূমি নহে; তাহারা চীন এবং তিব্বত হইতে সমাগত। আসামের বিভিন্ন স্তরের মোঙ্গলাকৃতি জাতি-নিচয়ের মধ্যে "বড়ো"গণ অতি প্রাচীন কাল হইতে এখানে বাস করিয়া আসিতেছে। স্থলভেদে ইহারা কাছাড়ি, গারো, টিপ্‌রা, কোচ এবং মেচ নামে পরিচিত। মোঙ্গল আগন্তুকগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, কামরূপ আর এক প্রাচীন জাতির আবাসক্ষেত্র ছিল। আসামের পার্ব্বত্য খাসিয়াগণের ভাষা আসামের সেই প্রাচীনতম অধিবাসিগণের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দান করিতেছে। খাসিয়াগণ আকারে মোঙ্গলীয়, কিন্তু ইহাদের ভাষার সহিত ছোটনাগপুরের সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতির ভাষার এবং মালয় উপদ্বীপের কোন কোন বর্ব্বর জাতি-কথিত মঙ্খমের ভাষার দূরতর সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। যে মূল ভাষা হইতে সাঁওতালি, মুণ্ডা, খাসিয়া প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন, সেই ভাষাভাষী একদল মানব আসামের আদিম অধিবাসী ছিল। তাহারা কৃষ্ণকায়, স্থূল-নাসিক এবং খর্ব্বাকৃতি ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। "বড়ো" বা কাছাড়িগণের পূর্ব্বপুরুষেরা আসিয়া, এই আদিম অধিবাসিগণকে বিতাড়িত অথবা স্বজাতিভুক্ত করিয়া

লইয়াছিল। মোঙ্গলাকৃতি আগন্তুক এবং আদিম অধিবাসিগণের মিলনে উৎপন্ন জাতিই বোধ হয় কামরূপী "কিরাত" বলিয়া প্রাচীনকালে পরিচিত ছিল।

কিরূপে কামরূপী কিরাতগণের মধ্যে আর্য্য-সভ্যতা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, নরকাসুরের উপাখ্যানে তাহার আভাস পাওয়া যাইতে পারে। নরক বিষ্ণুর ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে উৎপন্ন। কালিকাপুরাণের মতে নরক মিথিলার রাজা জনকের গৃহে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। বিষ্ণু নরককে কামরূপের প্রধান নগর প্রাগ্ জ্যোতিষপুরে লইয়া গিয়াছিলেন। নরক তথায় কিরাত-রাজ ঘাটককে বধ করিয়া, স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তৎপর বিষ্ণু—

"করতোয়া নদীং যাবৎ কামাখ্যা-নিলয়স্তু তৎ।
তস্মাৎ কিরাতানুৎসার্য্য বেদশাস্ত্রাতিগান্ বহূন্॥
দ্বিজাতীন্ বাসয়ামাস তত্র বর্ণান্ সনাতনান্।"

করতোয়া নদী হইতে কামাখ্যা পর্য্যন্ত ভূভাগের কিরাতগণকে তাড়াইয়া দিয়া, বেদশাস্ত্র-পারগ বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণ স্থাপিত করিয়াছিলেন। নরক রামায়ণে 'দানব" এবং পুরাণে অসুর নামে উল্লিখিত। পরবর্ত্তী কালের কামরূপের নৃপতিগণের কোন তাম্রশাসনে নরক 'অসুর-সুহৃদ," কোন তাম্রশাসনে 'অসুরাংশক' বলিয়া উল্লিখিত। নরককে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং নরকের উপাখ্যানকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি না, তাহা আপনারা বিবেচনা করিবেন। বিজ্ঞানের হিসাবে দেখিতে গেলে, এই উপাখ্যানের ভিতরেই কামরূপে আর্য্য-সভ্যতার এবং আর্য্য-উপনিবেশ-সংস্থাপনের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কামরূপের কোন কোন পরাক্রান্ত ব্যক্তি, মিথিলা-বাসের ফলে, আর্য্য-সভ্যতার আস্বাদ পাইয়াছিলেন, এবং স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া তথায় আধিপত্য লাভ করিয়াই, আর্য্য-সভ্যতালোকে স্বদেশ এবং স্বজাতিকে আলোকিত করিবার জন্য ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণের ঔপনিবেশিক আনয়ন করিয়া, প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এরূপ আর্য্যসভ্যতানুরাগী অনেক "অসুরাংশক' নরপতি হয়ত ক্রমে কামরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কামরূপী ব্রাহ্মণ এবং কামরূপী বৈশ্য কলিতাগণ এবং অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু এ দেশের আদিম অধিবাসী নহেন, তাঁহারা এই আর্য্য-আগন্তুকগণেরই বংশধর। ভিন্ন প্রকৃতির সমাজে আর্য্য-সভ্যতা বিস্তৃত করিবার মহদুদ্দেশ্যেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ কামরূপে আনীত হইয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বংশধরগণ আজও সেই মহাব্রতসাধনেই তৎপর রহিয়াছেন। আজও কোন কাছাড়ি বা মিকির সদাচার গ্রহণ করিয়া, কামরূপী গোস্বামিগণের শরণ লইলে, হিন্দু-সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া, ক্রমে উচ্চ সামাজিক স্তরে আরোহণ করিতে পারিতেছে। অনার্য্যগণ "শরণীয়া' হইলে, তাহাদিগের প্রতি আসামের ব্রাহ্মণ গোস্বামী এবং কলিতাগণ যে উদার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা স্মরণ করিলে, হৃদয় ভক্তিরসে দ্রবীভূত হয়। বলিতে ইচ্ছা হয়,—আসামী হিন্দু ভ্রাতৃগণ! ভারতের হিন্দু-নিচয়ের মধ্যে আপনারাই সর্ব্বোচ্চ আসন পাইবার যোগ্য। যে আর্য্য ঋষিগণ স্তোত্রযাগ করাইয়া নিষাদকেও আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন; এবং ব্রাত্যস্তোম করাইয়া নানা-

জাতীয় অনিয়ত-বৃত্তি ব্রাত্যগণকে দ্বিজাতি করিয়া লইতেন, আপনারাই তাঁহাদিগের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। আর আমরা বাঙ্গালী হই, মৈথিলি হই, আর হিন্দুস্থানীই হই, "শরণীয়া' বা শরণাগত অনার্য্যকে প্রত্যাখ্যান করিতে শিখিয়া, ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি।

নরকোপাখ্যানপাঠে মনে হয়,—প্রাচ্য ভারতের আর্য্য-সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র মিথিলা হইতে ব্রাহ্মণাদি ঔপনিবেশিকগণ আসিয়া কামরূপে আর্য্য-সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীন শিলালিপি এবং তাম্রশাসন হইতে জানা যায় ;—

(১) খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে কামরূপ এবং বাঙ্গালার মধ্যেও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। কামরূপের প্রাচীন নৃপতিগণ, তখনও নরক-ভগদত্তের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন।

(২) ভগদত্তবংশীয় অর্থাৎ কামরূপের রাজকুলোদ্ভব হর্ষদেব খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে "গৌড়োড্র-কলিঙ্গ-কোশল" লইয়া এক বৃহৎ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

(৩) নবম শতাব্দের শেষার্দ্ধে গৌড়েশ্বর দেবপালের অনুজ জয়পাল প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পতিকে বশীভূত করিয়াছিলেন।

(৪) একাদশ শতাব্দে গৌড়েশ্বর রামপাল কামরূপ জয় করিয়াছিলেন।

(৫) রামপালের পুত্র কুমারপালের সময়ে, কামরূপের শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হইলে, কুমার পালের মন্ত্রী বৈদ্যদেব গিয়া বিদ্রোহ দমন করিয়া, স্বয়ং কামরূপের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৬) দ্বাদশ শতাব্দের শেষার্দ্ধে চন্দ্রবংশীয় রাজা রায়ারীদেবের সময়ে, বাঙ্গালীরা কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দে, বিজেতা অহোমগণের অভ্যুদয়ে, কামরূপের উত্তর ও পূর্ব্ব ভাগ বা ব্রহ্মপুত্র-নদের উপত্যকা ক্রমে আসামে পরিণত হয়। তৎকালে পশ্চিমাংশ (কমতা ও কোচবিহার রাজ্য) পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অর্থাৎ উত্তর বঙ্গের অন্তর্গত ছিল। অহোম-অভ্যুদয়ই আসামের স্বাতন্ত্র্যের প্রধান কারণ। এই স্বাতন্ত্র্যের প্রধান চিহ্ন—ভাষাভেদ।

মহাত্মা শঙ্করদেবের পদাবলী এবং অপরাপর বৈষ্ণব সাহিত্য,—অসমীয় ভাষাকে একটি স্বতন্ত্র সমুচ্চ আসনে স্থান দান করিয়াছে। সুতরাং ইহার সাহায্যে জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা করিয়া, অসমীয় ভ্রাতৃগণ এখনও পুরাকালের ন্যায়, বহু পার্ব্বত্য অনার্য্য-সমাজে আর্য্য-প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারেন। বঙ্গ-ভ্রাতৃগণের প্রতি আমার নিবেদন,—তাঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে আসামের পুরাতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউন। এই অনুসন্ধানে কেবল জ্ঞান-পিপাসাই চরিতার্থ হইবে না ; আমরা অসমীয় ভ্রাতৃগণের সাহায্যে অসমীয় সমাজ-তত্ত্বের শিক্ষণীয় বিষয় সকল আয়ত্ত করিয়া, অশেষ প্রকারে লাভবান্ হইতে পারিব।

জাতিতত্ত্ব জীবতত্ত্বের একাংশ মাত্র ; সুতরাং জীবতত্ত্বের সাধারণ নিয়ম সকল মানবেও প্রযোজ্য। বংশবৃদ্ধির হার উত্তরোত্তর কমিয়া গেলে এবং তদ্ধেতু ক্রমে বন্ধ্যাত্ব অথবা জনন-হীনতা উপস্থিত হইলে কোন জীবই ধ্বংসের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

এদেশ কালা-জ্বরের জন্মভূমি ; বিশেষতঃ ইহার উপত্যকা-ভূমি আর্দ্র। ভূকম্পে স্থানে স্থানে নিম্ন হইলেও, মোটের উপর দেশ উচ্চ হইতেছে। দেশের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতেছে। আসামের ছাপান্ন হাজার বর্গ মাইলে, কেবল একষট্টি লক্ষ অধিবাসী ; সুতরাং প্রতি বর্গ মাইলে, গড়ে একশত নয় জন মাত্র ব্যক্তি বাস করেন। দেখিবেন দেশ কেমন জনশূন্য। বংশ-বৃদ্ধি নাই বলিলেই হয়। ন্যূনাধিক ৩৫ লক্ষ হিন্দু, ১৬ লক্ষ মুসলমান, এবং ১০ লক্ষ অপর ধর্ম্মাবলম্বী ;—সকলের দশাই প্রায় সমান। চা-বাগানের কুলী প্রায় ৮ লক্ষ। তাহাদিগকে বাদ দিলে, প্রকৃত দেশীয়গণের বংশ-বৃদ্ধির অনুপাত শতকরা দেড় বলিলে ভুল হইবে না। ইউরোপাদি দেশে বংশবৃদ্ধির হার এত কম হইলে, সে জাতিকে মৃত জ্ঞান করিয়া, চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া যাইত। আমরা নীরবে মরিতেছি। বঙ্গে ১২।১৩ লক্ষ লোক বর্ষে বর্ষে কেবল এক জ্বর-রোগেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে। বোধ হয়, ইহার ২০ গুণ লোক আধমরা হইয়া রহিয়াছে। আমাদিগের মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিলে, অবাক্ হইতে হয়। আমরা আধমরা। আমরা রাজনীতিক অধিকার চাই, আমরা শিক্ষা-বিস্তার চাই, আমরা কি না চাই? কিন্তু যাহারা অর্দ্ধ শতাব্দীও পরমায়ু ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, কত গ্রাম জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ মরিয়া মরিয়া প্রায় ফুরাইতে চলিল! মানুষ মরিয়া শেষ হইয়া যাইতেছে ; আমরা কি করিতেছি? আমরা সকলি আলোচনা করিতেছি, কেবল মানব-তত্ত্বই অবহেলা করিতেছি। এরূপ করিলে, আর চলিবে না ; সৌন্দর্য্য-উপভোগ করিবার আর সময় নাই। তথাপি যিনি সৌন্দর্য্য চান, মানবতত্ত্ব-শাস্ত্র তাঁহাকে সৌন্দর্য্য দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। আমরা জীবন-মরণের সমস্যায় উপনীত হইয়াছি ; এখন আমা-দিগকে অনেক জানিতে হইবে, অনেক শিখিতে হইবে, অনেক করিতেও হইবে। আমাদিগের সমাজকে উন্নত করা সাহিত্যের প্রধান কর্ম্ম। সংখ্যায়, যোগ্যতায়, ধনে---সকল বিষয়েই উন্নতি চাই। বিবাহিতগণের মধ্যে কত জনের দ্বারা পরবর্ত্তী বংশ গঠিত হইতেছে, তাহা জানিতে চাই। ইংলণ্ড দেশে প্রাপ্তবয়স্ক জনগণের এক-ষষ্ঠাংশ কর্ত্তৃক, অথবা বিবাহিত নর-নারীর এক-চতুর্থাংশ কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী বংশের অর্দ্ধাংশ গঠিত হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশে এ অনুপাত কিরূপ, তাহা জানিতে চাই। বংশবৃদ্ধির অথবা বংশ-হানির গতি আমাদিগকে কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহা বুঝিতে চাই। সত্যই নির্ম্মূল হইতে চলিলাম কি না, তাহা জানিতে চাই। আমাদিগের জাতির মধ্যে কোন শ্রেণীর দ্বারা পরবংশের অধিকাংশ ব্যক্তি গঠিত হইতেছে, তাহা বুঝিতে চাই। যদি দুরাচার, অল্পায়ুঃ, বংশানুক্রমিক রুগ্ন, উন্মত্ত —এক কথায়, অধঃপতিতগণের দ্বারা পরবর্ত্তী বংশের অধিকাংশ গঠিত হইতেছে, এরূপ বুঝিতে পারি, তবে প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা হইতে পারে ; কারণ ঐরূপ হইলে সমাজ কথনও উন্নত থাকিতে পারে না। আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, এদেশে যেরূপ আন্তর্জাতীয় বিবাহ (endogamous marriage) ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর গণ্ডিমধ্যে পরিণয় ব্যাপারকে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তাহার ফলে অন্য দেশের ন্যায় এদেশেরও দুর্ব্বলতা উৎপাদন

করিতেছে কি না? আমরা জানিতে চাই, শিক্ষিতগণের এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রা কিরূপে চলিতেছে। তাহাদিগের আর্থিক অবস্থা কিরূপ? বাল্যের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শিক্ষার উৎকর্ষ পরিণত বয়সে কতদূর রক্ষিত হইয়াছে? আর জানিতে চাই, গ্রামে গ্রামে নদীনালা, খালখন্দ, বনজঙ্গল, প্রভৃতির অবস্থা কি? সংখ্যা কত? কি উপায়ে এ সকলকে স্বাস্থ্যের উপযোগী করা যায়। সুস্থ, সবল, কৃতী, দীর্ঘায়ুঃ অপত্যবান্ কোন্ জাতীয় কত পরিবার কোথায় কোথায় আছেন? যাঁহাদিগের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া নিজের ও সমাজের মঙ্গলজনক। আমরা আরও কতক কতক বিষয় জানিতে চাই, যাহা জীবতত্ত্বের ও লোকতত্ত্বের ক, খ, গ, ঘ মাত্র। আমরা জানিতে চাই, কোন্ জাতি মিশ্র, কে অমিশ্র, উভয় ক্ষেত্রেই আমাদিগের বংশানুক্রমের নিয়ম কি; পিতা, পিতামহের দোষগুণ পুত্র পৌত্রগণ কি ভাবে ও কি পরিমাণে এতদ্দেশে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এতদ্দেশে আর্য্য দ্রাবিড়ী ও মঙ্গোলীয় শোণিত কি পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে ও কি পরিমাণে পৃথক্ আছে? মিশ্রজাতি কিরূপে আবার বিশুদ্ধ হইতে পারে? এবং মিশ্রিত হইলে দেহের ও মনের উপর কিরূপ ফল উৎপন্ন হয়? আমরা জানিতে চাই, দুরাচারগণের কুকার্য্য কি পরিমাণে বংশানুক্রমের ফল, কি পরিমাণেই বা পারিপার্শ্বিক বেষ্টনীর প্রতিক্রিয়া; কি উপায়ে তাহাদিগকে অথবা তাহাদিগের পুত্রপৌত্রদিগকে কতপরিমাণে উন্নত করা যায়। এ সকল বিষয় গ্যাল্‌টন্, পিয়ার্স‌ন, স্নুষ্টার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, অথবা করিতেছেন, আমরা তদ্রূপ করিতে চাই। মৃত মহাত্মা গ্যাল্‌টন্ ধনী, দরিদ্র, সাধু-অসাধু, নির্ব্বোধ ও প্রতিভাবান্ নানাবিধ বহু পরিবার বাছিয়া লইয়াছিলেন; তাহাদিগের ২।৩ পুরুষের অর্থাৎ পিতামহ, পিতা ও পুত্রদিগের কতিপয় লক্ষণের প্রতি মনোযোগ দিয়াছিলেন। যে সকল লক্ষণ পরিমাপ করা সহজ প্রথমে তাহার প্রতিই লক্ষ্য করিতে হয়। অধ্যাপক পিয়ার্স‌ন্, স্নুষ্টার প্রভৃতি দেহের দৈর্ঘ্য, হস্ত পদাদির দৈর্ঘ্য, করোটীর আয়তন, নাসিকার উচ্চতা ও অবস্থান, চক্ষুর তারার ও কেশের বর্ণ—ইত্যাদি পরিমাপ করিয়া অবধারণ করিতেছেন। তিন পুরুষের দৈহিক লক্ষণ কি ভাবে কত পরিমাণ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; এবং তন্মধ্যে বংশানুক্রমের অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফল কত। তারপর, মানসিক লক্ষণ আলোচনা করিতে গিয়া উন্মত্ততা, জড়তা, নিষ্ঠুরতা, দয়া, প্রতিভা অথবা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ইত্যাদি তিন পুরুষে পরীক্ষা করা কঠিন নহে। পিতামহের কি পিতার ঐ সকল দোষগুণ পর পর বংশে কি পরিমাণে ও কত ক্ষেত্রে সংক্রামিত হইয়াছে, ইহাই অনুসন্ধান করিতে হয়। এইরূপে কৃতিত্ব, অকৃতিত্ব, যোগ্যতা, অযোগ্যতা ইত্যাদিও ক্রমে পরিমাপ করা সহজ হইতে পারে; তৎপর এই সকল ব্যক্তিগণের কত ভগ্নাংশ কর্ত্তৃক পরবংশের কৃতী, অকৃতী, যোগ্য, অযোগ্যগণ গঠিত হয়, তাহা তাঁহাদিগের অপত্যসংখ্যার ও অপত্যগণের অবস্থার উপর নির্ভর করে। পীড়া ইত্যাদি বংশানুক্রমে কি ভাবে

চলিয়া আইসে, তাহাও এই ভাবে স্থির করা যায়। দুরাচার, দুশ্চরিত্র, রাজদ্বারে দণ্ডিতদিগের ঐরূপ স্বভাব কি ভাবে এবং কি পরিমাণে বংশানুক্রমে সংক্রামিত হয়, তাহাও বহু দুষ্ট পরিবারের দুই তিন পুরুষ পরীক্ষা করিলে স্থির হইতে পারে। মিশ্রবংশের দোষগুণ কি পরিমাণে অপত্যে মিশ্রিত ও কি পরিমাণে পৃথক্ হইয়া যায়, তাহাও বহু লোক পরীক্ষার দ্বারা নির্ণীত হওয়া কঠিন নহে। এইরূপে মানবতত্ত্বের এবং সমাজতত্ত্বের বহুবিধ নিয়ম আবিষ্কার করা যাইতে পারে; অথবা পূর্ব্বাবিষ্কৃত বিধান সকল এতদ্দেশে পরীক্ষিত হইতে পারে।

অনেক বিষয় এখনও সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে মীমাংসিত হয় নাই। অথচ সেই সকলের মীমাংসা না হইলে মানবসমাজের বিশেষ গুরুতর বিষয়গুলিও অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। এস্থলে দুইটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। স্বোপার্জ্জিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফল বংশানুগত হয় কি না? পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রকৃত পক্ষে কোন স্থায়ী ফল আছে কি না? মেণ্ডেলের সঙ্করজাতিবিষয়ক বিধান মানবসমাজে প্রযোজ্য কি না? এ সকল বিষয় এখনও সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে মীমাংসিত হয় নাই। অথচ যদি স্বোপার্জ্জিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফল বংশানুগত না হয়, তাহা হইলে, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে আমরা যে আগ্রহ দেখাইতেছি, তাহার অপেক্ষা শতগুণ আগ্রহ বংশসংশোধন-বিষয়ে দেখাইতে হয়। সেদিন (১৯০১ খৃষ্টাব্দে) অধ্যাপক পিয়ার্সন, অনেক গবেষণার পর মীমাংসা করিলেন—There is no hope of racial purification in any environment which does not mean selection of the germ তাঁহার বহু পূর্ব্বে বিষ্ণুশর্ম্মাও বলিয়াছিলেন—

"ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং
ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ।
স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে
যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ॥"

এ সকল কি সত্য? বহু পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করুন; যদি ঐরূপ মীমাংসাই সত্য হয়, তাহা স্বীকার করুন; এবং বংশসংশোধনেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী হউন। অপত্য-সংখ্যা, আয়ুঃ, জননশক্তি—এ সকল কি বংশানুগত? পুত্রলাভ অথবা কন্যালাভ কি বৈজ্ঞানিক প্রযত্নসাধ্য? বহু ব্যক্তিকে উপরের বর্ণিত প্রকারে পরীক্ষা করিয়া, তাহার তালিকা প্রস্তুত করুন; এবং সেই সকল তালিকা পর্য্যালোচনা দ্বারা ঐ সকল গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করুন। যাঁহারা কৃতী, দীর্ঘায়ুঃ বংশানুক্রমিক রোগ হইতে মুক্ত, অপত্যবান্ ও সচ্চরিত্র, তাঁহাদিগের সহিত বিবাহবন্ধন যদ্যপি সমাজের উপকারী বলিয়া বুঝিতে পারেন, তবে ঘটকের পুথির ন্যায় মানব-তত্ত্ববিদ্ ঘটকগণ ঐ সকল পরিবারের নাম ধামাদি লিখিয়া পুথি

প্রস্তুত করত সযত্নে রক্ষা করুন। মানব-সমাজের হিত ইচ্ছা করিলে, এই সকল প্রকারে জীবতত্ত্ব, লোকতত্ত্ব আলোচনা করিতেই হইবে। নতুবা আমরা যাহাই করি না কেন, মানবের উৎকর্ষসাধন করিতে পারিব না। মানবই সমাজের প্রধান সম্পৎ। এ সম্পৎ যদি উত্তরোত্তর অধোগতি প্রাপ্ত হয়, তবে আর কোন দিকের কোন উন্নতিতেই কুলাইবে না। তাই আমি উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনকে, বিশেষতঃ তাহার হৃদয়বান্ কর্ম্মবীর সম্পাদকমহাশয়কে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, জীবতত্ত্ব এবং মানবতত্ত্ব-বিষয়ক অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউন। সমাজের অন্যান্য কর্ম্মের ন্যায়, সাহিত্যেও কর্ম্ম-বিভাগ আবশ্যক; অন্যান্য সাহিত্য-সম্মিলন, সাহিত্য-সভা, সারস্বত-সমাজ, সাহিত্য-পরিষদ্, কিম্বা আমাদিগের বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি, সাহিত্যের অপরাপর বিভাগের অনুশীলন করিতেছেন, তাহাতে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হউক। সকলই মায়ের সেবা। কিন্তু আপনারা কেবল এই বিষয়ে অগ্রসর হউন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের ভাষায় বলি, আপনারা "পাঁচ দিকে পাঁচ মন দিবেন না।"

মানবতত্ত্ব-শাস্ত্রের আলোচনা করিলে, মানব-সমাজের সম্যক্ হিতসাধন করিবার পথ চিনিয়া লওয়া সহজ হয়। কিরূপে সমাজে যোগ্য ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, পর পর বংশ আরও যোগ্যতর হইতে পারে, অযোগ্যের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যায়, এ সকল আলোচনা অধুনা মানবতত্ত্ব-শাস্ত্রের এক বিশেষ অংশভুক্ত হইয়াছে। মৃত মহাত্মা গ্যাল্টন্ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে "ইউজেনিক্স লেবরেটরী" নাম দিয়া ইহার এক শাখা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এতদ্দেশে তদ্রূপ পরীক্ষাগার অগৌণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল কথা এই শাস্ত্রের আলোচ্য, পূর্ব্বে তাহার আভাস দিয়াছি। এই আসামপ্রদেশে এত বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষা এবং উহাদিগের সংমিশ্রণ লক্ষিত হয় যে, ইহাকে মানবতত্ত্ব-অধ্যয়নের প্রকাণ্ড বিদ্যালয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু একদিন মাত্র সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া দুই একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আশা করা যায় না। আপনারা অনুষ্ঠেয় কার্য্য সকল অবধারণ করিয়া দেন; কর্ম্মিগণ অগ্রসর হউন এবং যে সকল কথা অবগত হইতে পারেন, তাহা সমাজের উপর প্রয়োগ করিতে সাহসী হউন। এ বিষয়ে নিশ্চেষ্টতার ফল জাতীয় বিলোপ। এ শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে আর বিলম্ব করিবার সময় নাই। গৌহাটীর সাহিত্যানুশীলনী সভা অল্পকালের মধ্যে যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাহাতে সাহস পাইয়াই, তাঁহাদিগের অধ্যবসায়ে আহূত এই সাহিত্য-সম্মিলনে এ বিষয়ের উল্লেখ করিতে অগ্রসর হইলাম।

ইহাতে কি ভাবে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত? যে ভাবে অন্যত্র এই সকল বিষয় অনুশীলিত হইতেছে, তাহা প্রথমেই আমাদিগের সাধ্য হইবে কি না, বলা যায় না। কিন্তু আদর্শ ঠিক করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য; আদর্শ ঠিক না থাকিলে পথভ্রষ্ট হইয়া পণ্ডশ্রম মাত্রই

সার হইতে পারে। আমি আপনাদিগের সমক্ষে বিলাতের British Association-এর আদর্শ ধরিতে ইচ্ছা করি। বর্ত্তমানে আমরা ভারতবর্ষীয় কংগ্রেসের আদর্শে চলিতেছি, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। তাই, সমস্ত বর্ষ কোন কাজই হইতেছে না। সাহিত্য-সম্মিলন ও কংগ্রেসের ন্যায় কেবল দুই অথবা তিনদিনের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ হওয়া উচিত নহে। ব্রিটিস এসোসিয়েসন আমাদিগের আদর্শ হওয়া উচিত। যদি এ কথা আপনাদিগের মনোমত হয়, তবে আমি প্রথমেই বলিব যে, আপনারা এই অধিবেশনে যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করুন। এই সভাস্থলে যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রয়োজন অনুভব করিলে, অনায়াসে অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। তদনন্তর যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কার্য্য—অর্থাৎ কর্ম্মি-নির্ব্বাচন—তাহা বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক করুন। সম্প্রতি দুই তিনটি বিষয় আলোচ্য বলিয়া স্থির করুন; যথা মানবতত্ত্ব, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব। অধিক বিষয়ের অনুশীলন করিবার উচ্চাশা এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়া অল্পেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত বোধ হয়। ঐ তিনটি শাখার প্রত্যেকটিতে যাঁহারা কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের দ্বারা এক একটি শাখাসমিতি গঠিত হউক। যে সকল স্থানে যে ভাবে অনুশীলনীয় বিষয়গুলির তথ্যানুসন্ধান করা তাঁহারা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, তাহা তাঁহারাই পশ্চাৎ স্থির করিবেন। কিন্তু প্রত্যেক শাখার এক বৎসরের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য যে পরিমাণ টাকা আবশ্যক হইতে পারে, তাহা এই অধিবেশনেই নির্দ্দিষ্ট হউক। তাঁহাদিগের অনুসন্ধানের ফল মুদ্রিত করিয়া, আগামী বর্ষে সম্মিলন সমীপে উপস্থিত করিতে হইবে, এবং তৎপর তাহা আলোচিত হইলে, তথ্যনির্ণয়ের সময় উপস্থিত হইবে। এইরূপে কার্য্যে অগ্রসর না হইলে, সম্মিলন হইতে প্রকৃত উপকার লাভ করা সম্ভব নহে। এই বিষয়ের বিবেচনার ভার আপনাদিগের উপরই ন্যস্ত করিতেছি।

এক্ষণে এই অধিবেশনের কার্য্যনির্ব্বাহসম্বন্ধে দুইটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আপনারা যে সকল প্রবন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিষয়ানুসারে তাহার শ্রেণীবিভাগ করুন, এবং তন্মধ্যে যে গুলি সম্মিলনে পঠিত হইবে, তাহারও অবধারণ করুন। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রবন্ধগুলি পৃথক্ পৃথক্ সময়ে পঠিত ও আলোচিত হউক; পৃথক্ পৃথক্ স্থানে হইলেও ভালই হয়। সুধু পাঠ অপেক্ষা আলোচনা হওয়াই সমধিক ফলপ্রদ।

উপসংহারে আপনারা আমাকে এই সম্মানসূচক পদে মনোনীত করায়, এবং এই অকিঞ্চিৎকর অভিভাষণ এতক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক শ্রবণ করায়, সহস্র সাধুবাদ করিতেছি। এই সম্মিলনের যদি কিছু সফলতা হয়, তাহা আপনাদিগের সহিষ্ণুতা এবং একাগ্রতাতেই হইবে, সন্দেহ নাই। যিনি বিপন্নের শরণ, পতিতের আশ্রয়, সেই দয়াময় আপনাদিগের কামনা পূর্ণ করুন।

শ্রীশশধর রায়।

———

তত্ত্বালোচনায় প্রমাদ।

সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা, পৃথিবীর আদি ভাষা, যিনি সর্ব্বপ্রথমে এই ভাষা হইতে পদার্থের উপস্থাপক পদরাশির বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অন্তে বিভক্তির চিহ্ন বিলোকন করিতে পারিয়াছেন, বিভক্তির অর্থ-নির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়াছেন ও কতিপয় বিভাগে বিভক্তিগুলিকে বিভক্ত করিয়া অনন্ত পদরাশিকে কতিপয় বিভাগে আনয়ন করিয়াছেন, আবার পদগত বৈচিত্র উপলব্ধি করিয়া যাঁহার প্রতিভা তাহার কারণ-নির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়াছে ও তদ্দ্বারা অনন্ত পদরাশিকে নানাবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়া শব্দজগতের মধ্য-গগনে সূর্য্যের ন্যায় একটি সমুজ্জ্বল আলোক প্রদান করিয়াছেন, সেই মহা প্রতিভাশালী শব্দবিজ্ঞানের আদি আবিষ্কর্ত্তা, পদসাধন-প্রণালীর আদিপ্রবর্ত্তক, বিভিন্ন অর্থের আদি প্রদর্শক, পদমন্ত্রবাক্যমন্ত্রের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি কে,—আদি বৈয়াকরণ কে—জানি না।

যিনি পাণিনীয় ব্যাকরণ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, মহামুনি পাণিনি আদি বৈয়াকরণ নহেন। পাণিনীয়সূত্রে অনেক বৈয়াকরণ ঋষির নাম উল্লেখিত হইয়াছে। এমন কি, পাণিনীয় সূত্রে ঋষি কলাপীর পর্য্যন্ত নাম দৃষ্ট হয়। বেদশাখাবিশেষের প্রবর্ত্তক—কলাপীর সত্তা থাকে থাকুক, তাহা হইতে ব্যাকরণের সূত্র-প্রণেতা কলাপী ভিন্ন বা অভিন্ন জানি না, পাণিনির অনুশাসনে নিষ্পন্ন কালাপ শব্দে যে কলাপব্যাকরণের অধ্যেতৃদিগকে বুঝায়, গ্রন্থকারদিগের সময় হইতে দীর্ঘকাল যে সেইরূপ ব্যবহার আছে, নিঃসন্দেহে তাহা বলিতে পারি।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বুঝিবার জন্য, ছাত্রমণ্ডলী বুঝাইবার জন্য অধ্যাপকশ্রেণী, তাহাতে যত প্রকার আপত্তি হইতে পারে, তাহার উদ্ভাবনে বিদ্যার্থিবৃন্দ, তাহার সমাধানে উপাধ্যায়গণ যেরূপ নিয়ত ব্যাপৃত ছিলেন, সুতরাং অভিলাষ সত্ত্বেও তাঁহারা সেই সেই গ্রন্থের গ্রন্থকারদিগের ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য এক মুহূর্ত্তও অবসর পাইতেন না। ইতিহাস থাকিলেও পণ্ডিতসমাজের অবজ্ঞায় ও অনাদরে গ্রন্থকারদিগের ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়াছে। অনধ্যায়ের রাত্রিতে গ্রন্থকারের নামে কল্পিত উপন্যাসে ছাত্রদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার রীতি অধ্যাপক সমাজে প্রচলিত ছিল।

চতুষ্পাঠীতে আবাল্য শিক্ষিত খ্যাতনামা কোন এক নৈয়ায়িক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; "উদয়নাচার্য্য বাঙ্গালী কি মৈথিল" তিনি হাসিয়া উত্তরে বলিয়াছিলেন; উদয়নাচার্য্য বাঙ্গালী হইলেই কি, মৈথিল হইলেই কি, আর উড়িয়া, মহারাষ্ট্রীয় হইলেই বা কি? উদয়নাচার্য্যের সূতিকাগৃহ দক্ষিণদ্বারী হউক, আর উত্তরদ্বারীই হউক, সে গৃহে কয়জন সধবা বা কয়জন বিধবা ছিল, সেই সমস্তের অবধারণ করিলে আত্মতত্ত্ববিবেক, কুসুমাঞ্জলি বা কিরণা-

বলীর পাঠ লাগিবে না ; সুতরাং জানিবার আবশ্যকতা কি ?" এই উত্তর শুনিয়া পাঠক পাঠিকা বুঝিতে পারিবেন, গ্রন্থকারদিগের ইতিবৃত্তে প্রাচীন অধ্যাপকদিগের কিরূপ শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল।

কোন একটি অধ্যাপক বলিয়াছিলেন, "কালিদাস বলিলে তোমরা কি বুঝ ? আমরা কিন্তু বুঝি রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্যই কালিদাস। কালিদাস বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার দুই পুত্র এক কন্যা ছিল, অমুক গ্রামে তাঁহার বাস, এ গুলি কালিদাসের কালিদাসত্ব নয়, অনেকেই ত বিবাহ করে, অনেকেরই দুই পুত্র এক কন্যা আছে" ইত্যাদি। অধ্যাপক মহাশয়ের এই উক্তিতেও আমরা বুঝিতে পারি ; ইতিবৃত্তের উপরে চতুষ্পাঠির অধ্যাপকশ্রেণীর কি পর্য্যন্ত অনাগ্রহ ও ঔদাসীন্য।

পাশ্চাত্যশিক্ষা-প্রভাবে সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান-পিপাসা নূতন-কলেবরে এদেশে আসিয়াছে। পাশ্চাত্য-শিক্ষায় যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা অতীত যুগের রাজাদিগের, গ্রন্থকারদিগের, ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের, কবিদিগের ইতিহাস বহিষ্করণে বদ্ধপরিকর। নানা নিদর্শন দেখাইয়া কোন্ সময়ে, কোন্ দেশে, কাহার পরে কে প্রাদুর্ভূত, তাহা নির্ণয় করিতে যাইয়া তাঁহারা একশেষ যত্ন প্রদর্শন করিতেছেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা যেমন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বুঝিবার জন্য তন্ময় ছিলেন, কিন্তু ইহাদিগের তন্ময়তা সেইরূপ ইতিহাসাংশে আছে, প্রতিপাদ্যাংশে নাই, প্রতি-পাদ্যাংশে ইহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। কাহাকে লক্ষ্য করিয়া পাণিনীয়-ব্যাকরণে "বাসুদেব" শব্দ কীর্ত্তিত, পাণিনীয় ব্যাকরণে কোনও আকারে শাক্যসিংহের কোনও উল্লেখ আছে কি না, এই সকল বহিষ্করণ করিবার জন্য ইহাদিগের যে পরিমাণে আগ্রহ, যদি তাহার শতাংশের একাংশও প্রতিপাদ্যাংশ বুঝিবার জন্য থাকিত, তবে আর আমরা 'ব্যাকরণ-বিভীষিকার' মত পুস্তক দেখিয়া বঙ্গভাষার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা বুঝিয়া আতঙ্কিত ও লজ্জিত হইতাম না। পাণিনীয়ের ন্যায় সুবৃহৎ ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন হইবার আবশ্যকতা নাই, পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত চতুর্থ ভাগ পর্য্যন্ত কৌমুদীর সূত্রগুলি স্মরণ থাকিলেই মোটামুটি সংস্কৃত প্রবন্ধ বুঝিতে বা লিখিতে সামর্থ্য জন্মে। আশ্চর্য্যের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পরে, ধাতুরূপ শব্দরূপ দূরের কথা, সামান্য-সন্ধিযোজনা করিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত পরীক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষিত মহাত্মা-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া সুদূরে পলায়ন করে। বঙ্গের দুর্ভাগ্য, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ইতিহাসের চর্চ্চা করিবেন না ; শিক্ষিতমণ্ডলী ইতিহাসের চর্চ্চা করিবেন, সংস্কৃতে জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়াস পাইবেন না।

যে সকল প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসন পাওয়া যাইতেছে, সংস্কৃত জ্ঞানের অভাবে সেই গুলির বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধার একান্ত অসম্ভব ; বিশুদ্ধ পাঠের অভাবে প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার অসম্ভব। অন্ততঃ ইতিহাসচর্চ্চার উদ্দেশেও সংস্কৃতচর্চ্চার একান্ত প্রয়োজন। সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধুবর অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের নিপুণ দৃষ্টি সংযোগ না হইলে শিল্পিশ্রেষ্ঠ রাণকশূলপাণি প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌দিগের নিকটে চিরদিন আণকশূলপাণি নামেই পরিচিত থাকিতেন। একটি সামান্য

অক্ষরের ভ্রমে যখন ইতিহাসে একটি গুরুতর বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখন সংস্কৃত জ্ঞানের অভাবে যদি এই আকারের শত সহস্র ভ্রম থাকিয়া যায়, তাহা হইলে কি আর ইতিহাস উদ্ধারের আশা করা যাইতে পারে, বরং অন্ধকারে থাকা ভাল, অন্ধকারে যাহাদিগের পদবিক্ষেপ অভ্যস্ত, তাহারা অনায়াসে ঘোর অন্ধকারে পদবিক্ষেপ করিয়া গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারে। আঁলো আঁধারি হইলে অতল গর্ত্তে পড়িবার যে গুরুতর আশঙ্কা আছে, তাহার উপায় কি ?

সংস্কৃত ব্যাকরণে বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন না হইলে, সংস্কৃতে লিখিত গদ্য পদ্যের প্রকৃত অর্থ-গ্রহণে কেহই সমর্থ হয় না। উদাহরণে আমরা মহাকবি উমাপতির রচিত প্রত্যুম্নেশ্বর-মন্দিরের প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ কবিতামালার একটি মাত্র পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারি। সেই শিলালিপির চতুর্দ্দশ শ্লোকে মহারাজ হেমন্তসেনের মহিষী যশোদেবীর গুণগাথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই শ্লোকে "যশোদেবী" পদের বিশেষণ পদরূপে "মহারাজ্ঞী" একটি পদ নিবিষ্ট আছে। স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে ব্যাকরণের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই প্রয়োগটি অপপ্রয়োগ বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু স্ত্রীত্ববোধক "ঈপ্' প্রত্যয়ের যোগে রাজন্ শব্দের রাজ্ঞী এই পদ নিষ্পন্ন করিয়া পরে মহৎ এই শব্দের যোগে কর্ম্মধারয় সমাস করিলে আর কোনও দোষ হয় না। যাহারা ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রবিষ্ট নয়, তাহারা আপত্তি করিতে পারে বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, মহৎ শব্দের সহিত রাজন্ শব্দের পূর্ব্বে সমাস করিয়া ঈপ্ প্রত্যয় করিলে মহারাজ্ঞী হয় না, পরে করিলে হয় ; এ একরূপ বৈয়াকরণিক চতুরতা, ঐরূপ প্রয়োগ দুষ্ট প্রয়োগ হইলে সকল সময়েই দুষ্ট প্রয়োগ হইবে, পরে করিলেই কি, আগে করিলেই কি ? প্রতিবেশিনী প্রগল্‌ভা পার্ব্বতী দেবী পৈতা পাকাইতে পাকাইতে প্রবন্ধের এই অংশে মনোযোগ দিয়াছিলেন, তিনি হাসিয়া বলিলেন 'এ আবার আপত্তি কি ? সিদ্ধের আগে দা'লে লবণ দিলে দাল সিদ্ধ হয় না, সিদ্ধের পরে দিলে দাল সুতার হয়, আবার জিলাপীর খ'মে সিরা মিশাইয়া ভাজিলে জিলাপী হয় না, জিলাপী ভাজিয়া সিরায় ডুবাইলে ঠিক হয়। এই ত সোজা উত্তর রহিয়াছে।" আমরাও পার্ব্বতী দেবীর এই প্রত্যুত্তরে অনুমোদন করিয়া বলিতেছি, ইহাতে বৈয়াকরণিক চতুরতা নাই বৈয়াকরণিক নিপুণতা আছে। পদের রূপগত পার্থক্য বা অর্থগত পার্থক্য-নিরূপণের উদ্দেশেই ব্যাকরণের বিভিন্ন সূত্রের সৃষ্টি। এস্থলে এই পদদ্বয়ের রূপগত বৈচিত্র্য দেখিয়া সমাসের পৌর্ব্বাপর্য্যের উপলব্ধি হইতেছে। আবার সেই পৌর্ব্বাপর্য্য দ্বারা বিভিন্ন অর্থের উপলব্ধি হইতেছে। মহৎ শব্দের সহিত রাজন্ শব্দের সমাস করিলে রাজগত মহত্ত্বের উপলব্ধি হয়, রাজ্ঞী শব্দের সমাস করিলে রাজ্ঞীগত মহত্ত্বের উপলব্ধি হয়। মহৎ শব্দের সহিত রাজন শব্দের সমাস করিয়া ঈপ্ প্রত্যয় করিলে মহারাজের পত্নীমাত্র বুঝায়, রাজ্ঞী শব্দের সমাস করিলে প্রধানা রাজ্ঞী পট্টমহিষী বুঝায়। মহাকবি মহাবৈয়াকরণ মিতভাষী উমাপতি ধর মহারাজ হেমন্তসেনের যশোদেবী পট্টমহিষী ছিলেন এই বক্তব্য অর্থপ্রকাশের জন্য "মহারাজ্ঞী" এই পদের কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক সূক্ষ্মতত্ত্ব-নিরূপণের জন্য ব্যাকরণে তাদৃশ ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন। ব্যাকরণে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য না জন্মিলে ঐতিহাসিক সূক্ষ্মতত্ত্বের আবিষ্কার অসম্ভব। ব্যাকরণে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ নাও করিয়াছেন, ব্যাকরণের বৃত্তিটীকা লিখিয়া যাঁহারা জগতে সুপরিচিত ও প্রপূজিত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও কোনও কোনও বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হয়। পাঠক পাঠিকার কৌতূহল-নিবৃত্তির নিমিত্ত তন্মধ্যে একটি মাত্র উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

একটি পাণিনীয় সূত্র আছে "পদ্দো মাস্, হৃন্নিশসন্, যূষন্ দোষন্, যকঞ্ছকন্নুদন্নাসঞ্ছস্ প্রভৃতিষু"। ইহার অর্থ শস্ প্রভৃতি পরে থাকিলে পদ্, নস্ মাস্, হৃদ্ নিশ্ অসন্, যূষন্, দোষন্, যকন্, শকন্ উদন, আসন্ আদেশ হয়। কোন শব্দের স্থানে কি আদেশ হয়, পাণিনি তাহা খুলিয়া বলেন নাই, আদেশের নির্দ্দেশ আছে, কাহার স্থানে আদেশ হইবে, সেই সেই শব্দের নির্দ্দেশ নাই।

পাণিনীয় সূত্রের তিনখানি বৃত্তির সংবাদ আমরা অবগত। প্রথম জয়াদিত্য-কৃত বৃত্তি কাশিকা নামে খ্যাত মহাবৃত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ, প্রামাণিক ও প্রাচীন। দ্বিতীয় বৃত্তি মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের আদেশে বৌদ্ধ পুরুষোত্তম কর্ত্তৃক-রচিত, ভাষা বৃত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই দ্বিতীয় বৃত্তিরই রাজসাহী রঙ্গপুর প্রভৃতি বঙ্গদেশে অধ্যয়ন ও অধ্যাপন প্রচলিত ছিল। তৃতীয় বৃত্তিই দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত ভট্টোজিদীক্ষিত কর্ত্তৃক সর্ব্বশেষে বিরচিত, সিদ্ধান্তকৌমুদী নামে খ্যাত। বর্ত্তমান কালে এই পুস্তকেরই সর্ব্বত্র (বিশেষতঃ কাশী, মিথিলা ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশে) সমাদর ও অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত। উল্লিখিত সূত্রের আদেশগুলি যে যে শব্দের লোপ সাধন করিয়া উৎপন্ন হয়, বৃত্তিকারেরা তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। একটি শব্দ লইয়া প্রাচীন ও নবীন বৃত্তিকারের মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন শব্দের স্থানে "আসন্" আদেশ হয়, ইহার উত্তরে পূজনীয় বৃত্তিকার জয়াদিত্য বলিয়াছেন "আসন" শব্দের স্থানে হয়। মাননীয় বৃত্তিকার ভট্টোজি দীক্ষিত লিখিয়াছেন না, আসন শব্দের স্থানে হয় না 'আস্য' শব্দের স্থানে "আসন্' আদেশ হয়। তাঁহার বৃত্তির অংশ এই "যত্তু আসনশব্দস্যাসনন্নাদেশ ইতি কাশিকায়ামুক্তং তৎপ্রামাদিকং"। ভট্টোজি দীক্ষিতের মত মহাপণ্ডিত মহাবৈয়াকরণ, প্রাচীন প্রামাণিক বৃত্তিকার জয়াদিত্যের ভ্রমপ্রমাদ লক্ষ্য করিতে পারেন ও সগর্ব্বে উচ্চকণ্ঠে স্পষ্ট করিয়া "প্রামাদিকং" এইরূপ গর্ব্বোদ্দীপিত বাক্যের অবতারণা করিতে পারেন, আমরা মূর্খাতিমূর্খ, ইহার কোনটি ঠিক বুঝিতে অসমর্থ! "ত্যাস্নো বৃকস্য বর্ত্তিকাভীকে" এই ঋকে "আস্য' শব্দের স্থানে "আসন্' আদেশ হইয়াছে বুঝিলাম ; কিন্তু "আসন" শব্দের স্থানে আসন্ আদেশ হয় না ইহার প্রমাণ কি? কোন্ প্রমাণের বলে মহাত্মা দীক্ষিত "তৎপ্রামাদিকং' বলিয়া কাশিকার ভ্রম-প্রদর্শন করিলেন?

প্রগল্‌ভা পার্ব্বতীদেবীর যজ্ঞোপবীত গ্রন্থন শেষ হয় নাই। তিনি শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ভাই তুমি শুন নাই ওবাড়ীর বৃদ্ধা হরসুন্দরী মেজবৌকে ডাকিয়া বলিলেন "কেমন ইচোড়ের ঝাল রাঁধা হইয়াছে?" বৌ উত্তরে বলিল "হাঁ হইয়াছে"। বৃদ্ধা রাগিয়া

লাল, বলিলেন, "তবে তুমি শুক্তুনি রাঁধ নাই, কেন রাঁধ নাই ? আমি শুনিতে চাই।" বৃদ্ধার ছোটপুত্র রামপ্রসাদ দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল "কেন মা, মিছামিছি রাগ করিতেছ? কিসে তুমি বুঝিলে, শুক্তুনি রাঁধা হয় নাই ? ইচোঁড়ের ঝাল রাঁধা হইয়াছে, বলিলেই কি শুক্তুনি রাঁধা হয় নাই বুঝায় ? আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ঝোলের উপর শুক্তুনি হইয়াছে, ডালনা হইয়াছে, চড়চড়ি হইয়াছে, মুগের দাল হইয়াছে, ফুলোরি ভাজা হইয়াছে, অম্বল হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।" হরসুন্দরী রাগিয়া খুন, "তুই ত বলিবি, তুই যে মেজবৌএর কেনা গোলাম" সে এক কুরুক্ষেত্রী। হরসুন্দরী যে প্রমাণের বলে ঠিক করিয়াছিলেন, শুক্তুনি রাঁধা হয় নাই, তোমাদিগের ভটমহাশয়ও সেই প্রমাণের বলে ঐরূপ বলিয়াছেন। সে বিষয়ে আর প্রমাণ খোঁজ কেন?"

প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেব প্রাচীন আটখানি ব্যাকরণ দেখিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া তাঁহার মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের রচনা করিয়াছেন, তাহার সূত্র "পাদ, দন্ত, যূষ, নিশা, পৃতনা মাসাসন" ইত্যাদি। পাঠক পাঠিকা বুঝিবেন, মুগ্ধবোধের মতে "আসন" শব্দের স্থানে "আসন্" আদেশের ব্যবস্থা। কোচবিহার ও আসামপ্রদেশে রত্নমালা নামে ছন্দো গ্রথিত একখানি উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ প্রচলিত আছে, তাহার রচয়িতা পুরুষোত্তমদেব। তাহাতেও "আসন" শব্দের স্থানে "আসন্" আদেশের উপদেশ আছে; সুতরাং এই বিষয়টি লইয়া একাকী জয়াদিত্য ভ্রান্ত হয়েন নাই, আরও দুইটি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রান্ত হইয়াছেন। সুপ্রাচীন কাতন্ত্র ব্যাকরণের মূলে এই আকারের কোন সূত্র নাই, ভগবান্ দুর্গসিংহও বৃত্তিতে বা টীকায় "আসন্" আদেশের নিমিত্ত কোন ও বক্তব্য প্রণয়ন করেন নাই। কাতন্ত্র পরিশিষ্টে ও পাণিনিসূত্রোক্ত সমস্ত আদেশগুলি লইয়া সূত্র নাই, "অঘুটি মাসনিশয়োর্মাস্‌নিশৌ" একটি ও "পাদ, হৃদয়, যূষ, দোষাং পদ্ হৃদ্, যূষণ দোষণঃ" আর একটি সূত্রে পাণিনীয় সূত্রোক্ত ছয়টিমাত্র আদেশ ও সেই আদেশের প্রকৃতীভূত ছয়টিমাত্র শব্দের উল্লেখ আছে। বৃত্তিকার দুর্গসিংহ টীকায় পরিশিষ্টোক্ত সেই আদেশগুলিকে আদেশ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, প্রত্যুত প্রকৃত শব্দ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন, সেই জন্য আদেশের ব্যবস্থা করেন নাই। দুর্গসিংহ যে যে আদেশকে শব্দ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; কোষকার অমরসিংহ ও দুর্গসিংহের অনুবর্ত্তী হইয়া পাণিনীয় সূত্রসত্ত্বেও তাঁহার প্রখ্যাত "নামলিঙ্গানুশাসনে" সেই গুলিকে শব্দ বলিয়া গ্রথিত করিয়াছেন। এইজন্য অনেকেই দুর্গসিংহ ও অমরসিংহ অভিন্ন ব্যক্তি বলেন; এ প্রসঙ্গে সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। দুঃখের বিষয়, সে নামলিঙ্গানুশাসনেও আস্যশব্দের পর্য্যায়ে বা আসন শব্দের পর্য্যায়ে "আসন্" শব্দ পরিদৃষ্ট হয় না।

না থাকিবার কারণ কি ? দুর্গসিংহ, অমরসিংহ বা কাতন্ত্রপরিশিষ্টকার শ্রীপতি কি এই প্রয়োগটি অবগত ছিলেন না ? পাণিনীয় সূত্রটি পর্য্যন্ত কি তাঁহাদিগের চক্ষের পুরোভাগে পতিত হয় নাই ? তাঁহারা এই প্রয়োগটি জানিতেন না, পাণিনীয় সূত্রে তাঁহাদিগের দৃষ্টিপাত

হয় নাই, এই আকারের সিদ্ধান্ত করিতে বোধহয় কাহারই সাহস হইবে না। পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি এই ত্রিমুনির নিম্নেই বোধহয়, দুর্গসিংহের আসন, আর কেহ সে আসনে অধিরূঢ় হইতে পারেন নাই। দুর্গসিংহ তাঁহার নিজের আসনে উপবিষ্ট হইয়া স্ববলে মুনি-ত্রয়ের সহিত প্রতিপক্ষতা করিয়াছেন, উপপত্তি দ্বারা অনেকস্থলে তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়াছেন। তার্কিক-প্রবর জগদীশ তর্কালঙ্কার দুর্গসিংহের অনুবর্ত্তন করিয়া অনেকস্থলে পাণিনির মতে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। কাতন্ত্র-পরিশিষ্টে যে কয়েকটি আদেশের জন্য সূত্র রচিত হইয়াছে; সে আদেশ কয়েকটিও ভাগবৃত্তিকারের মতে ছান্দস। পরিশিষ্টকার সে মতের খণ্ডন করিয়া লিখিয়াছেন,—"ন তন্মতমাস্থানাং বৃত্তিকৃতাং, ন চ চান্দ্রস্য। স্মার্ত্তাশ্চ ভাষায়ামপি প্রযুক্তবন্তঃ।" বেদ-ভিন্ন সংস্কৃত-ভাষাতেও যে ঐ কয়েকটি আদেশের প্রয়োগ আছে, শ্রীপতি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। শ্রীপতির সেই প্রবন্ধাংশ পাঠ করিয়া আমরা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারি যে, কেবল সেই পাণিনীয় সূত্র কেন পাণিনীয় সূত্রের তৎকাল-প্রচলিত প্রাচীন ও নবীন সমস্ত বৃত্তিগুলিই তিনি দেখিয়াছেন। দেখিয়া শুনিয়াও এই মহামহোপাধ্যায় অভ্রান্ত পণ্ডিতত্রয় কেন যে "আসন্" আদেশের সূত্র, বক্তব্য বা কোষে "আসন্" শব্দ নিবদ্ধ করেন নাই, তাহার এই মাত্র কারণ বলিতে পারি, লৌকিক ভাষাতে এই পদটির প্রয়োগ নাই, প্রয়োগটি বৈদিক। ভট্টোজিদীক্ষিতও বৈদিকপ্রয়োগ দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। দেখা যাউক, আসন শব্দের স্থানে "আসন্" আদেশের বৈদিক-প্রয়োগ আছে কি না।

"নাসত্যাস্না ভুরণ্যতি"। ৫।৭৩.৬ ঋক্

"আসনি কিং লভে মধুনি"। ক।

আস্য শব্দের স্থানে "আসন্" আদেশের প্রয়োগ বৈদিক, আসন শব্দের স্থানে "আসন্" আদেশের প্রয়োগটিও বৈদিক। আমরা যখন উপরি উক্ত শ্রুতিদ্বয়ে আসন শব্দের স্থানে আসন্ আদেশের প্রয়োগ পাইতেছি; তখন কি করিয়া ভট্টোজিদীক্ষিতের মতের অনুমোদন করিতে পারি? কি করিয়াই বা ভট্টোজিদীক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গে মহামান্য জয়াদিত্যের উদ্ভাবিত প্রয়োগটি প্রাসঙ্গিক বলিয়া বৈয়াকরণকেশরী বোপদেব ও পুরুষোত্তমকে ভ্রান্ত বলিয়া অবধারিত করিতে পারি। আমরা এই প্রসঙ্গে আর অধিক বলিয়া পাঠক পাঠিকার বিরাগ-ভাজন হইতে চাহি না, সংস্কৃতভাষা কিরূপ দুরবগাহ, তাহা শিক্ষা করিতে কিরূপ যত্ন আয়াসের প্রয়োজন, কিরূপ মার্জ্জিতবুদ্ধির প্রয়োজন, তাহাই বুঝাইতে চাহি, সংস্কৃতে কীদৃশ পাণ্ডিত্য-লাভ করিলে সংস্কৃতে লিখিত পুস্তক, প্রবন্ধ শিলালিপি ও তাম্রশাসন বুঝিতে পারা যায়, তাহাই বুঝাইতে চাই। আর বুঝাইতে চাই, যাঁহারা ভারতের পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতের মুখে তাঁহাদিগের মনোভাবব্যঞ্জক অনর্গল সংস্কৃত-বাক্যরাশি শুনিয়া ও তাঁহাদিগের মুখে শকারত্রয়ের, নকারদ্বয়ের, জকারদ্বয়ের ও বিসর্গের উচ্চারণে বিভিন্নতার উপলব্ধি করিয়া ভাবে তদ্গত ও ভক্তিতে বিভোর হইয়া পড়েন, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলায় "সংস্কৃতশিক্ষা হয় না,

বাঙ্গালী পণ্ডিত কেবল ঘটত্ব, পটত্ব লইয়াই ব্যস্ত অবধারণ করেন ও নবদ্বীপে গেলে কিছুই পাইবে না, কাশীতে গিয়া সিদ্ধান্তকৌমুদী অধ্যয়ন করিলে আমি মুক্তহস্তে তোমাকে সাহায্য প্রদান করিব, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া বাঙ্গালী-বিদ্যার্থীকে কাশী প্রেরণে প্রণোদিত করেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের পূজনীয় ভক্তিভাজন তত্তদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহার শ্রেষ্ঠ আসন; তাঁহার বিধান ও তৎপ্রণীত মহামূল্য "সিদ্ধান্তকৌমুদী" পুস্তকে তৎপ্রদর্শিত ব্যবস্থা।

রঘুনন্দন স্মৃতিশাস্ত্রে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের ভ্রমপ্রদর্শন করিয়াছেন, রঘুনাথ, মথুরানাথ, জগদীশ, গদাধর ন্যায়দর্শনে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মনীষা ভ্রান্তিদুষ্ট দেখাইয়া নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। কাশীকাবিবরণপঞ্জিকা, কাতন্ত্রপঞ্জী, পরিশিষ্টপ্রকাশ, কলাপচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থে বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকারেরা শব্দতত্ত্বের নব নব সূক্ষ্মসিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি; ভাষাবৃত্তি নামক বৃত্তির রচয়িতা বঙ্গদেশী পণ্ডিত পুরুষোত্তম, রত্নমালানামক ব্যাকরণের প্রণেতাও বঙ্গদেশী অন্য পুরুষোত্তম। আবার সারস্বত ব্যাকরণও বঙ্গদেশে রচিত, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের গ্রন্থকার মহারাজাধিরাজ জুম্মরনন্দী বাঙ্গালী কি না নিশ্চয় করিয়া বলিতে না পারিলেও তাহার বৃত্তিকার পণ্ডিত ক্রমদীশ্বর যে বাঙ্গালী বিশেষতঃ বরেন্দ্রভূমির অধিবাসী, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। তিনি "ইতি বারেন্দ্র চক্রচূড়ামণিক্রমদীশ্বর-বিরচিতে" ইত্যাদি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন। তিনিও অকুণ্ঠিতচিত্তে কোষকার অমরসিংহের পর্য্যন্ত ভ্রমপ্রদর্শন করিয়াছেন। তথাপি যদি বাঙ্গালীর নিকটে বাঙ্গালী পণ্ডিত সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বলিয়া অবজ্ঞাত হয়েন, তবে আমাদিগের বলিবার কিছুই নাই।

উপসংহারে আমরা পূজনীয় অধ্যাপকমণ্ডলী ও বঙ্গের গৌরব শিক্ষিত সম্প্রদায় এই উভয়ের নিকটে বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করি, অধ্যাপকমণ্ডলী তাঁহাদিগের অধ্যাপনাকালের মধ্য হইতে যৎকিঞ্চিৎ মুহূর্ত্ত উন্মুক্ত করিয়া ইতিহাসচর্চ্চায় নিয়োজিত করুন, আর শিক্ষিতসম্প্রদায় ইতিহাসচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণের দ্বার দিয়া পবিত্র মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া উপনীত হইয়া সুরসরস্বতীর উপাসনা করুন। তাহা হইলে মণিকাঞ্চনযোগ হইবে, মাতা স্বহস্তে তাঁহার অমূল্যদুর্ল্লভ রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ কোষাগার উন্মুক্ত করিয়া দিবেন, মাতার ধনে পুত্র আমরা অধিকারী হইব, সেই রত্নরাশির যথাযথ ব্যবহার করিয়া ধন্য হইব। জগৎ সেই সুপ্রাচীন কোষাগারের উন্মুক্ত অনর্ঘ্য রত্নসম্ভারের ঔজ্জ্বল্যে, চাকচক্যে ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইবে, বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে বিলোকন করিয়া ভারতের পূর্ব্বগৌরবে অভিভূত হইবে। আশা করিতে পারি, তাহা হইলে একদিন না একদিন সেই রত্নরাজির ভিতরের কোনও একটি উজ্জ্বলরত্নের উদ্দীপিত প্রভায় সেই মহাপুরুষকে, শব্দবিজ্ঞানের আদি আবিষ্কর্ত্তাকেও চিনিয়া লইতে পারিব, চিনিয়া বাহির করিতে পারিব।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন

বঙ্গে ন্যায়চর্চ্চা *

নবদ্বীপে ন্যায়চর্চ্চার পূর্ব্বে মিথিলা (ত্রিহুত) বিদ্যাচর্চ্চার প্রাধান স্থান ছিল। কি দর্শন, কি স্মৃতি, কি সাহিত্য সকল বিষয়েই মিথিলা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই স্থানেই মহামুনি গৌতম প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে ন্যায়বিদ্যার সূত্র-পাত করিয়া গিয়াছেন। প্রায় আটশত বৎসর গত হইল, এই স্থানে মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করিয়া গৌতমের মতকে প্রবল ও দৃঢ়ীভূত ও চারি খণ্ড গৌতম শাস্ত্রের টীকা করিয়া পৃথিবী আলোকিত ও ভারতে ন্যায়বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এবং এই স্থানেই তদীয় পুত্র বর্ত্তমান উপাধ্যায় দর্শনশাস্ত্রের অনেকানেক টীকা করিয়া বিখ্যাত হইয়াগিয়াছেন। এবং সেই স্থানেই বাচস্পতি মিশ্র, মুরারি মিশ্র, এবং পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি উপাধ্যায়গণ শরীর পরিগ্রহ করিয়া ন্যায়ের উত্তম উত্তম গ্রন্থ রচনা করিয়া মিথিলাভূমকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশে ন্যায়বিদ্যার উন্নতির পূর্ব্বে মিথিলায় যে সকল পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যত্নে প্রায় তিন শত বৎসর ন্যায়শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই শেষোক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ পক্ষধর মিশ্র জীবিত ছিলেন। ইহাঁর প্রকৃত নাম জয়ধর মিশ্র তর্কালঙ্কার। ইহাঁকে জয়দেবও বলে। ইনি প্রসিদ্ধ যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের ছাত্র এবং হরি মিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া স্বরচিত গ্রন্থে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। বিভিন্ন পণ্ডিতগণ পক্ষধর নামের বিভিন্ন অর্থ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, তিনি এক পক্ষ-মধ্যে কেবলমাত্র এক দিন অধ্যয়ন করিতেন। কেহ বলেন, তিনি এক দিন পঞ্জিকা দেখিয়া এক পক্ষের বিবরণ বলিতে পারিতেন এবং কেহ কেহ বলেন, তিনি একদিন পড়িয়া এক পক্ষ মনে রাখিতে পারিতেন, কিন্তু ইহা অসম্ভব, কেন না যিনি পনর দিন কোন বিষয় স্মরণ রাখিতে পারিতেন, তিনি যে ষোল দিন হইলে বিস্মৃত হইয়া যাইবেন, ইহা অস্বাভাবিক। এবং কেহ বলেন যে তিনি তর্ককালে দুর্ব্বল পক্ষ অবলম্বন করিয়া স্বীয় অসাধারণ তর্কবিক্রমে স্বমতসমর্থন করিতে পারিতেন বলিয়া স্বীয়নাম ও চতুষ্পাঠীর নাম অপেক্ষা পক্ষধর নামে বিশেষ বিখ্যাত হন। মিথিলার ঐ সকল ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগের দ্বারা ন্যায়ের অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থাদি মিথিলা ব্যতীত কুত্রাপি পাওয়া যাইত না। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। কেহ এক খানি পুস্তক রচনা করিলে হস্তে লিখিয়া লইতে হইত। ইহাতে শিক্ষার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিত। পুস্তক অভাবে অনেকেরই অধ্যয়ন হইত না, তৎকালে কেহ কোন

* রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ ৭ম বার্ষিক ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

পুস্তক রচনা করিলে তিনি তাহা গোপনে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। অদ্যাপি তন্ত্র-জ্যোতিষাদি কোন কোন বিদ্যাকে গোপনে রাখিতে দেখা যায়। ন্যায় বা তর্কশাস্ত্রের গ্রন্থাদি গোপনে রাখা রীতি ছিল। এই কারণে ন্যায় বা তর্কশাস্ত্রের গ্রন্থ মিথিলা ব্যতীত আর কুত্রাপি পাওয়া যাইত না। মৈথিলী অধ্যাপকগণ ঐ সকল গ্রন্থ অতি যত্ন সহকারে গোপনে রাখিতেন। তখন ভারতে মিথিলার অধ্যাপক ব্যতীত আর কাহারও উপাধি দিবার ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং ন্যায়শিক্ষার্থী ছাত্রগণ মিথিলায় গিয়া মৈথিলী উপাধ্যায়গণের নিকট শিক্ষালাভ করিতেন ও উপাধি প্রাপ্ত হইতেন।

যখন কোন ছাত্র শিক্ষার্থী হইয়া মিথিলায় গমন করিতেন, তখন অধ্যাপকগণ ছাত্র-দিগকে অধ্যয়নার্থ ন্যায়ের গ্রন্থাদি প্রদান করিতেন এবং পাঠ শেষ হইলেই ঐ সকল গ্রন্থ পুনর্গ্রহণ করিয়া আপন অধিকারে রাখিতেন। যখন কোন ছাত্র স্থানান্তরে বা পাঠ সমাপনান্তে স্বদেশে যাইতে উদ্যত হইতেন, তখন পাছে কোন গ্রন্থ বা টীকা বা গ্রন্থের কোন অংশ তৎকর্তৃক অপহৃত হয়, এই ভয়ে তাহাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করা হইত। মিথিলা, এইরূপে প্রায় তিন শত বৎসর যাবৎ অনন্যসাধারণতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল।

পাঠকগণ দেখুন, তৎকালে বিদ্যাশিক্ষা করা কতই আয়াস ও কষ্টসাধ্য ছিল। এইরূপ বিষম অসুবিধা সত্ত্বেও তৎকালের অধ্যাপকগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে পাঠোপযোগী গ্রন্থাদি বহুতর হইলেও এবং পাঠের যৎপরোনাস্তি সুবিধা থাকিলেও তাহার শতাংশের একাংশ শিক্ষা হইতেছে না বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

যে সকল ছাত্র মিথিলা হইতে উপাধি পাইয়া মহোৎসাহে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন, তাঁহারা প্রায়ই কোন জমিদারের বা রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করতঃ শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র যেরূপ দুরূহশাস্ত্র, তাহাতে গ্রন্থের অভাবে সুচারু শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার ছিল, এবং বুদ্ধিমান্ ছাত্রগণও সেই শিক্ষায় সন্তুষ্ট হইতেন না। বহুদিবসাবধি ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ গুরুতর অসুবিধা ছিল। পরিশেষে একজন বঙ্গবাসীর অসাধারণ মেধা ও স্মারকতাশক্তি সেই অন্তরায়ের মূলে কুঠারাঘাত করিল। এই বঙ্গদেশেই তাঁহার জন্মভূমি, সেই স্বদেশহিতৈষী মহাত্মার নাম **বাসুদেব সার্ব্বভৌম**। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গের বিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন, প্রায় ৫০ বৎসর গত হইল ইঁহার শেষ বংশধর হরিনাথ ভট্টাচার্য্য পরলোকগত হওয়ায় নবদ্বীপ হইতে তদ্বংশের বিলোপ হইয়াছে। নদীয়াজেলার অন্তর্গত আড়বান্দী গ্রামে সার্ব্বভৌমবংশীয় গোবিন্দ ন্যায়বাগীশের বংশ অদ্যাপি বাস করিতেছেন।

বাসুদেবের পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ ভট্টাচার্য্য, মহেশ্বর একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বাসুদেবকে তৎকালপ্রচলিত প্রথানুসারে ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পাঠ

সমাপনান্তে স্মৃতি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করান। বাসুদেব স্বীয় পরিশ্রমগুণে অতি অল্প দিনের মধ্যেই স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য উৎসুক হইয়া মিথিলায় যাত্রা করিলেন।

বাসুদেব যখন মিথিলা যাত্রা করেন, তখন তাঁহার বয়স আনুমানিক পঁচিশ বা ত্রিশ বৎসর, মিথিলায় তৎকালে পক্ষধর মিশ্রই প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। বাসুদেব তাঁহারই চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হইয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে তিনি নিত্য নব নব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থাদি মিথিলা ব্যতীত কুত্রাপি পাওয়া যায় না; যে ন্যায়ের নিমিত্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ-বাসী বিদ্যার্থীদিগকে মিথিলার মুখাপেক্ষা করিতে হয়, সেই ন্যায়-শাস্ত্রকে মিথিলা হইতে কোন প্রকারে সংগ্রহ করিয়া জন্মভূমি অলঙ্কৃত করিবেন। কিন্তু মৈথিলী আচার্য্যদিগের যত্নরক্ষিত ন্যায়শাস্ত্র আত্মসাৎ করা একেবারেই দুঃসাধ্য বিবেচনা করিলেন। তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, ন্যায়শাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করিয়া স্বদেশে লইয়া যাওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। তদনন্তর তিনি প্রগাঢ় পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে ন্যায় অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন এবং কয়েক বৎসর দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া ন্যায়-শাস্ত্রকে বিশেষতঃ গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত চারিখণ্ড চিন্তামণি শাস্ত্র আদ্যোপান্ত একেবারে কণ্ঠস্থ করিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, উক্ত শাস্ত্র সম্যক্ কণ্ঠস্থ হইয়াছে, তখন তিনি কুসুমাঞ্জলি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পূর্ব্ববৎ মনোযোগের সহিত কুসুমাঞ্জলি কণ্ঠস্থ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, অচিরে তাঁহার উদ্দেশ্য ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে প্রচার হইয়া অবিলম্বে ঐ কথা পক্ষধরের কর্ণগোচর হইল। সুতরাং আর তাঁহার কুসুমাঞ্জলি কণ্ঠস্থ করা হইল না। তখন তিনি স্বদেশ প্রত্যাগমনের বাসনা করিলেন, তদনন্তর তাঁহার আচার্য্য পক্ষধর মিশ্র কর্ত্তৃক তাঁহার পরীক্ষা গৃহীত হইল। তিনি যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাহার নাম শলাকা পরীক্ষা। শলাকা পরীক্ষা এইরূপ—একটি সূচাগ্র লৌহশলাকা পুঁথির পত্রের উপর নিঃক্ষেপ করিলে শেষে যে পত্রখানি বিদ্ধ হয় সেই পত্রখানি ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া হয়। এবং তাহার ব্যাখ্যা শেষ হইলে পুনরায় উক্ত শলাকা কখন সহজে কখন বা সবলে পুনঃ পুনঃ নিক্ষিপ্ত হয় ও প্রত্যেক বারেই নূতন পত্র ব্যাখ্যা করিতে হয়। তিনি তৎসমুদয় অতি সুচারু রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরু পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "সার্ব্বভৌম" এই উপাধি প্রদান করিলেন।

অনন্তর বাসুদেব স্বদেশ প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তিনি পাছে গ্রন্থ বা গ্রন্থের কোন অংশ সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, সেই আশঙ্কায় মৈথিলী অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক তাঁহার অঙ্গবস্ত্র বিশেষরূপ পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তখন বাসুদেব বলিয়াছিলেন যে, "আমার স্মৃতিপটে সমুদয় গ্রন্থ অঙ্কিত রহিয়াছে, আমার কোন গ্রন্থ লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার এই কথায় মৈথিলী অধ্যাপকগণ বিশেষ ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন,

বাসুদেবও তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন "যদি নবদ্বীপের পথে যাই, তাহা হইলে পথিমধ্যে তাঁহার জীবনের উপর কোন অত্যাচার ঘটিবার সম্ভাবনা, এই ভয়ে তিনি নবদ্বীপযাত্রাচ্ছলে ৺কাশীধাম যাত্রা করিলেন। কাশীধাম যাইবার তাঁহার উদ্দেশ্যও ছিল। মিথিলায় কেবল তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বেদান্তশাস্ত্রেও জ্ঞানলাভ করা অভিপ্রায় ছিল। তিনি কাশীধামে উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন তথায় বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ ঐ শাস্ত্রেও বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই নবদ্বীপ আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি নবদ্বীপ আসিয়া সর্ব্বাগ্রে সমস্ত ন্যায়শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিলেন, কুসুমাঞ্জলির কেবলমাত্র শ্লোকাংশই কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। সুতরাং নবদ্বীপে কেবলমাত্র কুসুমাঞ্জলির শ্লোকাংশ দেখা যায়।

তিনি পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়া সর্ব্বপ্রথম ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন। এবং উৎসাহ সহকারে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাঁহার পিতা নবদ্বীপের এক জন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, এক্ষণে সেই স্মার্ত্ত পণ্ডিতের পুত্র মিথিলা হইতে বিপুল ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া শিক্ষা দিতেছেন; এই নূতন সংবাদে চারিদিক্ হইতে তাঁহার টোলে ছাত্রগণ প্রবিষ্ট হইতে লাগিল এবং দিন দিন তাঁহার ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বাসুদেব কেবল মাত্র গঙ্গেশোপাধ্যায়-কৃত চিন্তামণি ও কুসুমাঞ্জলির শ্লোকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া ছিলেন, এবং তাহারই অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রের অন্যান্য অংশ তৎকালে অধীত হইত না, সুতরাং দূর দেশীয় ছাত্রগণ তখনও মিথিলায় গিয়া দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, মৈথিল পণ্ডিতগণ ব্যতীত উপাধি দিবার আর কাহারও অধিকার নাই। পরিশেষে বাসুদেবের জনৈক ছাত্রের বুদ্ধিকৌশলে নবদ্বীপ বিদ্যালয় উপাধি-দানের ক্ষমতা পাইয়া ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হইল। সেই অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির নাম রঘুনাথ শিরোমণি।

বাসুদেব দীর্ঘজীবী ছিলেন. রঘুনাথ ও চৈতন্যদেব তাঁহার প্রধান ছাত্র ছিলেন। কথিত আছে, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন।

বাসুদেব কি স্মৃতি, কি দর্শন, কি বেদান্ত সকল বিষয়েই সমান পারদর্শী ছিলেন, তিনি "সার্ব্বভৌমনিরুক্ত" নামে ন্যায়ের এক খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং তত্ত্বচিন্তামণিব্যাখ্যা নামে এক খানা টীকা রচনা করেন। তাঁহার আর কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থপাঠে জানা যায়, বাসুদেব জীবনের শেষ দশায় শ্রীক্ষেত্রে বাস করিয়া ছিলেন।

"বিশারদ সুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
স্ববংশে উৎকলে গেলা ছাড়ি গৌড় রাজ্য॥
তার ভ্রাতা বিদ্যা বাচস্পতি গৌড়বাসী।
বিশারদ নিবাস করিলা বারাণসী॥" (জয়ানন্দ চৈ, ম)

রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় আছে—

"উৎকলে সার্ব্বভৌমশ্চ বারাণস্যাং বিশারদঃ।
বিদ্যাবাচস্পতির্গৌড়ে ত্রিভির্ধন্যা বসুন্ধরা॥"

কি কারণে শ্রীক্ষেত্রে বাস করেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। বোধ হয়, এখন যেমন অনেকে ৺কাশীধাম বা বৃন্দাবন গমন করিয়া জীবনের শেষাবস্থা অতিবাহিত করেন, তৎকালে অনেকে শ্রীক্ষেত্র থাকিয়া শেষ জীবন যাপন করিতেন। অথবা তৎকালে সমস্ত বঙ্গভূমি মুসলমানগণের শাসনাধীন ছিল, পরন্তু উড়িষ্যা তৎকালে স্বাধীন ছিল। তথায় গঙ্গাবংশীয় প্রতাপরুদ্র দেব স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, প্রতাপ রুদ্র এক জন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ও বিদ্যা বিষয়ে নিরতিশয় উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন। এই প্রতাপ রুদ্র বাসুদেবকে যারপর নাই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহারই যত্নে ও আগ্রহে বাসুদেব তাঁহার সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া জীবনের শেষ ভাগ শ্রীক্ষেত্রে অবস্থিতি করেন। এই স্থানে তাঁহার সহিত মহাত্মা চৈতন্য-দেবের বিচার হয়, বিচারে পরাস্ত হইয়া বাসুদেব চৈতন্যের মতাবলম্বী হন এবং মহাপ্রভুর প্রভাবেই মহাপ্রসাদের উপর তাঁহার বিশ্বাস জন্মে। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ জনেশ্বর বাহিনী পতি মহাপাত্র ভটাচার্য্য। ইনি পক্ষধর মিশ্র-রচিত তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকের শব্দালোকদ্যোত নামে টীকা রচনা করেন, ইনি উৎকলপতির প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ। দুর্গাদাস বোপদেব-কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ও কবিকল্পদ্রুমের টীকা প্রণয়ন করেন, ঐ কল্পদ্রুমের টীকার নাম ধাতু দীপিকা ঐ টীকায় তিনি আপনাকে বাসু-দেব সার্ব্বভৌমের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

"শাকে সোমরসেষু ভূমিগণিতে শ্রীসার্ব্বভৌমাত্মজো।
দুর্গাদাস ইমাঞ্চকার বিশদাং টীকাং স্ববোধাবধিং॥"

পরে বলিয়াছেন "ইতি বাসুদেব-সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যাত্মজো শ্রীদুর্গাদাসশর্ম্ম-বিরচিত কবিকল্পদ্রুমটীকা সমাপ্তা" ইহাতে প্রকাশ আছে, দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পুত্র এবং ধাতুদীপিকার টীকা ১৫১১ বা ১৫৬১ শকে সমাপ্ত হইয়াছে। কারণ শাকে সোমরসেষু "রসা ইষু" ও "রস ইষু" রসেষু হয়, রসা শব্দে ৬ বুঝায়, এখানে যদি আমরা রসা ইষু গ্রহণ করি তাহা হইলে ঐ টীকা ১৫১১ শকে রচিত বলিতে পারি, ১৫১১ শক ধরিলে দুর্গদাসকে বাসুদেবের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, ১৪৫৫ শকে চৈতন্যের অন্তর্দ্ধান হয়, তৎকালে সার্ব্বভৌম জীবিত ছিলেন এবং ১৫১১ শকে ধাতুদীপিকা রচিত হয়, তাহা হইলে উভয়ের ব্যবধান কাল ৫৬ বৎসর মাত্র দেখা যায়, যদি দুর্গাদাসকে কিছু দীর্ঘজীবী ধরা যায় এবং সার্ব্বভৌমের শেষ দশায় যদি তাঁহার জন্ম অনুমান করা যায়; তাহা হইলে অনায়াসেই ইঁহাকে বাসুদেবের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, দুর্গাদাসকে বাসুদেবের পুত্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করা গেল, দুর্গাদাসের পর তাঁহার বংশের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

সার্ব্বভৌমবংশীয় গোবিন্দ ন্যায়বাগীশের বংশ অদ্যাপি নদীয়া জেলার আড়বান্দীগ্রামে বাস করিতেছেন। গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ বাসুদেবের কয় পুরুষ অধস্তন তাহা জানিতে পারা যায় নাই, তিনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান থাকিয়া নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এই সময়ে মহারাজ রাঘব কৃষ্ণনগর রাজধানী স্থাপন করেন। রাঘবের পিতামহ ভবানন্দ মজুম্‌দার প্রথমে নদীয়ায় জমিদারী প্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি মাটীয়ারীতেই বাস করিতেন, রাঘব প্রজারঞ্জক ও ধার্ম্মিক ছিলেন, বিদ্যা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। কৃষ্ণনগরে বাস করায় তিনি সর্ব্বদায়ই নবদ্বীপে আগমন ও অধ্যাপকদিগের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ করিয়া আনন্দানুভব করিতেন, তিনি ঐ গোবিন্দ ন্যায়বাগীশকে ১০৬৭ সালের ১১ই ফাল্গুন এক খণ্ড সনন্দ দ্বারায় এক হাজার বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়া বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মহারাজ রাঘব যেমন বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, সাধারণের হিতকর কার্য্যেও তাঁহার তেমন দৃষ্টি ছিল, দীগ্ নগর গ্রামে কোন জলাশয় না থাকায় তথাকার ও নিকটবর্ত্তী অধিবাসীদিগের জলাভাবে বড়ই কষ্ট হইত। রাঘব তন্নিবারণ জন্য ঐ স্থানে এক প্রকাণ্ড দীঘি ও তত্তীরে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া "রাঘবেশ্বর" নামে এক শিব প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাতে রাঘবের সময় নির্দ্দেশ আছে—

"শাকে সোমনবেষু চন্দ্রগণিতে পুণ্যৈক-রত্নাকরো
ধীরঃ শ্রীযুত রাঘবদ্বিজমণির্ভূমিভুজামগ্রণী।
নির্ম্মায় স্ফুরদূর্ম্মিনির্ম্মলজলপ্রাদ্যোতিনীং দীর্ঘিকাং
তত্তীরে কৃতরম্যবেশ্মনি শিবং দেবং সমস্থাপয়ৎ॥"

১৫৯১ শকের ১৬৬৯ খৃষ্টীয়াব্দে মহারাজ রাঘব এই শিব প্রতিষ্ঠা করেন, বাসুদেব সুপ্রসিদ্ধ আখণ্ডল বন্দ্যের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, কেবল বাসুদেব বলিয়া নয়, এই বংশে বহুতর পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর নাম উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বাপর বংশলতা দেওয়া হইল—

৺ বাসুদেবসার্ব্বভৌমের বংশাবলী—

১ ক্ষিতীশ, তৎপুত্র ২ ভট্টনারায়ণ, তৎপুত্র ৩ বরাহ বন্দ্যঘটী, তৎপুত্র ৪ সুবুদ্ধি, তৎপুত্র ৫ বৈনতেয়, তৎপুত্র ৭ বিবুধেশ, তৎপুত্র ৭ সুভিক্ষ, তৎপুত্র ৮ অনিরুদ্ধ, তৎপুত্র ৯ পৃথ্বীধর, তৎপুত্র ১০ ধর্ম্মাংশু, তৎপুত্র ১১ দেবল, তৎপুত্র ১২ যোগী, তৎপুত্র ১৩ পণ্ডিত, তৎপুত্র ১৪ আখণ্ডল।

[পর পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।]

আখণ্ডল বন্দ্যোপাধ্যায়।
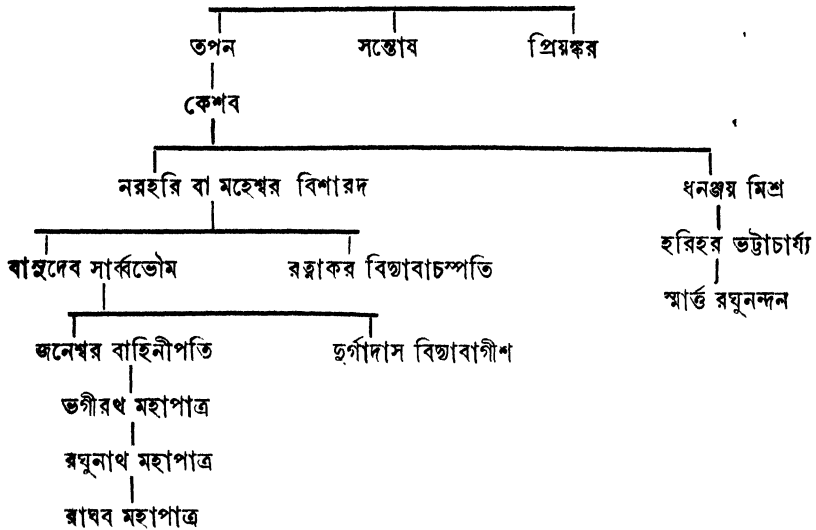
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

শারীর-বিজ্ঞানবিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ

(পানীয়)

পানীয় আমাদের শরীরের চতুর্থ উপাদান ও অতি প্রয়োজনীয় বস্তু ; অন্যান্য ভূত অপেক্ষা ইহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা অধিক, যেহেতু শরীরধারণের জন্য ইহাকে সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে হয়। ইহার অভাবে আমরা অধিক সময় জীবন ধারণ করিতে পারি না, এই জন্যই ইহার জীবন নাম অন্বর্থ। জীবনই আমাদের শরীরের রসভাগ, ইহার অভাবে শরীরের রসাংশ অতিশয় শুষ্ক হইলে সূর্য্যালোকেও অন্ধকার দর্শন বিচিত্র নহে। দুগ্ধ প্রভৃতি তরল পদার্থ এবং সংহতপদার্থের রসভাগও প্রকৃত প্রস্তাবে জল, আমরা যাহা কিছু আহার করি তাহাতেই তদ্বস্তর জলীয়াংশ উদরস্থ ও পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া শরীরের রসভাগ বৃদ্ধিকরতঃ শরীর তর্পিত ও বর্দ্ধিত করে।

যদিও জলের ন্যায় বায়ুও আমাদের অতীব প্রয়োজনীয় অথবা জল অপেক্ষাও অত্যধিক আবশ্যকীয়, তথাপি তাহার উপর আমাদের মমতা জলের ন্যায় দৃঢ়তাসম্বলিত নহে, কারণ

আমরা জলের ন্যায় বায়ুর অভাব বুঝিতে পারি না, জলের ন্যায় বায়ুকে আমার করিয়া হাতে তুলিয়া প্রাণ ভরিয়া প্রাণকে অর্পণ করিতে পারি না, নয়ন ভরিয়া দেখিতেও পাই না, সুতরাং মমতা কম। যাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার অল্প, তাহার উপর মমত্বাল্পতা স্বতঃসিদ্ধ। পয়ঃ যেন আমাদের প্রকৃতিজননীর পয়ঃ। পয়োরাশি দর্শন করিলেও যেন আমাদের হৃদয়ে কি জানি কি শান্তিরস ঢালিয়া দেয়। ক্ষণে ক্ষণে কত কত ভাবপদ্ম বিকসিত হয়। প্রশান্ত স্নিগ্ধ নীলাম্বুরাশির পুলিনপর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়া নির্নিমেষ নয়নে ফেনপুঞ্জপুষ্পদামমণ্ডিত, উত্তাল লহরীমালার প্রতি নিরীক্ষণ করিলে কাহার উত্তপ্ত হৃদয় ক্ষণকালের জন্যও কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ না করে ? স্নিগ্ধশীতল বাতচালিত অম্ভোমালাসম্পর্কে শরীর মানস মস্তিষ্ক উৎকর্ষপ্রাপ্ত হয় না, ইহা কোন্ মনস্বী ব্যক্তিই বা অঙ্গীকার করিতে পারেন। আরক্ত তপনের সাগরনিমজ্জন-দর্শন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির দর্শনে পরিণামরসনীয় গভীর ঔদাসীন্য ছায়ার আবির্ভাব না করে। যথার্থই যোগী গাহিয়াছেন "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ' সাগর দর্শনে যথার্থই ভাবুক গাহিয়াছেন "সাগরকূলে বসিয়া বিরলে হেরিব লহরী মালা" বস্তুতঃই জীবনদর্শনে জীবনে অতুল আনন্দের সঞ্চার হয়, প্রতিরোমকূপে সুধাশীকর নিঃস্রুত হইতে থাকে, আন্তরস্রোতে ভাবুকের ভাবকূপ উথলিত হইতে থাকে। আমার বিশ্বাস স্নিগ্ধশীতল সমীরসেবিত সলিল-সম্পর্কেই সাগরতীরবাসিগণ অস্মদপেক্ষা অধিক বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও আয়ুষ্মান্ হইয়া থাকে। আমাদের দেশের ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে বিদ্বান্ হইলেও তাদৃশ ধীশক্তিসম্পন্ন হইতে পারেন না। নীতিশাস্ত্রকারগণ বলেন "বিদ্যায়া বুদ্ধিরুত্তমা" বাক্যটি বড়ই মূল্যবান্। আমাদের দেশে যখন পূতসলিলা গঙ্গাযমুনা নর্ম্মদাকাবেরী গোদাবরীসরস্বতী শিপ্রাসরযূ সিন্ধুব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি অপ্রতিহত দ্রুতগতিতে উচ্ছ্বলিত হইয়া তীরোত্থান তরুলতাগুল্ম প্রভৃতি কম্পিত করিয়া মৃদু মধুররবে নাচিয়া নাচিয়া তরঙ্গকরে ভারতমাতাকে আলিঙ্গন করিয়া ধাবিত হইত, তখন তত্তট বাসিগণ স্নিগ্ধশীতল বিকশিত মস্তিষ্কে যেরূপ উপাদেয় পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারিতেন বা দিয়া গিয়াছেন, তত্তুলনায় এখনকার মরুপ্রায় ভারতের রুক্ষোষ্ণ শুষ্কমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ যে ক্রমে হেয় হইতে হেয়তর হইবেন বা হইতেছেন ইহা বিচিত্র নহে, এই জন্যই যেরূপ লোক স্বর্গগত হইতেছেন, তাদৃশ মেধাবী ব্যক্তির পুনরুদ্ভব আকাশকুসুমবৎ কাল্পনিক বলিলেও বোধ হয় দোষাবহ হইবে না। আফ্রিকা মরুময় প্রদেশ বলিয়াই আফ্রিকা অমুন্নত মস্তিষ্ক ও এত হেয় পদার্থ।

জলের স্বরূপ লক্ষণ দ্রবতা, সাধারণ ক্রিয়া রসনেন্দ্রিয়, ধাতুবর্দ্ধন তর্পণ, শৈত্য স্নেহ ও গৌরব। এই চতুর্থভূত সত্ত্ব ও তমোগুণ বহুল, আন্তরীক্ষ জল অনির্দ্দেশ্যরস জীবন তর্পণ আশ্বাসজনন শ্রমঘ্ন, পিপাসা মূর্চ্ছাদাহ প্রশমক এবং সর্ব্বত্র হিতকর। ইহা পৃথিবীতে পতিত হইয়া নদী, সরোবর, তড়াগ, বাপী, কূপ, চুণ্ডী, প্রস্রবণ, কেদার, পল্বল উদ্ভিদ্ প্রভৃতি স্থান বিশেষের পৃথক্ গুণরসান্বিত মৃত্তিকাবিশেষে অবস্থিত হইলে ষড়্বিধরসের অন্যতম রস এবং বিভিন্ন প্রকারগুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পৃথিবীগুণভূয়িষ্ঠ ভূমিতে জল লবণ ও অম্লরস, অম্বুগুণভূয়িষ্ঠ ভূমিতে মধুররস, অগ্নিগুণভূয়িষ্ঠ ভূমিতে কটু ও তিক্তরস, বায়ুগুণভূয়িষ্ঠ ভূমিতে কষায়রস—এবং আকাশগুণভূয়িষ্ঠ ভূমিতে জল অব্যক্তরস হইয়া থাকে। আন্তরীক্ষ জলের অভাবে অব্যক্তরসজল ব্যবহৃত হইতে পারে। আন্তরীক্ষ জল ধার, কার, তৌষর ও হৈমভেদে চতুর্ব্বিধ। ধারজল গাঙ্গ ও সামুদ্রভেদে পুনর্দ্বিবিধ। প্রায়শঃ আশ্বিনমাসে এই জল বর্ষিত হইয়া থাকে; ইহার পরীক্ষা এই যে, বৃষ্টির সময় রজতপাত্রে শাল্যন্ন বাহিরে রাখিবে, যদি বৃষ্টির জলে অন্নগুলি অবিকৃত দৃষ্ট হয়, তবে উহাকে গাঙ্গ বলিয়া অবগত হইবে, অন্যথা সামুদ্র বলিয়া জানিবে। গাঙ্গজলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আশ্বিনমাসে বৃষ্ট সামুদ্রজলও গাঙ্গবৎ উপকারী।

বর্ষাকালে আন্তরীক্ষ জল ও ঔদ্ভিদজল ব্যবহার করিবে, উদ্ভিদের বাঙ্গালা নাম ইঁদারা। শরৎকালে সমস্ত জলই ব্যবহৃত হইতে পারে, কারণ এই সময় সমুদয়জল প্রসাদিত হইয়া থাকে। হেমন্তে সারস বা তাড়াগজল, বসন্তে ও গ্রীষ্মে কৌপ বা প্রস্রবণজল, শীতকালে চৌণ্ঠ্য অর্থাৎ কুয়ার জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

জল—কীট, মূত্র, পুরীষ, শব, তৃণ প্রভৃতি দ্বারা দূষিত, কলুষিত বা বিষসংসৃষ্ট হইলে তাহাতে অবগাহন বা তজ্জলপান করা কর্ত্তব্য নহে। বর্ষাকালে বর্ষাসলিলে অবগাহন বা সেই নূতন জল পান নিষিদ্ধ, যেহেতু উহা বাহ্য ও আভ্যন্তর ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারে; যদাহ সুশ্রুত :—

"যোঽবগাহেত বর্ষাসু পিবৎ বাপি নবং জলং।
স বাহ্যাভ্যন্তরান্ রোগান্ প্রাপ্নুয়াৎ ক্ষিপ্রমেব তু॥"

জল—শৈবালাদি দ্বারা আচ্ছন্ন এবং শশীসূর্য্যরশ্মি-সেবিত না হইলে দূষিত বলিয়া মনে করিবে। সাধারণতঃ জলের ৬টি দোষ যথা—স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বীর্য্য ও বিপাক। খরতা, পিচ্ছিলতা, উষ্ণতা ও দন্তগ্রাহিতা স্পর্শদোষ; পঙ্কসিকতা শৈবাল প্রভৃতি দ্বারা বহুবর্ণতা রূপদোষ, ব্যক্তরসতা রসদোষ, অনিষ্টগন্ধতা গন্ধদোষ, যে জল ব্যবহৃত হইলে পিপাসার গুরুতা শূল বা কফপ্রসেক উৎপন্ন হয় তাহা বীর্য্যদোষ। যাহা বহুকালে পরিপাক প্রাপ্ত হয় বা আধ্মান জন্মায় তাহা বিপাকদোষ।

দূষিত জল কথিত করিয়া চতুর্থাবশেষ করিলে দোষমুক্ত হয় যথা—

"চতুর্ভাগাবশেষন্তু তৎ তোয়ং গুণবৎ স্মৃতং"

আবিল জল কতক (নির্ম্মলি ফল) প্রভৃতি দ্বারা অথবা বস্ত্রদ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া ব্যবহার করিবে। গন্ধদোষদূষিত জল অর্দ্ধশৃত করিয়া চম্পকাদিপুষ্পাধিবাসিত করতঃ ব্যবহার্য্য।

জলসংশোধনবিধি

জলই জীবনধারণের প্রধান উপকরণ, আবার দূষিত জলই জীবননাশের প্রকৃষ্ট কারণ, সুতরাং জলসংশোধন-প্রক্রিয়া সকলেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য।

জলের অগ্নিক্বথন শুদ্ধি বা সাধারণ শোধনবিধি পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, তদ্বৎ সূর্য্যাতপ-প্রতাপন বা উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড বালুকা কিম্বা লোষ্ট্রের নির্ব্বাপণও সাধারণ শোধনবিধির মধ্যে গণনীয়; কিন্তু এইরূপ বিধিমতে জল দোষমুক্ত হইলেও উহার প্রসাদন ও অধিবাসন অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে জলকে দোষমুক্ত করিয়া পশ্চাৎ উহাকে প্রসাদিত ও অধিবাসিত করিতে হয়। যে ক্রিয়া দ্বারা জল নির্ম্মল হয়, তাহাকে প্রসাদন ক্রিয়া কহে, যদ্দ্বারা জল সুগন্ধ হয়, তাহাকে অধিবাসন ক্রিয়া কহে। মহর্ষি সুশ্রুত নিম্নলিখিত ৭টি দ্রব্যকে জলপ্রসাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা— কতক অর্থাৎ নির্ম্মলীফল, গোমেদক, মৃণালগ্রন্থি, শৈবালমূল, বস্ত্র, মুক্তা ও মণি। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে সচরাচর আমরা নির্ম্মলীফলের ব্যবহার দেখিতে পাই, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় জল নির্ম্মল হইলেও উহা কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মাইয়া থাকে। সুতরাং অতিসারীর পক্ষে হিতকর বটে। গোমেদক একপ্রকার রত্নবিশেষ, তদ্দ্বারা কিরূপে জলের অমলতা সম্পাদিত হয়, তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, মৃণালগ্রন্থি, শৈবালমূল, মুক্তা ও মণির ব্যবহার বিরল। বস্ত্রদ্বারা আমরা সততই জল নির্ম্মল করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু এই প্রকারের নির্ম্মল জল সর্ব্বত্র কার্য্যকারী নহে। সুশ্রুতোক্ত ৭টি প্রসাদন দ্রব্য ভিন্ন আরও ২টী প্রসাদন দ্রব্য তন্ত্রান্তরে দৃষ্ট হয়। যথা—পর্ণমূল ও স্বর্ণ,

"পর্ণমূলবিষগ্রন্থি মুক্তাকনকশৈবলৈঃ।
গোমেদেন চ বস্ত্রেণ কুর্য্যাদম্বু প্রসাদনম্॥"

নির্ব্বাপক দ্রব্যের মধ্যে গ্রন্থান্তরে আরও ৩টি পদার্থ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, যথা---স্বর্ণ রৌপ্য ও প্রস্তর। প্রসাদনদ্রব্যের মধ্যে আমরা আরও ৩টি পদার্থ সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি। যথা—ফটকিরি, চূণ ও পারদ। কোনও কূপের ভিতয়ে চূণ কিম্বা শোধিত পারদ মাত্রানুসারে নিক্ষিপ্ত হইলে জল নির্ম্মল হইয়া থাকে, অবিশুদ্ধ পারদ কদাচ নিক্ষেপ্য নহে। নির্ম্মলীফলের ন্যায় ফটকিরির জল কষায়তা প্রযুক্ত কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মাইয়া থাকে। কথিত প্রকারে জল নির্দ্দোষ ও নির্ম্মল হইলে অধিবাসিত করিবে। অধিবাসন-দ্রব্য যথা - চম্পক, উৎপল, নাগকেশররেণু, পাটলা প্রভৃতি পুষ্প এবং কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য। মহর্ষি সুশ্রুত বলেন—অনন্তর পঞ্চবিধ নিক্ষেপণের অন্যতম জলাধারে স্থাপন করিবে এবং সপ্তবিধ শীতীকরণ উপায়ের অন্যতম যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করিবে।

পঞ্চবিধ নিক্ষেপণ যথা—ফলক, ত্র্যষ্টক, মুঞ্জবলয়, উদকমঞ্চিকা ও শিক্য। ফলক ও ত্র্যষ্টক জলাধারস্থাপনের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত আধারবিশেষ, মুঞ্জবলয় মুঞ্জলতার বিড়ি, উদকমঞ্চিকাকে জলের পিড়ি কহে, শিক্যের বাঙ্গালা নাম ছিকা।

সপ্তবিধ শীতীকরণোপায় যথা—প্রবাতস্থাপন, জলপ্রক্ষেপণ, যষ্টিকাভ্রমণ, ব্যজন, বালুকা-প্রক্ষেপণ, বস্ত্রোদ্ধরণ ও শিক্যাবলম্বন'। তুষার জলে জলপাত্র সংস্থাপনও প্রশস্ত শীতীকরণ উপায়। ইত্যাদি উপায় অবলম্বনে নির্দ্দোষ নির্ম্মল সুবাসিত ও সুশীতল জলপান করিলে নীরোগ শরীরে দীর্ঘকাল সুখে জীবন যাপন করা যাইতে পারে।

আমরা আধুনিক ফিল্টারের প্রণালীতে আয়ুর্ব্বেদে জলসংশোধন উপায় দেখিতে পাইলাম না, ফিল্টারের অঙ্গার ও বালুকাভাণ্ডে নিপতিত জলবিন্দু নিঃস্রুত হইয়া অধঃপাত্রে নির্ম্মল দেখাইলেও উহা সর্ব্বত্র দোষমুক্ত হয়, একথা বোধ হয়, দুরদর্শী মেধাবী ব্যক্তিমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিবেন। আমাদের বিবেচনায় পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পূর্ব্বে জলকে নির্দ্দোষ করিয়া পশ্চাৎ ফিল্টারে নিক্ষেপ করা বিধেয়। কেহ কেহ ফলক ও ত্র্যষ্টককে আধুনিক ফিল্টার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, বস্তুতঃ তাহা সঙ্গত নহে, কারণ উহা জল প্রসাদন উপায়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আমরা আয়ুর্ব্বেদে আধুনিক ফিল্টার অপেক্ষা জলসংশোধনের একটি অতীব সুন্দর উপায় দেখিতে পাই। প্রথমতঃ উন্মুক্ত পাত্রে জলকে চতুর্থাবশিষ্ট করিয়া সেই জল নাড়ীযন্ত্রের সাহায্যে বাষ্পাকারে নলে চালিত করিয়া শৈত্যসংযোগে পুনর্জ্জলে পরিণত করা। নাড়ীযন্ত্রের বর্ণনা এইরূপ,—একটি কলসে দ্রব্য রাখিয়া অপর একটি ক্ষুদ্র কলস তদুপরি অধোমুখ করিয়া চাপা দিবে এবং উভয়ের মুখদ্বয় সুন্দররূপে সংলগ্ন করিয়া সংবদ্ধ ও প্রলিপ্ত করিবে। উপরের কলসীর ঊর্দ্ধে ছিদ্র করিয়া ১টি নল বসাইয়া দিবে, ঐ নল ১টি শীতলজলপূর্ণ বৃহৎ দ্রোণীভেদ করিয়া আধার ভাণ্ডে উপস্থিত হইবে, দ্রোণীর ভিতরের নলাংশটি কুণ্ডলীকৃত হওয়া আবশ্যক এই যন্ত্র চুল্লীর উপরে বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে; ইহাতে অধঃকুম্ভস্থ জলের বাষ্পসকল ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া নলের ভিতর দিয়া জলদ্রোণীতে শৈত্যসংযোগে পুনর্জ্জলে পরিণত হইয়া আধারভাণ্ডে সঞ্চিত হইবে, এই নির্দ্দোষ নির্ম্মল কীটশূন্য জল আন্তরীক্ষ গাঙ্গজলের সমান উপকারী, কাহারও মতে তদপেক্ষাও অধিক হিতকর। কেবলমাত্র এই জল পানে দাহ, অতীসার, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, উদর, উদাবর্ত্ত, বিষমজ্বর, রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মা আরোগ্য হইতে পারে। এই যন্ত্রে মৌরী গোলাপ প্রভৃতির অর্ক বাহির করা যায়।

যে সকল নদী পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হয়, তাহার জল লঘু এবং হিতকর, যাহা পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত, তাহার জল গুরু এবং অপথ্য। দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত নদীর জল সাধারণ।

প্রায়শঃ সহ্যশৈলোৎপন্ন নদীর জল কুষ্ঠোৎপাদক; বিন্ধ্যোৎপন্ন নদীর জল কুষ্ঠ ও পাণ্ডুরোগজনক; মলয়প্রভব নদীর জল ক্রিমি; মহেন্দ্রোদ্ভব শ্লীপদ (গোদ) ও উদর; হিমাদ্রিভব হৃদ্রোগ, শোথ, শ্লীপদ, শিরোরোগ ও গলগণ্ড; গৌড়, মালব ও কঙ্কণ দেশোৎপন্ন নদীর জলে অর্শোরোগ জন্মাইয়া থাকে। পারিপাত্রসমুদ্ভূত নদীর জল নির্দ্দোষ ও বলারোগ্যকর। যে সকল নির্ম্মলসলিলা স্রোতস্বতী খরবেগে প্রবাহিত হয়, তাহাদের জল লঘু ও হিতকর, অন্যথা গুরু ও অহিতকর। মরুপ্রায় প্রদেশের নদীর জল সর্ব্বাংশে শরীরের হিতকর।

প্রাতঃকালই সরোবরাদি হইতে জলগ্রহণের প্রশস্ত সময়, যেহেতু তৎকালে জলের অমলতা ও শীতলতা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। দিবায় সূর্য্যরশ্মি ও নিশায় শশধরকর সম্পৃক্ত জল অরুক্ষ অনভিষ্যন্দি ও গাঙ্গবৎ উপকারী। সমুদ্রজল আমিষগন্ধি লবণরস এবং সর্ব্বদোষকারক যথা,—

"সামুদ্রমুদকং বিস্রং লবণং সর্ব্বদোষকৃৎ" ইতি।

কোনও স্থানে শৈবালপ্লুত কঞ্চট, কলম্বী তৃণ ও অন্যবিধ আবর্জ্জনাদূষিত আবদ্ধ জল ছায়ায় পচিতে আরম্ভ করিলে তৎসংযুক্ত বায়ুসেবনে বা তজ্জলপানে ম্যালেরিয়া অর্থাৎ সন্তত-জ্বরের উৎপত্তি হইতে পারে; সুতরাং এই জ্বরে এতাদৃশনিদানের পরিবর্জ্জন না হইলে সুচিকিৎসাতেও আরোগ্যলাভের আশা ফলবতী হওয়া সুকঠিন; তাদৃশ অবস্থায় শৃত কদূষ্ণজল তাদৃশ কুফলপ্রদ নহে। যে দেশ বর্ষায় উদ্বেল স্রোতস্বতীসলিলে বিধৌত হইয়া যায়, তথায় রোগ-প্রাচুর্য্য সম্ভাবনীয় নহে। স্বাস্থ্যাভিলাষী সতত সুশীতল সুস্বাদু সুগন্ধি নির্ম্মলপানীয় পান করিবেন।

অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, গুল্ম, উদর, অতীসার, অর্শঃ গ্রহণী ও শোথরোগে জলপান নিষিদ্ধ, অসহনীয় পিপাসায় অল্প পরিমাণে শৃত শীতল জলপান বিধেয়। শরৎ ও গ্রীষ্মকাল ভিন্ন সুস্থ-ব্যক্তিও অল্পোদকসেবী হইবে, স্থূলব্যক্তি আহারান্তে, কৃশ আহারের প্রথমে এবং সাধারণ ব্যক্তি ভোজনের মধ্যে জলপান করিবেন।

যদাহ—"নাম্বু পেয়মশক্ত্যা বা স্বল্পমল্পাগ্নিগুল্মিভিঃ
পাণ্ডুদরাতিসারার্শো গ্রহণীদোষশোথিভিঃ।
ঋতে শরন্নিদাঘাভ্যাং পিবেৎ স্বস্থোঽপি চাল্পশঃ
সমস্থূলকৃশাভক্তমধ্যান্তপ্রথমাম্বুপাঃ॥"

কেহ বলেন—

অত্যম্বুপানান্ন বিপচ্যতেঽন্নং নিরম্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ।
তস্মান্নরো বহ্নিবিবর্দ্ধনায় মুহু র্মুহুর্বারি পিবেদভূরিঃ॥"

অর্থাৎ অত্যধিক জলপান করিলে অথবা এককালে জলপান পরিত্যাগ করিলে আহারীয় দ্রব্য পরিপাকপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং অগ্নির উদ্দীপনার জন্য আহারকালে বারম্বার অল্প অল্প করিয়া জলপান করা কর্ত্তব্য।

সুশ্রুত বলেন—

"অরোচকে প্রতিশ্যায়ে প্রসেকে শ্বয়থৌ ক্ষয়ে
মন্দাগ্নাবুদরে কুষ্ঠে জ্বরে নেত্রাময়ে তথা
ব্রণে চ মধুমেহে চ পানীয়ং মন্দমাচরেৎ॥

অর্থাৎ—অরুচি প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি) প্রসেক, শোথ, ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, উদর, কুষ্ঠ জ্বর, নেত্ররোগ, ক্ষতরোগ, ও মধুমেহে অল্প জলপান করা বিধেয়। এই অনুশাসনে জ্বর ক্ষয়, প্রতিশ্যায়, প্রসেক, নেত্ররোগ, ক্ষতরোগ ও মধুমেহের বিষয় অধিক পাওয়া যাইতেছে। এখানে মধুমেহ শব্দে সমস্ত মেহই বুঝিতে হইবে, কারণ কালপ্রকর্ষে সমুদায় মেহই মধুমেহত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। চরক বলেন—

"পাণ্ডূদরপীনসমেহগুল্ম মন্দানলাতিসারেষু।
প্লীহ্নি চ ন তোয়ং হিতং কামমশক্যে পিবেদল্পং॥"

অস্যার্থ—পাণ্ডু, উদর, পীনস, গুল্ম, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও প্লীহা যকৃৎ রোগে জল হিতকর নহে, অসমর্থ হইলে অত্যল্প পরিমাণে পান করিবে। এই অনুশাসনে প্লীহা যকৃতে জলনিষিদ্ধ হইতেছে।

উষ্ণজল অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু, মূত্রাশয়শোধক ; ইহা হিক্কা, আধ্মান, বাতশ্লেষ্মরোগ, নবজ্বর, আমদোষ, কাসশ্বাস পীনস ও পার্শ্ববেদনায় প্রযোজ্য। উষ্ণজল প্লীহা, যকৃৎ, মেহ, নেত্ররোগ ও ক্ষতরোগে অবিরুদ্ধ।

শৃত শীতল জল অনভিষ্যন্দি লঘু ও পিত্তপ্রধান ব্যাধিতে হিতকর। মদাত্যয়, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ, বমন, রক্তপিত্ত ও বিষদোষে শীতল জল পান হিতকর, পর্য্যুষিত জল ত্রিদোষকারক যথা—"যুষিতং তৎ ত্রিদোষকৃৎ।" এস্থলে ক্বথিত পর্য্যুষিত জল বুঝিতে হইবে, কারণ গ্রীষ্মে-যন্ত্রপূত অক্বথিত মৃৎকুম্ভস্থিত পর্য্যুষিতজল তৃষ্ণা, শোষনাশক এবং হিতকর।

কাঁচা জল একপ্রহর সময়ে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, শৃতশীতল তদর্দ্ধসময়ে এবং ক্বথিত কবোষ্ণজল তদর্দ্ধ সময়ে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যথা—

"আমং জলং জীর্য্যতি যামমাত্রং তদর্দ্ধমাত্রং শৃতশীতলঞ্চ।
তদর্দ্ধমাত্রন্তু শৃতং কদুষ্ণং পয়ঃপ্রপাকে ত্রয় এব কালাঃ॥"

তৃতীয় প্রবন্ধ

(মৃত্তিকা)

অনন্তর আমরা মৃত্তিকাবিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। মৃত্তিকাই পঞ্চম বা সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল ভূত, ইহা তমোগুণবহুল। ইহার স্বরূপ লক্ষণ—খরতা,প্রধানকার্য্য—ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গুরুতা ও মূর্ত্তিসমূহ।

যাহা কিছু সঙ্ঘাতবৎ পদার্থ নয়নগোচর হয়, তাহাই মৃত্তিকাবহুল। আমাদের শরীরে ৷৹ বার আনাই মৃত্তিকা,—এই দেহ চেতনাশূন্য হইলে কেহ কেহ প্রোথিত করেন, কিয়ৎকাল পরে ঐ দেহ মৃত্তিকায় পরিণত হয়, তদনন্তর উহাতে ধান্যবীজ উৎপন্ন হইলে কালান্তরে তাহা বিরূঢ় হইয়া যে ফল প্রসব করে তদ্দ্বারা আমাদের দেহ পরিপুষ্ট হইতে পারে, আবার পরিপুষ্ট দেহ শবাকারে প্রোথিত হইয়া শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে, এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, দেহ মৃত্তিকা ভিন্ন কিছুই নহে, অন্যথা উহা ঐরূপ ভাবে মৃত্তিকায় বিলীন হইতে পারিত না। কেহ এস্থলে প্রশ্ন করিতে পারেন, প্রোথিত শবের অপরাপর ভূতের অংশ কোথায় বিলীন হইল ? উহারা মৃত্তিকাস্থ অপরাপর যৌগিক মহাভূতে বিলীন হইয়া থাকে।

কেহ বলিতে পারেন "আমার এই ভৌতিক দেহ হয়ত পুষ্পবৃক্ষের কুসুমে অথবা স্বর্গে কিম্বা কীট প্রভৃতিতে পরিণত হইতে পারে। বাস্তবিকই এই বাক্যটি সত্যে পরিণত

হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু এস্থলে ইহাও স্মরণীয় যে, আতিবাহিক দেহ বা পূর্ব্ববর্ণিত স্পৃক্‌শরীর নিশ্চয়ই স্থূল দেহের অনুগামী হইবে এরূপ কল্পনীয় নহে। স্বীয় কর্ম্মানুসারে স্পৃক্‌শরীরের গতি বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে, এই জন্যই কোনও সূক্ষ্মদর্শী বলিয়াছেন—

"পরলোকজুষাং স্বকর্ম্মভির্গতয়ঃ ভিন্নপথা হি দেহিনাং"

আমি এই বাক্যটির উপর পরমাদর প্রদর্শন করি, এই বাক্যবলে আতিবাহিক দেহ পরলোকে ভিন্ন স্থানে উপনীত হইয়া ফলভোগ করে, সহমরণেও দম্পতী পরলোকে মিলিত হইতে পারে না, ইহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়, তবে তৎপুণ্যফলে স্পৃক্‌শরীর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, ইহা শাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

আমাদের দেহ ভস্মীভূত হইলেও ভস্মাংশ মৃত্তিকায় পরিণত হইবে, সুতরাং স্থূল দেহের পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে একই প্রকার। কেহ বলেন—"ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।" অর্থাৎ দেহ ভস্মাবশেষ হইলে তাহার আবার পুনরাবর্ত্তন হইতে পারে না, সুতরাং পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব। কিন্তু স্থূল দেহের তত্তদাকারে পুনরাবর্ত্তন না হইলেও সূক্ষ্ম দেহের পুনরাবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, তবে সূক্ষ্মদেহে প্রবেশ লাভ করিয়া তত্তদাকারে পরিণত হইতে পারে।

সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, আমাদের প্রিয়তম স্থূল দেহের মূল্য অত্যল্প এবং আমাদের অদৃশ্য সূক্ষ্মদেহের মূল্য অত্যধিক।

এরূপ শ্রুতিগোচর হয় যে, প্রায় সপ্তদশ বৎসর যাবৎ আমেরিকায় মৃত্যুসময়ে চেতনা ধাতু প্রভৃতি সূক্ষ্মদেহ ধৃত করিবার উপায় উদ্ভাবনার জন্য প্রগাঢ় গবেষণা চলিতেছে, যেরূপ স্বরধরযন্ত্রে শব্দমালা সংধৃত হয়, তদ্রূপ কোনও ক্রমে আতিবাহিক দেহকে আবদ্ধ করিয়া পুনঃ শবদেহে উহা সংক্রামিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, দুঃখের বিষয় এপর্য্যন্ত উহাকে ধৃত করিবার কোন উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই। সংক্রামিত করা ত দূরের কথা, যাহার গতি মনের ন্যায় দ্রুত, যে বস্তু পলকে কোটী কোটী যোজন পথ অতিক্রম করিতে পারে, তাহাকে যন্ত্রে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা ফলবতী হইবে এরূপ সম্ভাবনা আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে উদয়ই হইতে পারে না, পাখী যেমন পিঞ্জর ভেদ করিয়া বহির্গত হইলে তাহাকে পুনঃ প্রবেশ করাইলেও আর উহা ঐ ভগ্ন পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকে না, তদ্রূপ বহির্মুখ প্রাণ-পক্ষী দেহপিঞ্জর ভেদ করিয়া একবার বহির্গত হইলে পশ্চাৎ উহা ধৃত ও কৃতপ্রবেশ হইলেও ভগ্নদেহে পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিবে না, ইহাই অস্মদ্‌বুদ্ধি ; জানি না, ভগবানের কি অভিপ্রায়, ধন্য মানবের অধ্যবসায়, যাহা ঐশীশক্তি অপহরণেও কৃতোদ্যম।

আমাদের শরীরে যেমন উপর্য্যুপরি সপ্ত ত্বক্ অবস্থিত, যেমন কুসুমকোরক পটলের পর পটলে আবৃত, তদ্রূপ মৃত্তিকারাশি স্তরে স্তরে অবস্থিত। মৃত্তিকা নানাবিধ। প্রত্যেক স্তরের পর বিভিন্নপ্রকার মৃত্তিকা দৃষ্টিগোচর হয়, 'নিম্নভাগে জল তৎপরে মৃত্তিকা, তৎপর জল, তৎপর মৃত্তিকা এইরূপ ক্রমে মৃৎসংস্তর সজ্জিত আছে। মৃত্তিকাভেদে উহার গুণাদিও পৃথক্। শাল নামক এক প্রকার মৃত্তিকা আছে, তদ্দ্বারা উৎকট শূলরোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে,

উহা ভাটিনীর বালুকাময় স্তরের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় শুনা যায় ঐ মৃত্তিকা বর্দ্ধিষ্ণু। গঙ্গা-মৃত্তিকায় প্রায়শঃ কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে দেখা যায়।

মৃত্তিকার ন্যায় জল ও বায়ুও রোগারোগ্যকর হইয়া থাকে। নেপালের জলে যক্ষ্মা, জ্বালা-মুখীর জলে কুষ্ঠ, সমুদ্রসমীরে শোষ ও পক্ষাঘাত, প্রয়াগ ও হরিদ্বারের বায়ুতে ম্যালেরিয়া, মান্দ্রাজের সমুদ্র উপকণ্ঠস্থ ভিজাগাপটমের বায়ুতে উদরাময় আরোগ্য হইতে দেখা যায়; পরন্তু পূর্ব্ববঙ্গের জলে গলগণ্ড এবং মুর্শিদাবাদের জলে কুরণ্ড রোগের উৎপত্তিও দৃষ্ট হয়। এই যে জলবায়ুর গুণান্তরপ্রাপ্তি, সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে জানা যায়, ইহাও মৃত্তিকাসংসর্গে সংঘটিত হইয়া থাকে, কারণ বায়ু বেগবাহী, গুণাগুণগ্রহণে সক্ষম, জল ও মৃত্তিকাসংসর্গে গুণান্তরিত হইয়া গুণাগুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

মৃত্তিকাও রোগকর হইতে পারে। কষায়-মৃত্তিকাসেবনে বায়ু, ক্ষারমৃত্তিকায় পিত্ত এবং মধুর মৃত্তিকায় কফ প্রকুপিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মৃত্তিকাসেবনে পাণ্ডুরোগ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অনেক সময় দোহদাভিলাষিণী গর্ভিণীরা পক্বমৃত্তিকাসেবনে উৎফুল্লা হইয়া থাকেন। জানি না তাহাতে কি প্রকার অপূর্ব্ব প্রীতির সঞ্চার হয়, ফলতঃ ঐ রূপ কার্য্য হইতে বিরত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। সম্ভবতঃ "ভাবীসন্তান ভূস্বামী হউক" এইরূপ সন্তানবাৎসল্যবৎ ভ্রমাত্মক ধারণাই স্নেহময়ী জননীর মৃদ্‌ভক্ষণের প্রকৃষ্ট কারণ।

কাচ পদার্থ এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ মনঃশিলা, হরিতাল, রসাঞ্জন, লবণ প্রভৃতি দ্রব্যও পার্থিব অর্থাৎ মৃণ্ময়। কেহ বলেন, পূর্ব্বে কাচপদার্থ আদৌ পৃথিবীতে ছিল না। পরে উহা বালুকাদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে; আমরা কিন্তু প্রাচীন চরকগ্রন্থে মুক্তাদ্যচূর্ণে কাচের উল্লেখ দেখিতে পাই।

যত প্রকার মৃত্তিকা আছে, তন্মধ্যে বালুকা মৃত্তিকার সংসর্গই শরীরের হিতকর, কিন্তু উহার শস্যোৎপাদিকাশক্তি অত্যল্প; এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে যাহাতে রসভাগ কম, সুতরাং যাহার উৎপাদিকাশক্তি অল্প, তাহা শরীরের রসাংশ ও শক্তি কিরূপে বর্দ্ধিত করিবে?

রসাল মৃত্তিকার রসভাগ দ্বারা শরীর পুষ্ট বা শক্তিমান্ হইতে পারে না, বরং গুরু ও রোগাক্রান্ত হইবারই সম্ভাবনা. কেবল আহারীয় দ্রব্যের রসদ্বারা শরীর পরিপুষ্ট ও শক্তিশালী হইয়া থাকে। এই সকল কারণেই মরুপ্রধান রাজপুতানার লোক ও আফ্রিকার সাহারা-মরুর সমীপবর্ত্তী লোকসমূহ স্বাস্থ্যবান্ ও শক্তিমান্। কিন্তু রসালপ্রদেশের লোকসমূহ দুর্ব্বল এবং ব্যাধিপীড়িত। ফলতঃ শুষ্ক মৃত্তিকায় বসতিই স্বাস্থ্য ও প্রীতিপ্রদ। দূরপ্রসারিত জ্ঞাননেত্রে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, মৃত্তিকাই ফলরূপে ভক্ষ্য, শস্যরূপে খাদ্য, পুষ্পরূপে দৃশ্য, গুরুরূপে পাদ্য, পুত্ররূপে গ্রাহ্য এবং শবরূপে ত্যাজ্য।

চতুর্থ প্রবন্ধ

(শুক্র ও রজঃ)

অনন্তর আমরা শুক্র ও রজঃ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শুক্র সপ্তমধাতু বা রসাদি সমস্ত ধাতুর সারভাগ। রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে সোমগুণভূয়িষ্ঠ জলীয় শুক্রের উৎপত্তি।

শুক্রই শরীরের শক্তি, শুক্রসন্ধারণই দীর্ঘজীবনলাভের উপায়, শুক্রধারণই ব্রহ্মচর্য্য, শুক্রই বুদ্ধিস্মৃতি মেধাবিকাশের সহায়, শুক্রক্ষয়ই ব্যাধি ও মৃত্যুর কারণ, বলী যেমন দুর্ব্বলকে আক্রমণ করে, ব্যাধি তেমন শুক্রহীন দুর্ব্বল ব্যক্তিকে অধিকার করে।

শুক্র বলকর, কান্তিজনক, আয়ুষ্কর ও অপত্যোৎপাদনের প্রধান উপকরণ। যে শুক্র স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, স্নিগ্ধ, মধুর ও মধুগন্ধি তাহাই নির্দ্দোষ ও শ্রেষ্ঠ। যদাহ সুশ্রুতঃ—

"স্ফটিকাভং দ্রবং স্নিগ্ধং মধুরং মধুগন্ধিচ।
শুক্রমিচ্ছন্তি কেচিত্তু তৈলক্ষৌদ্রনিভং তথা।"

মহর্ষি সুশ্রুত বলেন, একমাসে রস পাকপরম্পরা দ্বারা শুক্রে পরিণত হয়। কেহ বলেন ছয়দিনে, কেহ বা বলেন অহোরাত্রে রস শুক্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এ স্থলে নানামুনির নানা মত। বস্তুতঃ প্রত্যেক মতই যথার্থ কারণ। মহামতি বাগ্‌ভট বলিয়াছেন,

"বৃষ্যাদীনি প্রভাবেন সদ্যঃ শুক্রাদি কুর্ব্বতে"

বৃষ্য অর্থাৎ বাজীকরণ পদার্থনিচয় প্রভাববশতঃ সদ্যই শুক্রাদি উৎপাদন করে, যদি বৃষ্যপদার্থ অহোরাত্রে শুক্র জন্মাইতে সমর্থ হয়, তবে তজ্জাতীয় অন্যপদার্থ তত্তৎপ্রভাবে ছয় দিনে শুক্র জন্মাইবে; ইহা বিচিত্র নহে। সাধারণ দ্রব্যসমূহের রস অবশ্যই ১ মাসে সপ্তম ধাতুতে পরিণত হয় ইহাই কল্পনীয়। মাষকলাই, আলকুশীবীজ, হাঁসের ডিমের কুসুম প্রভৃতি বৃষ্যপদার্থ।

শুক্রের মধ্যে এক প্রকার কীটাণু আছে, উহারা অনুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়, শুক্রের শক্তিতে এবং শুক্র ভক্ষণ করিয়াই উহারা জীবিত থাকে। কোনও কারণবশতঃ শুক্রের শক্তি নষ্ট হইলে, অথবা শুক্র অত্যন্ত তরলীভূত বা দূষিত হইলে ঐ কীটাণু সকল অকালে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়; তখন আর শুক্রের উৎপাদিকাশক্তি থাকে না। এবম্প্রকার শুক্রি-পুরুষকে বন্ধ্যনামে নির্দ্দেশ করা যায়। অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরিচালনাবশতঃ বা অন্য কোনও কারণে শুক্র অত্যধিক ক্ষরিত হইলে শুক্রের শক্তি নষ্ট হয় ও তরলতা প্রাপ্ত হয়। পৈত্তিক-দোষেও শুক্রের তরলতা দৃষ্ট হয়।

দূষিত শুক্র দশ প্রকার যথা—বাতশুক্র, পিত্তশুক্র, শ্লেষ্মশুক্র, কুণপশুক্র, গ্রন্থিশুক্র, পূতিশুক্র, পূয়শুক্র, ক্ষীণশুক্র, মূত্রগন্ধিশুক্র ও পুরীষগন্ধিশুক্র। যদাহ সুশ্রুতঃ—

"বাতপিত্তশ্লেষ্মকুণপগ্রন্থিপূতিপূয়ক্ষীণমূত্র-
পুরীষরেতসঃ প্রজোৎপাদনে নসমর্থা ভবন্তীতি।"

বায়ুদুষ্ট শ্যাববর্ণ শুক্রকে বাতশুক্র, পিত্তদুষ্ট পিত্তবর্ণ শুক্রকে পিত্তশুক্র, শ্লেষ্মবর্ণ লবণাস্বাদ-বিশিষ্ট শুক্রকে শ্লেষ্মশুক্র, শবগন্ধবৎ শুক্রকে কুণপ শুক্র, গ্রন্থিল শুক্রকে গ্রন্থিশুক্র, পূতি-গন্ধবৎ শুক্রকে পূতিশুক্র, পূয়বৎ অর্থাৎ পুঁজের ন্যায় শুক্রকে পূয়শুক্র, পিত্ত ও বায়ুকর্তৃক ক্ষীণতাপ্রাপ্ত শুক্রকে ক্ষীণশুক্র, মূত্রগন্ধযুক্ত শুক্রকে মূত্রগন্ধি এবং পুরীষগন্ধযুক্ত শুক্রকে পুরীষগন্ধিশুক্র কহে। এতন্মধ্যে মূত্রগন্ধি ও পুরীষগন্ধিশুক্র অসাধ্য। আমি একটি রোগীর ব্যাঙাচীর ন্যায় গ্রথিতশুক্র দেখিয়াছি, তাহা গ্রন্থিশুক্র; গ্রন্থিশুক্রের চিকিৎসাতেই রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে। শুক্রের অত্যধিক ক্ষয় হইলে পরিণামে যক্ষ্মা, বাতব্যাধি, প্রমেহ ও উন্মাদরোগের উৎপত্তি হইতে পারে, স্বপ্নবিকারবশতঃ অথবা কৃত্রিম উপায়ে অধিকমাত্রায় শুক্রচ্যুতি হইলে অক্ষিকোণ কালিমান্বিত, অংসফলকে ও পার্শ্বে বেদনা, হৃচ্ছূন্যতা, বক্ষোবেদনা, স্তনদ্বয়ের অধঃপতন, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, শিরোঘূর্ণন, কোষ্ঠকাঠিন্য, বিবিক্তপ্রিয়তা, বাক্যে অনিচ্ছা, চিত্তচাঞ্চল্য, ভ্রান্তি, শরীরের শিথিলতা ও জড়তা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। মহর্ষি অগ্নিবেশ শুক্রক্ষয়ের প্রতি নিম্নলিখিত কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

"জরসা চিন্তয়া শুক্রং ব্যাধিভিঃ কর্ম্মকর্ষণাৎ।
ক্ষয়ং গচ্ছত্যনশনাৎ স্ত্রীণাঞ্চাতি নিষেবণাৎ॥"

অর্থাৎ বার্দ্ধক্য, অতিরিক্ত চিন্তা, দীর্ঘকাল ব্যাধিভোগ, কঠিনকার্য্যে অতিরিক্ত শ্রান্তি-বশতঃ শরীরের কর্ষণ, উপবাস ও অধিক স্ত্রীসম্ভোগহেতু শুক্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

আয়ুর্ব্বেদের মতে শুক্রের কোনও নির্দ্দিষ্ট আধার নাই। পাশ্চাত্যমতে অণ্ডকোষ শুক্রাধার, তথায় অল্প অল্প শুক্র সঞ্চিত হয়, বিশেষতঃ হর্ষের সময় শীঘ্র শীঘ্র তথায় শুক্র প্রস্তুত হইয়া বেগে নির্গত হয়। আবার আর এক কথা শুক্রাধার শুক্রপূর্ণ হইয়া উচ্ছলিত হইলে উহার শুক্র কতক মূত্রসহ নির্গত হয়। কতক বা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিক্ষিপ্ত হয়, এই বিক্ষিপ্ত শুক্রাংশ দ্বারা দাড়ি গোঁপ প্রভৃতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বাহ্যকার্য্যদর্শনে কথাগুলি আপাততঃ যথাযথ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ব্যক্তির কর্ণে যেন কি এক বিসদৃশভাবের আনয়ন করে। কারণ আয়ুর্ব্বেদ বলেন, শুক্রের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, অল্পাধিকভাবে সমস্ত শরীরেই উহা বিদ্যমান আছে। অস্ত্রাদিদ্বারা মাংসাদি ধাতুসমূহ বিশ্লেষণ করিলে দৃষ্টিগোচর হয় না, অথচ হর্ষবশতঃ বায়ুচালিত হইয়া সর্ব্বশরীর হইতে চ্যুত হইয়া থাকে। যেমন দুগ্ধের সর্ব্বাবয়বে ঘৃত থাকে, যেমন ইক্ষুরসের সর্ব্বাবয়বে গুড় থাকে অথচ অন্বেষণে দৃষ্ট হয় না, ক্রিয়াপরম্পরা দ্বারা নয়নপথে পতিত হয়, তদ্রূপ মানবশরীরের সর্ব্বাবয়বে শুক্র আছে, কার্য্যবশে হর্ষে উদীরিত বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইলে দৃষ্টিগোচরীভূত হয়, যদাহ—

"যথা পয়সি সর্পিস্তু গুড়শ্চেক্ষুরসে যথা।
তথা শরীরে শুক্রং হি নণাং বিদ্যাৎ ভিষগ্‌বরঃ॥"

শুক্রাংশ দ্বারা দাড়ি গোঁপ প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়, ইহা আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ব্যক্তি স্বীকার করিবেন না, যেহেতু দাড়ি গোঁপ প্রভৃতি যাবতীয় অঙ্গরুহ পদার্থ ও নখর, অস্থির মল। যদাহ সুশ্রুতঃ—

"কফঃ পিত্তং মলঃ যেষুঃ প্রস্বেদো নখ মেবচ।
নেত্রবিট্‌ তক্ষুচ স্নেহঃ ধাতুনাং ক্রমশো মলাঃ॥"

অর্থাৎ কফ রসের মল, পিত্ত রক্তের মল, গায়ের ময়লা মাংসমল, ঘর্ম্ম মেদের মল, নখ ও রোম অস্থির মল, চক্ষুর পিচুটী মজ্জার মল, ত্বকের স্নেহপদার্থ শুক্রের মল; এই মল পদার্থনিচয় যথাক্রমে রসাদিধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং শুক্রাংশ দ্বারা ত্বকের স্নেহভাগ বর্দ্ধিত হওয়া সম্ভব, কিন্তু দাড়ি গোঁপের বৃদ্ধি সম্ভাবনীয় নহে। শুক্রাংশ দ্বারা ত্বকের স্নেহভাগ বর্দ্ধিত হইলে মনুষ্য কান্তি ও লাবণ্যবান্ হইয়া থাকে, রসাদি সপ্ত ধাতুর মধ্যে মাংস ও অস্থি সঙ্ঘাতবৎ পদার্থ, তাহা হইতে কিরূপে তরল শুক্রধাতুর উৎপত্তি হইবে তাহা অবশ্যই চিন্তনীয়। যেরূপ আর্দ্র কাষ্ঠ প্রজ্বলিত হইলে সেই স্থির পদার্থ হইতে তরল জলীয় পদার্থ নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ মাংস ও অস্থি তত্তৎ ধাতুকর্তৃক উত্তপ্ত হইলে যে রসভাগ ক্ষরিত হয়, তাহাই পুনর্ধাত্বগ্নি পক্ক হইয়া মেদ ও মজ্জা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মজ্জা হইতে অস্থির মধ্যে শুক্র উৎপন্ন হইয়া বায়ুকৃত অস্থির শুষিরমার্গ দ্বারা নিঃস্রুত হইয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়।

অনন্তর আমরা রজোবিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব; অনেকে বলেন এবং অনেকেরই ধারণা এই যে, যেরূপ পুরুষের শুক্র উৎপন্ন হয় তদ্রূপ স্ত্রীলোকের রজঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে, স্ত্রীলোকের শুক্র নাই, রজই শুক্রের পরিবর্ত্ত দ্রব্য; শুক্র না থাকায় স্ত্রীলোকের প্রমেহের পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে না, প্রমেহের পরিবর্ত্তে রজোঘটিত প্রদরাদি স্ত্রীরোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শুক্রের অসদ্ভাব বশতই স্ত্রীজাতির ধাতু ক্ষয়জ যক্ষ্মারোগ দৃষ্ট হয় না। অপিচ যেরূপ একমাসে রস হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয় তদ্রূপ মাসান্তে আর্ত্তব উৎপন্ন হয়, শুক্রের যেরূপ উৎপাদিকা শক্তি আর্ত্তবেরও তদ্রূপ শক্তি, যে যে কারণে শুক্র দূষিত হয় তত্তৎকারণে রজঃ দূষিত হয়, যেরূপ দূষিত শুক্র সন্তানের বাধক, তেমন দূষিত রজঃ অপত্যের প্রতিষেধক। এই সকল কারণে রজোঘটিত অপত্যানুৎপাদক ব্যাধিকে বাধক নামে নির্দ্দেশ করা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। কথাগুলি আপাততঃ শ্রবণ বিবরে মধু বমন করিলেও, শ্রুতিমাত্র যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। কেহ বলেন রজঃ শুক্রের পরিবর্ত্ত দ্রব্য নয় তবে উহা শুক্রানুবিদ্ধ, অনুবীক্ষণ সাহায্যে উহাতে শুক্রের কণিনিকা দৃষ্টিগোচর হয়। মহিলাদের শুক্র নাই এ সম্বন্ধে কেহ নিম্নলিখিত সুশ্রুত বচন উদ্ধৃত করেন যথা—"এবং মাসেন রসঃ শুক্রী ভবতি স্ত্রীণাঞ্চ আর্ত্তবং" অর্থাৎ রস এক মাসে শুক্রে পরিণত হয়, কামিনীগণের একমাসে আর্ত্তব শোণিতে পরিবর্ত্তিত হয়। এস্থলে রমণীগণের রস ধাতু এক মাসে কেবল আর্ত্তব হইবে শুক্র হইবে না, ইহা মহর্ষি সুশ্রুতের অভিপ্রায় নহে, পরন্তু চকার দ্বারায় শুক্রত হইবেই আর্ত্তবও

হইবে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়, টীকাকার পূজ্যপাদ মহামতি ডল্লনাচার্য্যও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, মহর্ষি সুশ্রুত শারীরের দ্বিতীয় স্থানে স্বয়ং লিখিয়াছেন যে,—"যদা নার্য্যাবুপেয়াতাং বৃষস্যন্তৌ কথঞ্চন, মুঞ্চন্ত্যৌ শুক্র মন্যোন্য মনস্থি তত্র জায়তে" অর্থাৎ দুইটী তরুণী পরস্পর সঙ্গত হইয়া শুক্র ত্যাগ করিলে অনস্থি অপত্যের উৎপত্তি হয়। সিমন্তিনীগণের সমস্ত ধাতু নাই একথা কদাচ সম্ভাবনীয় নহে ; তবে শুক্র জন্য শুক্র মেহাদি না হইবার অন্যরূপ কারণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে যথা—রজঃ প্রসেকান্নারীণাং মাসি মাসিবিশুধ্যতি সর্ব্বং শরীরং দোষাশ্চ ন প্রমেহন্ত্যতঃ স্ত্রিয়ঃ।" অর্থাৎ প্রতিমাসে রামাগণের রজঃস্রাব হয় বলিয়া সমস্ত শরীর বিশুদ্ধ হয় এই হেতু ইহারা প্রমেহাক্রান্ত হয় না। আমরা এই তন্ত্রান্তরীয় শ্লোকের প্রতি আস্থাবান হইতে পারি না, কারণ প্রথমতঃ স্ত্রীলোকেরও প্রমেহ দৃষ্ট হয়, দ্বিতীয়তঃ সর্ব্ব শরীর বিশুদ্ধ হইলে অন্য রোগেরও অনুৎপত্তি হইতে পারে সুতরাং অব্যাপ্তি দোষ আসিয়া পড়ে। স্ত্রীলোকের যক্ষা হয় না একথা আমরা আদৌ স্বীকার করিতে পারি না, শাস্ত্রে ও এরূপ প্রতিষেধ বচন দৃষ্ট হয় না, তবে রজঃ প্রয়োগ হেতু উহা অতি বিরল দৃষ্ট হয়, হইলেও পুরুষের ন্যায় আশুঘাতী হয় না এই মাত্র অঙ্গীকৃত হইতে পারে।

মহর্ষি সুশ্রুত বলেন—

"রসাদেব স্ত্রিয়াং রক্তং রজঃ সংজ্ঞং প্রবর্ত্ততে।
তদ্বর্ষাদ্ দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ং॥"

অর্থাৎ কেবল রস হইতেই রজোনামক রক্ত উৎপন্ন হইয়া দ্বাদশ বৎসরের পর স্রুত হইতে থাকে এবং পঞ্চাশ বৎসরের পর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই বাক্যদ্বারা হৃদয়ঙ্গম হয় যে আর্ত্তব, রস-ভিন্ন অন্য কোনও ধাতু হইতে উৎপন্ন হয় না। সাধারণ ব্যক্তির বিশ্বাস পুরুষের যেমন মজ্জা হইতে শুক্র হয় তদ্রূপ স্ত্রীলোকের মজ্জা হইতে নৈসর্গিক কারণে—বিসদৃশ রজঃ পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। কাল প্রকর্ষে কিম্বা বিপাক বশতঃ অথবা নৈসর্গিক ক্রিয়ায় আর্ত্তবে উৎপাদিকা শক্তি নিহিত হয়, রজঃ শুক্রানুবিদ্ধ ইহা স্বীকার্য্য নহে ; কারণ রজোজনক রস হইতে শুক্র দূরে অবস্থিত। বিশুদ্ধ আর্ত্তবের বর্ণনা এইরূপ "শশা-সৃক্ প্রতিমং যত্তু যদ্বা লাক্ষা রসোপমং, তদার্ত্তবং প্রশংসন্তি যদ্বাসো ন বিরঞ্জয়েৎ" অর্থাৎ যে আর্ত্তব শশকের রক্তের ন্যায় কিম্বা লাক্ষা রসের ন্যায় লোহিত, যাহা ধৌত হইলে বস্ত্র হইতে উঠিয়া যায় তাহাই বিশুদ্ধ। পূর্ব্বে যে প্রকার শুক্র দোষ কথিত হইয়াছে আর্ত্তবও তদ্রূপ দশ প্রকারে দূষিত হইয়া জননশক্তি রহিত হইতে পারে। দশ প্রকার দূষিত আর্ত্তবের মধ্যে কুণপ গ্রন্থি পূতি পূয় ক্ষীণ মূত্র পুরীষ প্রকাশ আর্ত্তব শোণিত অসাধ্য। উপযুক্ত বয়সে যথা-রীতি রজঃস্রাব না হইলে বাধক, যোনিব্যাপদ্, মূর্চ্ছা, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, গুল্ম প্রভৃতি রোগের উৎ-পত্তি হইতে পারে। তরুণ বয়সে নৈসর্গিক ক্রিয়ার ঐকান্তিক ব্যাঘাত ঘটিলে অথবা দীর্ঘকাল ব্যাধি ভোগ কিম্বা রুক্ষ দ্রব্য সেবন বা বিষাদ হেতু স্রাবের ন্যূনতা পরিদৃষ্ট হয় এবং ঐ সকল ব্যাধিও জন্মিতে দেখা যায়।

হর্ষকালে বীর্য্যবাহিশিরাদ্বয় দ্বারা যেমন শুক্র ক্ষরিত হয় তদ্রূপ রজোবাহি ধমনীদ্বয় দ্বারা রক্তাশয় হইতে মাসান্তে রজো রক্তের ক্ষরণ হইয়া থাকে। প্রদর যোনিব্যাপদ্ বাধক প্রভৃতি রজোদোষের ব্যাধি। কুমারী অবস্থায় বা গর্ভকালে আর্ত্তব নিঃসারণ দ্বার অবরুদ্ধ থাকায় উহা উর্দ্ধগত হইয়া স্তনমণ্ডল ও স্ত্রীঅঙ্গের বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকে। সঞ্চিত দূষিত আর্ত্তব শোণিতাংশে গর্ভকালে অপ্সরা নামক এক প্রকার নাড়ী গঠিত হয়; উহা পতিত হইলে বিষাক্ততা হেতু মৃত্তিকায় প্রোথিত করা আবশ্যক। আর্ত্তব আগ্নেয় দাহজনক বাসকও শোণিত গুণান্বিত। যে আর্ত্তব প্রথমতঃ নিঃসৃত হয় তাহা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ। যদাহ সুশ্রুতঃ—

"মাসে গোপবিতং কালে ধমনীভ্যাং তদার্ত্তবং।
ঈষৎ কৃষ্ণং বিগন্ধঞ্চ বায়ুর্যোনি মুখং নয়েৎ॥"

ঋতুমতী অঙ্গনার অঙ্গে একপ্রকার গন্ধ উদ্ভূত হয় তাহা ঘ্রাণবান্ ব্যক্তি অনুভব করিতে পারেন। গাভীর অঙ্গের আঘ্রাণ লইয়া বলীবর্দ্দ কর্ত্তৃক ঋতু পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। অন্যান্য পশ্বাদিতে ও এরূপ পরিজ্ঞান দৃষ্ট হয়। সুতরাং আর্ত্তব শোণিতকে রক্তসাধর্ম্ম্য বশতঃ আমিষগন্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, শাস্ত্রে ইহার গন্ধের বর্ণনা দৃষ্টিগোচর হয় না।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়, (কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন)

রাজমন্ত্রী শিবপ্রসাদ। *

রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুড়িগ্রাম মহকুমার এলাকাধীন নাওডাঙ্গা একটি সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন জনপদ। নির্ম্মলসলিলা ধরলানদী এই গ্রামের পাদদেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিতা। কোচবিহারাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ সুকবি নরনারায়ণের সময় হইতে রাজকীয় প্রযত্নে বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে ব্রাহ্মণমণ্ডলী এই গ্রামে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে আরম্ভ করেন এবং ইহা ক্রমশঃ বহুজনপূর্ণ ভদ্রপল্লীতে পরিণত হয়। অধিবাসিগণ অধিকাংশই কোচবিহার রাজসরকারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিপুল বিভবের সহিত নির্ম্মল যশোগৌরব অর্জ্জনপূর্ব্বক জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। জ্ঞানালোচনায়ও নাওডাঙ্গা এককালে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। রাজসাহায্য-পরিপুষ্ট অধ্যাপকগণ অনন্যচিত্ত হইয়া নানাশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার দ্বারা জ্ঞানালোক বিতরণে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। কালের অপ্রতিহতপ্রভাবে দিন দিন তাঁহাদের স্মৃতি ক্ষীণতর

* ইঁহার স্বহস্ত-লিখিত পত্রের চিত্র ৬ষ্ঠ ভাগ ২য় সংখ্যার প্রারম্ভে মুদ্রিত হইয়াছে।

হইলেও সেই সকল মনীষিবৃন্দের বহুশ্রমলব্ধ গ্রন্থরাজি উত্তরবঙ্গে সাহিত্যচর্চ্চার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

এই গ্রামের কোন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশে গ্রন্থকর্ত্তা স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয়ের জন্ম। ইঁহার পিতা রঘুপ্রসাদ বক্সী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থ হইলেও তাঁহার ঊর্দ্ধতন-পুরুষগণ প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন। যে বংশে শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয়ের আবির্ভাব; সে বংশ পুরুষানুক্রমে বিদ্যাব্রহ্মণ্য ও অন্যান্য সৎকার্য্যের জন্য এদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। উত্তরকালে শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের সদ্‌গুণাবলীর অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের খনিত বিশাল দীর্ঘিকা, ইষ্টকনির্ম্মিত প্রশস্ত দেবায়তন প্রাচ্য স্থাপত্যশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বিচিত্র শিবমন্দির প্রভৃতি কালের বিশ্ববিধ্বংসিনী শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া ভগ্নশীর্ষশাল্মলী তরুর ন্যায় অদ্যাপি সগৌরবে দেদীপ্যমান থাকিয়া প্রতিষ্ঠাকর্ত্তার জয়ঘোষণা করিতেছে।

স্থানীয় কিম্বদন্তীতে প্রকাশ শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয়ের আদিপুরুষ সর্ব্বপ্রথমে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমা হইতে রাজকার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিয়া নাওডাঙ্গা গ্রামে আপন বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। ইঁহারা কাশ্যপগোত্রীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত দ্বিজপঞ্চকের একতম মহর্ষি দক্ষের অধস্তন পর্য্যায়ভুক্ত। ইঁহাদের জাতীয় উপাধি চক্রবর্ত্তী, বক্সী তাঁহাদের রাজদত্ত পদোচিত সম্মানজনক আখ্যামাত্র। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয়ের পিতার অবস্থা তাদৃশ সচ্ছল ছিল না। অসামান্য প্রতিভা ও চরিত্র-বলে মানুষ কিরূপে সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণপূর্ব্বক সুদুর্ল্লভ যশোগৌরবের অধিকারী হইতে পারেন, এই মহাত্মার পুণ্যময় জীবনী তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-স্থল। আবাল্য দারিদ্র্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত শিবপ্রসাদের ভবিষ্যৎজীবনের অস্ফুট প্রতি-বিম্ব প্রতিভার হেমকিরণে শৈশবেই উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তিনি ছাত্রজীবনে যেরূপ অনন্য-সাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার ন্যায় ধী-শক্তি-সম্পন্ন বালকের পক্ষেই সম্ভবপর। শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয় তৎকালপ্রচলিত পারসী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে রাজকার্য্যে প্রবেশলাভ করেন। তিনি প্রথমে অতি সামান্য বেতনে দ্বারমোক্তারের পদে নিযুক্ত হইয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে স্বীয় অসাধারণ কর্ম্মপটুতা ও বিচক্ষণতার ফলে প্রধান অমাত্যের গৌরব-মণ্ডিত আসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন। রাজমন্ত্রী শিবপ্রসাদ বক্সী রাজসরকারের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। অন্তঃপুরচারিণী রাজ্ঞাগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিতেন। হরেন্দ্রসুত মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের স্বর্গারোহণের পর নাবালক মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের শিক্ষার ভার গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এতদুদ্দেশ্যে মহারাজাকে প্রথমে কলিকাতা পরে কৃষ্ণনগরে প্রেরণ করা হয়। বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বলিয়া গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের আসামপ্রদেশস্থ তদানীন্তন এজেণ্ট কর্ণেল ফ্রান্সিস জেন্‌কিন্স্ সাহেব মহোদয়

শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয়কে মহারাণীদের অনুরোধক্রমে নাবালক মহারাজ বাহাদুরের তত্ত্বাবধায়করূপে নির্ব্বাচন করেন। *

শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয় শৈশবাবধি স্বধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। শাস্ত্রানুশীলন ও জ্ঞানচর্চ্চায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। রাজকার্য্যের গুরুভার বহন করিয়াও তিনি অবকাশকালে গভীর শাস্ত্রচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। গুণীর গুণ তাঁহার নিকট কখনই উপেক্ষিত হইত না। সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে তিনি সসম্মানে যথাযোগ্য বৃত্তিপ্রদানে শাস্ত্রচর্চ্চার সুযোগ করিয়া দিতেন। সমসাময়িক বহু দীন গ্রন্থকারকে তিনি অর্থসাহায্য প্রদানে তাঁহাদের স্ব স্ব রচিত গ্রন্থ প্রকাশের সহায়তা করিয়া বিদ্যোৎসাহিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। স্মার্ত্তাচার্য্য রঘুনন্দনপ্রণীত অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্বের অসম্পূর্ণতার প্রতি সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কর্ম্মকাণ্ডপরায়ণ হিন্দুসন্তান রঘুনন্দনের আহ্নিকতত্ত্বে অনেক প্রয়োজনীয় তত্ত্বের অনুল্লেখ দর্শনে বিশেষ অভাব অনুভব করিতেন। রাজমন্ত্রী মহাশয় তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াই এই তত্ত্বাবশিষ্ট সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হন।† ইনি নানা পুরাণ ও সংহিতাসাগর মন্থনপূর্ব্বক বিবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্বেরই পরিশিষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল তত্ত্বাবশিষ্ট সঙ্কলনে মুখ্যত যাহাদের সাহায্য গৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ময়মনসিংহ নেত্রকোণার অন্তর্গত মাঘান গ্রামনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর ৺কালী বিদ্যালঙ্কারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজমন্ত্রী মহাশয় পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গের সহায়তায় উহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া কুণ্ডীর বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী ৺কাশীচন্দ্র ও কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের নিকট পরীক্ষার্থ প্রেরণ করেন। তাঁহারা তাঁহাদের সভাসদ্ পণ্ডিতবর্গসহ বিচার করিয়া একবাক্যে উহার প্রশংসা করিলে রাজমন্ত্রী মহাশয় নিজব্যয়ে ১২৫৯ সালে কলিকাতার জ্ঞানোদয়যন্ত্রে উহা মুদ্রিত করেন।‡ এই গ্রন্থ-প্রণয়নের দ্বারা তিনি যে শুধু

---

* ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের লিখিত ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের পত্র।

† রঙ্গপুরবার্ত্তাবহ ৬ষ্ঠ ভাগ ১৫৮ সংখ্যায় উদ্ধৃত ভাস্কর পত্রিকায় প্রকাশিত কোন্নগরস্থ ধর্ম্মমর্ম্ম-প্রকাশিকা সভার সম্পাদক গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ১২৫৮ সালের ১৬ই চৈত্র তারিখের বক্তৃতাংশ যথা—

"অধুনা কোঁচবিহারের অত্যাচারের শ্রুতি শ্রুতিপ্রিয়া নহে। কারণ বর্ত্তমান কোঁচবিহারাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ অপ্রাপ্তবয়স্ক হইলেও শ্রীযুক্ত বাবু শিবপ্রসাদ বক্সী রাজমন্ত্রিমহাশয়ের গুণ-গরিমার সীমা করা সামান্য বুদ্ধিসাধ্য নহে, ইনি ধনলোভে লুব্ধ নহেন, পদগৌরব কিছুমাত্র নাই, সর্ব্বদা সহাস্যবদন, অধীন-গণের প্রতি সামান্যাপরাধে ক্রোধ প্রকাশ নাই, সর্ব্বপাত্রে সমদৃষ্টি, সততই শাস্ত্রালোচনায় কালকর্ত্তন করিয়া থাকেন, মহোদ্যমে ভিন্ন সামান্যোদ্যমে উদ্যত নহেন, এক্ষণে স্মার্ত্ততত্ত্বাবশিষ্ট তত্ত্বগ্রন্থ সংগ্রহে অত্যন্ত মনোযোগী আছেন। এতদ্‌গ্রন্থ সংগৃহীত হইলে স্বধর্ম্মানুযায়ী হিন্দুগণের মহোপকার হইতে পারিবেক, অতএব এতাদৃশ পরমধার্ম্মিক রাজমন্ত্রী স্বপদে উপবিষ্ট থাকিলে রাজ্যমধ্যে অত্যাচার ঘটনার সম্ভব হইতে পারে না।"

‡ রঙ্গপুরবার্ত্তাবহ ২৬০ সংখ্যা, ৬ষ্ঠ ভাগ, ৪ ভাদ্র ১২৫৯ সাল যথা—

"কোঁচবিহার রাজধানীর শ্রীযুক্ত বাবু শিবপ্রসাদ রাজমন্ত্রী মহাশয় পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সকল সম্পত্তি

উত্তরবঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে, সমগ্র বঙ্গদেশীয় হিন্দুসমাজের একটি বিশেষ অভাব বিদূরিত হইয়াছে। প্রাগুক্ত বক্সী মহাশয়ের সঙ্কলিত অন্যান্য তত্ত্বাবশিষ্টগুলি এক্ষণে বিলুপ্তপ্রায়, উহা আবিষ্কৃত হইয়া পুনঃ প্রচারিত হইলে নব্যস্মৃতির যে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

সাধারণ অবস্থা হইতে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিলে সাধারণ লোক যেরূপ ধরাকে সরা জ্ঞান করে, রাজমন্ত্রী মহাশয় সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি ছোট-বড় ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সদা হাস্যময় প্রশান্ত বদনমণ্ডল সর্ব্বোপরি মধুর অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার আদর্শ গুণাবলীর পরিচয় সুবিখ্যাত রঙ্গপুরবার্ত্তাবহ, ভাস্কর ও প্রভাকর পত্রিকায় নিয়তই প্রকাশিত হইত।

শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয়ের রাজকার্য্য-পরিচালনে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় পাইয়া গভর্ণর জেনারল বাহাদুরের আসামপ্রদেশস্থ তদানীন্তন এজেণ্ট কর্ণেল ফ্রান্সিস জেন্‌কিস্ সাহেব বাহাদুর তাঁহাকে দুইটি সুবৃহৎ কামান উপহার প্রদান করিয়া বিশেষভাবে সম্মানিত করেন। রাজমন্ত্রী মহাশয়ের বিয়োগের পর মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের শুভবিবাহকালে তদীয় অন্যতম সুযোগ্য বংশধর অম্বিকাপ্রসাদ বক্সী মহাশয় কর্ত্তৃক উক্ত কামান দুইটি নজর-

প্রচুররূপেই প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি তিনি তাহাতে মোহিত না হইয়া বিবিধ অহিতকারী অনিত্য বিষয়কে একেবারেই তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছেন, তবে যে মহারাজের সভার রাজমন্ত্রিপদে তাঁহার অবস্থিতি হইয়াছে, সে কেবল পরোপকারের নিমিত্ত বলিতে হয়, কেন না এইক্ষণে তিনি যেরূপ বিষয় করিতেছেন, তাহাতে অধিক উপার্জ্জন হইলেও প্রায় তাহা সমস্তই পণ্ডিত ও দুঃখী লোকদিগকে বিতরণ করিয়া থাকেন। আমরা সর্ব্বদা যাচকদিগের নিকট শুনিতে পাই ভিক্ষার্থীরা রাজদ্বারে ভিক্ষা পাইবামাত্র প্রশংসিত রাজমন্ত্রী মহাশয় তাহাদিগকে আপন বাসায় আনাইয়া ব্যক্তিবিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক স্বকীয়ার্থ প্রদানে ও বিনয়বচনে সকলকেই সর্ব্বদা আনন্দিত করেন, আপনার শারীরিক সুখভোগ বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করা নাই।

রাজমন্ত্রী মহাশয় মনোমধ্যে এই বিবেচনা করিয়া থাকিবেন যে, অসার সংসারমধ্যে এরূপ কোন বস্তুই কেহ রাখিয়া যাইতে পারেন না যে, তাহা চিরকাল অক্ষয় হইয়া থাকে, কেবল লোকদিগের হিতকারিগ্রন্থ সংগ্রহ করিলে তাহা আর কোনকালে লুপ্ত হইবার সম্ভব থাকে না, অতএব তৎকর্ত্তৃক তৎকর্ত্তার নাম ও অন্যের ন্যায় দিনদিন ক্ষীণ না হইয়া জগন্ময় ব্যাপ্ত হইতে থাকে, এ নিমিত্ত তিনি পণ্ডিতসাহায্যে বিবিধগ্রন্থ হইতে সংগ্রহপূর্ব্বক তত্ত্বাবশিষ্ট নামে যে উৎকৃষ্ট পুস্তক সংগ্রহ করিতেছেন, তাহার একখানি পুস্তক অতিশয় বিচারক্ষম দুইজন পণ্ডিত সহকারে শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের দর্শনার্থে গোপালপুরে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই পুস্তক কয়েক দিবস যাবৎ তাঁহার বৈঠকখানায় পাঠ হইল এবং রায় চৌধুরী মহাশয় তাহা অতিশয় সমাদরে মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন, ইহাতে আমাদিগের অনুভব হয় যে, ঐ পুস্তক তাঁহার অতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছে।"

স্বরূপ রাজসরকারে উপহৃত হয়।* রাজমন্ত্রী মহাশয়ের শেষ জীবন কৃষ্ণনগরে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের তত্ত্বাবধায়করূপে কৃষ্ণনগরে অবস্থিতিকালে সাংঘাতিক পীড়াক্রান্ত হইয়া ইংরেজী ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট তারিখে চৈতন্যলীলাভূমি হরিনামমুখরিত নবদ্বীপপথে পুণ্যতোয়া সুরধুনীর পবিত্রগর্ভে সজ্ঞানে ইষ্টনাম স্মরণ করিতে করিতে নশ্বর পার্থিবকলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক জগজ্জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজমন্ত্রী শিবপ্রসাদের জন্মতারিখ নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। তবে তিনি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সমসাময়িক লোক ছিলেন। হরেন্দ্রনারায়ণের কাশী-লাভের† পূর্ব্বে তিনি রাজকার্য্যে প্রবেশলাভ করেন, সম্ভবতঃ তখন তিনি যুবক ছিলেন।

রাজমন্ত্রী মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার প্রথমা স্ত্রী আনন্দময়ী দেবীকে মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ ১৮৬০ সালের ১০ই মে তারিখের লিখিত যে হুকুম ওয়াকফ্ প্রদান করেন, তৎপাঠে তাঁহার অসামান্য রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ফলকথা তিনি যে, সকল বিষয়ে একজন আদর্শপুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

রাজমন্ত্রী মহাশয় প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত অপুত্রক থাকায় পুত্রলাভের আশায় দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন। দুঃখের বিষয়, দ্বিতীয় পরিণয়ের পরেও তিনি পুত্ররত্নলাভে হতাশ হইয়া স্বীয় ভাগিনেয় অম্বিকাপ্রসাদ বক্সীকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন, কিন্তু বিশ্বপাতার আশীর্ব্বাদে পোষ্যপুত্র গ্রহণের কিয়দ্দিন মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী একটি সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত পুত্রসন্তান প্রসব করেন। তাঁহার এই ঔরসকুমার কাশীপ্রসাদ বক্সী মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের সহপাঠী ছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন শেষ করিয়া অতি অল্প বয়সে রাজকার্য্যে প্রবিষ্ট হন, কিন্তু নিয়তির অলঙ্ঘনীয় বিধানে রাজকার্য্যে প্রবেশের অল্পদিন পরেই দুরন্ত জ্বরাতিসাররোগে ভুগিয়া অপুত্রকাবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হন। কাশীপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী অন্নদাপ্রসাদ বক্সীকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। অন্নদাপ্রসাদ বক্সী স্বর্গারোহণ করিলে কাশীপ্রসাদের বংশ বিলুপ্ত হয়। কাশীপ্রসাদ বক্সী মহাশয়ের পরলোক

---

* ১৮৬০ সালের ১৫ই মে তারিখের অম্বিকাপ্রসাদের রাজসমীপে প্রদত্ত আরজী যথা—

"ঈশ্বর হুজুরের শুভ বিবাহ উপস্থিতে ফয়ের করার কারণ আমার বৃহৎ রকম কলাগাছী যে ২ তোপ বাসার গোল বাগানের নিকট আছে, তাহা ধর্ম্মাবতারের হুজুরে নজর দাখিল করিলাম, গ্রহণ করিতে মর্জ্জি হইবে ইহা আরজ ইতি।"

এই আরজীর উপরে ১৮৬০ সালের ২০শে জুন তারিখের মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের কেশবানন্দ ভাণ্ডার ঠাকুর বরাবর আদেশ যথা—

"অম্বিকাপ্রসাদ বক্সীর ১৮৬০ সালের ১৫ই মে আরজী মোনাহেজায় জানা গেল যে, তাহার বৃহৎ রকম কলাগাছী ২ তোপ বক্সী মজকুরের গোলবাগানের নিকট আছে, তাহা হুজুরের বিবাহ উপলক্ষে নজর দাখিল করিয়াছে, অতএব তোমাকে হুকুম দেওয়া যায় যে, উক্ত তোপদ্বয় দস্তুর মত জমা করিয়া লইয়া হেপাজাত মত সিলাখানায় রাখিবা।"

† ইং ১৮৩৯ সালের ২৯শে মে।

গমনের পর তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অম্বিকাপ্রসাদ বক্সী মহাশয় কিছুদিন তৎপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সুখ্যাতির সহিত রাজকার্য্য পরিচালনের পর দাসত্বনিগড় অসহনীয়বোধে স্বেচ্ছায় অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন। অম্বিকাবাবু জীবনে নানারূপ সদনুষ্ঠানের দ্বারা অক্ষয়পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। রাজদ্বারেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতি-পত্তি ছিল। রাজসম্মানের নিদর্শনস্বরূপ মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ ইঁহাকে রৌপ্য 'আশাসোঠা' প্রদান করেন। অম্বিকাবাবু মৃত্যুকালে দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ পিতৃবিয়োগের কয়েক বৎসর পর অকালে পিতৃপথানুবর্ত্তী হইলে তদীয় একমাত্র বংশধর শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন বক্সী নাওডাঙ্গার বক্সী জমিদারবংশে বিদ্যমান থাকিয়া দেশের ও বংশের নাম উজ্জ্বল করিতেছেন।

এই মহাত্মার অর্থসাহায্যে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ আজ তাঁহার স্বর্গীয় পিতামহের পুণ্যময় বংশপরিচয়ের সহিত তৎসঙ্কলিত এই উপাদেয় গ্রন্থের সুমধুর আস্বাদ সুধীমণ্ডলীকে উপভোগ করাইতে সমর্থ হইলেন, তজ্জন্য কেবল পরিষৎ নহে, সমগ্র বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ আজ তাঁহার নিকট অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

কয়েক বৎসর হইল, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় এই গ্রন্থের সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। বহু চেষ্টার পর তিনি তাঁহার মাতুল কাশীপ্রবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গানন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট উহার একখানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত পুস্তকখানি হারাইয়া যায়, কিন্তু পূর্ণেন্দুবাবু তাহাতে নিরুৎসাহিত না হইয়া পুনরায় উক্ত গ্রন্থের সন্ধান করিতে থাকেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহের ফলে আবার তৎকর্ত্তৃক কয়েকখানি আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্ট সংগৃহীত হইয়া রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে সমর্পিত হয়। তিনি শুধু গ্রন্থাবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। যাহাতে সে গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া শিক্ষিতসমাজে প্রচারিত হয়, তজ্জন্য তিনি গ্রন্থ-সঙ্কলনকর্ত্তার বর্ত্তমান বংশধর প্রমদাবাবুকে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। আমিও তাঁহাকে এই সাধু প্রস্তাব গ্রহণার্থ পরামর্শ দিয়াছিলাম। প্রমদাবাবু আমাদের উভয়ের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিরক্ষারূপ যে মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির কৃপায় আজ তাহা সফল হইল। তাঁহার এই অক্ষয় কীর্ত্তিকাহিনী সাহিত্যজগতে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থ মুদ্রণকালে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ-সম্পাদক মহাশয় শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয়ের গ্রন্থ সঙ্কলন কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান্ হইয়া আমাকে পত্র লিখিলে আমি তাঁহাকে তৎসমসাময়িক রঙ্গপুরবার্ত্তাবহ পত্রিকা হইতে গ্রন্থখানির প্রণয়ন সম্বন্ধে যে বিবরণ লিখিত হইয়াছিল তাহা অবগত করাইয়া-ছিলাম। যে কারণে কালীসিংহের নাম মহাভারতের এবং শব্দকল্পদ্রুমের মূলদেশে মহারাজ রাধাকান্তের নাম চিরসংযুক্ত, ঠিক সেই কারণেই নিখিল তত্ত্বাবশিষ্ট গ্রন্থের সহিত শিব-প্রসাদের নাম চিরবিজড়িত থাকিয়া উত্তরবঙ্গের গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিবে।

বসনরাজি রাজে,
চাঁদেরে করিছে আহার ॥
আঁখি লোল অনুমানি এই,
চাঁদে হরিণ শিশু আছে যেই।
তনু সুধায়ে লুকায়েছে,
ব্যাধে বধে পাছে,
দিক্ নিহারই সেই ॥
চারু অপাঙ্গ কামকামান,
নাসা তিলক শর খরসান।
সেই শ্যামসুন্দর,
মানস মৃগবর,
ভাবে বুঝি করেছি সন্ধান ॥" ইত্যাদি

লেখক জনার্দ্দন শর্ম্মা, সাং অনন্তপুর, পরগণে ইস্লামাবাদ, ১২০৮ সালে মকর-সংক্রান্তিতে সমাপ্ত।

১৩৩। সীতাবিলাপ।

এই খণ্ড কাব্যের কবি দ্বিজ রামপ্রসাদ। কবিবর হরিশ্চন্দ্র মিত্র বোধ হয় রামপ্রসাদের এই কাব্য পাঠ করিয়া আপনার কাব্যের নাম নির্ব্বাসিতা সীতার বিলাপ দিয়াছেন। রামের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব লব কুশ দুই ভাই ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। অশ্ব উদ্ধার করিতে যাইয়া সানুজ রামচন্দ্র রণক্ষেত্রে মহাশয়ন করিয়াছেন। নির্ব্বাসিতা সীতাদেবী এই সংবাদ পাইয়া রণক্ষেত্রে যাইয়া অচেতন রাম-চন্দ্রের চরণপ্রান্তে পড়িয়া বিলাপ করিতেছেন, কবি সেই দৃশ্য বর্ণনা করিতেছেন। ইহার আরম্ভ এইরূপ :—

"মোরে বিধি বাম, গুণনিধি রাম,
কি দোষে গেলে ছাড়িয়ে হে।
জনক দুহিতে কাঁদিতে কাঁদিতে
লব কুশ দোঁহে লইয়া সহিতে,
আইলজীবন নাথেরে দেখিতে,
শিরে করহানি পড়িয়া মহীতে,
হাহা করে রব করিয়া হে ॥"

কবির ভণিতা এইরূপ :—

"রাম প্রসাদ কহিছে শুন মা জানকী,
রামের মহিমা তুমি না জান কি,
প্রবোধ মান মা কমলকানকী,
এখনি উঠিবেন রাঘব ধানকী,
দেখিবে নয়ন ভরিয়ে গো ॥"

লেখক দ্বিজ জনার্দ্দন শর্ম্মা, সাং অনন্তপুর পরগণে ইস্লামাবাদ, তারিখ ২২শে পৌষ, ১২০৮ সাল। লব কুশের এই যুদ্ধ ব্যাপার মূল রামায়ণে নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে, আর আছে পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে।

১৩৪। মালসী-গান।

আজ কাল আর মালসীগান শুনিতে পাওয়া যায় না। এখনকার লোক ভজন সাধন বিবর্জ্জিত, তাই মালসীগানের নাম তাঁহাদের নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইতে পারে। রামপ্রসাদ যে কীর্ত্তনের সুর আবি-ষ্কার করেন, সেই সুর বঙ্গের যেখানে সেখানে পরিচিত। প্রসাদী সুর বলিলে আর বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন করে না। সেই প্রসাদী সুরে রামপ্রসাদের রচিত শ্যামাবিষয়ক যত গান তাহারই নাম এই সংগ্রাহকে "মালসী" নামে অভিহিত করিয়া-ছেন। এই নামে এক সঙ্গে আমরা প্রায় তিন শত গান প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার প্রত্যেকটিতে "প্রসাদ বলে" ভণিতা আছে।

১৩৫। শতনাম।

দ্বিজহরি এই শত নামের কবি। আমরা শৈশবে বৈরাগিগণকে এই শত নাম কীর্ত্তন করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি। এখন আর সে শ্রেণীর ভিক্ষুক দেখা যায় না। কালের পরিবর্ত্তনে সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দ্বিজহরি কে আমরা তাহা অনুসন্ধানে জানিতে পারি নাই। তিনি কেবলমাত্র এই ভণিতার দ্বারায় অতীতের বিস্মৃতির মধ্যে আপন নাম লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন :—

"মথুরায় কংস বধ লঙ্কার রাবণ॥
বকাসুর বধ আদি কালীয় দমন।
দ্বিজ হরি কহে এই নাম সংকীর্ত্তন॥"

বোধ হয় কবি দ্বিজহরি কংসবধ, রাবণবধ, বকাসুর বধ ও কালীয়দমন প্রভৃতি কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার শত নাম তাঁহার শেষ রচনা। আমরা যে হস্তলিপি পাইয়াছি, তাহার লিপিকার হরগোবিন্দ শর্ম্মা। নিবাস বামণডাঙ্গা, সন ১১৮৫ সাল মাহে ভাদ্র, আট দিন গতে বেলা দুই প্রহরের সময় সমাপ্ত। এই বামণডাঙ্গা সরকার ঘোড়াঘাট কুচআড়া-মহলের অন্তর্গত। বামণডাঙ্গার প্রসিদ্ধ জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বর মুস্তফী। কবি ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কবির রচনা অতিশয় প্রাঞ্জল পয়ারে লেখা। শতনাম শ্রীকৃষ্ণের "শতনাম" ভিন্ন আর কিছুই নহে। আজ কালকার লোকের নিকটও এই "শতনাম" অপরিচিত নহে। আমরা উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিলাম :—

"শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন।
যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন॥
উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর গোপাল।
ব্রজবালক নাম রাখে ঠাকুর রাখাল॥
সুবল রাখিল নাম ঠাকুর কানাই।
শ্রীদাম রাখিল নাম রাখাল রাজা ভাই॥
ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী।
কাল সোণা নাম রাখে রাধাবিনোদিনী॥
... ...
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥
শতভার সুবর্ণ গোকোটি কন্যাদান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান॥"

ইত্যাদি

কবির সময়েও সমাজে "কন্যাদান" মহাপুণ্য বলিয়া প্রচলিত ছিল। কন্যাপণ পাপ বলিয়া লোকে বিবেচনা করিত। এখন সমাজে কন্যাপণ ও কন্যাদায় প্রবর্ত্তিত হইয়া হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। অনেক শ্রেণীর লোকে কন্যাপণে অসমর্থ হইয়া নির্ব্বংশ হইয়াছে। কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া কত শত সংসার ছারে খারে যাইতেছে, আর আমরা স্থাণুর ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া অনুমোদন করিতেছি। দান ও প্রতিদান কি এমনই কুৎসিত ব্যাপার হইয়া "কেনাবেচার" সম্বন্ধে পরিণত হইয়া চিরদিন থাকিবে?

১৩৬। নাম-সংকীর্ত্তন।

উত্তরবঙ্গের নরোত্তম ঠাকুরের রচনা। ইহা একটি ক্ষুদ্র কবিতামাত্র। ঐতিহাসিকের

নিকট এই নামসংকীর্ত্তন একটি অমূল্য বস্তু। আধুনিক বৃন্দাবন যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাপ্রভুদের সৃষ্টি, তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। সেই পৌরাণিক বৃন্দাবন বা ব্রজধাম অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছিল। গৌড়ের বৈষ্ণবগণ তথায় গমন করিয়া লুপ্ত তীর্থস্থানগুলির উদ্ধারসাধন করেন এবং বৃন্দাবনকে বর্ত্তমানাকারে পরিণত করেন। কবি সেই কথা অতি সংক্ষেপে তাঁহার নামকীর্ত্তনে বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ :—

"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ ॥
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গ সুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর ॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞি।
যাহার কৃপায় পাই চৈতন্য নিতাই ॥
... ...
... ...
জয় জয় সনাতন জয় শ্রীরূপ।
জয় জয় রঘুনাথ প্রাণের স্বরূপ ॥
জয় জয় সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
... ...
... ...
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈল বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ ॥
... ...
জয় জয় বংশীবট জয় শ্রীপুলিনা।
জয় শ্রীকালিন্দী জয় জয় শ্রীযমুনা ॥
জয় জয় দ্বাদশ বন কৃষ্ণলীলাস্থান।
তালবন খর্জ্জুরবন ভাণ্ডীরবন নাম ॥"

ইত্যাদি

পরম বৈষ্ণব সংসারবিরাগী নরোত্তম ঠাকুর বৈষ্ণব প্রভুদের নামমাহাত্ম্য বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলাস্থলীর বর্ণনা করিয়া কাব্যখানি সমাপ্ত করিয়াছেন। সমাপ্তিকালে কবি এই কথা বলিয়াছেন :—

"শ্রীগুরু বৈষ্ণবের পদে করি আশ।
নাম সংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস ॥
... ...
এ ছয় গোঁসাঞি গিয়া ব্রজেন্দ্র নগরে।
প্রকাশিলা কৃষ্ণলীলা বহুত প্রকারে ॥"

ইত্যাদি

গ্রন্থখানির লিপিকার বাঞ্ছারাম দাস সাং চিলমারী, পরগণে বাহারবন্দ, রাজা রামকৃষ্ণ, গ্রন্থ সমাপ্ত উজানি দেড় প্রহর বুধবার কৃষ্ণাষ্টমী সন ১১৯৭ সাল, তারিখ ১৯শে ফাল্গুন।

১৩৭। আদ্য সারস্বত কারিকা

কবি মুকুন্দদাস বিরচিত। গ্রন্থমধ্যে কবির আত্মপরিচয় নাই। এই কাব্যের শ্রোতা সদাশিব, কর্ত্তা শ্রীদুর্গা। মহাদেবের প্রশ্ন মতে বৈষ্ণবধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া যাইতেছেন। গ্রন্থের নাম যে কেন আদ্য সারস্বত কারিকা হইল তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই।

মহাদেবের প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীদুর্গা বলিলেন :—

... ...
"রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বকথা মোর অগোচর ॥
... ...
তবে যে কহিবে কিছু তাঁর শক্তিবলে।
না কহিবে কারো আগে রাখিবে অন্তরে ॥
সপ্তম পাতাল ঊর্দ্ধে পৃথিবী বিস্তার।
পৃথিবীর ঊর্দ্ধভাগে আকাশ আকার ॥

আকাশের অধোভাগে বিরজাপাবন।
বিরজার উর্দ্ধভাগে বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধভাগে কৃষ্ণলোকখ্যাতি।
গোলোক গোকুল মথুরা ত্রিবিধতে স্থিতি॥
বৈকুণ্ঠে প্রকাশ মূর্ত্তি দ্বারকা নগর।
এই চারি ধাম কৃষ্ণের বিলাস অন্তর॥
গোলোকের উর্দ্ধভাগে নিত্য পূর্ণস্থল।
ব্রহ্মাণ্ড বৈকুণ্ঠ গোলোক আছেব অগোচর
নিত্য বৃন্দাবন নাম গুপ্ত চন্দ্রপুর।
অবিচ্ছিন্ন প্রেমাধার আনন্দের পুর॥
এই নিত্য স্থল কৃষ্ণের সকলের পর।
গোপত ভিতরে আছে বুঝিতে বিরল॥
যখন নাহিক ছিল এ সব সংসার।
তখন আছিল এই নিত্য পরচার॥
যখন ধামাদি সর্ব্ব সৃজন হইল।
কেহ উর্দ্ধে কেহ মধ্যে কেহ আগে গেল॥
মধ্যেতে রহিল নিত্য প্রকট হইয়া।
আপনা ভাবিয়া দেখ দেহ বিচারিয়া॥"

ইত্যাদি

এই প্রকার খাপছাড়া কথায় কাব্যখানি পূর্ণ, অশ্লীলতারও অভাব নাই। মধ্যে মধ্যে দুই একটি সংস্কৃত শ্লোকও আছে। বটতলার কৃপায় গ্রন্থখানি সজীব আছে। গ্রন্থের শেষ এইরূপ :—

"কতক্ষণে সদাশিব চেতন পাইয়া।
আনন্দে লইয়া দেবী কোলেতে করিয়া॥
সুস্থির হইয়া বলে শিব মহামতি।
দক্ষিণ পাশেতে হর বামেতে পার্ব্বতী॥
আদ্য সারস্বত কথা অমৃত মধুর।
শ্রীমুকুন্দ দাসে কহে শুনে ভক্তশূর॥"

আমরা মহাভক্তশূর নহি সুতরাং কবির কথা শুনিবার সহিষ্ণুতা আমাদের হয় নাই।

১২৮। সাধনা ও সিদ্ধি

উত্তরবঙ্গের নরোত্তমদাস বিরচিত। দ্বাবিংশটি কবিতা বা পদে এই প্রার্থনা বা সাধনা সমাপ্ত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এই কয়েকটি পদ নরোত্তম দাসের "প্রার্থনার" অন্তর্ভুক্ত। সাধকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তাঁহার সাধনায় বৃন্দাবন, শ্রীরূপ মঞ্জরী, শ্রীচৈতন্য, লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীরূপ, সনাতন প্রভৃতি মহাজনের পদারবিন্দ ধ্যান করিয়া সাধনার পথে নির্ব্বাণ লাভাশয়ে ভক্তের কাতরতা প্রকটিত করিয়াছেন। মনঃশিক্ষা গ্রন্থখানি এই সাধনা ও সিদ্ধির অনুকরণে লিখিত হইয়াছে। এই পদগুলি পাঠ করিয়া আমরা বাস্তবিক পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। আমরা একটি পদ এখানে নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—

"এবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণী॥
যারে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কিবা জলে দিব ঝাঁপ॥
মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব এ চন্দন চুয়া॥
বৃন্দাবনের ফুলেতে গাঁথিয়া দিব হার।
বিনাইয়া বাঁধিব চূড়া কুন্তলের ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তম দাস কহে পীরিতের ফাঁদ॥
এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোঁসাঞি।
পতিতে তারিতে তোমা বিনে কেহ নাই॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কোথা কেবা পায়॥

অঙ্গের পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥
হরি স্থানে অপরাধ তারে হরি নাম।
তোমা স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥
তোমা সব হৃদয়েতে গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি॥
হরি হরি কি মোর করম অনুরত।
বিষম কুটিল মতি, সাধু সঙ্গে নৈলরতি,
কিসে আর তরিবার পথ॥
স্বরূপ সনাতনরূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
লোকনাথ সিদ্ধান্ত সাগর।
শুনিতাম সে সব কথা, ঘুচিত মনেরব্যথা,
তবে ভাল হইত অন্তর॥
যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদিয়া নগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম,
মিছামাত্র বহি ফিরি ভার॥
হরিদাস আদি মিলি, মহোৎসব আদি কেলি,
না করিনু সে সুখবিলাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোয়ানু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস॥"

নরোত্তম ঠাকুর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকট হইবার অনেক পরে ক্ষেতরি রাজধানীতে পুরুষোত্তম দত্তের গৃহে প্রকট হন। চৈতন্য-লীলা স্বচক্ষে না দেখিতে পাইয়া পরম বৈষ্ণব নরোত্তম আপনার জন্মে ধিক্কার দিয়াছেন।

গ্রন্থখানি হরিদাস বৈরাগী কর্ত্তৃক শ্যামানন্দ বাবাজীর আখড়া হইতে ১২২০ সনে ১৪ই কার্ত্তিক শুক্রবারে নকল করা হইয়াছে। 'স্বরূপচন্দ্র দাসের পুস্তক, সাং ঘরভাঙ্গা পরগণে পাতিলাদহ। ঘরভাঙ্গা গ্রামের আধুনিক নাম ইলিশামারির চর ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে। এখানে এখন হিন্দুর মধ্যে কয়েক ঘর "কাপালী" জাতির বাস। হরিদাসের বাস্তুভিটায় একজন বৈরাগী জাতীয়া স্ত্রীলোক বাস করিতেছে।

১৩৯। শ্রীরাধিকার রসকারিকা

শ্রীরাধিকার রসকারিকা একখানি ক্ষুদ্র কাব্য। সাধক কবি নরোত্তমদাস বিরচিত। কাব্যখানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রূপকে লিখিত হইয়াছে। হরিদাস বৈরাগীর লিখিত ১২২০ সনের একখানি হস্তলিপি আমরা দেখিয়াছি। কাব্য খানির আরম্ভ এইরূপ:—

"যাহাতে হইতে স্বয়ং ভগবান হয়।
সেই বস্তু সাধে ভক্ত জানিহ নিশ্চয়॥
রাধা কৃষ্ণ ভজে রাধা কৃষ্ণমন্ত্র লঞা।
জ্ঞানকাণ্ড জপতপ দূরে তেয়াগিয়া॥
কায়মনোবাক্যে নিষ্ঠা হয়ে কৃষ্ণজ্ঞানে।
তবে কেন নাহি পায় ব্রজে সিদ্ধজনে॥
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি নহে অনুগত বিনে।
মন্ত্র জপী পাত্রী হয় শাস্ত্রের প্রমাণে॥
ভঙ্গরতি মুখ খণ্ড রতির আশ্রয়।
মধুখণ্ড রস পিয়ে তাহার বিষয়॥
ভঙ্গরস খণ্ড পিয়ে মধুখণ্ড রসে।
নায়কে নায়িকাতত্ত্ব এই রসে আছে॥
কেবা ভজে কেবা মজে সাধক কেবা হয়।
সাধক সাধিবে কারে করিয়া নিশ্চয়॥
তবে সাধ্য সাধন যে করিয়া নিশ্চয়।
অনুগত কার্য্য বিনা যজন না হয়॥
কৃষ্ণদাস হঞা নিত্য আশা যেবা করে।
সাধ্য করি কৃষ্ণ পায় কোন অনুসারে॥"

আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এ পর্য্যন্ত আমরা ইহার কিছুই পাঠ করিয়া বুঝিতে পারি নাই। কবির উদ্দেশ্য কি, তাহা না জানিলে শব্দার্থপ্রয়োগ-জ্ঞান জন্মে না, আমরা সে বিষয়ে অজ্ঞ হওয়ায় কাব্য খানি বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছি। কাব্যের শেষে আছে—

"মথুরাতে সমরস মধুরত্ব নহে।
রাত্রি দিবা সুখ ইচ্ছা করে নিজ দেহে॥
চারিরস মধ্যে এক আছে গাঢ় রস।
সমরসযুক্ত হয়ে কৃষ্ণ করে বশ॥
ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত ভাব ভজন থাকিতে।
না হয় গোকুলপ্রাপ্তি কৃষ্ণের সহিতে॥
অতএব বৈদিক জপ সকল ছাড়িব।
রাধাকৃষ্ণ যুগল সেবা মানসে চিন্তিব॥
উপাসনা বস্তু যার হৃদয়ে জাগয়।
সেবকে বুঝিবে ইহা অন্য নাহি হয়॥
শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর চরণ করি আশ।
রাধারসকারিকা কহে নরোত্তম দাস॥"

বৈদিক জপ তপ ত্যাগ করিবার মন্ত্রণা কবি গ্রন্থশেষে দিয়াছেন। মহাপ্রভু ক্রিয়া-কাণ্ড ত্যাগ করিয়া প্রেমভক্তিতে মজিয়া কেবল হরির নাম সংকীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক যে সকল ক্রিয়া-কাণ্ড অর্থসাপেক্ষ, তাহা সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। অর্থাভাবে লোকে ক্রিয়াকাণ্ড করিতে না পারিয়া ক্রমে নাস্তিক-তার আশ্রয় গ্রহণ করে। ধর্ম্মবিধান ক্রমশঃ শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়া সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা আনিয়া মানবের ধর্ম্মবুদ্ধি লোপ করিয়া দেয়। কবি তাই লোকশিক্ষার জন্য নিজেই বলিতেছেন,—"অতএব বৈদিক জপ সকল ছাড়িব।" এই অর্থকরী ধর্ম্মের প্রভাবে হিন্দুর অনেক আচার-ব্যবহার ক্রিয়াকাণ্ড লোপ হইয়া গিয়াছে। কেবল হরিধ্বনিতেই হিন্দু আজও জীবিত আছে।

১৪০। শ্রীরসসারগ্রন্থ

কবি নরোত্তম দাস আপন গুরুদেব লোকনাথ গোস্বামীর অনুজ্ঞানুসারে এই কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। কাব্যখানির নামের সার্থকতা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কাব্যের সূচনা এইরূপ ঃ—

"শ্রীলোকনাথ পদারবিন্দ করিয়া ভাবনা।
সেই অনুগ্রহে করি গ্রন্থের রচনা॥
আজ্ঞা কৈল নরোত্তম শুনহ বচন।
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি যাতে করহ রচন॥
গুরুপাদপদ্মে নিবেদিনু সাবধানে।
আমি দীনহীন স্ফূর্ত্তি নাহি হয় মনে॥
তবে আজ্ঞা কৈলা মোরে শ্রীগুরু গোঁসাঞি।
ত্রিলোক ভাবিল শাস্ত্রে গুরু বিনে কেহ নাই
ইঙ্গিতে করিলা আজ্ঞা মনে বিচারিনু।
গুরুপাদপদ্ম স্মরি গ্রন্থ আরম্ভিনু॥
অতএব গুরুবস্তু কিঞ্চিৎ নির্দ্ধারি।
গুরু বিনা প্রাপ্তি নাই দেখহ বিচারি॥
আগে গুরু কর্ণধরি মন্ত্র হরিনামে।
হৃদয় শরীর কৈল আপনি শোধনে॥
হরিনাম দেহ মন্ত্রে মন্ত্রেতে হৃদয়ে।
দেহ হৃদি দুই সিদ্ধ শ্রীগুরু কৃপায়ে॥
তবে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বৈষ্ণব জানিতে।
জিজ্ঞাসিনু বৈষ্ণব আমি জানিব কি মতে॥
আজ্ঞা কৈলা গুরু জাতি ধর্ম্ম যজে যেই।
করিতে তাহার সঙ্গ আজ্ঞা দিলা এই॥"

ইত্যাদি

কাব্যশেষে আছে ঃ—

"তথা হইতে বিদায় হইয়া আইলাম্ গৌড়ে
প্রভুর শ্রীমুখের আজ্ঞা সদা মনে পড়ে ॥
পরগণা গড়ারহাটি গ্রাম যে ক্ষেতরি।
প্রভু শ্রীমুখের আজ্ঞায় শ্রবণাদি করি ॥
বহু ভাগ্যে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ আইলা।
প্রভুর যে আজ্ঞা প্রত্যক্ষ হইলা ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা সাধ্য সাধন।
তাঁর সঙ্গে নানা রঙ্গে চর্ব্বিত চর্ব্বণ ॥
প্রভুর যে আজ্ঞা তাহা করিনু প্রকাশ।
সংক্ষেপার্থে "রসসার" কহে নরোত্তম দাস

ক্ষেতরি গ্রাম গড়ারহাটী পরগণার মধ্যে ও রাজসাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত। এখানে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে একটি হিন্দু কায়স্থবংশ রাজত্ব করিতেন। নরোত্তম এই কায়স্থ রাজকুলের সন্তান। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমে সংসারে বীতরাগ হইয়া অলক্ষিতে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রজধামে যাত্রা করেন। তথায় পৌঁছিয়া লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্যত্বলাভ করেন। পরে শ্যামানন্দ ও শ্রীনিবাসাচার্য্যের সহিত সমস্ত বৈষ্ণবসমাজের অনুমতিসূত্রে ঠাকুর কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থরাজি লইয়া গৌড়ে প্রচারার্থে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ দত্ত তখন ক্ষেতরির রাজা। জন্মভূমিতে আসিয়া নরোত্তম ঠাকুর ক্ষেতরিতে ষড়্ বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং সেই উপলক্ষে এক বৈষ্ণব মহাধিবেশন হয়। তদুপলক্ষে এখনও বর্ষে বর্ষে ক্ষেতরিতে এক মেলায় বঙ্গদেশের বৈষ্ণবগণের সমাবেশ হইয়া থাকে। নরোত্তম তাঁহার গ্রন্থশেষে এই বিরাট ব্যাপারের আভাস দিয়াছেন মাত্র। বটতলার কৃপায় কাব্যখানি আজও সজীব আছে।

১৪১। অমৃত-রত্নাবলী

অমৃত-রত্নাবলীর লেখক কবিবর মুকুন্দরাম দাস। কবি গ্রন্থমধ্যে আত্মপরিচয় কিছুই লিখিয়া রাখেন নাই। আজ আমরা অতীতের অন্ধকার ভেদ করিয়া তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতে অসমর্থ হইতেছি। কাব্যের বিষয় বর্ণনা নরোত্তম দাসের রসসার কাব্যের ন্যায় একপ্রকার দুর্ভেদ্য। কবি গ্রন্থের আদিতে রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, গোপালভট্ট, রঘুনাথ দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ,এই কয়েকজন আদর্শ মহাপুরুষকে বন্দনা করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। এই বন্দনা হইতে অনুমান হয়, কবি নরোত্তম দাসের সমসাময়িক লোক। বন্দনাদির পর কবি এই ভাবে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন ঃ—

"কহিব রসের তত্ত্ব করহ শ্রবণ।
রসিকের সঙ্গে ইহা কর আলাপন ॥
রসিক ভকত হবে শ্রীরূপের গণ।
নিরন্তর রসতত্ত্বে ডুবাইবে মন ॥
সদা রসে মগ্ন হঞা ভাসিবে তাহায়।
রসিকের সঙ্গে তাহা রস উপজয় ॥
সেই রসে বস্তুতত্ত্ব মিলিবে আপনি।
সহজতত্ত্ব রসতত্ত্ব যেন রত্নখানি ॥
রতনে ঘটিত রস রূপের আকর।
তাহাতে রূপের জন্ম শুনহ বিচার ॥
তার পর রূপবতী রসিকের সঙ্গ।
আপনার নিজতত্ত্ব রসবতী রঙ্গ ॥
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম কৈতব না হয়।
বেদ চারি বেদ নিষ্ঠা ইহা কর ক্ষয় ॥"

এই ভাবে কবি সখিভাবে সাধনার অবতারণা করিয়া ভগবানের সখিত্ব কি প্রকারে লাভ হইতে পারে, তাহার বিবিধ ক্রমের বর্ণনা করিয়াছেন। তার পর "মুক্তাচরিত্রার" বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন :—

"সেই প্রেমসরোবর অমৃতের সার।
কৃষ্ণরতি প্রেমরতি বস্তুরতি আর॥
তাহার নির্ম্মাণ শুন রতনে খচিত।
চারিদিগে চারিঘাট হেমেতে পূরিত॥
সেই সরোবরে আছে পীতপদ্ম বর্ণ।
প্রেমের পরম সার প্রেম নিত্যপূর্ণ॥
প্রেমের সায়রে সেই নিত্য বস্তু হয়।
আছয়ে অমৃত কুণ্ড তাহার আশ্রয়॥
প্রেমসরোবর হয় অমৃতের কুণ্ড।
যাহা লভিবারে জীব চাহে প্রতিদণ্ড॥
সপীত ভৃঙ্গ আছে তাহে পদ্মরাজ অলি।
কহিব সহজ বস্তু অমৃতরসাবলী॥" ইত্যাদি

এখানে আরও অনেক কথা আছে, তাহা আমাদের সহজবোধ্য নয়। তার পর কবি "অকৈতবের" বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

... ... অকৈতব।
তাহার সাধনে হয় প্রেমের উদ্ভব॥
সেই রাগ উদ্ভব রতি রতি পরকাশ।
আর সব যত আছে তাহার আভাস॥
উজ্জ্বল মধুর রস তাহাতে উদিত।
সকল রসেতে আছে ঈশ্বর মিশ্রিত॥
... ...
রাধা লীলারসের মায়ার সহিত॥
তার পর পদ্মগণের করিয়া বিচার।
এক এক পদ্মের ঘাটে তিন তিন দ্বার॥
কামসরোবরে শ্বেত পদ্মের বিচার।
তার পর প্রথম দ্বারে তিন তিন দ্বার॥"

অতি নীরস আমাদের দুর্ব্বোধ্য নানা কথায় কাব্যের কলেবর বিস্তারলাভ করিয়া ততোধিক দুর্ব্বোধ্য ভাষার পঞ্জরে গ্রন্থখানি শেষ হইয়াছে। গ্রন্থের শেষে এই কয়েক কথা থাকায়,—

"শ্রীপাঠ খেতরি ধামে নরোত্তম দাস।
মুকুন্দে বুধরি গ্রামে স্থাপিলা আবাস॥"

আমরা অনুমান করি, কবিকে নরোত্তম ঠাকুর বুধরি গ্রামে স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা নরোত্তমবিলাসে পাঠ করিয়াছি, বৈষ্ণব মহাধিবেশনের পর বৈষ্ণব মহাপুরুষগণ ক্ষেতরি হইতে যাইবার সময় শ্রীনিবাসাচার্য্য বলিতেছেন :—

"সকল মহান্ত প্রতি কহে বার বার।
কালি এ ক্ষেতুরিগ্রাম হবে অন্ধকার॥
পদ্মাবতী পার হ'য়ে পদ্মাবতীতীরে।
করিবেন স্নান সবে প্রসন্ন অন্তরে॥
তথা ভুঞ্জিবেন এই প্রসাদী পাকান্ন।
বুধরি গ্রামেতে গিয়া হইবে মধ্যাহ্ন॥
আগে যাইবেন গোবিন্দাদি কথোজন।
সেই সঙ্গে পাককর্ত্তা করিবে গমন॥
রামচন্দ্রাদি এ সঙ্গে যাইবেন তথা।
"বুধরি" হইতে তাঁরা আসিবেন হেথা॥"

সমস্ত মহান্তগণের বুধরিতে সায়াহ্নে আহারাদি ও অবস্থিতির বন্দোবস্ত নরোত্তম এবং শ্রীনিবাসাচার্য্যের দ্বারা হইয়াছিল। ইহাতে বোধ হয়, কবিরা সেই সময় বুধরির আখড়ায় নরোত্তম কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিলেন। তাই আমরা কবিকে নরোত্তমের সমসাময়িক বলিয়া অনুমান করিয়াছি।

আমরা যে হস্তলিপি দেখিয়াছি, তাহা রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক ১১৮৫ সনে লাহিড়ী-

পাড়া গ্রামে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে পৌষমাসে লিখিত।

১৪২। শ্রীশ্রী- -.

চণ্ডীকাব্য বলিলে আমরা কবিকঙ্কণের চণ্ডীই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু কবিকঙ্কণ এই চণ্ডীকাব্য প্রথম রচনা করেন নাই। দ্বিজ মাধব তাঁহার পঞ্চাশ বৎসরেরও পূর্ব্বে চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়া সমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। কবিকঙ্কণ মাধবের চিত্রের উপর তুলি ধরিয়া, তাহাতে নূতন রঙ্গ ফলাইয়া আপনার যশোমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। দ্বিজ মাধব আপন চণ্ডীকাব্যে এইভাবে আত্মপরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন :—

পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চ গৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদী তটবাসী পরাশর।
যাগযজ্ঞে জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
মর্য্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু।
আচারে বিচারে বুদ্ধে সম সুরগুরু॥
তাঁহার অনুজ আমি মাধব আচার্য্য।
ভক্তিভাবে বিচারিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥
আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায় গান।
তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান॥
শ্রুতি তাল দোষ ভঙ্গ না দিবা আমার।
তোমার চরণে মাগি এই পরিহার॥
ইন্দু বিন্দু বাণধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায় শারদা চরিত॥

কবিকঙ্কণ কাব্যজগতে মাধবাচার্য্য হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেও মাধবের নিকট বীরচরিত্র অঙ্কনে অথবা ধূর্ত্ততার জীবন্তছবি দেখাইতে যে প্রতিভার বিকাশ করিয়াছেন তাহার নিকট মুকুন্দরামের কবিত্বশক্তি ম্লান হইয়া গিয়াছে। কবিকঙ্কণের বীর কালকেতু স্ত্রীর অনুরোধে কলিঙ্গসমরে শয়নকক্ষের নিভৃতস্থানে লুকাইয়া যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে তাহা বাঙ্গালীর চরিত্রেই শোভা পায় এবং একমাত্র বাঙ্গালী কবির লেখনীর উপযুক্ত। কিন্তু মাধবের কালকেতু স্ত্রীর কথায়, স্ত্রীর অনুরোধ পদদলিত করিয়া বীরের মতন বলিতেছেন :—

শুনিয়া সে বীরবর, কোপে কাঁপে থর থর,
শুন রামা আমার উত্তর।
করে লৈয়া শর গাণ্ডী, পূজিব মঙ্গল চণ্ডী,
বলি দিব কলিঙ্গ ঈশ্বর॥
যতেক দেখহ অশ্ব, সকল করিব ভস্ম,
কুঞ্জর করিব লণ্ডভণ্ড।
বলি দিব কলিঙ্গ রায়, তুষিব চণ্ডিকা মায়,
আপনি ধরিব ছত্রদণ্ড॥ ইত্যাদি

মাধবাচার্য্য ১৫০১ শকে ইংরাজী ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৩৩৩ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কাব্য সমাপন করিয়াছেন। সে সময় দেশের বড় দুর্দ্দশা। মোগল কুলচূড়ামণি আকবরশাহ তখনও বাঙ্গালাদেশে একছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। কবির বর্ণনায় স্থানে স্থানে অরাজকতার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এই জাতির সকলগুলি কাব্য একত্র করিতে পারিলে, তুলনায় সমালোচনা করিয়া সে সময়ের দেশের ও সমাজের অবস্থা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারা যায়।

১৪৩। বিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলী

কবিরাজ বিষ্ণুপুরী ঠাকুর ভাগবতকে আশ্রয় করিয়া মধুর কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়া সংস্কৃতে এক কাব্য লিখেন তাহার নাম "রত্নাবলী।" এই কাব্যের অনুবাদের নাম বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী। লাউরিয়া কৃষ্ণদাস এই অনুবাদ কার্য্য করিয়া বৈষ্ণবসমাজে যশস্বী হইয়াছেন। "লাউর" শ্রীহট্টের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্ররাজ্য ছিল। অদ্বৈত মহাপ্রভুর পূর্ব্ব নিবাস এই "লাউর" বলিয়া তাঁহাকে সে কালের বৈষ্ণবেরা লাউরিয়া বুড়া বলিত। কৃষ্ণদাসের নামও এই জন্য লাউ-রিয়া কৃষ্ণদাস হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অদ্বৈত মহাপ্রভুর সহিত শান্তিপুরে বাস করিবার সময় সাধক জীবনে তিনি কৃষ্ণদাস নাম গ্রহণ করেন। অদ্বৈত প্রভুর পিতা কুবের পণ্ডিত এই লাউরের রাজা দিব্যসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। সে আজ ৪৬১ বৎসরের পূর্ব্বের কথা। দিব্য সিংহ অতি বৃদ্ধবয়সে পুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া শান্তিপুরে আসিয়া মুক্তির আশায় অদ্বৈত মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই বয়সে তাঁহার কৃষ্ণদাস নাম হয়। কৃষ্ণ-দাস নামে বৈষ্ণবের সংখ্যা অনেক, সেই জন্য বৈষ্ণবগণ চিহ্নিত করিবার জন্য তাঁহাকে লাউড়িয়া বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিলেন। ফলতঃ শ্রীহট্টের প্রভাব বাঙ্গালাসাহিত্য ও বিদ্যাচর্চ্চার উপর অসা-ধারণভাবে স্থাপিত। কৃষ্ণদাস অদ্বৈতের বাল্যলীলাসূত্র নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ঈশাননাগরের অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায়। ঈশান সেই গ্রন্থ সম্বন্ধে এইভাবে লিখিয়াছেন :—

লাউরিয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলা সূত্র।
যে গ্রন্থ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র ॥

কৃষ্ণদাস তাঁহার বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলীর আরম্ভে গ্রন্থের ইতিহাস এইভাবে প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন :—

শ্রীবিষ্ণুপুরী ঠাকুর ভকত সন্ন্যাসী।
জীব নিস্তারিলা কৃষ্ণভকতি প্রকাশি ॥
বিচারি বিচারি ভাগবত পয়োনিধি।
বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী প্রকাশিলা নিধি ॥
প্রতি অধ্যায় বিচারিয়া দ্বাদশ স্কন্ধ।
সার শ্লোক উদ্ধারিয়া করিলা প্রবন্ধ ॥
নানাবিধ শ্লোক ব্যাখ্যা করি সাধু।
তাপিত জীবের তরে সিঞ্চিলেক মধু ॥
অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক ভাগবত।
তা হইতে উদ্ধার করিলা শ্লোক চারিশত ॥
বিষ্ণুপুরী ঠাকুর রচিলা রত্নাবলী।
কৃষ্ণদাস গাইলেক অদ্ভুত পাঁচালী ॥
ইত্যাদি

আমরা মধ্যে মধ্যে কয়েকটি পত্র মাত্র পাইয়াছি। সমগ্র গ্রন্থ চোখে দেখি নাই। দ্বিজ মাধবের ভাগবতের দশমস্কন্ধের মধ্যে আমারা মোট ১৪ খানি পত্র পাইয়াছি। এক খানি পত্রের এক কোণায় লেখা আছে নবীন-চন্দ্র মহান্ত শ্রীপাঠ বাঘনা। সম্ভবতঃ ইহা পুস্তকের মালিকের ঠিকানা মাত্র। শেষ বয়সে জীবনমরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া সর্ব্বত্যাগী যোগী যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন তাহাতে নিশ্চয়ই মুমুক্ষুর অনন্ততৃপ্তি লাভ হইতে পারে। এ হেন নৃপতি কবির সার গ্রন্থখানি আজ মানবনয়নের অগোচর হইয়াছে

ইহা বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালীর ঘোরতর দুর্দ্দিনের চিহ্ন ভিন্ন কিছুই নহে। পরিষৎ যদি এই গ্রন্থখানির অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন তাহা হইলে বাঙ্গালার ইতি-হাসের অনেক তথ্য ইহা হইতে উদ্ধার হইতে পারে।

১৪৪। চমৎকারচন্দ্রিকা

কবিবর কৃষ্ণদাস নরোত্তম দাসের "চমৎকারচন্দ্রিকা" ও "প্রেমভক্তি চন্দ্রিকার" সংস্কৃত টীকার পদ্যে অনুবাদ করিয়া সম্পূর্ণভাবে এক অভিনব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। এই কৃষ্ণদাস আপন পরিচয় কিছুই রাখিয়া যান নাই কেবল তাঁহার চমৎকারচন্দ্রিকার স্থানে স্থানে আছে যে তিনি বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে বাস করিতেন। বোধহয় তিনি একজন অতিশয় অকপট বৈষ্ণব ছিলেন, কেবল কৃষ্ণলীলামৃত পানে ও ধ্যানে জীবন সমাধি করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস টীকা-কারের অনুবর্ত্তী হইয়া চারিটি "কুতুহলে" তাঁহার চমৎকার চন্দ্রিকা সমাপন করিয়াছেন। অনুবাদে হাস্যরসের প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী বেশী বলিয়া বোধ হয়। মধুর রসের সহিত এই হাস্যরস বড়ই প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। আমরা নমুনা স্বরূপ এখানে কিছু উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

এতেক শুনিয়া তবে কুটিলা বচন।
ভ্রমি ভ্রমি কালীহ্রদে করিল গমন॥
তথায় যাইয়া দেখে কুঞ্জের ভিতর।
কেশীতীর্থ পাশে এক পুষ্পোদ্যান মনোহর॥
সকল কাননপূর্ণ পরিমল ময়।
সখী সঙ্গে রাই তাহা দেখিবারে পায়॥
কীর্ত্তিদায় কীর্ত্তিবন্দি রাধা সুবদনী।
কুটিলারে দেখিয়া কহেন কিছু বাণী॥
শুনহ কুটিলা তুমি স্নান করিবারে।
এখানে আইলা কিবা কহিবা আমারে॥
কুটিলা কহেন আমি স্নানে নাহি আসি।
কি কার্য্যে আইলা তবে রাই কহে হাসি।
কুটিলা কহেন এই তোমা সভাকার।
চরিত্র দেখিতে হৈল গমন আমার॥
কুটিলা কহেন তবে ললিতার প্রতি।
নিশ্চয় জানিল আমি তো সভার রীতি॥
কি কারণে এই স্থানে হরিগন্ধ পাই।
বিদিত হইল কর্ম্ম ছলে কার্য্য নাই॥
হরি শব্দে কৃষ্ণ আর সিংহকে বুঝায়।
অর্থ ফিরাইয়া তাহা ললিতা কহয়॥
শুনহ কুটিলা তবে সিংহ হেথা আছে।
তবে বল আমরা লুকাব কার কাছে॥
যুক্তিসব মুগ্ধ বড় ভয় হইল মনে।
পলাইয়া যাই শীঘ্র আপন ভবনে॥
ইত্যাদি

১৪৫। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ

এই কাব্যখানি শ্রীলবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সংস্কৃত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের পদ্যানুবাদ। কবি যদুনন্দন দাস এইমাত্র ভণিতা আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। যদুনন্দন একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। রচনা প্রসাদগুণ বিশিষ্ট এবং অতিশয় প্রাঞ্জল। কবি আপনাকে শ্রীগুরু সুবলচন্দ্রের শিষ্য বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। এই সুবলচন্দ্র বোধ হয় শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র। অন্য প্রমাণাভাবে আমরা একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণের রূপ এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ড অধর মাধুরী।
মন্দ মন্দ হাস্ত তাহে বচন চাতুরী ॥
মাধুর্য্য প্রবাহে মগ্ন কৃষ্ণের আনন।
দেখ দেখ সমাধুর্য্যে করয়ে মজ্জন ॥
কহিতেই সমগ্র বিশেষ স্ফূর্ত্তি হৈলা।
বিবরিয়া সেই কথা কহিতে লাগিলা ॥
নবীন যৌবন বয়ঃ উদয় হইলা ॥
চরম কৈশোর স্থির হইয়া রহিলা ॥
চাঁচর কেশর চূড়া তাতে মনোহর।
তাহাতে বরিহা শোভে পরম সুন্দর ॥
নটন গমনে মন্দ বাতাসে দোলয়।
তাঁহার বিলাসে সদা ভুবন ভুলায় ॥
বিম্বাধরে বিলাসে মুরলী মনোহর।
স্বরভঙ্গী আলাপনে মাধুরী বিস্তর ॥
কেবল অমৃতধ্বনি সদা বরিষয়।
শুষ্ককাষ্ঠ আদিগণে জীবন রচয় ॥
তথা জগজ্জন মনে স্পর্শ তৃষ্ণা হয়।
হেনরূপ শোভা সখি বর্ণন না হয় ॥
গোপ কিশোরীর মধ্যে রাধা গুণবতী।
রাস মধ্যে দেখ কৃষ্ণের যাতে রতি অতি ॥
* * * * *
* * * * *
শ্রীগুরু সুবলচন্দ্র পদ করি আশ।
কৃষ্ণকর্ণামৃত গায় যতুনন্দন দাস ॥

আমরা অসম্পূর্ণ একখানি হাতের লেখা পুঁথি হইতে উদ্ধৃতাংশ লিপিবদ্ধ করিলাম। পুঁথিখানি কীটদষ্ট এবং লিপি অত্যন্ত ভ্রম-প্রমাদ পরিপূর্ণ। আমরা যতদুর পারি আধুনিকভাবে লিখিয়াছি। একস্থানে এইমাত্র লেখা আছে গৌরদাস বাবাজির গ্রন্থ ১২৩৫ বৈশাখ মাসের পঞ্চবিংশতি দিন গতে সমাপ্ত। লেখক উমাকান্ত দাস সাং মাদা শ্রীশ্রীরঘুনাথ জিউর সকাশে পঠিত। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত মাদা একটি পুলিসের থানা। এখানে রঘুনাথ জিউর মন্দির আছে এবং প্রতিবৎসর একটি মেলা হইয়া থাকে।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের

ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণী।

১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

(স্থাপিত ১৩১২ বঙ্গাব্দ,--১১ই বৈশাখ)

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ ১৩১৮ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে সপ্তম-বর্ষে উপনীত হইয়াছে। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে এই সভার মাসিক সাধারণ, কার্য্য-নির্ব্বাহক ও অন্যান্য উপসমিতির অধিবেশনে যে সকল প্রস্তাব পরিগৃহীত ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত যেরূপ চেষ্টা করা হইয়াছে, কর্ম্ম-পরিচালক-সমিতি এই বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছেন।

সভ্য সংখ্যাদি।

বর্ষ	আজীবন সভ্য	বিশিষ্ট সভ্য	বিশেষ সভ্য	ছাত্র সভ্য	একুন	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	একুন।
প্রথম (১৩১২)	...	৪	৩	...	৭	৩০	৩০	৬০
দ্বিতীয় (১৩১৩)	...	৪	৩	...	৭	৫৮	৭৪	১৩২
তৃতীয় (১৩১৪)	...	৫	৬	...	১১	৭৪	৮১	১৫৫
চতুর্থ (১৩১৫)	...	৫	৮	১	১৪	১০৯	১০৫	২১৪
পঞ্চম (১৩১৬)	...	৪	৬	৩	১৩	১৬০	১৪৪	৩০৪
ষষ্ঠ (১৩১৭)	১	৫	৫	৬	১৭	২০৩	২১১	৪১৪

নবনির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যাদি।

অধিবেশনের নাম	নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যা	সভ্যাধিকার প্রাপ্ত সভ্যের সংখ্যা।			
		প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	অন্যান্য	একুন।
প্রথম মাসিক	৪	২	১	...	৩
দ্বিতীয় মাসিক	১১	৭	৪	...	১১
তৃতীয় মাসিক	১৪	...	১২	...	১২
চতুর্থ মাসিক	৪	...	৪	...	৪
পঞ্চম মাসিক	৫	৩	১	...	৪
ষষ্ঠ মাসিক	১০	২	৮	...	১০
সপ্তম মাসিক	৩	...	৩	...	৩
অষ্টম মাসিক	৯	৩	২	...	৫
নবম মাসিক	৭	১	৫	...	৬
দশম মাসিক	৫	২	৩	...	৫
একাদশ মাসিক	৩	১	২	...	৩
একুন	৭৫	২১	৪৫	...	৬৬

নবনির্ব্বাচিত সভ্যের মধ্যে বর্ষ শেষ পর্য্যন্ত এই সভার অনুগত বেলপুকুর পল্লী সাহিত্য-পরিষদের দুই জন সভ্য প্রথম এবং ৩৭ জন সভ্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যাধিকার লাভ করিয়াছেন। বিগত বর্ষের নব-নির্ব্বাচিত সভ্যগণ মধ্যে যে ৪৩ জন সভ্যপদ স্বীকার করেন নাই, আলোচ্য বর্ষে তাঁহারা সকলেই সভ্যপদ স্বীকার করিয়াছেন।

বহুদিন হইতে চাঁদা অনাদায় হেতু প্রথমশ্রেণীর সভ্যগণ মধ্যে ৮ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণ মধ্যে ১৪ জনের নাম সভ্য-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে; এবং দুই বর্ষের ঊর্দ্ধকাল চাঁদা বাকি রাখিয়াছেন এরূপ প্রথম শ্রেণীর ২ জন ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ২ জন সভ্যের নিকটে সভা হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রেরণ বন্ধ করা হইয়াছে। এই সকল সভ্য ১৩১৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে স্ব স্ব দেয় চাঁদা শোধ করিয়া না দিলে, কর্ম্ম-পরিচালক সমিতি অগত্যা তাঁহাদেরও নাম সভ্য-তালিকা হইতে উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইবেন।

বহুকাল চাঁদা অপ্রদানে সভ্যাধিকার বিচ্যুতি।

সভ্যের পদত্যাগ। আলোচ্য বর্ষে প্রথম শ্রেণীর ৭ জন সভ্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়াছেন।

সভ্যের মৃত্যু। আলোচ্যবর্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্য মুন্সী মহাম্মদ এসমাইলের মৃত্যু হইয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে পরিবর্ত্তন। আলোচ্য বর্ষে দুই জন সভ্য দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে নাম পরিবর্ত্তন করাইয়াছেন।

বিশিষ্ট সভ্য। গৌহাটী কটন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যা-বিনোদ এম, এ মহোদয়কে সভার বিশিষ্ট সভ্যরূপে গ্রহণ করায় আলোচ্য-বর্ষে বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা ৫ জন হইয়াছে।

ছাত্র সভ্য। আলোচ্যবর্ষে ৪ জন ছাত্র সভ্য গৃহীত হইয়াছে। মোটের উপরে এই সকল ছাত্র সভ্যের দ্বারা সভা আশানুরূপ সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। বর্ষ শেষে শ্রীমান কালীপদ বাগচী নামক একটি ছাত্র এই সভার ছাত্রসভ্যরূপে গৃহীত হওয়ার জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই ছাত্র সভ্যটি অবকাশকাল নিয়মিতরূপে কার্য্যালয়ে উপস্থিত থাকিয়া সভার কর্ম্মচারী মহাশয়কে নানারূপে সাহায্য করিতেছেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি তাঁহাকে ছাত্রসভ্যরূপে পবিগ্রহণের জন্য বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে প্রস্তাব করিয়াছেন। এই সভ্যের নিকটে সভা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

বিশেষ সভ্য। আলোচ্য বর্ষে কোন বিশেষ সভ্য গৃহীত হয় নাই। বিশেষ সভ্যগণ মধ্যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সভার অন্যতম সহকারী সম্পাদক মহাশয় আলোচ্য বর্ষে কার্য্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত থাকিয়া সভার কর্ম্ম পরি-চালনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন এজন্য তিনি সভার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কতকগুলি সভ্যের নাম বাদ দেওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য বর্ষে প্রথম শ্রেণীর সভ্য সংখ্যা ৪৩ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্য সংখ্যা ৬৭ জন বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা সভার ক্রমোন্নতির পক্ষে আশাপ্রদ সন্দেহ নাই। ("ক" পরিশিষ্ট সভ্য তালিকা দ্রষ্টব্য।)

কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি। আলোচ্য বর্ষে সভার কর্ম্মচারীরূপে ১৫ জন, নির্ব্বাচিত সদস্যরূপে ৮ জন, এবং মনোনীত সদস্যরূপে ৪ জন মোট ২৭ জন সভ্যের দ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে নির্ব্বাচিত সদস্যগণ কেহই শেষ অধিবেশন ব্যতীত বর্ষ মধ্যে আহূত অধিবেশনগুলিতে উপস্থিত হন নাই। ইহা নিতান্ত লজ্জা ও ক্ষোভের কারণ

হইলেও মনোনীত সদস্য এবং কর্ম্মচারী সদস্যগণের দ্বারাই সকল অধিবেশনের কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়ের অসুস্থতা হেতু একটিমাত্র অধিবেশন স্থগিত রাখিতে হয়। তদ্ব্যতীত সদস্যগণের অনুপস্থিতি-নিবন্ধন কোন অধিবেশনই স্থগিত রাখিতে হয় নাই।

অবৈতনিক কর্ম্মচারী।

সভার কর্ম্মচারিগণের মধ্যে স্থানীয় সহকারী সভাপতিদ্বয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য ব্যাকরণতীর্থ ও শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এবং সহকারী সম্পাদক ত্রয় মধ্যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু মোহন সেহানবীশ মহাশয়দ্বয় সভার কর্ম্ম পরিচালনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। গ্রন্থাদি রক্ষক মহাশয়ের যত্নে আলোচ্য বর্ষে ৭০ খানি গ্রন্থ ৮৯ খানি দলিল শৃঙ্খলিত এবং তালিকাভুক্ত হইয়াছে।

কার্য্যালয়।

সভার কার্য্যালয় রঙ্গপুর ধর্ম্ম সভা গৃহেই রক্ষিত হইয়াছে। ধর্ম্ম সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ এজন্য সভার বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। আলোচ্য বর্ষে সভার কার্য্যালয়ের বিশিষ্ট ব্যবস্থার বিষয় উল্লেখযোগ্য, বর্ষপ্রারম্ভে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন মহাশয়কে মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তি দিয়া কর্য্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করা হয়; কিন্তু সরকারী কর্ম্মাধিক্য বশতঃ তাঁহার পক্ষে কার্য্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যাদি পরিচালন সম্ভবপর না হওয়ায় তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করেন এবং তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়কে উক্ত বৃত্তি দিয়া সভার অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের উপদেশ মত বিগত ১৩১৭ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস হইতে কার্য্যালয়ে সতত উপস্থিত থাকিয়া যাবতীয় কর্ম্ম পরিচালনার্থ নিযুক্ত করা হইয়াছে। সভার অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ মহাশয় এই পরিষৎ কর্ম্মচারীর আহারের ব্যবস্থা নিজালয়ে করিয়া সভার অশেষ উপকার করিতেছেন। সম্ভবতঃ তিনি কর্ম্মচারীর আহারের ভার গ্রহণ না করিলে, এত স্বল্পবৃত্তিতে একটি কর্ম্মচারী নিয়োগ কোন ক্রমেই সম্ভবপর হইত না। সভার বর্ত্তমান অবস্থানুসারে অধিকবৃত্তি বহন করাও অসম্ভব। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ নকলাদি কার্য্য করিয়াও কর্ম্মচারী মহাশয় কিছু কিছু পাইতেছেন। এরূপ কার্য্য সভাকে মধ্যে মধ্যে স্বতন্ত্র ব্যয় বহন করিতে হয় সুতরাং কর্ম্মচারী মহাশয় মাসিক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ছাড়াও এইরূপ অতিরিক্ত কিছু কিছু পাইলে, সভার কার্য্যে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত থাকিবেন আশা করা যায়। এই কর্ম্মচারী ব্যতীত সদরে পত্রিকাদি বিতরণ এবং চাঁদা আদায়ের জন্য ৩৲ টাকা বেতনের একজন পিয়ন এবং কার্য্যালয়ের প্রহরীর কার্য্যের জন্য মাসিক ১৲ টাকা বেতনে এক ব্যক্তি নিযুক্ত আছে। সভার কার্য্য উত্তরোত্তর যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে উহার সুপরিচালনার্থ উপযুক্ত বেতনভুক্ দুইজন কর্ম্মচারীর দিবা রাত্রি পরিশ্রম করা আবশ্যক; কিন্তু অবৈতনিক কর্ম্মচারিবৃন্দের সভার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগের ফলেই যে, সভার ক্রমবিস্তৃত কার্য্য এত স্বল্পব্যয়ে সুনির্ব্বাহিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সভার আয় বৃদ্ধির দ্বারা এই সকল মাসিক নির্দ্দিষ্ট ব্যয় বহনে কষ্ট হইতেছে না, ইহা উৎসাহের

কথা বলিতে হইবে। আলমারী একটি, টেবিল একখানি, চেয়ার দুইখানি এবং সোকেশ একটি ও আলোকাধার প্রভৃতি আসবাব আলোচ্য বর্ষে সভার ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা হয়। কার্য্যালয় গৃহটি সভার ব্যয়ে রীতিমত সংস্কৃত হইয়াছে।

রঙ্গপুর-পরিষৎ-মন্দির।

এই সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি রাজা মহিমা রঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয়ের স্মৃতি ভবনরূপে সভার চিত্রশালা ও কার্য্যালয়াদি নির্ম্মাণের প্রস্তাব হওয়ায় এ পর্য্যন্ত পৃথক্ মন্দির নির্ম্মাণের কোন উদ্যোগ করা হয় নাই। নানাকারণে প্রাগুক্ত স্মৃতিভবন নির্ম্মাণোপযোগী অর্থ সংগৃহীত হইতে বিলম্ব ঘটিতেছিল, সম্প্রতি কাকিনার অনারেবল কুমার বাহাদুরের পক্ষ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, এই মহৎ কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে, এবং আগামী শ্রাবণ মাসের মধ্যেই এতাবৎকালের সংগৃহীত অর্থ স্মৃতিসমিতির সম্পাদকের হস্তে অর্পিত হইবে। অন্যবিধ উপায়েও পরিষৎ মন্দির নির্ম্মাণের চেষ্টা করা হইতেছে। বস্তুতঃ পক্ষে সভার সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভারে ক্ষুদ্র কার্য্যালয় গৃহ এরূপ পরিপূর্ণ হইয়াছে যে, স্থানাভাব নিবন্ধন কর্ম্মচারিগণের পক্ষে কর্ম্ম পরিচালন বিশেষ অসুবিধাজনক হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থাদিও আলোকবর্জ্জিত আর্দ্র গৃহে রক্ষিত হওয়ায় অচিরে নষ্ট হইয়া যাওয়ার আশঙ্কাও কম নহে। স্থানাভাবে সংগৃহীত দ্রব্যের কতক বা সম্পাদকের নিজালয়ে কতক গ্রন্থাদি রক্ষক মহাশয়ের গৃহে কতক কার্য্যালয়ে থাকায় দর্শকবৃন্দের পক্ষে একত্র পরিদর্শনের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে! এই সকল কারণে পরিষদের একটি নিজস্ব মন্দির নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি দিন দিন বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছেন। পরিষদের পৃষ্ঠপোষকবর্গের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

অধিবেশন।

এই সভার যাবতীয় অধিবেশন সভার কার্য্যালয় ধর্ম্মসভাগৃহেই আহূত হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সভ্যের অনাগমনে কোন অধিবেশনই স্থগিত রাখিতে হয় নাই। ইহা সভার প্রতি সভ্যগণের অনুরাগবৃদ্ধির প্রমাণরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পঞ্চম সাম্বৎসরিক অধিবেশন।

বিগত ২৪ আষাঢ় (১৩১৭) ৮ই জুলাই (১৯১০) অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় মূল সভার অন্যতম নেতৃস্থানীয় শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম, এ, বি, এল, মহোদয়ের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই অধিবেশনের বিস্তৃত কার্য্যবিবরণ সভার মুখপত্রের ৫ম ভাগ, ২য় সংখ্যায় পরিশিষ্ট প্রারম্ভে মুদ্রিত হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় সভার কর্ত্তব্য নিরূপণে কয়েকটি অমূল্য উপদেশ তাঁহার অভিভাষণে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই গবেষণা পূর্ণ অভিভাষণ বসুমতী প্রভৃতি নানা সাময়িক সংবাদ পত্রে এবং এই সভার মুখপত্রের ৫ম ভাগ, ১ম সংখ্যায় যথাসময় মুদ্রিত হইয়াছে।

মাসিকপত্র সাধারণ আধবেশন।

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	পঠিত প্রবন্ধ ও তাহার লেখক	প্রদর্শিত দ্রব্য ও প্রদর্শক	মন্তব্য
প্রথম মাসিক অধিবেশন রবিবার ২৬ আষাঢ় (১৩১৭) ১০ই জুলাই (১৯১০)	ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যের আয়ুর্ব্বেদে ম্যালেরিয়া প্রবন্ধের প্রতিবাদের প্রতিবাদ (শ্রীযুক্ত কবিরাজ শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী আয়ুস্তত্ত্ব-বিশারদ)		
দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন রবিবার, ১৫ শ্রাবণ (১৩১৭) ৩১ জুলাই (১৯১০)	(১) বাঙ্গালা নাটকের জন্ম বিবরণ ও প্রথম পোষ্টা (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক) (২) দিনাজপুর (শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস)		১৩১৭ শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা রঙ্গমঞ্চে ১নং প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।
তৃতীয় মাসিক অধিবেশন রবিবার, ১৯ ভাদ্র (১৩১৭) ৪ সেপ্টেম্বর (১৯১১)	(১) গদাধর ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সময় নিরূপণ (শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ) (২) পাণ্ডুনগরের মুদ্রা (শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল)	(১) গরুড়স্তম্ভ লিপির ছায়া চিত্র (শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল) (২) পাণ্ডুনগরের নবাবিষ্কৃত হিন্দু রাজ মুদ্রাদ্বয় (শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল)	২ নং সচিত্র প্রবন্ধ সভার ৫ম ভাগ ২য় সংখ্যা পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে।
চতুর্থ মাসিক অধিবেশন রবিবার, ৮ আশ্বিন (১৩১৭) ২৫ সেপ্টেম্বর (১৯১১)	(১) আসামী কামান (শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ) (২) পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু)	(১) ভারতীয় চিত্রশালা, ভাগলপুর এবং গৌরীপুর রাজবাড়ীতে রক্ষিত আসামী কামানের চিত্রাবলী	১নং সচিত্র প্রবন্ধ জগজ্জ্যোতিঃ সভার ৫ম ভাগ ২য় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	পঠিত প্রবন্ধ ও তাহার লেখক	প্রদর্শিত দ্রব্য ও প্রদর্শক	মন্তব্য
		(২) সঞ্জীববৃক্ষ (মৃতাবস্থায়) (শ্রীযুক্তমৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী) (৩) গৌড়ে প্রাপ্ত তাম্রময় বিষ্ণুমূর্ত্তি নানাবিধ রঞ্জিত ইষ্টক, গোলক, কারুকার্য্যের ছাপ (শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত) (৪) পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাধিষ্ঠিত স্কন্দ মন্দিরের আবিস্কৃত সোপানাবলীর আলোকচিত্র (শ্রীযুক্ত সম্পাদক)	
পঞ্চম মাসিক অধিবেশন রবিবার, ৪ অগ্রহায়ণ (১৩১৭) ২০ নবেম্বর (১৯১০)	পরশুরামকুণ্ড (শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যা-বিনোদ এম, এ,)	(১) বগুড়ার অধীন ভবানীপুরের ভবানীমাতার মন্দিরের আলোকচিত্র (২) গারো পর্ব্বতে প্রাপ্ত তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত রঞ্জিত অভিনব পুঁথির পত্রদ্বয়ের আলোকচিত্র (শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর রাজগুরু) (৩) পরশুরামকুণ্ডের মানচিত্র অস্থায়ী পর্ণকুটীরের চিত্র এবং (শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,)	এই সচিত্র প্রবন্ধ সভার মুখপত্রের ৫ম ভাগ ৩য় সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে।

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	পঠিত প্রবন্ধ ও তাহার লেখক	প্রদর্শিত দ্রব্য ও প্রদর্শক	মন্তব্য।
ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন রবিবার, ৩ পৌষ (১৩১৭) ১৮ ডিসেম্বর (১৯১০)	আয়ুর্ব্বেদ প্রথম প্রবন্ধ (শ্রীযুক্ত কবিরাজ দেবেন্দ্র নাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন)	রাজসাহী ছাতিম গ্রামের মহারাণী ভবানীর পিতৃভবনের ধ্বংসাবশেষের আলোকচিত্র ৬ খানি এবং তাঁহার স্বাক্ষরিত ইজারা পাট্টাদ্বয়ের ছায়াচিত্র ১ খানি (শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্যাল বি, এল)	এই সকল চিত্র উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনের কার্য্য বিবরণের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে।
সপ্তম মাসিক অধিবেশন রবিবার, ১৮ পৌষ (১৩১৭) ২রা জানুয়ারী (১৯১১)	ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্প (শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন)		
অষ্টম মাসিক অধিবেশন রবিবার, ২৪ মাঘ (১৩১৭) ৭ ফেব্রুয়ারী (১৯১১)	আয়ুর্ব্বেদ ২য় প্রবন্ধ মহামুনি কণাদ ও নাড়ী বিজ্ঞান শ্রীযুক্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন)	(১) গৌড় হইতে সংগৃহীত সাগর দীর্ঘিকাতীরে সাহিত্যিকগণের (২) ফিরোজ মিনার এবং (৩) পাণ্ডুয়া আদিনা মসজেদের একদেশের (৪) আদিনা প্রাঙ্গণে সমবেত সাহিত্যিকগণের ৪ খানি আলোকচিত্র।	
নবম মাসিক অধিবেশন রবিবার, ১৬ ফাল্গুন (১৩১৭) ৮ ফেব্রুয়ারী (১৯১১)	(১) রঙ্গপুরে আবিষ্কৃত ধাতু মূর্ত্তির বিবরণ (শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়)	(১) রঙ্গপুরে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্ত্তি পঞ্চের আলোকচিত্র সি, টিণ্ডেল স্কোয়ার আই, সি, এস, কালেক্টর	সচিত্র ১নং প্রবন্ধ ৫ম ভাগ ১ম সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	পঠিত প্রবন্ধ ও তাহার লেখক	প্রদর্শিতদ্রব্য ও প্রদর্শক	মন্তব্য
	২) রঙ্গপুর কুলাঘাটের নিকটবর্ত্তী বিশুষ্কনদী গর্ভে প্রাপ্ত অভিনব কালী মূর্ত্তির বিবরণ। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী		
দশম মাসিক অধিবেশন রবিবার, ১৯ চৈত্র (১৩১৭) ২ এপ্রিল (১৯১১)	(৩) আয়ুর্ব্বেদ তৃতীয় প্রবন্ধ শারীর বিজ্ঞান শ্রীযুক্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন)	(১) সপ্তদশ শতাব্দীতে কুণ্ডী জমিদার বংশের নির্ম্মিত শিব মন্দিরের আলোকচিত্র (শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী) (২) ৮৯ খানি প্রাচীন দলিল (বেলপুকুর পল্লী পরিষৎ হইতে প্রাপ্ত)	দলিলের তালিকা মাসিক কার্য্য বিবরণের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে।
একাদশ মাসিক অধিবেশন রবিবার, ২৪ বৈশাখ (১৩১৮) ৭ মে (১৯১১)	(১) অসমীয়া গ্রন্থ বিবরণী (উপক্রমণিকা) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, (২) ভক্ত চরিতামৃত (শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী)	নিদান প্রণেতা মাধবকরের যজ্ঞাগার ও বিষ্ণুমন্দিরের আলোকচিত্র ২ খানি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল,)	

মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের বিষয় বিভাগ।

এগারটি মাসিক অধিবেশনে পঠিত ষোলটি প্রবন্ধের বিষয়াদি বিভেদে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক ৪টি, স্থানীয় বিবরণ ২টি, ভ্রমণ বৃত্তান্ত ১টি, প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক ৩টি, জীবনী ১টি, প্রাচীনগ্রন্থ বিবরণী ২টি মোট ষোলটি। পঠিত সমস্ত প্রবন্ধই পরিষদের উদ্দেশ্যের অনুকূল। আলোচ্যবর্ষে মানবজীবনের অশেষ কল্যাণকর আয়ুর্বিজ্ঞানের ধারাবাহিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া রঙ্গপুর পরিষৎ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানচর্চ্চার এক নবদ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রবন্ধই মৌলিক তথ্যপূর্ণ হওয়ায় সভার গৌরব সর্ব্বাংশে রক্ষিত হইয়াছে। প্রবন্ধরচয়িতৃগণ সকলেই এজন্য সভার ধন্যবাদের পাত্র। সভ্যগণের মধ্যে যে ক্রমে অনুসন্ধানস্পৃহা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার পরিচয় নবীন লেখকগণের মূর্ত্তি বিবৃতি রচনা প্রয়াসের দ্বারাই সম্যক্ প্রকটিত হইতেছে।

প্রদর্শিত দ্রব্য সম্বন্ধে মন্তব্য।

নিম্নলিখিত নবাবিষ্কৃত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। (১) মালদহ পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজেদের নিকটে প্রাপ্ত পাণ্ডনগরের শ্রীশ্রীমহেন্দ্র দেব ও দনুজমর্দ্দন দেব নামাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রাদ্বয়। (২) মালদহ মজুমনগরের প্রাপ্ত ধাতুময়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি। (৩) গারোপর্ব্বতে প্রাপ্ত তিব্বতীয় ভাষায় রচিত রঞ্জিত পুঁথির পত্র হইতে গৃহীত আলোক চিত্র। (৪) মহারাণী ভবানীর স্বাক্ষরিত দুইখানি ইজারাবিলির পাট্টার আলোকচিত্র। (৫) নিদানপ্রণেতা মাধবকরের যজ্ঞাগার এবং বিষ্ণু মন্দিরের আলোকচিত্র (৬। রাণী সত্যবতীর স্বাক্ষরিত ও অন্যান্য বহু প্রাচীনকালের কতকগুলি দুর্লভ দলিল পত্র।

এই সকল অপূর্ব্ব সংগ্রহের দ্বারা সভার প্রস্তাবিত চিত্রশালার ঐশ্বর্য্য গরিমা বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক সংগ্রাহক উত্তরবঙ্গের ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহের দ্বারা এ সভার বিশেষত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এজন্য তাঁহারা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। কটক কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম, এ, মহাশয় সভার চিত্র সংগ্রহ নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়া চিত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ উত্তরবঙ্গের চিত্র ইতিহাস বা ঐতিহাসিক চিত্র রচনার্থ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। কোন যোগ্য ঐতিহাসিকের সাহায্য পাইলে সভা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত আছেন।

প্রদর্শিত প্রাচীন পুঁথি।

আলোচ্যবর্ষে ৭৫ খানি প্রাচীন পুঁথি প্রদর্শিত এবং সভার গ্রন্থাগারে উপহৃত হইয়াছে। পুঁথি সংগ্রহকার্য্য প্রধানতঃ বেলপুকুর পল্লীপরিষদের সাহায্যেই এবারে অগ্রসর হইয়াছে।

মাসিক অধিবেশনে আলোচিত অন্যান্য বিষয়াদি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

(১) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহোদয়কে এ সভার বিশিষ্ট সভ্য রূপে গ্রহণ। (২) রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, নৈয়ায়িক পণ্ডিত গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন এবং ময়মনসিংহ কলেজের অধ্যক্ষ বৈকুণ্ঠ কিশোর চক্রবর্ত্তী এম, এ, মহোদয় ত্রয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—কবিবর রজনীকান্ত সেন বি, এল, এবং এই সভার সভ্য মুন্সী মহাম্মদ এসমাইলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—মালদহের উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনের ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ২৫শে পৌষ হইতে ২৮শে পৌষ পর্য্যন্ত দিন নির্দ্ধারণ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্ব গ্রহণের সংবাদ ঘোষণা।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—মালদহ সম্মিলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য এ সভার পক্ষ হইতে ৩৬ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন। প্রতিনিধিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ মাসিক কার্য্য-বিবরণের সহিত প্রতিনিধিগণের নাম তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন—রঙ্গপুর গোবিন্দগঞ্জ থানার এলাকায় প্রাপ্ত ধাতুময়ী মূর্ত্তিপঞ্চ

প্রাচীন কীর্ত্তিরক্ষার চেষ্টা।

রঙ্গপুরে রক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা হউক, এই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তদনুসারে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট বাহাদুরের রঙ্গপুর আগমনোপলক্ষে সাধারণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দনে এ সভার পক্ষ হইতে এক বিশেষ অনুরোধ করা হয়। ফলাফল এখনও গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন। উক্ত অভিনন্দনে প্রবাদ-প্রসিদ্ধ রাজা ভরচন্দ্রের আরাধ্যা বাক্‌দেবীর মন্দির এবং উত্তরবঙ্গে প্রথম ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা সাহ ইস্‌মাইল গাজীর পীরগঞ্জ থানার এলাকাস্থিত কান্তদুয়ারের সমাধি মন্দির রক্ষার্থ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। গবর্ণমেণ্ট এতৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া উত্তর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ("খ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

নবম মাসিক অধিবেশন—(১) রঙ্গপুর রাধাবল্লভের সুযোগ্য ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অন্নদা-

গ্রন্থ প্রকাশ তহবিলে এককালীন দান।

প্রসাদ সেন মহাশয় বেলপুকুর পল্লীপরিষদের মধ্যবর্ত্তিতায় এই সভার গ্রন্থ প্রকাশ তহবিলে ২০০৲ টাকা এককালীন দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া যে পত্র লেখেন তাহা পাঠ এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। (২) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের স্তম্ভ-স্বরূপ শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের বাহারবন্দস্থিত সুযোগ্য প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম, এ, বি, এল, মহাশয়কে এ সভার পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা। (৩) রঙ্গপুর পরিষৎ মন্দির নির্ম্মাণকল্পে প্রাগুক্ত বিদ্যোৎসাহী মহারাজা বাহাদুরের নিকটে এ সভার পক্ষ হইতে আবেদনপত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা।

দশম মাসিক অধিবেশন—(১) বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে ময়মনসিংহে

ময়মনসিংহে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন।

উপস্থিত হওয়ার জন্য ১৪ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে ৮ জন মাত্র সম্মিলনে যোগদান করেন। ২।৩ রা বৈশাখ সগৌরবে ঐ সম্মিলন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রতিনিধির নাম-তালিকা মাসিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে।

শোক প্রকাশ

(২) বর্দ্ধমান গঙ্গাটিকুরী নিবাসী সাহিত্যিকবর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

একাদশ মাসিক অধিবেশন—(১) স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়কে এই সভায় ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক অধিবেশনের সভাপতিত্বে বরণের প্রস্তাব সহ ১৩১৮ জ্যৈষ্ঠের শেষ অথবা আষাঢ় মাসের প্রথমে মূল সভার মত লইয়া দিনাবধারণ করা হয়।

ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক অধিবেশন।

বেলপুকুর সাহিত্য পরিষদের প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন।

(২) এই সভার অনুগত বেলপুকুর পল্লী সাহিত্যপরিষদের প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার জন্য ৮ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত প্রতিনিধিগণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার, রাধাবল্লভ।

শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস বি, এল।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় এ সভার সভাপতিত্ব গ্রহণের জন্য বেলপুকুর পল্লী-পরিষৎ-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার অধিনায়কত্বে ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ৩রা আষাঢ় রবিবার এই অধিবেশন সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণ বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩) এই সভার অন্যতম সহকারী সভাপতি দিঘাপতিয়ার সুযোগ্য বিদ্যোৎসাহী কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম, এ, মহোদয় অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ প্রকাশকল্পে প্রতিশ্রুত ৫০০৲ টাকার মধ্যে বিগতবর্ষে ২০০৲ টাকা দিয়াছিলেন। বাকী ৩০০৲ টাকা আলোচ্য বর্ষে শোধ করিয়া দেওয়ায় সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন।

আলোচ্যবর্ষে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির ছয়টি অধিবেশনে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য আলোচনা হইয়াছে যথা,—

গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতি গঠন।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে নিযুক্ত সংগ্রাহকগণ মধ্যে যাঁহারা এই সভার সভ্যপদ স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এবং নিম্নলিখিত স্থানীয় সভ্যগণকে লইয়া সভার গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতি গঠিত হয়।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন, সভাপতি।

,, পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য ব্যাকরণতীর্থ।

,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল।

শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল।
,, পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ গোস্বামী বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল।
,, ,, অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার।
,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়।
,, পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল, পত্রিকা সম্পাদক।
,, পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, সহকারী পত্রিকা সম্পাদক।
,, হরগোপাল দাসকুণ্ডু সহকারী পত্রিকা সম্পাদক।
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক।

দ্বিতীয় অধিবেশন শনিবার, ২৯ শ্রাবণ [১৩১৭] ১৩ আগষ্ট [১৯১০]

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের নিয়মাবলী গ্রহণ।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের নিয়মাবলী সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত উহার পরিচালনা সমিতির আহ্বানে মত প্রকাশ করা হয়।

সভার মজুত তহবীল।

সভার মজুত তহবীলের টাকা রঙ্গপুর লোন আফিস লিমিটেড্ নামক ব্যাঙ্কে স্থায়ীভাবে আমানত রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদনুসারে সভার পক্ষ হইতে ঐ ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতী হিসাব খোলা হইয়াছে।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির তৃতীয় অধিবেশন ৮ আশ্বিন (১৩১৭), ২০ সেপ্টেম্বর (১৯১০)।

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা-সভা সংক্রান্ত নিয়মাবলী সম্বন্ধে আলোচনাও এ সভার মত জ্ঞাপনের ব্যবস্থা।

(২) ১৩১৭, ২৫ পৌষ হইতে ২৮ পৌষ পর্য্যন্ত চারি দিবস মালদহ নগরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের দিন অবধারণ এবং উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলার মত জানিয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিত্রয়ের মধ্যে অন্যতমকে ঐ সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচন প্রস্তাব গ্রহণ—

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এম, এ, পাটনা কলেজ।
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ, কোচবিহার।
শ্রীযুক্ত অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম, এ, কোচবিহার।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মতানুসারে সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে প্রাচীন মালদহ নগরীতে সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এই সম্মিলনে উত্তরবঙ্গ ও আসামের নানাস্থান হইতে বিদ্বন্মণ্ডলী সমবেত হইয়া উভয় প্রদেশের সাহিত্যোন্নতিকল্পে আলোচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গের অন্যান্য স্থান হইতেও বহু সাহিত্যিকের সম্মিলনের কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন ও উহার পরিচালকগণকে সদুপদেশ প্রদানের নিমিত্ত শুভাগমন হইয়াছিল।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন।

এই সম্মিলনে সম্পাদক মহাশয় বিগত গৌরীপুর সম্মিলনের মুদ্রিত উজ্জ্বল কার্য্যবিবরণী উপস্থিত

করিয়াছিলেন। এই কার্য্যবিবরণী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে কার্য্য বিবরণ এবং দ্বিতীয় ভাগে সম্মিলনে পঠিত প্রবন্ধাবলী মুদ্রিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর নবাবিষ্কৃত উপকরণাদির সুন্দর চিত্র ঐ কার্য্যবিবরণীর অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিয়াছে।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের কেন্দ্রসভা।

মালদহের সম্মিলনেও রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ উত্তরবঙ্গের সাহিত্যালোচনার কেন্দ্র সভারূপে গণ্য হইয়া প্রাগুক্ত সম্মিলনের কার্য্যাদি পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। যথাসময় এই কেন্দ্র সভা হইতে সম্মিলনের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়া মালদহবাসীর অকৃত্রিম সাহিত্য সেবার পরিচয় অভিব্যক্ত করিবে।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির ৪র্থ অধিবেশন ৪ অগ্রহায়ণ (১৩১৭) ২০ নভেম্বর (১৯১০)।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের আলোচ্য বিষয় নির্ব্বাচন।

(১) পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ঐতিহাসিক সমিতির সহিত এ সভার সহানুভূতি জানাইবার ব্যবস্থা। (২) উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের মালদহ অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়ের নির্দ্দেশ।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির ৫ম অধিবেশন বুধবার ১১ মাঘ (১৩১৭) ২৫ জানুয়ারী (১৯১১) পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট বাহাদুরের নিকট নবাবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্ত্তি পঞ্চ রঙ্গপুরের কোন স্থানে রক্ষার নিমিত্ত অনুরোধ জ্ঞাপন। এতৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ মাসিক অধিবেশনের আলোচিত অন্যান্য বিষয়ের সহিত পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির ৬ষ্ঠ অধিবেশন—শনিবার ৯ই আষাঢ় (১৩১৮) ২৪ জুন (১৯১১)। (১) ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ গ্রহণ (২)কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যের মধ্য হইতে আগামী ১৩১৮, বঙ্গাব্দে কর্ম্মপরিচালন জন্য নিম্নলিখিত ৪ জন সদস্য মনোনয়ন—

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল।

,, রাসবিহারী ঘোষ।

,, রাধারমণ মজুমদার।

,, আমীরউদ্দীন আহাম্মদ।

রোমক অক্ষরে বঙ্গভাষার শব্দাবলী লিখনের সম্বন্ধে মতামত।

(৩) রাজসাহী বিভাগের কমিশনার সাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক আহুত হইয়া সরকারী বিচারালয় সমূহে রোমক অক্ষরে বঙ্গভাষার শব্দাবলী লিখিত হইবার যে প্রস্তাব ভারতগবর্ণমেণ্ট হইতে হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সভার পক্ষ হইতে আপত্তি জ্ঞাপনের ব্যবস্থা।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের আগামী অধিবেশন।

(৪) ১০ আষাঢ় (১৩১৮) ২৫ জুন (১৯১১) সভার ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে মূল সভার প্রতিনিধি ও অন্যান্য স্থান হইতে সমাগত সাহিত্যিকগণের অভ্যর্থনার ব্যবস্থাদি। (৫) আসাম গৌহাটীস্থিত কামাখ্যা পর্ব্বতে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন আহ্বান করিয়া শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ

বিদ্যাবিনোদ এম, এ, এবং শ্রীযুক্ত অভয়ানন্দ তীর্থস্বামী মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠ এবং তাঁহাদের সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ।

গ্রন্থ ও পত্রিকা সমিতির অধিবেশন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির তিনটি মাত্র অধিবেশনে পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচন ব্যতীত গ্রন্থাদি প্রকাশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত শশীমোহন অধিকারী মহাশয়ের স্বীকৃত গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা।

এই সভার অন্যতম বিশেষ সভ্য এবং বঙ্গজননী পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশীমোহন অধিকারী মহাশয় তাঁহার স্বর্গগতা পত্নীর স্মরণার্থ কোনও গ্রন্থ স্বব্যয়ে বঙ্গজননী মুদ্রাযন্ত্র হইতে মুদ্রিত করিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার সাধু প্রস্তাব সানন্দে গৃহীত হইয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপরে গ্রন্থ নির্ব্বাচনের ভার প্রদত্ত হয়। বর্ষ শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সকলের মত জানিতে পারা যায় নাই।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণ তীর্থ।
,, ,, ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।
,, পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল্।
,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়।
,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।
,, হরগোপাল দাস কুণ্ডু।

সাধক কবি গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি প্রকাশ।

সভার ব্যয়ে বগুড়ার সাধক কবি গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের রচিত সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি নামক অপ্রকাশিত সঙ্গীত গ্রন্থখানি মুদ্রণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়া তাঁহার দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যকল্পে গ্রন্থ বিক্রয়ের দ্বারা ব্যয় বাদে লভ্যাংশ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

গ্রন্থাদি প্রকাশ।

আলোচ্য বর্ষ মধ্যে (১) সেরপুরের ইতিহাস সভার মুখপত্রের ৫ম ভাগ অতিরিক্ত সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইয়া সভ্যগণ মধ্যে বিতারিত হইয়াছে। (২) আহ্নিকাচার তত্ত্বাবশিষ্ট নামক স্মৃতিগ্রন্থের মুদ্রণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে সত্বরেই উহা সভ্যগণের মধ্যে বিতরিত হইবে। (৩) পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত গৌড়ের ইতিহাস ১ম খণ্ড সভা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। (৪) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদকতায় অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের আদিকাণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইতেছে। সত্বরেই তাহা যন্ত্রালয়ে মুদ্রণার্থ প্রেরিত হইবে। (৫) রঙ্গপুরের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড (যন্ত্রস্থ)। (৬) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রচিত সুবৃহৎ

"নাম কোষ" গ্রন্থ যাহা কুণ্ডীর অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের ব্যয়ে মুদ্রিত ও খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। তাহার মুদ্রণ নানা কারণে আলোচ্য বর্ষে আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই। আগামী বর্ষে আরম্ভ করা হইবে।

বিশেষ অধিবেশন।

গৌরীপুরাধিপতির অভিনন্দন।

এই সভার পরম হিতৈষী উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনের অনুষ্ঠাতা গৌরীপুরাধিপতি অনারেবল শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের রঙ্গপুরে শুভাগমন উপলক্ষে বিগত ২০ জ্যৈষ্ঠ (১৩১৮) ৩ জুন (১৯১১) শনিবার এক বিশেষ অধিবেশনে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। সর্ব্বাগ্রে সভাপতি মহাশয় আশীর্ব্বচন সহ মালাদান করিলেন। নবদ্বীপের প্রধানাধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় রাজা বাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করেন। এই বিশেষ অধিবেশনে রঙ্গপুরের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ রাজাবাহাদুরের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ যোগদান করিয়াছিলেন। সভার প্রতিভূরূপে সম্পাদক-কর্ত্তৃক পঠিত অভিনন্দনের উত্তরে রাজাবাহাদুর বিনয়-বচনে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলেরই শ্রদ্ধাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। গ্রন্থরক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে সভার সংগৃহীত দ্রব্যাদি কিয়ৎক্ষণ পরিদর্শনের পর সদস্যগণের সহিত পরিচিত হইবার জন্য প্রত্যেকের নিকট গমন করিয়া বিশিষ্ট অমায়িকতার পরিচয় প্রদান করেন। এই উপলক্ষে সভার প্রারম্ভে শ্রীমান কালীপদ বাগছী রচিত একটি সুললিত সঙ্গীত এবং ঐক্যতান বাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ("গ" পরিশিষ্ট—দ্রষ্টব্য)

রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ৫ম ভাগ।

আলোচ্য বর্ষ মধ্যে এই সভার ১ম, ২য়, অতিরিক্ত ৩য় ও ৪র্থ যুগ্ম-সংখ্যা মোট ৪ সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকা—প্রবন্ধ ও চিত্র গৌরবে এবারেও সভার মুখোজ্জ্বল করিয়াছে! নানা স্থান হইতে পত্রিকা সম্বন্ধে যে সকল অভিমত জানিতে পারা গিয়াছে তাহার কতকগুলি পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করা গেল। চিত্রাদি সংগ্রহ ও মুদ্রণে বিলম্ব ঘটায় শেষ সংখ্যাদ্বয় প্রকাশে কিছু গৌণ হইয়া গিয়াছে এজন্য সমিতি বিশেষ দুঃখিত হইতেছেন। ["ঘ" পরিশিষ্ট—দ্রষ্টব্য]

বিনিময়ে প্রাপ্ত পত্রিকাদি।

আলোচ্যবর্ষে নিম্নলিখিত বঙ্গ ও আসাম হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকাগুলি সভার মুখপত্রের বিনিময়ে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তত্তৎ পত্রিকা সম্পাদকগণের নিকটে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সাপ্তাহিক—বসুমতী, মালদহ সমাচার, হিন্দুরঞ্জিকা, গৌড়দূত, আসামবন্তি, আনন্দবাজার, শিক্ষা সমাচার, রঙ্গপুর দর্পণ, বঙ্গজননী, ঢাকাপ্রকাশ, সুলভ সমাচার, প্রসূন, হিতবাদী ও বিশ্ববার্ত্তা।

মাসিক বঙ্গদর্শন, ডনম্যাগাজিন, হিন্দুসখা, গৃহস্থ, মানসী, আর্য্যাবর্ত্ত, যমুনা, ধর্ম্মপ্রচারক, বাঁহী, জগজ্জ্যোতিঃ, উপাসনা, বীরভূমি, সাহিত্য-সংহিতা, আলোচনী, কৃষিসম্পদ, উষা, শান্তিকণা, ঢাকারিভিউ ও সম্মিলনী, ঐতিহাসিক চিত্র, জন্মভূমি, বসুধা, বাণী,প্রজাপতি উদ্বোধন, অলৌকিক রহস্য, শ্রীশ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী, মৃণ্ময়ী, নব্যভারত, সাহিত্য, ত্রিলিবান্ধব, কোহিনূর, অর্ঘ্য, কণিকা, সাহিত্যসংবাদ, সুপ্রভাত, ভারতী, প্রবাসী, তোষিনী, বিজয়া, প্রতিভা, তারা, পল্লীচিত্র, ত্রৈমাসিক—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

এই সভার অনুগত বেলপুকুর পল্লী সাহিত্য পরিষদের প্রথমবর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ পরিশিষ্টাংশে সংযোজিত হইল। রাধাবল্লভের সুযোগ্য ভূম্যধিকারী বদান্যবর শ্রীযুক্ত

এই সভার অনুগত বেলপুকুর পল্লীপরিষদ।

অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয় এই পল্লীপরিষদের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করায় তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণ আশা হইয়াছে। সম্পাদক ও কর্ম্মচারিবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে পল্লীপরিষদের সংগ্রহ কার্য্য বেশ দ্রুতই চলিতেছে। এইরূপ যত অধিক সংখ্যক পল্লীপরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইবে, উত্তর বঙ্গের সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন ইতিহাস রচনার কাল ততই নিকটবর্ত্তী হইবে। আলোচ্য বর্ষে বেলপুকুর পল্লীপরিষদের সভ্য সংখ্যা ৪৫ জন এবং মোট আয় ৭৫৵০ :ব্যয় ৭০৷৹ বাদে উদ্বৃত্ত ৫৴০ হইয়াছে।
: ("ঙ" পরিশিষ্ট-দ্রষ্টব্য)

বিগত ৬ বর্ষের আয় ব্যয়।

	আয়			আয়			উদ্বৃত্ত
	সাধারণ তহবিল	বিশেষ তহবিল	একুন	সাধারণ তহবিল	বিশেষ তহবিল	একুন	
১৩১২ প্রথম বর্ষ	১২৮৲	১১৩৲	২৪১৲	৯৬॥৶৩	১১৩৲	২০৯॥৶৩	৩১।৴
১৩১৩ দ্বিতীয় বর্ষ	৩৩৬।৶০	২৯২॥০	৬২৮৸৶০	৩৩৬।৶০	২৯২॥০	৬২৮৸৶০	...
১৩১৪ তৃতীয় বর্ষ	৬৫৭॥/৯	২৩৫৸৶০	৮৯৩॥৯	৬৫৫॥৶০	২৩৫৸৶০	৮৯১॥৶০	১৸৶৯
১৩১৫ চতুর্থ বর্ষ	১৩৩৮৲৯	৩৭৪॥৶০	১৭১২॥৶০	১৩৩৮৲৯	২৫৯৶০	১৫৯৭৶৯	১১৫।৶০
১৩১৬ পঞ্চম বর্ষ	১৬৬৪।৶০	৫৭০।৶০	২২৩৪৸৶০	১৬৬৪।৶০	৪৬১৸৶০	২১২৬।৶০	১০৮।৶০
১৩১৭ ষষ্ঠ বর্ষ	২৪৮০৶০	৬৪১৸০	৩১২১৸৶০	১৬২২৸৶০	৫৭৩৶৯	২১৯৬৲৯	৯২৫৸৶৩

সভা স্থাপনাবধি এ সভার মোট আয়ব্যয় তুলনায় যেরূপ ভাবে বৃদ্ধি হইতেছে তাহা উল্লিখিত আয়ব্যয়ের তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

("চ" ও "ছ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

সভার সভাপতি সম্মাননা।

এই সভার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় আলোচ্য বর্ষে অনিবার্য্য কারণে ভিন্নস্থানে অবস্থিতি করায় সভার অধিকাংশ অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি কালে আপন প্রতিভাবলে সুধী সমাজকে মুগ্ধ করিয়া যেরূপ ভাবে সম্মানিত হইয়াছেন সভার পক্ষে তাহা কম গৌরবের বিষয় নহে। কাশীর পণ্ডিত সমাজ তাঁহাকে অভিনন্দিত করায় কেবল উত্তরবঙ্গের নহে, সমগ্র বঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের সভার সভ্যপদ গ্রহণ।

আলোচ্যবর্ষে কটক কলেজের স্বনাম খ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম, এ, কাশী কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য, গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, পাটনা কলেজের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ মহোদয়গণ সভার সভ্যপদ গ্রহণ পূর্ব্বক সময়ে সময়ে নানা উপদেশ প্রদান করিয়া সভাকে সুপরিচালিত করিতেছেন। এইরূপে উত্তরবঙ্গ আসাম ও অন্যান্য স্থানের বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের কৃপালাভ করিয়া সভা আপন কর্ত্তব্যপথে প্রাণপণ যত্নে অগ্রসর হইতেছে।

অনুগ্রাহকগণের সর্ব্ববিধ অনুকম্পার বিনিময়ে বিনীত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ সমিতি এই ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক কর্ম্মপঞ্জী সমাপ্ত করিতেছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অনুমত্যনুসারে
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক।

(ক) পরিশিষ্ট।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর শাখার সভ্যতালিকা।

আজীবন সভ্য।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর জি, সি, আই, ই, সি, বি, কুচবিহার। *

বিশিষ্ট সভ্য।

১। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন, রঙ্গপুর।
২। " রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর সি, আই, ই, দেওয়ান রাজ্য কোচবিহার।
৩। " অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল, উকীল ঘোড়ামারা পোষ্ট, রাজসাহী।

---

* এই সভ্যের মৃত্যু হইয়াছে।

৪। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ বিদ্যারত্ন, কোচবিহার।

৫। " " পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বিদ্যাবিনোদ, গৌহাটী, আসাম।

বিশেষ সভ্য।

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, চতুষ্পাঠী, রঙ্গপুর।

২। " ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ চতুষ্পাঠী, রঙ্গপুর।

৩। " শশিমোহন অধিকারী, সম্পাদক বঙ্গজননী পত্রিকা, ভোটমারী পোঃ, রঙ্গপুর।

" হেমকান্ত মজুমদার ধাপ, রঙ্গপুর।

৫। " পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মুকদমপুর, মালদহ।

ছাত্র সভ্য।

১। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,—নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

২। " সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহারবন্দ বাসা, রঙ্গপুর।

৩। " কালীপদ বাগচী।

সাধারণ সভ্য, প্রথম শ্রেণী,

রঙ্গপুর সদর।

১। শ্রীযুক্ত নবাবজাদা এ, এফ, এম্ আবদুল আলী এম,এ, এম্, আর, এস্,এল্; এফ, আর, এস্ এল্ ইত্যাদি ডেপুটী কালেক্টর রঙ্গপুর।

২। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, উকীল, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

৩। " ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণ-তীর্থ, জমিদার নলডাঙ্গা, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

৪। " অন্নদাপ্রসাদ সেন, জমিদার, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর।

৫। " জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাফেজ, জজকোর্ট, ধাপ, রঙ্গপুর।

৬। " শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী বিদ্যাবিনোদ আয়ুর্ব্বেদবিশারদ, কবিরাজ রঙ্গপুর।

৭। " আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই, অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, রঙ্গপুর।

৮। " যতীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী জমিদার টেপা, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর।

৯। " হৃষীকেশ লাহিড়ী এম্, বি, ডাক্তার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

১০। " হরগোপাল দাসকুণ্ডু জমিদার মারওয়ারীপটী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।

১১। " পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল্ উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

১২। " যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী ডাক্তার নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

১৩। " গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।

১৪। " কিশোরীমোহন হালদার ডাক্তার মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।

১৫। " দীননাথ বাগচী ম্যানেজার বামনডাঙ্গা ছোটতরফ, রঙ্গপুর।

১৬। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দাস ম্যানেজার শনিবাড়ী কাছারী, মাহিগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
১৭। „ গোপালচন্দ্র ঘোষ বি, এ, হেড্‌মাষ্টার তাজহাট স্কুল, মাহিগঞ্জ রঙ্গপুর।
১৮। „ কালীপ্রসন্ন মৌলিক সব ইনেস্‌পেক্টর অব পুলিস, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৯। „ যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল, উকীল সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
২০। „ শ্রীশচন্দ্র দাস গুপ্ত, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২১। „ মহান্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী জমিদার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২২। „ হেমচন্দ্র সেন পেস্কার জজকোর্ট সেনপাড়া, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মোক্তারের বাসা, রঙ্গপুর।
২৩। „ বৈকুণ্ঠেশ্বর ভট্টাচার্য্য, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৪। „ লোকনাথ দত্ত, ম্যানেজার, বামনডাঙ্গা বড় তরফের কাছারী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৫। „ রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য পেস্কার ডিমলারাজ মাহীগঞ্জ রঙ্গপুর।
২৬। „ কুঞ্জবিহারী বর্ম্মা জমিদার মাহীগঞ্জ রঙ্গপুর।
২৭। „ শরচ্চন্দ্র মজুমদার মার্চ্চেণ্ট, রঙ্গপুর।
২৮। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাস গুপ্ত, হেড্‌ ক্লার্ক জজকোর্ট, রঙ্গপুর।
২৯। „ মুকুন্দলাল রায়, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৩০। „ পূর্ণেন্দুশেখর বাগ্‌চী, বাহারবন্দ কাছারী, রঙ্গপুর।
৩১। „ মৌলবী চয়েন উদ্দীন আহাম্মদ এম্, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রঙ্গপুর।
৩২। „ রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল গবর্ণমেণ্ট প্লিডার রঙ্গপুর।
৩৩। „ বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল, উকীল রঙ্গপুর।
৩৪। „ অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল, উকীল, রঙ্গপুর।
৩৪। „ জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী উকীলের বাসা, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৩৬। „ গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর।
৩৭। „ ক্ষীরোদকুমার বসু, নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর।
৩৮। „ কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস, নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর।
৩৯। „ ভৈরবগিরি গোস্বামী জমীদার মাহীগঞ্জ রঙ্গপুর।
৪০। „ যোগেশচন্দ্র সেন ম্যানেজার মাহীগঞ্জ রঙ্গপুর।
৪১। „ প্রাণনাথ লাহিড়ী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪২। „ প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী, জ্যোতীরত্ন নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪৩। „ শরচ্চন্দ্র বসু, ক্লার্ক নবাবগঞ্জ পোষ্টাফিস, রঙ্গপুর।
৪৪। „ সতীশচন্দ্র লাহিড়ী সবইন্‌সপেক্টর অব পুলিশ মাহীগঞ্জ রঙ্গপুর।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের

সাধারণ সভ্য, প্রথম শ্রেণী,

মফঃস্বল।

১। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী, জমিদার, তুষভাণ্ডার ডাকবাঙ্গলা রোড ভাগলপুর।
২। " পূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কুণ্ডী গোপালপুর, শ্যামপুর পোঃ রঙ্গপুর।
৩। " মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী এম, আর, এ এস অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কুণ্ডী, সপ্তপুষ্করিণী, রঙ্গপুর।
৪। " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার, কুণ্ডী সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৫। " যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্, বড়বন্দর, দিনাজপুর।
৬। " পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, নাওডাঙ্গা পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৭। " কালীমোহন রায়চৌধুরী, অবসর প্রাপ্ত মুন্সেফ, পোঃ. হরিদেবপুর, রঙ্গপুর।
৮। " যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, কুণ্ডী গোপালপুর ছোটতরফ, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৯। " কালীকৃষ্ণ গোস্বামী, এম, এ, বি, এল, বিদ্যারত্ন ৪৭ মির আতর লেন ঢাকা।
১০। " রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
১১। " আশুতোষ গুহ বি, এল, উকীল বালুবাড়ী, দিনাজপুর।
১২। " দ্বারকানাথ রায় বি, এল, জমিদার রায়পুর, পীরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
১৩। " কুমুদনাথ চৌধুরী, জমিদার কুঠীবাড়ী, সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১৪। " গোলোকেশ্বর অধিকারী সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১৫। " উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী জমিদার সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১৬। " কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রাঞ্জ, দিনাজপুর।
১৭। " প্রমথনাথ মুন্সী, জমিদার সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১৮। " প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বার-অ্যাট্-ল গয়া।
১৯। " বরদাকান্ত রায়চৌধুরী জমিদার পোঃ ভিতরবন্দরাজবাড়ী, রঙ্গপুর।
২০। " প্রিয়নাথ পাকড়াশী জমিদার, পোঃ স্থলবসন্তপুর, পাবনা।
২১। " বসন্তকুমার লাহিড়ী বেলপুকুর হাজারী পোঃ শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২২। " কালীকান্ত বিশ্বাস, সবইন্স্পেক্টর অব্ পুলিশ পলাশবাড়ী পোঃ, রঙ্গপুর।
২৩। " ডাঃ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, বড়বন্দর, দিনাজপুর।
২৪। " কেদারনাথ সেন জমিদার, পোঃ কালীতলা, দিনাজপুর।
২৫। " কেদারনাথ ঘোষ সুপারভাইজার, সৈয়দপুর, রঙ্গপুর।
২৬। " মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ব্লক সিগন্যাল ইন্স্পেক্টার সৈদপুর রঙ্গপুর।
২৭। " কৃষ্ণনাথ সেন জমিদার পোঃ কালীতলা; দিনাজপুর।
২৮। " শ্রীরাম মৈত্র ফেটগ্রাম, পোঃ মান্দা, রাজসাহী।

২৯। শ্রীযুক্ত মুন্সী পসরমহাম্মদ মিঞা সাহেব জোতদার, মাথাভাঙ্গা পোঃ, কোচবিহার।
৩০। ,, শরচ্চন্দ্র সিংহ রায় জমিদার রায়পুর, পীরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
৩১। ,, অতুলচন্দ্র দত্ত এম্, এ, বি, এল, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ঢাকা।
৩২। ,, হরেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ পোঃ রিহাবাড়ী আসাম।
৩৩। ,, দুর্গাচরণ সেন গুপ্ত পুলিশ সব ইন্‌স্পেক্টর গাইবান্ধা রঙ্গপুর।
৩৪। ,, সারদানাথ খান বি, এল উকীল বগুড়া।
৩৫। ,, যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী জমিদার, হরিপুর, জীবনপুর পোঃ দিনাজপুর।
৩৬। ,, সুরেন্দ্রনাথ বক্‌সী; জমিদার, ইনাতপুর বড়তরফ, মহাদেবপুর পোঃ, রাজসাহী।
৩৭। ,, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, গ্রাম নেওয়াশী, পয়রাডাঙ্গা পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৩৮। ,, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, সবরেজিষ্ট্রার, বালুরঘাট পোঃ, দিনাজপুর।
৩৯। ,, ললিতকৃষ্ণ ঘোষ, সবইনস্পেক্টর অব্-পুলিশ কুমারগঞ্জ পোঃ, দিনাজপুর।
৪০। ,, যদুনাথ রায় বি, এল্ উকীল বালুরঘাট দিনাজপুর।
৪১। ,, সতীশচন্দ্র লাহিড়ী সবইন্‌স্পেক্টর অব্-পুলিশ গাইবান্ধা পোঃ, রঙ্গপুর।
৪২। ,, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্, উকীল বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৪৩। ,, কুমার জগদীন্দ্র দেব রায়কত, জলপাইগুড়ী।
৪৪। ,, প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, পোঃ গৌরীপুর, ধুবড়ী, আসাম।
৪৫। ,, সতীশচন্দ্র বড়ুয়া জমিদার, আগমনী পোঃ, গোয়ালপাড়া, আসাম।
৪৬। ,, নলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্, বগুড়া।
৪৭। ,, মোহিনীমোহন মৈত্রের শিববাটী, বগুড়া।
৪৮। ,, ব্রজসুন্দর সান্যাল সরস্বতী এম্, আর, এ, এস্, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
৪৯। ,, ব্রজনাথ সান্যাল ডাক্তার, বড়বন্দর, দিনাজপুর।
৫০। ,, রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, খঞ্জনপুর পোষ্ট বগুড়া।
৫১। ,, বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল্, উকীল দিনাজপুর।
৫২। ,, গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ডাক্তার, দিনাজপুর।
৫৩। ,, ডাক্তার প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল, এম্, এস্, বগুড়া।
৫৪। ,, নবসুন্দর দাস তহশীলদার, নাওডাঙ্গা পোঃ, রঙ্গপুর।
৫৫। ,, প্রভাসচন্দ্র সেন, বি, এল, উকীল বগুড়া।
৫৬। ,, প্রমদারঞ্জন বক্‌সী রায় চৌধুরী জমিদার, কুচবিহার।
৫৭। ,, মাধবচন্দ্র শিকদার বি, এল্, উকীল দিনাজপুর।
৫৮। ,, রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল্, উকীল পাবনা।

৫৯। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দত্ত, গ্রাম বেলগাছা, কুড়িগ্রাম পোঃ, রঙ্গপুর।
৬০। ,, তারাসুন্দর রায় গাইবান্ধা পোঃ, রঙ্গপুর।
৬১। ,, রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৬২। ,, প্রিয়নাথ দত্ত এম্. এ, বি, এল্, অবসর প্রাপ্ত সিভিল ও সেসন-জজ গঙ্গানাথ মিত্র মহাশয়ের বাসা বর্দ্ধমান।
৬৩। ,, রাখালচন্দ্র চৌধুরী শ্রীযুক্ত কৃপাসুন্দর চৌধুরীর বাড়ী পোঃ সেরপুর, বগুড়া।
৬৪। ,, মহেন্দ্রনাথ সরকার বামুনীয়া, পোঃ গোমনাতী, রঙ্গপুর।
৬৫। ,, হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি, এল, ম্যানেজার চাকলাজাত ষ্টেট দেবীগঞ্জ পোঃ জলপাইগুড়ী।
৬৬। ,, রাধিকামোহন মুন্সী জমিদার পোঃ সেরপুর, বগুড়া।
৬৭। ,, হরিকিশোর মৈত্রেয় পোঃ সেরপুর, বগুড়া।
৬৮। ,, প্রমথনাথ খাঁ শ্যামগঞ্জ, কুয়াপুর, মেদিনীপুর।
৬৯। ,, কিশোরীমোহন রায় জমিদার পাবনা।
৭০। ,, কিশোরীবল্লভ চৌধুরী এম্. এ, বি, এল্, উকীল, পোঃ গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
৭১। ,, নলিনীকান্ত অধিকারী বালুরঘাট দিনাজপুর।
৭২। ,, সতীশচন্দ্র সেন বি, এল্ উকীল, বগুড়া।
৭৩। ,, উমেশচন্দ্র দাস মণ্ডল জোতদার গোড়কমণ্ডপ, পোঃ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
৭৪। ,, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সবরেজিষ্ট্রার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট পোঃ ডোমার, রঙ্গপুর।
৭৫। ,, সারদাগোবিন্দ তালুকদার চৈত্রকোল পোঃ, বাগদুয়ার, রঙ্গপুর।
৭৬। ,, শশিকিশোর চক্রদার বি, এল, নওগাঁ, রাজসাহী।
৭৭। ,, তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্, এ, অধ্যাপক মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।
৭৮। ,, গোপাল লাল ভাদুড়ী সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন পোঃ পাকুড়িয়া রাজসাহী।
৭৯। ,, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদ্যনাথ ন্যায়ভূষণ পোঃ গৌরীপুর, ধুবড়ী আসাম।
৮০। ,, হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার নীলফামারী, রঙ্গপুর।
৮১। ,, জ্যোতীষচন্দ্র সান্যাল পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর পোঃ বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৮২। ,, সুশীলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার গণেশতলা, দিনাজপুর।
৮৩। ,, ত্রৈলোক্যনাথ ভটাচার্য্য কাকিনা, রঙ্গপুর।
৮৪। ,, বিনোদবিহারী রায় ডাক্তার পোঃ মালোপাড়া, রাজসাহী।
৮৫। ,, চৌধুরী আমানতুল্যা আহাম্মদ জমিদার ও কুচবিহার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পোঃ বড়মরিচা, কুচবিহার।
৮৬। ,, মৌলবী মহাম্মদ আমীর উদ্দীন খাঁ জোতদার ফরিদাবাদ, পোঃ শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।

৮৭। শ্রীযুক্ত উদয়কান্ত ভটাচার্য্য মহ্না বড়তরফ, পোঃ পীরগাছা, রঙ্গপুর।
৮৮। ,, রাইচরণ মজুমদার সব ইন্‌স্পেক্টার অব, পুলিশ, লালমণিরহাট থানা,রঙ্গপুর।
৮৯। „ পার্ব্বতীকান্ত দাস গুপ্ত পুলিশ ইনিস্পেক্টার পোঃ বালুরঘাট দিনাজপুর।
৯০। „ মনোরঞ্জন সরকার পাটকাপাড়া, পোঃ হাতিবান্ধা, রঙ্গপুর।
৯১। „ উপেন্দ্রনাথ সরকার উকীল, তুফানগঞ্জ পোষ্ট, কুচবিহার।
৯২। „ জগদীশচন্দ্র মুস্তোফী জমিদার গোবরাছড়া পোঃ, কুচবিহার।
৯৩। „ রায়চৌধুরী মন্মোহন বক্‌সী জমিদার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্, এ, ডি, সি কুচবিহার।
৯৪। ” শ্যামাকিশোর মুন্সী জমিদার সেরপুর পোঃ বগুড়া।
৯৫। ” গিরিজামোহন সান্ন্যাল বি এ, ৬১ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
৯৬। „ বীরেশ্বর সেন অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ অব পুলিশ গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর, নদিয়া।
৯৭। ” দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সবইন্‌স্পেক্টার অব পুলিশ, পাটগ্রাম, জলপাইগুড়ি।
৯৮
৯৯ হৃদয়বন্ধু মজুমদার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ কাকিনারাজ কাকিনা, রঙ্গপুর।
১০০ কৃষ্ণলাল চৌধুরী জমিদার ইংরেজাবাদ, মালদহ।
১০১ ভগীরথচন্দ্র দাস মোক্তার গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
১০২ জুয়ার উদ্দীন আহম্মদ আলোকঝাড়ী, গোঁসানীমারী পোষ্ট, কোচবিহার
১০৩ হৃষীকেশ রায় জমিদার, উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।
১০৪ কামিনীকুমার সরকার, ডিমলাকাছারী, ডিমলা, রঙ্গপুর।
১০৫ মুকুন্দচন্দ্র দাস, পুটীমারী, দীনহাটা, কুচবিহার।
১০৬ কালীকুমার ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার মুস্তফী ষ্টেট, কুচবিহার।
১০৭
১০৮। ,, শশিভূষণ ঠাকুর রাজগুরু, বরিয়া পাকুড়িয়া রাজসাহী।
১০৯। ,, যতীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী জমিদার ফতেপুর, ইটাকুনারী, কালীগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
১১০। ,, নফরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পঞ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ পোষ্ট, দিনাজপুর।
১১১। ,, পণ্ডিত ভগবানচন্দ্র শিরোরত্ন, উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ পোষ্ট, দিনাজপুর।
১১২। ,, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পঞ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ পোষ্ট, দিনাজপুর।
১১৩। ,, যদুনাথ মুখোপাধ্যায় উদয়গ্রাম ঐ ঐ
১১৪। „ শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্রনারায়ণ রায় হেড্‌মুন্সী গৌরীপুর রাজ, গৌরীপুর পোঃ, আসাম।
১১৫। „ চন্দ্রমোহন মজুমদার শিক্ষক গৌরীপুর পোষ্ট, আসাম।

১১৬ । শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ ডাক্তার গৌরীপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
১১৭ । " নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্ ময়মনসিং।
১১৮ । " শ্রীজীবচন্দ্র লাহিড়ী গৌরীপুর পোঃ, আসাম।
১১৯ । " আনন্দচন্দ্র সেন গোয়ালাপাড়া পোঃ, আসাম।
১২০ । " গঙ্গাচরণ সেন গোয়ালপাড়া পোঃ আসাম।
১২১ । " বিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল্ মালদহ।
১২২ । " রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ, ঘোড়ামারা পোঃ, রাজসাহী।
১২৩ । " ভূপেন্দ্রনাথ বাগ্চী রায়পুর সি, পি।
১২৪ । " রজনীকান্ত সরকার মালঞ্চী রামবাড়ী পোঃ, রাজসাহী।
১২৫ । " রাজচন্দ্র সরকার গোবিন্দপুর, গাইবান্ধা পোঃ রঙ্গপুর।
১২৬ । " সতীশচন্দ্র গোস্বামী মোক্তার নওগাঁ, রাজসাহী।
১২৭ । " গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ উকীল, নিলফামারী পোঃ, রঙ্গপুর।
১২৮ । " ক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর জমিদার রাজগুরু, বরিয়া-পাকুড়িয়া, রাজসাহী।
১২৯ । " তারকচন্দ্র মৈত্রেয় ইটালী, বরিয়া-পাকুড়িয়া, রাজসাহী।
১৩০ । " নর্ম্মদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্ দিনাজপুর।
১৩১ । " সুধীরচন্দ্র সেন বি, এল্ ঐ
১৩২ । " যতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল্ ঐ
১৩৩ । " মধুসূদন রায় বি, এল্ ঐ
১৩৪ । " যোগেশচন্দ্র দত্ত বি, এল্ ঐ
১৩৫ । " সতীশচন্দ্র রায় বি, এল্ ঐ
১৩৬ । " রামচন্দ্র সেন বি, এল্ ঐ
১৩৭ । " অমূল্যদেব পাঠক বি, এল্ ঐ
১৩৮ । " হরিদাস পালিত ভোলাহাট পোষ্ট, মালদহ।
১৩৯ । " গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী খাগড়াবাড়ী, চিলাহাটী পোঃ, রঙ্গপুর।
১৪০ । " করমতুল্যা চৌধুরী হাজারী শ্যামগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
১৪১ । " কামিনীমোহন বাগচী জমিদার, বরিয়া পোষ্ট, রাজসাহী।
১৪২ । " সুরেন্দ্রকুমার সেন বি, এল্ দিনাজপুর।
১৪৩ । " উমাকান্ত দাস বি, এল্ লক্ষ্মণপুর, সৈয়দপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
১৪৪ । শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ বি, এ, ৫৩ দেবনাথপুরা সিটি বেনারস।
১৪৫ । " ঈশানচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার মুজাটা, পোষ্ট গুণেরবাড়ী ময়মনসিংহ।
১৪৬ । " হরচন্দ্র দাস সাপটানার কাছারী লালমনির হাট রঙ্গপুর।
১৪৭ । " জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত নবাবগঞ্জ চাঁপাই পোষ্ট, মালদহ।

১৪৮। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এম্, এ, মোরাদপুর পাটনা।
১৪৯। " ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ম্যানেজার কাঞ্চনকাছারী পোষ্ট পত্নীতলা দিনাজপুর।

সাধারণ সভ্য—দ্বিতীয় শ্রেণী—রঙ্গপুর সদর।

১। " কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২। " রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার ধাপ, রঙ্গপুর।
৩। " আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪। " দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৫। " পূর্ণচন্দ্র নন্দী জমিদার, ধাপ, রঙ্গপুর।
৬ " রাধারমণ মজুমদার জমিদার, দেওয়ানবাড়ী, রঙ্গপুর।
৭। " সতীশকমল সেন বি এল, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৮। " সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মোক্তার সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
৯। " নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১০। " উপেন্দ্রনাথ সেন উকীল, রঙ্গপুর।
১১। " রাধাকৃষ্ণ রায় উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১২। " লালবিহারী গুহ ডাক্তার মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৩। " সিদ্ধেশ্বর সাহা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বি, জি, টেক্‌নিক্যাল স্কুল, রঙ্গপুর।
১৪। " মথুরানাথ দে মোক্তার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৫। " অনুরাগ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কেরাণীপাড়া, রঙ্গপুর।
১৬। " চণ্ডীচরণ রায়চৌধুরী বি, এল, উকীল সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
১৭। " যাদবচন্দ্র সেন মোক্তার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৮। " প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৯। " উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিরাজ নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২০। " সতীশচন্দ্র শিরোমণি শনিবাড়ী কাছারী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২১। " কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কেরাণীপাড়া, রঙ্গপুর।
২২। " সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী, মাহিগঞ্জ রঙ্গপুর।
২৩। " রোহিণীকান্ত মৈত্রেয় ম্যানেজার ছোট দোকানষ্টেট, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৪। " অক্ষয়কুমার সেন বি, এল্ প্লীডার, রঙ্গপুর।
২৫। " প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম্, এস্ ডাক্তার নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৬। " কালীনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

২৭। শ্রীযুক্ত কালীনাথ সরকার ধাপ, রঙ্গপুর।
২৮। „ তৈয়বউদ্দীন আহাম্মদ পেসকার জজকোর্ট, রঙ্গপুর।
২৯। „ অন্নদাপ্রসন্ন মজুমদার বি. এল্ উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৩০। „ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র সেন গুপ্ত, ধাপ, রঙ্গপুর।
৩১। „ বিধুমোহন ভট্টাচার্য্য নায়েবনাজীর জজকোর্ট রঙ্গপুর।
৩২। „ বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য সিভিল কোর্ট আমীন ধাপ।
৩৩। „ দীননাথ বাগচী বি, এল্ উকীল, রঙ্গপুর।
৩৪। „ সারদাচরণ রায় জমিদার, রঙ্গপুর।
৩৫। „ মদনগোপাল নিয়োগী জজকোর্ট, রঙ্গপুর।
৩৬। „ শ্রীচন্দ্র সেন গুপ্ত মুন্সেফ কোর্ট, রঙ্গপুর।
৩৭। „ আশুতোষ মজুমদার বি, এল্, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৩৮। „ বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৩৯। „ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪০। „ নলিনীকান্ত ঘোষ জজ আদালত, রঙ্গপুর।
৪১। „ চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারসিয়ার, গোমস্তাপাড়া, রঙ্গপুর।
৪২। „ যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এল, উকীল, সেনপাড়া রঙ্গপুর।
৪৩। „ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন কবিরাজ, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪৪। „ মুন্সী আব্দুল গফুর, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪৫। „ শ্রীনাথ সরকার নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪৬। „ গোপালচন্দ্র দাস, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪৭। „ মেহেরুদ্দীন, প্রথম মুন্সেফ আদালত, রঙ্গপুর।
৪৮। „ কাজী মহাম্মদ সৈয়দ মুন্সীপাড়া, রঙ্গপুর।
৪৯। „ প্রিয়নাথ সেন, জজকোর্ট, রঙ্গপুর।
৫০। „ ভবানী প্রসাদ দাস, দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত, রঙ্গপুর।
৫১। „ আবদুল কাদের খন্দকার, জজ আদালত, রঙ্গপুর।
৫২। „ আমজাদ হোসেন খান, মুন্সীপাড়া, রঙ্গপুর।
৫৩। „ মহাম্মদহুরমতুল্যা, ধাপ, রঙ্গপুর।
৫৪। „ আশুতোষ মজুমদার নায়েব মমিনপুর নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৫৫। „ গোপীনাথ ঘোষ রাধাবল্লভ রঙ্গপুর।
৫৬। „ যোগেশচন্দ্র সরকার বি, এল উকীল নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর।
৫৭। „ নৃপেন্দ্রনারায়ণ রুদ্র জমিদার রহমতপুর কুঠী রঙ্গপুর।
৫৮। „ সৈয়দ আবুল ফতা জমিদার মুন্সীপাড়া, রঙ্গপুর।

৫৯। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৬০। „ নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী বি, এল উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৬১। „ ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি, এল, উকীল সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
৬২। „ হরিনাথ অধিকারী হেডড্রাফ্ট-ম্যান ডি, বি, রঙ্গপুর।
৬৩। „ অনারেবল খান মৌলবী তসলীম উদ্দীন আহাম্মদ বাহাদুর বি, এল মুন্সীপাড়া, রঙ্গপুর।

সাধারণ সভ্য—দ্বিতীয় শ্রেণী—মফঃস্বল।

১। শ্রীযুক্ত অনারেবল রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, গৌরীপুর রাজবাড়ী, গৌরীপুর পোঃ, ধুবড়ী, আসাম।
২। „ অনারেবল রাজা কুমার মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী বাহাদুর, কাকিনীয়া রাজবাড়ী, কাকিনা পোঃ রঙ্গপুর।
৩। „ মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার, অনরারী ম্যাজেষ্ট্রেট, চেয়ারম্যান সদর লোকালবোর্ড কুণ্ডী সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৪। „ প্রিয়নাথ লাহিড়ী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাকিনা, রঙ্গপুর।
৫। „ গোপালচন্দ্র দাস ডাক্তার বদরগঞ্জ ডিস্‌পেনসেরী, বদরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
৬। „ সারদামোহন রায় হরিদেবপুর পোঃ, ভায়া শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
৭। „ হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম, এ, বি, এল নায়েব বাহিরবন্দ উলিপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৮। „ অনাথবন্ধু চৌধুরী জমিদার কামারপুকুর সৈয়দপুর, রঙ্গপুর।
৯। „ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার ববনপুর গোবিন্দগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
১০। „ মশরতুল্লা সরকার জোতদার পোঃ ডোমার, রঙ্গপুর।
১১। „ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় নায়েব বোতলাগাড়ী কাছারী, সৈয়দপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
১২ „ কুমুদচন্দ্র সান্ন্যাল বেলপুকুর, দিলালপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
১৩ „ রজক মহাম্মদ সরকার বেতলাগাড়ী, সৈয়দপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
১৪ „ জগচ্চন্দ্র সরকার ডাক্তার হরিপুর, পূর্ণনগর পোঃ, রঙ্গপুর।
১৫ „ রাধাকান্ত সরকার পোষ্ট জয়পুর, বগুড়া।
১৬ „ দুর্গামোহন সাহা, জমিদার সেরপুর, বগুড়া।
১৭ „ সুরেন্দ্রমোহন মৈত্রেয় সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১৮ „ রজনীকান্ত রায় সরকার চাপড়া, পোষ্ট দরোয়ানী রঙ্গপুর।
১৯ „ বহরুদ্দীন সরকার চাপড়াসরঞ্জামী, পোঃ দরোয়ানী, রঙ্গপুর।
২০ „ খান্ মোজাঃফর হোসেন চৌধুরী, জমিদার পালীচড়া শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর

২১। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী, সবরেজিষ্ট্রার সুন্দরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
২২। " মেহেরুল্লা তহশীলদার, চড়াইখোলা, দরোয়ানী পোঃ, রঙ্গপুর।
২৩। " উপেন্দ্রনাথ বসু, ডাক্তার, শাখাটা পোঃ, রঙ্গপুর।
২৪। " আমিরউদ্দীন আহম্মদ উকীল মেখলিগঞ্জ পোঃ, কুচবিহার।
২৫। " অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য উলীপুর থানা, উলীপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
২৬। " ব্রজেন্দ্রকুমার শর্ম্মা বাগচি পোঃ সমজিয়া, দিনাজপুর।
২৭। " লালমোহন রায়চৌধুরী, চাঁচাইতারা কাছারী, পোঃ মাদলা, বগুড়া।
২৮। " বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন, পোঃ রায়কালী, বগুড়া।
২৯। " মহেন্দ্রনাথ অধিকারী কানুনগো দীনহাটা পোঃ, কুচবিহার।
৩০। " বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় জমিদার ভুতছাড়া, ভুতছাড়া পোঃ, রঙ্গপুর।
৩১। " মোহিনীমোহন লাহিড়ী জমিদার নলডাঙ্গা পোঃ, রঙ্গপুর।
৩২। " ইয়ানতুল্যা সরকার পোঃ কিসামত ফতেমামুদ, ভায়া হলদীবাড়ী
এন্, বি, এস্, রেলওয়ে।
৩৩। " সুরেন্দ্রমোহন সর্দ্দার ভাটপাড়া গোপালপুর, তুলসীঘাট পোঃ, রঙ্গপুর।
৩৪। " কুমার শরৎকুমার রায় এম্, এ, পোঃ দয়ারামপুর রাজবাড়ী, রাজসাহী।
৩৫। " নরেন্দ্রনাথ সরকার, হল্‌হলিয়া পোঃ, ভায়া ডোমার, রঙ্গপুর।
৩৬। " অতুলচন্দ্র দাস গুপ্ত পেস্কার গোপালপুর বড়তরফ পোষ্ট শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
৩৭। " দ্বারিকানাথ সরকার ষ্টেশনমাষ্টার বিজনী গোয়ালপাড়া আসাম।
৩৮। " দেবীপ্রসাদ সরকার, নওদাবস, বড়মরিচা পোঃ, কুচবিহার।
৩৯। " সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, ঝামাপুকুর, কলিকাতা।
৪০। " দীনেশচন্দ্র চৌধুরী, হেডমাষ্টার ফুলছড়ি এম, ই স্কুল ফুলছড়ি; রঙ্গপুর।
৪১। " কুমুদবিহারী রায়, জমিদার দমদমা, পাঁচবিবি পোঃ, বগুড়া।
৪২। " দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল্, দেওয়ান গৌরীপুররাজ, গৌরীপুর পোঃ,
ধুবড়ী, আসাম।
৪৩। " সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকীল, নিলফামারী পোঃ, রঙ্গপুর।
৪৪। শ্রীকান্ত সরকার, সাং রামচন্দ্রপুর, তুলসীঘাট পোঃ, রঙ্গপুর।
৪৫। " চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য, ভাটপাড়া, রাজবাটী পোঃ, দিনাজপুর।
৪৬। " রজনীচন্দ্র সান্যাল, বেলপুকুরহাজারী দিলালপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৪৭। " রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বি, এল, বাহাদুর জমিদার সৈয়দাবাদ পোঃ, মুর্শিদাবাদ
৪৮। " নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী, ভাগলপুর।
৪৯। " মৌলিবী মহাম্মদ আব্দুল হালিম আরব্য ও পারস্যাধ্যাপক।
জেন্কিন্স বিদ্যালয়, কুচবিহার।

৫০। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ পোদ্দার কবিরাজ গিতালদহ পোঃ, কুচবিহার।
৫১। „ অনঙ্গমোহন সরকার গোড়কমণ্ডপ পোঃ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
৫২। „ পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ শিমুলজানী গ্রাম, বঙ্গলা পোঃ, ময়মনসিংহ।
৫৩। „ বলিমামূদ সাহা বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৫৪। „ রমণীমোহন সরকার, কঞ্চিপড়া, পোঃ ভবানীগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৫৫। „ ক্ষেত্রনাথ আচার্য্য কবিরাজ, বালুয়া পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৫৬। „ সারদাপ্রসাদ দাস তহসীলদার গ্রাম ফুলমতী পোঃ, নাওডাঙ্গা রঙ্গপুর।
৫৭। „ শম্ভুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আয়ুর্ব্বেদবিশারদ নাওডাঙ্গা পোঃ, রঙ্গপুর।
৫৮। „ নবীনচন্দ্র সরকার পণ্ডিত কালীগঞ্জ, ভবানীগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
৫৯। „ কুমার অমীন্দ্রনারায়ণ, বাঁশদহ পোঃ, রঙ্গপুর।
৬০। „ পণ্ডিত সারদাচন্দ্র কবিভূষণ দিনাজপুর রাজবাড়ী, দিনাজপুর।
৬১। „ গোবিন্দকেলী মুন্সী জমিদার নলডাঙ্গা পোঃ, রঙ্গপুর।
৬২। „ কেদারনাথ সান্ন্যাল নায়েব রাণীপুকুর কাছারী শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
৬৩। „ সুধীন্দ্রনাথ সেন ৩১ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
৬৪। „ মহীন্দ্র নারায়ণ দাস পুটীমারী, দীনহাটা পোঃ কুচবিহার।
৬৫। „ হরিমোহন সাউদ কঞ্চিপাড়া, দীনহাটা পোঃ, কুচবিহার।
৬৬। „ প্রথমনাথ মৈত্র ফেটগ্রাম, মান্দা পোষ্ট, রাজসাহী।
৬৭। „ রমণীমোহন চৌধুরী জমিদার মৃজাপুর, দেউলপাড়া পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৬৮। „ কালীকুমার ভট্টাচার্য্য ডাক্তার সুন্দরগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৬৯। „ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী উকীল, দীনহাটা পোষ্ট, কোচবিহার।
৭০। „ হরিশ্চন্দ্র মণ্ডল পুটীমারী, দীনহাটা পোষ্ট, কুচবিহার।
৭১। „ কুমুদকান্ত অধিকারী পুটীমারী দীনহাটা পোষ্ট, কুচবিহার।
৭২। „ মথুরানাথ রায় নায়েব পোষ্ট দেবীগঞ্জ, জলপাইগুড়ী।
৭৩। „ যতীন্দ্রমোহন রায় শিক্ষক গৌরীপুর বিদ্যালয় গৌরীপুর পোঃ আসাম।
৭৪। „ রাজেন্দ্রমোহন রায় জমিদার রায়কালী পোষ্ট, বগুড়া।
৭৫। „ উদয়চন্দ্র বড় কাকতি গৌরীপুর পোষ্ট, আসাম।
৭৬। „ মথুরামোহন বরুয়া গৌহাটী পোষ্ট, আসাম।
৭৭। „ বিষ্ণুপ্রসাদ শর্ম্মা দলই কামাখ্যাপাহাড়, গৌহাটী পোষ্ট, আসাম।
৭৮। „ কামাখ্যানাথ বন্দোপাধ্যায় ষ্টেশন মাষ্টার গিতালদহ পোঃ, কুচবিহার।
৭৯। „ প্রথমনাথ ঘোষ স্কুল সবইনস্পেক্টার নীলকামারী, রঙ্গপুর।
৮০। „ পণ্ডিত এককড়ি স্মৃতিতীর্থ কুণ্ডী চতুষ্পাঠী পোষ্ট শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
৮১। „ অমৃতভূষণ অধিকারী বি, এ, শিক্ষক, গৌরীপুর পোষ্ট, আসাম।

৮২। শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপ্রসাদ মজুমদার নায়েব মজুমদার কাছারী উলিপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৮৩। „ চন্দ্রকিশোর দাস শিমুলবাড়ী, মিরগঞ্জহাট পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৮৪। „ শরচ্চন্দ্র রায় বি, এল উকীল নিলফামারী, রঙ্গপুর।
৮৫। „ শশিশেখর মৈত্র তালন্দ পোষ্ট, রাজসাহী।
৮৬। „ গোলকচন্দ্র দত্ত জোতদার বেলপুকুর হাজারী, শ্যামগঞ্জ রঙ্গপুর।
৮৭। „ পূর্ণচন্দ্র দত্ত ঐ ঐ ঐ ঐ
৮৮। „ বছির উদ্দীন চৌধুরী চড়াইখোলা, দরওয়ানী পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৮৯। „ রজনীকান্ত সরকার বি, এল্ উকীল নিলফামারী পোঃ, রঙ্গপুর।
৯০। „ কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী কবিরাজ নিলফামরী পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৯১। „ যশোর উদ্দীন সরকার বেলপুকুর শ্যামগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৯২। „ প্রমথভূষণ বাগচী নিলফামারী পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৯৩। „ রাধিকাচরণ দাস তালুকদার, বগুলাগাড়ী শ্যামগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৯৪। „ আদিত্যচন্দ্র চৌধুরী প্রধান শিক্ষক দেবোত্তর কাশিরাম স্কুল শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর
৯৫। „ হেমচন্দ্র সান্ন্যাল জমিদার বেলপুকুর ঐ ঐ
৯৬। „ রাখালচন্দ্র সিংহ সব্ আসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন, সৈয়দপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৯৭। „ হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ষ্টেসনমাষ্টার দরয়ানী পোঃ রঙ্গপুর।
৯৮। „ মধুসূদন চঙ্গদার, বলিহার পোঃ, রাজসাহী।
৯৯। „ আনন্দলাল চৌধুরী জমিদার, রায়কালী, বগুড়া।
১০০। „ জগচ্চন্দ্র পাল ডাক্তার নিলফামারী পোষ্ট, রঙ্গপুর।
১০১। „ তিলকচাঁদ ওসওয়াল হাজারী, শ্যামগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
১০২। „ শিশুকুমার সমাদ্দার হাজারী বিদ্যালয় ঐ ঐ
১০৩। „ তারিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য বেলপুকুর ঐ ঐ
১০৪। „ প্রেমচাঁদ ওসওয়াল হাজারী ঐ ঐ
১০৫। „ হেমন্ত কুমার মুস্তফী গছাভার, সৈয়দপুর পোষ্ট ঐ
১০৬। „ রমেশ চন্দ্র চৌধুরী, পলাশবাড়ী, ঐ ঐ
১০৭। „ হরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, বাকুর গুজারী কাছারী, ধাপের হাট পোষ্ট, রঙ্গপুর
১০৮। „ ছখিউদ্দীন আহাম্মদ দেড় আনী বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ পোঃ রঙ্গপুর।
১০৯। „ ভজেতুল্যা সরকার, শিক্ষক ছইল বিদ্যালয় ঐ ঐ
১১০। „ নছর উদ্দীন সরকার হাজারী, ঐ ঐ
১১১। „ ভোলানাথ দাস, শিক্ষক চাপরা সরঞ্জামী বিদ্যালয় ঐ ঐ
১১২। „ হরনাথ দাস কামিয়াল খাতা, দরয়ানী পোষ্ট ঐ ঐ
১১৩। „ লক্ষ্মীনারায়ণ রায় কবিভূষণ, গোপাল রায় কাকিনা পোঃ, রঙ্গপুর।

১১৪। " মনিরুদ্দীন চৌধুরী, বেলপুকুর, সৈয়দপুর পোঃ, ঐ
১১৫। " জামাল উদ্দীন সরকার ঝাড়ুয়া বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ পোঃ, ঐ
১১৬। " সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মানকোণ পোষ্ট মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ।
১১৭। " শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী—আর্টিষ্ট কুলাঘাট রঙ্গপুর
১১৮। " অক্ষয় কুমার পাল, নীলফামারী রঙ্গপুর
১১৯। " অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম, এ, কটক কলেজ, কটক
১২০। " রজনী কান্ত নিয়োগী, দ্বিতীয় মুনসেফী আদালত নীলফামারী—রঙ্গপুর
১২১। " বিনোদ বিহারী দাস ২য় মুনসেফী আদালত নীলফামারী রঙ্গপুর
১২২। " প্রিয়নাথ বিশ্বাস ২য় মুনসেফী আদালত নীলফামারী রঙ্গপুর
১২৩। " রাজমোহন সরকার কাঁকিনা রঙ্গপুর
১২৪। " বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য বাঙ্গালী টোলা কাগমারীর বাটী কাশী—.
১২৫। " হেমায়েত উদ্দীন আহাম্মদ C/o. Basar mahamd Choudhury. সৈদপুর পোঃ রঙ্গপুর
১২৬। " পূর্ণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী হাজারী শ্যামগঞ্জ রঙ্গপুর
১২৭। " মহম্মদ ছমীর উদ্দীন চৌধুরী ধুলিয়া শ্যামগঞ্জ পোঃ রঙ্গপুর
১২৮। " হজরত উল্লা সরকার ছইল শ্যামগঞ্জ পোঃ রঙ্গপুর
১২৯। " কৃষ্ণকেশব গোস্বামী কবিগ্রাম কালিগাঁ পোঃ মালদহ
১৩০। " আবতুল গণি মোক্তার মালদহ
১৩১। " খয়ের উল্লা সরকার দোয়ানিয়া পাড়া ধুলিয়া শ্যামগঞ্জ পোঃ
১৩২। " মনোমোহন মুখোপাধ্যায় মোক্তার নীলফামারী রঙ্গপুর
১৩৩। " প্রমথনাথ মুন্সী কালিয়ালখাতা নীলফামারী রঙ্গপুর
১৩৪। " দীন নাথ ভট্টাচার্য্য বেলপুকুর হাজারী শ্যামগঞ্জ পোঃ রঙ্গপুর
১৩৫। " রামকুমার দাস দেওয়ান ফতেপুর ষ্টেট্ ইটাকুমারী রঙ্গপুর
১৩৬। " বামাপদ ঘটক পেস্কার গাইবান্ধা রঙ্গপুর
১৩৭। " কালিদাস চক্রবর্ত্তী নীল ফামারী রঙ্গপুর
১৩৮। " ধরণী ধর অধিকারী ভোটমারী রঙ্গপুর
১৩৯। " দীন নাথ সরকার মোলান খুড়ী পোঃ কারাবাড়ী দিনাজপুর
১৪০। " শ্রীকৃষ্ণ দাস আচার্য্য চৌধুরী জমীদার মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ
১৪১। " সুরেশ চন্দ্র সরকার জমীদার ৪২।১ লাথ ডাউন রোড কলিকাতা
১৪২। " উপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত চৌধুরী কালীতলা দিনাজপুর
১৪৩। " হৃদয় নাথ কুণ্ডু মার্চ্চেণ্ট সৈদপুর ; রঙ্গপুর
১৪৪। " পশর উদ্দীন সরকার কাশীরাম বেলপুকুর শ্যামগঞ্জ রঙ্গপুর
১৪৫। " মমেতুল্যা সরকার কাশীরাম বেলপুকুর শ্যামগঞ্জ রঙ্গপুর
১৪৬। " গোপাল চন্দ্র কুণ্ডু সৈয়দপুর রঙ্গপুর
১৪৭। " নিরাশা মহম্মদ সরকার খালিষা বেলপুকুর শ্যামগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর

"খ" পরিশিষ্ট।

স্যার ল্যান্সলট হেয়ার।

শ্রীল শ্রীযুক্ত ছোটলাট বাহাদুরের রঙ্গপুরে আগমন উপলক্ষে প্রদত্ত অভিনন্দনে রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষদের

বিশেষ আবেদনাংশ।

The Rangpur Sahitya Parishad which, as a branch of the Bangiya Sahitya Parishad in Calcutta, is now in the sixth year of its existence, has toiled incessantly in the improvement of the Bengali Language and Literature, in the collection and publication of ancient manuscripts and in the proper recognition of places of historical and antiquarian interest in North Bengal and Assam. The society has recently established the antiquarian significance of the temple of Bagdevi, within the Jurisdiction of thana Mithapooker of this district—a temple founded by the famous Raja Bhabachandra of the Buddhistic Era and the deep historical interest of the Darga of Shah Ismail Gazi, a renowned Mahommedan Saint, situated within the Jurisdiction of thana Pirganj of this district. In view of these two relics of the past we now most earnestly pray that Government may take up either directly or through the intervention of the proprietors orKhadems the work of re-constructing or renovating the two structures.

Some metallic figures of Hindu God Vishnu of very rare design and workmanship have been recovered from a part of the Tajhat Zemindary, in thana Govindaganj of this district. Viewing as we do, with a serious apprehension of any prospect of these treasures being removed from this district, these being the souvenirs of a lost art we value most highly, we take this opportunity to move that it may please Your Honour either to cause their delivery to the Tajhat Estate for preservation or to have them installed and perpetuated in the district by Government assistance.

An extract from His Honour's reply to the address presented to him by the Rangpur Public on the 13th February, 1911 :—

"You ask that two buildings for which your claim historical interest should be maintained and preserved. An enquiry will be made and Government will consider whether your request can be entertained. You also refer to the figures of Vishnu which have been recently

discovered and ask that these may be made over to you. These figures are being dealt with under the provisions of the Treasure trove Act. Government will consider what can be done to meet your wishes. But these figures are if more than local interest and it may be necessary to provide for their safety by placing in the Calcutta Museum."

"গ" পরিশিষ্ট।

বদান্যবর—পরম বিদ্যোৎসাহী

অনারেবল—শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া

বাহাদুরের কর-কমলে—

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের

শ্রদ্ধোপহার।

রাজন্! বঙ্গপ্রান্তে ব্রহ্মপুত্রতীরে সাহিত্যিক মহাযজ্ঞের মঙ্গল-ঘটস্থাপন করিয়া আপনি বঙ্গীয় ও অসমীয় সাহিত্যিকগণের পরস্পরের মধ্যে যে সৌহার্দ্দ স্থাপনের সূচনা করিয়াছেন তাহাতে আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। এরূপ সারস্বত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠাতাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার এই অপূর্ব্ব সুযোগ অদ্য অচিন্ত্যনীয় রূপেই উপস্থিত হইয়াছে। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের দীনকুটীরে অতি অপ্রত্যাশিতরূপে আপনার শুভাগমন, মহোদয়ের মহত্ত্ব ও বাণীসেবা-পরায়ণতারই সম্পূর্ণ পরিচায়ক। উত্তরবঙ্গ আপনার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী লক্ষ্মীর বরপুত্রকে লাভ করিয়া গৌরব ভূষিত হইয়াছে।

পুণ্যক্ষেত্র ভগবতী মহামায়ার দ্বারদেশে নিজ হস্তে যে কল্পবৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন তাহার পরিপোষণের ভার মুখ্যতঃ আপনাকেই বহন করিতে হইবে। আপনার অনুপ্রেরণায় রঙ্গপুর পরিষদের ক্ষুদ্রশক্তি ঐ তরুমূল অভিসিঞ্চিত এবং উত্তরবঙ্গের এরূপ আদর্শ ভূস্বামীর কীর্ত্তি গাথা, বঙ্গের দিকে দিকে প্রচারিত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে।

ভগবতী মহামায়া আপনাকে স্বাস্থ্য সম্পদে সমৃদ্ধ ও দীর্ঘায়ু করিয়া অমূল্য জ্ঞান ভাণ্ডার জনসাধারণের সমক্ষে উন্মুক্ত করিয়া দিন ইহাই এ দীন সাহিত্যিকমণ্ডলীর ঐকান্তিক প্রার্থনা।

কার্য্যালয়—,
রঙ্গপুর, ২০এ জ্যৈষ্ঠ,
১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর-শাখার প্রতিভূরূপে
বশংবদ-
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক।

"ঙ" পরিশিষ্ট।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের অনুগত বেলপুকুর পল্লী-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সাংবৎসরিক কার্য্য বিবরণ

১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

১৩১৭ সালের ২৪ বৈশাখ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের অনুগত বেলপুকুর পল্লী সাহিত্য পরিষৎ বঙ্গদেশের মধ্যে পল্লীগ্রামে এই প্রথম স্থাপিত হয়। প্রথম অধিবেশনেই ২৯ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হয়।

বেলপুকুর পল্লী সাহিত্য পরিষদের সূচনা।

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার লাহিড়ী জমিদার মহাশয় সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সান্যাল ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণচরণ কাব্যতীর্থ ও শ্রীযুক্ত রাম গোবিন্দ সমাজদার মহাশয়-ত্রয় সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার লাহিড়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রজনী চন্দ্র সান্যাল ও শ্রীযুক্ত বসির উদ্দিন চৌধুরী সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়।

কর্ম্মচারী নিয়োগ।

এখানে আনন্দের সহিত জানাইতেছি কুণ্ডির স্বনাম প্রসিদ্ধ অন্যতম ভূম্যধিকারী, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের স্থায়ী সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় এই সভার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া সভাকে চিরঋণী করিয়াছেন।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

মাসিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাদি পঠিত হইয়াছিল,—

	প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম
১।	পল্লীসাহিত্য পরিষদের স্থাপনা	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
২।	রঙ্গপুরের প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা	„ বসন্তকুমার লাহিড়ী
৩।	সাধক কৃষ্ণমঙ্গল সান্যালের জীবনী	„ রজনীচন্দ্র সান্যাল
৪।	শিক্ষার আবশ্যকতা	„ বছিরউদ্দীন চৌধুরী
৫।	রঙ্গপুরে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র	„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
৬।	বিদ্যাশিক্ষা	„ ছখীউদ্দীন আহাম্মদ
৭।	এতদ্দেশীয় হাড়ীজাতির সাঙ্কেতিক ভাষা	„ বসন্তকুমার লাহিড়ী
৮।	মেয়েলী সাহিত্য	„ হেমন্তকুমার মুস্তফী
৯।	রাজবংশী রমণীদিগের দ্বারা গীত বিবাহকালীন গান (সংগ্রহ)	„ হেমচন্দ্র সান্যাল
১০।	মেয়েলী সাহিত্য	„ বসন্তকুমার লাহিড়ী
১১।	রঙ্গপুরের ভাষাতত্ত্ব	„ বসন্তকুমার লাহিড়ী
১২।	মদনকামের জাগ	„ হেমচন্দ্র সান্যাল

ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণী

প্রদর্শিত ও উপহৃত দ্রব্যের নাম	প্রদর্শক বা উপহার দাতা
বিভিন্ন প্রকারের ৮টি তাম্রমুদ্রা	শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার লাহিড়ী
১টি প্রাচীন তাম্রমুদ্রা	„ রজনী চন্দ্র সান্যাল
হায়াত মামুদ রচিত হিতজ্ঞান	„ ছথী উদ্দীন আহাম্মদ
দশম স্কন্ধ ভাগবত, জাতিমালা মধুমালতী, অমরকোষ, ব্রহ্মপুরাণ প্রশ্নাঙ্ক গণনা, চন্দ্রাবলী উপাখ্যান	„ বসন্ত কুমার লাহিড়ী
শ্রীকৃষ্ণমতী ও পাগল সঙ্গীত	„ যোগেশচন্দ্র ঘোষ
তিনশত বৎসরের প্রাচীন শতাধিক দলিল ও রাণী সত্যবতীর স্বাক্ষরিত দলিল	„ বসন্ত কুমার লাহিড়ী
গৌড় হইতে সংগৃহীত মিনাকরা ইষ্টক	ঐ
ভাওয়াইয়া গান, বিদ্যাসুন্দর, পরিভাষাসূত্র	„ হেমন্ত কুমার মুস্তফী
অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড বারমাসীগান, গ্রাম্য কবিতা, চন্দ্রাবলী শতস্কন্ধ রাবণ বধ, জীবোদ্ধার প্রাচীনকবির লিখিত দুর্গাস্তোত্র, চৈতন্য চরিতামৃত	„ বসন্ত কুমার লাহিড়ী
ছিন্ন দরবেশী হাতে লেখা পুঁথি	„ বছির উদ্দীন চৌধুরী

মাসিক অধিবেশনে আলোচিত অন্যান্য বিষয়।

৪র্থ মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার লাহিড়ী মহাশয় সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার রাধাবল্লভ, মহাশয় এই সভার স্থায়ী সভাপতির পদ গ্রহণ করেন।

এই সভার স্থায়ী সভাপতি মহাশয় গ্রন্থ প্রকাশার্থ ২০০৲ টাকা দান করিতে স্বীকৃত হন।

শোক প্রকাশ—

মহামান্য ভারতসম্রাট ও অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে।

শ্রীবসন্তকুমার লাহিড়ী, সম্পাদক।

"চ" পরিশিষ্ট।

বিশেষ তহবিলের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়——

প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণের নিকট চাঁদা আদায় ———— ৬০২৸০

প্রবেশিকা আদায় ৩৯৲

———

৬৪১৸০

ব্যয়——

মূল সভায় ইরশাল ——২৫০৲

শাখা সভার প্রাপ্য কমিশন প্রতি টাকায় ॥০ হিসাবে ——৩২০৸৴০

মূল সভার টাকা পাঠানের ডাক মাশুল দেনা—— ২।১৫

৫৭৩৴১৫

বিতং

আয়——৬৪১৸০

ব্যয়——৫৭৩ ৵১৫

————

৬৮॥৴৫ মজুত—

১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

সাধারণ তহবিলের আয় ব্যয়ের বিবরণ।

আয়—

বিবরণ	টাকা
দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণের নিকট মাসিক চাঁদা আদায়—	৮৮৭ ॥০
ভিঃ পিঃ কমিশন আদায়—	১২৮/০
পত্রিকার নগদ মূল্য আদায়—	২৭৸০
চণ্ডিকাবিজয়ের মূল্য আদায়—	১৩॥৶০
চণ্ডিকাবিজয় কাব্য প্রকাশের তহবিল—	১৮০৲
গৌড়ের ইতিহাস প্রকাশ তহবিল—	৫০৲
রঙ্গপুর ইতিহাসের আয়—	৩০০৲
উঃ বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের তহবিল—	১০০৲
বার্ষিক অধিবেশনের সাহায্য আদায়—	৫৫৲
অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ প্রকাশ তহবিল—	৫০০৲
৺দাশরথি রায়ের ভ্রাতৃবধূর সাহায্য আদায়—	৩৲
শ্রীযুক্ত নবসুন্দর দাস মহাশয়ের পত্নীর স্মৃতি রক্ষার তহবিল—	১৫৲
মহিমারঞ্জন স্মৃতি সমিতি হাওলাত আদায়—	১৪॥০
প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণের নিকট চাঁদা ৬০২৸০ ও প্রবেশিকা ৩৯৲ মোট ৬৪১৸০ কমিশন প্রতি টাকায় ॥০ হিঃ—	৩২০৸৵০
মোট	২৪৮০৵০

ব্যয়—

মূলসভা ইরশাল—

বিবরণ	টাকা
চণ্ডিকাবিজয় প্রকাশ ব্যয়—	২১৯৸৶৯
গৌড়ের ইতিহাস প্রকাশ ব্যয়—	৪৬৷৶৬
রঙ্গপুর ইতিহাস প্রকাশ ব্যয়—	১৸/০
উত্তর বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের গৌরীপুর কার্য্য বিবরণ প্রকাশ ব্যয়—	২০৭৸৵৬
বার্ষিক অধিবেশনের ব্যয়—	১৫৩ ৻৯
অদ্ভুত আচার্য্যের রামায়ণ প্রকাশ ব্যয়—	৵০
মহিমারঞ্জন মেমোরিয়াল কমিটী হাওলাত	৩॥৶৩
পত্রিকা প্রকাশ ব্যয়—	৪৫২॥৯
ডাক মাশুল—	২১৩৵০
দপ্তর সরঞ্জামী ব্যয়—	৪৪৸৵০
বাজে খরচ—	২৸৵৬
গ্রন্থাগারের ব্যয়—	৬০৶০
বিশেষ অধিবেশন ব্যয়—	১৬৶৬
আসবাব খরিদ ব্যয়—	২৫৲
মুদ্রণ ব্যয়—	২৫৲
বেতন ব্যয়—	৪৭৲
মূর্ত্তি সংগ্রহ ব্যয়—	৪৷৵০
মুদ্রা সংগ্রহ ব্যয়—	৪॥০
মালদহ সম্মিলন ব্যয়—	১৸৶৬
কুণ্ডীর ইতিহাস প্রকাশ ব্যয়—	৬০॥০
কার্য্যালয় মেরামত ব্যয়—	১৩॥৵০
আহ্নিকাচার তত্ত্বাবশিষ্ট ব্যয়—	৷০
সম্পাদকগণের যাতায়াত ব্যয়—	১৭৲
বিশেষ তহবিলে দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণী পরিবর্ত্তন করায় অগ্রিম প্রদত্ত চাঁদা প্রবেশিকা মধ্যে ব্যয়—	৸০
	১৬২২৸৵০

বিতং

আয়— ২৪৮০৶৹

ব্যয়— ১৬২২৸৶৹

৮৫৭৷৹

বিশেষ তহবিল

উদ্বৃত্ত— ৬৮৷৵৩

৯২৫৸৵৩

পোষ্ট আপিসে ডিপজিট্ ৯০০৲—

জিম্মা সম্পাদক— ২৫৸৵৩

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমত্যনুসারে

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী।

সম্পাদক।

হিসাব ঠিক আছে।

শ্রীদীননাথ বাগ্‌চী।

গৃহীত হইল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

সভাপতি।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

৯ই আষাঢ় ১৩১৮ সাল।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের

ষষ্ঠ বর্ষের কার্য্য-বিবরণ।

ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক অধিবেশন।

১০ই আষাঢ় (১৩১৮) ২৫শে জুন (১৯১১) রবিবার

সময় অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা

স্থান সভার কার্য্যালয় রঙ্গপুর ধর্ম্মসভাগৃহ।

উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, সভাপতি

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন সভার স্থায়ী সভাপতি

" রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি এল সহকারী সভাপতি

" পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ঐ

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার কুণ্ডী

" মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী জমিদার কুণ্ডী

" রাধারমণ মজুমদার, জমিদার

" নৃপেন্দ্রনারায়ণ রুদ্র জমিদার

" ভৈরবগিরি গোস্বামী জমিদার

" গুরুপ্রসন্ন লাহিড়ী জমিদার নলডাঙ্গা,

" মৌলভী সৈয়দআবদুল ফাত্তহ জমিদার

" অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার রাধাবল্লভ

" কুঞ্জবিহারী বর্ম্মা

" আশুতোষ মজুমদার বি, এল,

" নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বি, এল,

" সুরেন্দ্রনাথ সেন বি, এল,

" কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ

শ্রীযুক্ত অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট।

" কালিদাস চক্রবর্ত্তী স্পেশাল সবরেজিষ্ট্রার রঙ্গপুর

" উমেশচন্দ্র গুপ্ত বি এল,

" গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল,

" কালীকৃষ্ণগোস্বামী বিদ্যারত্ন এম্ এ বি এল,

" বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল,

" লোকনাথ দত্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডিমলারাজ

" হরিদাস মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি এল, ম্যানেজার তাজহাটরাজ

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের

শ্রীযুক্ত কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন
„ পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী
কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ
„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক
„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ ঐ,
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাদি-রক্ষক
„ চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারসিয়ার
ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড

„ দীননাথ বাগচী ম্যানেজার
বামনডাঙ্গা
„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়
বি, এল
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি,এল
„ রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার,
„ ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য
এল্, এম্, এস্,
„ দীননাথ বাগচী বি, এল;
সহকারী আয়ব্যয় পরীক্ষক
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক

ও রঙ্গপুরের সকলশ্রেণীর সহর ও মফঃস্বলবাসী ভদ্রসম্প্রদায় এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই সভায় যোগদান করেন।

ভিন্নস্থান হইতে সমাগত সাহিত্যিক ও সাহিত্যোৎসাহিগণ যাঁহারা এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের তালিকা।

কলিকাতা মূল পরিষদের প্রতিনিধি।

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী, সহকারী সম্পাদক মূল পরিষৎ
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারী সম্পাদক ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার
„ বাণীনাথ নন্দী
„ পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, অধ্যাপক কটনকলেজ, গৌহাটী
„ „ বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল, দিনাজপুর

বেলপুকুর পল্লী পরিষদের প্রতিনিধি

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী সম্পাদক
„ অনাথবন্ধু চৌধুরী জমিদার কামারপুকুর
„ হৃদয়নাথ কুণ্ডু মার্চ্চেণ্ট
„ মশোয়রউদ্দীন সরকার

সভার স্থায়ী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের আদেশে এই সভার অন্যতম ছাত্র সভ্য শ্রীমান্ কালীপদ বাগচী-রচিত নিম্নলিখিত অভ্যর্থনা সঙ্গীত গীত হইল।

গীত

স্বাগত সাহিত্যিক-বৃন্দ! দীন সেবক অভিবন্দে।
করহ আলোকে আঁধার লুপ্ত গাও আশার তান মধুচ্ছন্দে॥
মোরা শকতি-সম্বল-হীন অতি দীন চির আশাহত কুণ্ঠিত দৈন্যে
কি দিয়ে গো দিব পদে অর্ঘ্য,
সম্বল-হীন বাণীসুত বর্গ,
ভরসা শুধু ভারতী-পদ
বিদ্বৎজন কৃপা-কণা গো॥
বিশাল সাগরে উর্ম্মী অতি ক্ষুদ্র মোদের তরণী
হৃদয়ে বিপুল আশা উৎসাহ পূরিত পরাণী
আজি সাধক পূত পাদস্পর্শে নবহর্ষে বাহিব তরণী মহানন্দে॥
কি দিয়ে গো ... ... ইত্যাদি
কেবল নবীন কুঞ্জ ফোটেনি কুসুমকলি
আসেনি মধুর বসন্ত উঠেনি পাপিয়ার বুলি
ধ্বনিত করি দশদিশি দৈন্য নাশি
এস এস সকল অভাব করিব পূর্ণ
কি দিয়ে গো দিব পদে অর্ঘ্য ইত্যাদি।"

সঙ্গীত অন্তে দিনাজপুরাগত সুকবি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন বি, এল মহাশয় সুমধুর স্বরে স্বরচিত গোবিন্দস্তোত্র আবৃত্তি করিলে মৌলভী সৈয়দ আবদুলকাদ্দাহ সাহেব পবিত্র কোরাণের কয়েকটি সুরা উচ্চারণপূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ করিলেন।

ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ গ্রহণ

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদিত ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক কার্য্য ও আয়-ব্যয়ের বিবরণী পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার মহাশয় এই কার্য্যবিবরণ-গ্রহণার্থ প্রস্তাব উত্থাপন করিলে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সংক্ষেপে উহার সমালোচনাপূর্ব্বক বলিলেন যে, বর্ষে বর্ষে যখন সভার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তখন আশা করা যায় যে, সভার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। সভার ক্রমবিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রের সম্প্রসারণার্থ যেরূপ জনবলের আবশ্যক, তদ্রূপ অর্থবলেরও প্রয়োজন। আমরা এই কার্য্যবিবরণে সভায় এই উভয় বলবৃদ্ধির আভাস পাইয়া বিশেষ আনন্দানুভব করিলাম। এই সুলিখিত কার্য্যবিবরণ-গ্রহণে যে সমবেত সভ্যমণ্ডলী সম্মত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে কার্য্যবিবরণ গৃহীত ও স্থায়ী সভাপতি মহাশয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইল।

সভ্য নির্ব্বাচন

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
১। শ্রীযুক্ত কুমার যামিনীবল্লভ সেন ডিমলা মাহীগঞ্জ রঙ্গপুর	শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি,এল,	সম্পাদক
২। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন বি, এল রঙ্গপুর	শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল,	শ্রীযুত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
৩। „ কেদারনাথ ঘোষ সুপারভাইজার সৈদপুর, রঙ্গপুর,	„ বসন্তকুমার লাহিড়ী	„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
৪। „ অনাথবন্ধু চৌধুরী জমিদার কামারপুর, সৈদপুর, রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
৫। „ রাধাকান্ত সরকার কবিরাজ পোঃ জয়পুরহাট, বগুড়া	ঐ	ঐ
৬। „ মেহেরুল্লা তহসীলদার চড়াইখোলা, দরওয়ানী পোঃ রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
৭। „ উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী „ রামচন্দ্র সেন উকীলের বাসা কালীতলা, দিনাজপুর	ঐ	ঐ
৮। „ বলীমামুদ সাহা বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ পোঃ রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
৯। „ হৃদয়নাথ কুণ্ডু মার্চ্চেন্ট, সৈদপুর, রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
১০। „ পপসউদ্দীন সরকার কাশীরাম বেলপুকুর পোঃ শ্যামগঞ্জ রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
১১। „ মমেতুল্যা সরকার শিক্ষক কাশীরাম বেলপুকুর পোঃ শ্যামগঞ্জ রঙ্গপুর		ঐ
১২। „ রজনীকান্ত রায় চাপড়া গ্রাম, দরওয়ানী পোষ্ট, রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
১৩। „ নিয়াশা মহম্মদ সরকার খলিসা বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
১৪। „ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ব্লকসিগন্যাল ইন্সপেক্টর সৈদপুর, রঙ্গপুর	ঐ	ঐ

	সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
১৫।	শ্রীযুক্ত গোপাললাল ভাদুড়ী সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন দিবাকুড়িয়া পোষ্ট, রাজসাহী	শ্রীযুক্ত শশীভূষণ ঠাকুর	সম্পাদক
১৬।	„ পণ্ডিত হরেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ, রিহাবাড়ী পোষ্ট আসাম	„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার	ঐ
১৭।	„ রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য পেশকার ডিমলা রাজষ্টেট মহীগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর	শ্রীযুক্ত লোকনাথ দত্ত	ঐ
১৮।	„ কৃষ্ণলাল আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা পোষ্ট, ময়মনসিংহ	„ সম্পাদক	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
১৯।	„ পণ্ডিত মধুসূদন শিরোমণি	„ শশীভূষণ ঠাকুর	ঐ
২০।	„ প্রমথনাথ জ্যোতিরত্ন নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর	„ পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ গোস্বামী এম, এ, বি, এল,	ঐ
২১।	„ জিয়ারউল্লা মুন্সী ডাক্তার সৈদপুর, রঙ্গপুর	„ বসন্তকুমার লাহিড়ী	ঐ
২২।	„ গোপালচন্দ্র কুণ্ডু মার্চ্চেণ্ট সৈদপুর, রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
২৩।	„ প্রতাপচন্দ্র কুণ্ডু সৈদপুর, রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
২৪।	ফণীভূষণ লাহিড়ী সৈদপুর, রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
২৫।	পসর মহম্মদ চৌধুরী বাঙ্গালীপুর, সৈয়দপুর, রঙ্গপুর	ঐ	ঐ

শ্রীমান্ কালীপদ বাগচী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশ ক্রমে এই সভার ছাত্রসভ্য রূপে পরিগৃহীত হইলেন।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির পুরাতন সভ্যগণের পদত্যাগ। সভার নিয়মানুসারে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণের কর্ম্মত্যাগ-সংবাদ সম্পাদক মহাশয় ঘোষণা করিয়া পুরাতন সদস্যগণের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত সভ্যচতুষ্টয়কে পুনর্ম্মোনয়ন এবং সভ্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত আট জন সদস্যের নাম বিঘোষিত করিলেন।

১৩১৮ সালের জন্য গঠিত কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি।

মনোনীত সদস্য।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল, রঙ্গপুর।
শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার ঐ
" দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, গৌরীপুর।
" আমিরউদ্দীন আহাম্মদ, উকীল, কোচবিহার।

নির্ব্বাচিত সদস্য।

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এম, এ, পাটনা।
" ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস, রঙ্গপুর।
" অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল, রঙ্গপুর।
" যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, দিনাজপুর।
" রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল, মালদহ।
" রাধারমণ মজুমদার, জমিদার রঙ্গপুর।
" কালীকান্ত বিশ্বাস সব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ, রঙ্গপুর।

মহন্তমহারাজকুমার ভৈরবগিরি গোস্বামী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ১৩১৮ বঙ্গাব্দের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইয়া সভার কর্ম্ম-পরিচালনে নিযুক্ত থাকুন, গৌহাটীর পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক উক্ত প্রস্তাব সমর্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে পরিগৃহীত হইল।

কর্ম্মচারী তালিকা।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন সভাপতি—

শ্রীযুক্ত অনারেবল রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী
" " " শরদিন্দুনারায়ণ রায়সাহেব এম, এ, প্লীডার
" " " কুমার শরৎকুমার রায় এম্, এ
" " " পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ
" " " রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল,
} সহকারী সভাপতি

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সভার স্থায়ী সম্পাদক—

" বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল,
" পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
" পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
} সহকারী সম্পাদক

" পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল, পত্রিকা-সম্পাদক—

„ ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ „ হরগোপাল দাস কুণ্ডু	} ঐ সহকারী
শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়,	গ্রন্থাদিরক্ষক
„ হেমকান্ত মজুমদার,	ঐ সহকারী
„ আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই,	আয়ব্যয়-পরীক্ষক—
শ্রীযুক্ত দীননাথ বাগচী বি, এল, „ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল,	} ঐ সহকারী

উল্লিখিত মনোনীত ও নির্ব্বাচিত সদস্য এবং কর্ম্মচারিগণমধ্যে আয়ব্যয়-পরীক্ষক ও তাঁহার সহকারিদ্বয় ব্যতীত সকলকে লইয়া ১৩১৮ বঙ্গাব্দের জন্য কার্য্য নির্ব্বাহ সমিতি গঠিত হইল।

গ্রন্থোপহার দাতৃগণকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ বিজ্ঞাপিত করা হইল।

অতঃপর সভার স্থায়ী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে সমাগত প্রতিনিধি এবং ভিন্নস্থানাগত সাহিত্যিক-মণ্ডলীর সম্বর্দ্ধনা-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, আমাদের ভক্তি-প্রদত্ত সামান্য উপচার দিয়াই আমরা মূল পরিষদের প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমানে তাহার অতিরিক্ত কিছু প্রদানে আমাদের সামর্থ্যাভাব।

সাহিত্যিক বন্ধুগণের স্মরণার্থ বলিতেছি যে, রঙ্গপুরে বাহারবন্দ ভিতরবন্দ দুইটি পরগণা, সুতরাং অভ্যাগতগণের পক্ষে উভয় দিক্ বন্দ হওয়ায় অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। আর একটি পরগণা আছে, তাহাকে কুণ্ডী বলে। এই কুণ্ডী লইয়াই রঙ্গপুর-পরিষদের নাড়াচাড়া। কুণ্ডী অর্থে পয়োনালা বা খাল, সুতরাং পানীয়ের ব্যবস্থাটাও বুঝিয়া লইতে পারেন। এরূপ কদর্য্য উপচারে অভ্যর্থনা করা আর অভ্যাগতগণকে কষ্ট দেওয়া একই কথা। তবে আপনাদের মধ্যে আমাদিগের প্রস্তাবিত সভাপতি মহাশয়ের এত ক্লেশ সত্ত্বেও রঙ্গপুরের সহিত সম্বন্ধটা অচ্ছেদ্য। যে কারণে মহাদেব কৈলাসবাসী, বিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ী শ্রীমান্ ললিতচন্দ্রও সেই কারণে রঙ্গপুরের পক্ষপাতী। আর বন্ধুবর ব্যোমকেশ ত বিল্বপত্রেই তুষ্ট। সুতরাং অধিক আশঙ্কার কারণ নাই। আমি সানন্দে শ্রীমান্ ললিতচন্দ্রকে অদ্যকার অধিবেশনের সভাপতির আসন-গ্রহণ জন্য আহ্বান করিতেছি। শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল, সহকারী সভাপতি মহাশয় কর্তৃক উক্ত প্রস্তাব সমর্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

মহামহোপাধ্যায় মহোদয় কর্তৃক মাল্য-বিভূষিত হইয়া ললিত বাবু সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় অভিভাষণ পাঠ করিলেন। এই সুদীর্ঘ সারগর্ভ অভিভাষণ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্রে যথাসময় মুদ্রিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এই সভার অন্যতম বিশিষ্ট সভ্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, অধ্যাপক কটনকলেজ গৌহাটী, মহাশয় বলিলেন, যে আমি বক্তা নহি এবং আমার বাক্‌শক্তিরও অভাব, তথাপি সভাপতি মহাশয়ের আদেশ অলঙ্ঘনীয়। আমি রঙ্গপুরের নিকট ঋণী। পরিষৎ আমাকে বিশিষ্ট সভ্যরূপে গ্রহণ করিয়া আমার স্কন্ধে কতকটা দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। অধুনা পল্লী-ইতিহাস প্রণয়নে একটা আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে। আমার জন্মভূমি শ্রীহট্টের বিস্তৃত ইতিহাস আমাদের নানাজনের ৭।৮ বৎসর ব্যাপী চেষ্টার ফলে সঙ্কলিত হইয়াছে। যে প্রণালী অবলম্বনে এই গুরুতর ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা প্রকাশিত হইলে নব্য লেখকগণের উপকার হইতে পারে, অত্র সভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় আমাকে এরূপ আভাস দেওয়ায় শ্রীহট্টের ইতিহাসের ভূমিকাতে ইতিহাস-প্রণয়ন প্রণালীর একটি নির্ঘণ্ট সংযোজন করিয়াছি। সাধারণের অবগতির জন্য এস্থলে তাহাই পঠিত হইতেছে। আমরা প্রথমে প্রত্যেক পল্লীর বিবরণ সংগ্রহার্থে একখানি ফর্‌ম প্রস্তুত করি, স্থানীয় সংবাদপত্রে উহা প্রকাশ করি। তাহাতে কোনও ফল হইল না দেখিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়দের নিকট তাহা পূরণ করিয়া প্রেরণের অনুরোধপত্রসহ পাঠান হয়। ইহাতে কতকটা ফল পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সরকারী দপ্তর হইতেও যথেষ্ট সহায়তা পাওয়া গিয়াছে।

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে প্রণালী অবলম্বনে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতই অভিনব। প্রত্যেক জেলার বিবরণ-সংগ্রহে এই উপায় অবলম্বনই বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি,এল মহাশয় বলিলেন যে, আমি এই পরিষদের সহিত ইহার জন্মকাল হইতেই সংসৃষ্ট। কিন্তু যখন মনে করি, আমার দ্বারা পরিষদের উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর সহায়তা হইয়াছে, তখনই আমাকে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতে হয়। আমাদের দেশের ইতিহাস নাই। ভারতের বর্ত্তমান অবনতির কারণ কি, ইতিহাসের অভাবে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। দেশের ইতিহাস-সঙ্কলনই পরিষদের প্রধান লক্ষ্য। পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থনিচয় বহুপরিমাণে বিলুপ্ত হইয়াছে। শাস্ত্র-গ্রন্থের অভাবে আমরা আবিষ্কৃত মূর্ত্তিগুলির স্বরূপ-নির্ণয়ে অসমর্থ। এক্ষণে ইতিহাস রচনা করিতে হইলে সেই সব বিলুপ্ত গ্রন্থের সন্ধান করিতে হইবে। কেবল রাজা বা যুদ্ধের কাহিনীকে ইতিহাস বলে না। সমাজের উত্থান পতনের বিবরণই ইতিহাসের প্রধান অঙ্গরূপে পরিগণিত। প্রথমে প্রত্যেক গৃহের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইলে, পরিশেষে দেশের ইতিহাস-সঙ্কলন সহজসাধ্য হইবে। আমি সুপ্রসিদ্ধ নিদান-প্রণেতা মাধবকরের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার দ্বারা এই বংশের ইতিহাস যেরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সঙ্কলিত হওয়া সম্ভবপর, অন্যের নিকট তদ্রূপ আশা করা যায় না। যাহাদের দ্বারা এই বঙ্গদেশের আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাদের অন্যতমের পরিচয় আমরা

বঙ্গসমাজের অপরিজ্ঞাত ইহা আমাদেরই অক্ষমতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আমি আমার পূর্ব্বপুরুষগণের কাহিনী সংস্কৃত ভাষায় ছন্দোনিবন্ধে সঙ্কলন আরম্ভ করিয়াছি। উহার ১০ম সর্গ পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে। সমাজের অঙ্গস্বরূপ ব্যক্তিগণের ব্যক্তিগত জীবনী এইরূপ ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারাই সংগৃহীত হওয়া সম্ভবপর। দেশের ইতিহাস রচনা ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। একার্য্যে সমাজস্থ সকলেরই সহায়তা আবশ্যক। এইরূপ সমবেত শক্তির ফলে যে ইতিহাস রচিত হইবে প্রকৃতপক্ষে তাহাই আমাদের জাতীয় ইতিহাসরূপে পরিগণিত হইবে এবং তদ্দ্বারা সমাজ যথার্থ উপকৃত হইবেন। বিদ্যারত্ন-মহাশয়ের বক্তৃতাতে কলিকাতা হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয় বলিলেন যে, সময় নিতান্তই সঙ্কীর্ণ, বিশেষতঃ সান্ধ্যতমিস্রার গাঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে গৃহ আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। তথাপি সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ-রক্ষার নিমিত্ত আমিও আজ এই রঙ্গপুরে আসিয়া আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণের ন্যায় বলিতেছি যে, রঙ্গপুর পরিষদের কার্য্য-বিবরণী শ্রবণে আমারও দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, শাখা হইলেও এই পরিষৎ কর্ম্মকুশলতায় মূল পরিষদকে লজ্জা দিয়াছে। এই সভার পরিচালকবৃন্দ সাধারণের নিকট হইতে গৃহীত অর্থের যেরূপ সদ্ব্যবহার করেন, তাহা বস্তুতঃই প্রশংসার যোগ্য। এত স্বল্প ব্যয়ে রঙ্গপুর-পরিষদের ক্রম বহুল কর্ম্ম পরিচালনা অবৈতনিক কর্ম্মচারিগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বলিতে হইবে। কলিকাতার একটি প্রাচীন পাঠাগারের সুদীর্ঘ সংস্রবে থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহার ফলে আমি আপনাদিগকে এই পরিষদের সংস্রবে একটি সাধারণ পাঠাগার-সংস্থাপনে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করি। ইহাতে জনশিক্ষার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করা হইবে। সংগৃহীত গ্রন্থপাঠ ও তাহার আলোচনাই প্রকৃত উন্নতির মূল সূত্র। সাময়িক সংবাদপত্রাদি পাঠের স্পৃহা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে পরিষদের প্রতিও লোকের ক্রমশঃ শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইবে। সাধারণের সহিত যত অধিক মিশিতে পারা যাইবে, পরিষদের উদ্দেশ্যও ততই সফল হইবে। রঙ্গপুর-পরিষৎ পল্লী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া আজ তাহার সম্মুখে এক বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র প্রকটমান হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার উপর মধু-বর্ষণের ভার অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু পরিষদের যাহা কিছু মধু অর্থাৎ ইতিহাস গ্রন্থাগার প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণ তাহা বর্ষণ করিয়া নিঃশেষ করিয়াছেন, এক্ষণে "ছাই ফেলিতে ভাঙ্গাকুলার" ন্যায় আমার অবস্থা। পরিষৎ যে কত নিত্য নূতন তথ্য বঙ্গবাসীকে শুনাইতেছেন, অদ্য তাহারই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া আমার কর্ত্তব্য শেষ করিব। সর্ব্বপ্রথমে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের একখানি ইতিহাস লেখেন। এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে লেখক চণ্ডীদাসের পদাবলী ছাড়া আর একখানা কৃষ্ণকীর্ত্তনের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেন নাই, লোকমুখে নাম শুনিয়াছিলেন মাত্র। পরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও ঐ গ্রন্থের সন্ধান পান নাই। আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন, মাত্র দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে মূলপরিষদের পুঁথি-সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বিষ্ণুপুর হইতে ঐ কৃষ্ণকীর্ত্তনের এক

প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। সংগৃহীত পুঁথিখানির প্রথম ও শেষপত্র দুখানা না থাকিলেও অবস্থা ভাল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনের ন্যায় অক্ষরে উহা লিখিত হওয়ার পুঁথিখানির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার আর কোন কারণ নাই। বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারীকৃত গীতার বঙ্গানুবাদ 'সারদা রঙ্গদা' নামক পুঁথিখানিও বহু অনুসন্ধানে পাওয়া যাইতেছিল না। প্রাগুক্ত রায় মহাশয়ের প্রযত্নে বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই অমূল্য গ্রন্থেরও সম্প্রতি উদ্ধার হইয়াছে। পরিষৎ তাহা সত্বরই প্রকাশ করিবেন। কথিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় ত্রিহুত রেল-ওয়ে সামান্য কেরাণীর কার্য্য করিতেন। তিনি এক্ষণে ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ। তাদৃশ বৃদ্ধের চেষ্টায় যদি বঙ্গ সাহিত্যে এরূপ যুগান্তর সাধন সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় সমর্থ ব্যক্তির দ্বারা কি না হইতে পারে? রঙ্গপুর পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় খেটকখর্পরপরিধৃতা নৃমুণ্ডমালিনী সিংহবাহিনী মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া সভায় উপহার দিয়াছেন, কি আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার অর্চনা দূরে থাকুক, উহার স্বরূপ নির্ণয় করিতেও অসমর্থ। আমাদের অনুসন্ধিৎসার কতই না অভাব হইয়াছে। এখন তাহাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আমরা বিগত সম্মিলনের সময়ে ময়মনসিংহে গিয়া যে প্রস্তরফলক পাইয়াছি, তাহাতে লেখা আছে যে, লক্ষ্মণ সেন, বক্তিয়ার কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। দেখুন, এ আবিষ্কারের দ্বারা প্রচলিত ইতিহাসগুলির কি পরিবর্ত্তন না সাধিত হইল। এই ভাবে নিজে চেষ্টা করিতে হইবে। শুধু পরের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কেবল যারা বড়, তাহারাই চেষ্টা করিবে ইহা মনে করিয়া কাহারই নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নহে। সকলেরই উৎসাহের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। শুধু সংসার লইয়া আমরা জন্ম গ্রহণ করি নাই, দেশের ও দশের জন্য আমাদের কতকটা দায়িত্ব আছে। এত দেখিয়া শুনিয়াও যদ্যপি আমাদের চৈতন্যোদয় না হয় তবে নিতান্তই পরিতাপের কথা।

অনন্তর সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী সম্পাদক মহাশয় এই সভার অনুগত বেলপুকুরস্থ প্রথম পল্লী-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম বর্ষের সংক্ষিপ্ত কর্ম্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন। এই কার্য্য-বিবরণ সম্পূর্ণ আশাপ্রদ। পল্লীতে পল্লীতে পরিষদের কর্ম্ম-ক্ষেত্র এরূপে প্রসারিত হইলে সংগ্রহাদিকার্য্য অতি সত্বর ও স্বল্পব্যয়ে সম্পন্ন হইবে।

অতঃপর সভার গ্রন্থাদি-রক্ষক শ্রীযুক্ত জগদীশ নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিগত বর্ষে সভা কর্ত্তৃক সংগৃহীত দ্রব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ উহা সমবেত সভ্যগণের সম্মুখে প্রদর্শন করিলেন। ৭৫ খানি হস্তলিখিত পুঁথি, ধাতুময়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি, প্রস্তরময় কতিপয় মূর্ত্তি এবং ১০৩৭ বঙ্গাব্দ হইতে ১২২১ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ের ৮৯খানি দলিল বিগত বর্ষে সভা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ঐ সকল দ্রব্যাদির বিস্তৃত বিবরণ বার্ষিক কার্য্যবিবরণীর সহিত উল্লিখিত হইয়াছে।

এই অধিবেশনে সভার অন্যতম ছাত্রসভ্য শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক উপহৃত

পাঁচটি বাল্মীকারা প্রস্তরমূর্ত্তি এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী মহাশয়ের প্রদত্ত দুইখানি আলোকচিত্র ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত একটি ভোজরাজ্যের রৌপ্যমুদ্রা প্রদর্শিত হইলে, প্রদর্শনকারীকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম,এ, বি,এল, মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সভাপতি মহাশয় বিনয়পূর্ণ ভাষায় তদুত্তর প্রদান করার পরে রজনী প্রায় ৮॥০ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল।

রঙ্গপুর নীলফামারী মহকুমার পোড়ার হাট নামক স্থানের সুবিখ্যাত "গোপী চাঁদের গীত" গায়ক শ্রীদুখিয়া যুগীর গান কিয়ৎক্ষণ সভামণ্ডপে গীত হয়। দুখিয়ার করুণরসাত্মক গোপী চাঁদ রাজার সন্ন্যাস গ্রহণ বিষয়ক গীতাংশ সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় আর্দ্র করিয়াছিল।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত—সভাপতি শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী—সম্পাদক।

সপ্তম বর্ষ

প্রথম মাসিক অধিবেশন

স্থান—সভার কার্য্যালয়, রঙ্গপুর ধর্ম্মসভাগৃহ

রবিবার ৭ই শ্রাবণ, (১৩১৮) ২৩শে জুলাই (১৯১১)

অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা।

উপস্থিতি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিতরাজ যাদেশ্বর তর্করত্ন সভাপতি

শ্রীযুত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, সহঃ সভাপতি

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য উকীল
" দীননাথ বাগচী
" পঞ্চানন সরকার এম এ, বি এল,
" কালীপ্রসন্ন মৌলিক
" গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত
" গোবিন্দকেলী মুন্সী, নলডাঙ্গা
" কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ
" মদনগোপাল নিয়োগী
" প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী
" পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
" পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ সহঃ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন
„ ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস,
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার ঐ
„ হরগোপাল দাস কুণ্ড
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
„ কালীপদ বাগচী ছাত্র সভ্য

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য—

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ (২) সভ্যনির্ব্বাচন (৩) গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন (৪) প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের "পল্লীপরিষৎ" (৫) কতকগুলি দলিল ও চিত্রাদি প্রদর্শন (৬) শোকপ্রকাশ—এই সভার সভ্য এবং উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্‌যোক্তা মালদহের সুযোগ্য সাহিত্যিক স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ বি এল, মহাশয়ের মৃত্যুতে। (৭) বিবিধ

১। বিগত ষষ্ঠবর্ষ একাদশ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ যথারীতি গ্রহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীহরিগোপাল ভট্টাচার্য্য হেডক্লার্ক, ডোমার সবরেজেষ্ট্রী আফিস ডোমার পোষ্ট, রঙ্গপুর	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	সম্পাদক
„ কেদারনাথ মিত্র হেড্‌মোহরের ডোমার সবরেজেষ্ট্রী আফিস ডোমার পোষ্ট, রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
„ মুন্সী আহামুদ্দীন সরকার দ্বিতীয় মোহরের ডোমার সবরেজেষ্ট্রী আফিস, ডোমার পোঃ, রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
„ মুন্সী হাজিমসরতুল্যা সরকার পঞ্চাইত ও জোতদার ডোমার পোঃ, রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
„ সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী জমিদার মলঙ্গা পোঃ, রঙ্গপুর	শ্রীজগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ
„ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় কেরাণীপাড়া, রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
„ সারদানাথ খাঁন বি, এল, উকীল বগুড়া	হরগোপাল দাস কুণ্ডু	ঐ
„ গোকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পোটমাটার মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর	ঐ	ঐ

সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য সিভিলকোর্ট আমীন, রঙ্গপুর	শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ
„ প্রিয়নাথ লাহিড়ী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাকিনারাজ, কাকিনা, রঙ্গপুর	„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার	ঐ
„ হরেন্দ্রকৃষ্ণ ধুপ্ত এম, এ, বি এল, (দ্বিতীয় বার) নায়েব বাহারবন্দ উলিপুর, রঙ্গপুর	ঐ	ঐ

গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ বিজ্ঞাপিত হইল।

এ সভার পক্ষ হইতে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্টের মধ্যবর্ত্তিতায় সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে যে আনন্দবার্ত্তা তারযোগে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, তাহার উত্তরপত্র পঠিত হইল।

বিগত ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক অধিবেশনের বিবরণ এবং সভা হইতে প্রকাশিত সেরপুরের ইতিহাস ও গৌরীপুর সাহিত্যসম্মিলনের বিবরণী পুস্তক সমালোচনা উপলক্ষে বিভিন্ন সাময়িক ও মাসিক পত্রিকাসম্পাদকগণ সভাসম্বন্ধে যে অনুকূল মন্তব্য স্ব স্ব পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট সভা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী মহাশয়ের উপহৃত কাশী চৈতসিংহের বাসভবন এবং রেলওয়ে ষ্টেশনের আলোকচিত্র ধন্যবাদপুরঃসর সভার চিত্রশালায় গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী মহাশয়ের উপহৃত ১২৫০ ও ১২৫৩ সালের দুই খানি কর্জ্জখৎপত্র সভ্যগণকে প্রদর্শিত এবং ধন্যবাদপুরঃসর সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশক প্রস্তাব উত্থাপন-পূর্ব্বক কহিলেন যে, বিগত মালদহ সম্মিলনে রাধেশ বাবুর সহিত বিশিষ্ট রূপে পরিচিত হইবার অবসর আমার হইয়াছিল। যদিও ইহার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার দুই একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু এত ঘনিষ্ঠ রূপে এবং কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার সহিত তখন মিলিত হই নাই। মালদহের সম্মিলন সম্পূর্ণ তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিয়াছে। এরূপ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম কেহ করিতে পারেন বলিয়া আমার ধারণা ছিল না। আমার সন্দেহ হয়, এই প্রকারের পরিশ্রমের ফলই বা রাধেশচন্দ্রের অকালমৃত্যুর কারণ হইয়াছে। তাঁহার পরিশ্রমের একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি—যেদিন সাহিত্যিকগণ পাণ্ডুয়া পরিদর্শনে গমন করেন, সকলের জন্য যানাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাধেশচন্দ্র পদব্রজে পুরাতন মালদহ হইতে প্রায় ১৬ মাইল দূরে পাণ্ডুয়া আদিনামসজেদে উপস্থিত হইয়া সাহিত্যিকগণের আহারাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। এই রূপ অকৃত্রিম সাহিত্য সেবককে হারাইয়া উত্তরবঙ্গ যথার্থই দরিদ্র হইয়াছে। আমরা তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান করিয়া তাঁহার নিকট এ সাহিত্যমণ্ডলীর যে গুরু ঋণ আছে, তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিশোধের প্রয়াস পাইতেছি মাত্র। এ অভাব আর কিছুতেই পূর্ণ হইবে না।

—শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, তিনি রাজসাহীতে অবস্থান কালে হিন্দুরঞ্জিকার সম্পাদকতা করিতেন এই সম্পাদকত্বের কালে তিনি যে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই প্রশংসার যোগ্য।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সংস্কৃতকলেজের অধ্যাপক ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় পরীক্ষার্থিগণকে পূর্ণ সংখ্যা অপেক্ষা অধিক সংখ্যা প্রদান করিতেন, কলেজের অধ্যক্ষ মিষ্টার কাউয়েল সাহেব ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, পরীক্ষার্থ পরীক্ষাগারে আসিলেই আমি ছাত্রকে অর্দ্ধেক নম্বর দিয়া থাকি। তারপর কাগজ দেখিয়া যে যাহা পাইবে তাহা পায়। ইহাতেই এরূপ হইয়া থাকে। পরীক্ষাগারে যে ছাত্র আসিয়াছে সে যে, গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছে ইহাই আমার ধারণা। রাধেশচন্দ্রও এই উপমার সহিত তুলিত হইবার উপযুক্ত। দিনাজপুরের কুমার শরদিন্দু, রঙ্গপুরের কাকিনার রাজকুমার মহেন্দ্ররঞ্জন এই সকল সমর্থ প্রতিদ্বন্দ্বীর সমক্ষে যিনি পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের আইনসভার সদস্যপদের প্রার্থী হইয়াছিলেন, তাঁহার শক্তির পরিচয় এতদ্দ্বারা অর্দ্ধেক বুঝা গিয়াছে। যদি সেই শক্তি ক্ষেত্র পাইত, তাহা হইলে আমরা তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতাম। কিন্তু এ সকল ক্ষেত্রে লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের ক্ষমতার পরিচয় দিবার সুযোগ যেরূপ অল্প আয়াসে আসিয়া উপস্থিত হয়, সরস্বতীর বরপুত্রগণের পক্ষে তাহার সুযোগ বিরল। আমার দুঃখের বিষয় এই যে, রাধেশচন্দ্রের একটি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারি নাই। উত্তরবঙ্গের বড়ই দুর্ভাগ্য, একদিকে রজনীকান্ত, অপরদিকে রাধেশ চন্দ্র একই বর্ষমধ্যে চলিয়া গেলেন। গৌড়দূতের নিকট আমাদের গৌড়কাহিনী শুনিবার যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা সমূলে উৎপাটিত হইল।

সভাপতি মহাশয় এই প্রকারে আবেগময়ী বক্তৃতা করিলে এই শোকপ্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইয়া স্বর্গীয় মহাত্মার পরিবারবর্গের নিকট সভার সমবেদনা-জ্ঞাপনের ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপরে অর্পিত হইল।

ইহার পরেই কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব সিবিল ও সেসন জজ এবং গৌরীপুর রাজার ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী এবং ইণ্ডিয়ান্ মিরর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের মৃত্যুতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভা হইতে শোক প্রকাশ করা কর্ত্তব্য এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ইহারা সকলেই বঙ্গের কৃতী সন্তান ছিলেন। একসঙ্গে এতগুলি প্রতিভার অন্তর্দ্ধান বঙ্গবাসীর নিতান্ত দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। পণ্ডিত সত্যব্রত বাঙ্গালা দেশে ও বাঙ্গালা ভাষায় বেদচর্চ্চার পথপ্রদর্শক। ইনি পাটনা নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাঁর পিতা তথায় গভর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তিনিও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন—তাঁহার কোনও কারণে তন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বেদে অনুরাগ জন্মে। বেদানুরাগ বশতঃ দুই পুত্রের নাম সত্যব্রত ও ব্রহ্মব্রত এবং কন্যার নাম বেদগর্ভা রক্ষা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে বেদ-শিক্ষার উপযোগী ব্যাকরণের

অধ্যাপনা হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া তিনি সপরিবারে কাশীগমন করেন এবং তথায় পুত্রদিগকে-বহু কষ্টে প্রগাঢ় বৈয়াকরণ রাজারাম শাস্ত্রীর নিকটে পাণিনী ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। উভয় ভ্রাতা পাণিনী শেষ করিয়া গুর্জ্জর দেশীয় কোন পণ্ডিতের নিকট বেদ অধ্যয়নে ব্রতী হয়েন। ব্রহ্মব্রত ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—বেদ অধ্যয়ন শেষ করিয়া—সত্যব্রত কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, বঙ্গদেশে বেদ গ্রন্থ নাই। বৈদিক আলোচনার নিমিত্ত তিনি "প্রত্নকম্রনন্দিনী" নামক পত্রিকা প্রচার করিলেন। ইহার পরে উষা পত্রিকা পরিচালনায় ব্রতী হইলেন। এই সময় বেদ সম্বন্ধীয় তাঁহার নানা গ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচিত ও প্রকাশিত হইল। বঙ্গভাষার বেদের আলোচনার প্রবর্ত্তকরূপে সত্যব্রত বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে চির-পূজিত হইয়া থাকিবেন। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ব্রজ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পৌত্রী এবং মথুরানাথ পদরত্নের কন্যার সহিত সামাশ্রমী মহাশয়ের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল।

প্রাগুক্ত মহাত্মত্রয়ের উদ্দেশ্যে শোক-প্রকাশক প্রস্তাব গৃহীত হইয়া সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র যথাস্থানে পাঠাইবার জন্য সম্পাদক মহাশয় অনুরুদ্ধ হইলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পল্লী-পরিষৎ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সভ্যগণ একবাক্যে এই প্রবন্ধের ভাব ও ভাষার প্রশংসা করিলে সভাপতি মহাশয় তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া লেখককে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহিলেন, পল্লী-পরিষদের উপযোগীতা সর্ব্বথা স্বীকার করিতেই হইবে। লেখক নিজেই ইহার প্রবর্ত্তনা দ্বারা রঙ্গপুর পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি ও স্বীয় উদ্ভাবনা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহে পল্লী-পরিষদের জন্ম হইয়াছে বলিয়া আমরা কত নূতন তথ্যের সন্ধান পাইতেছি। রঙ্গপুর নীলফামারীর মহকুমার অন্তর্গত চাকলে কাজির হাটের ভূম্যধিকারী অসুরখাই নিবাসীশ্রীমন্তচৌধুরী সম্বন্ধে অনেক কথা এই পল্লী-পরিষদই আমাদিগকে জানাইয়াছে। শ্রীমন্ত চৌধুরীর অনেক উচ্ছ্বাসের সাধনসঙ্গীত এই সভা সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা জানিতাম না যে, শ্রীমন্ত চৌধুরী প্রীতিপ্রদ আকাশচারী ব্যোমযান (ফানুস) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এই ফানুসেরই উৎকর্ষ সাধিত হইয়া আজকাল নানা প্রকারের ব্যোমযান নির্ম্মিত হইতেছে। বঙ্গদেশের প্রত্যেক পল্লী হইতে এই রূপ নানা তথ্য আবিষ্কারের নিমিত্ত পল্লীপরিষদের প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধটি তৎপ্রতি বঙ্গদেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণের নিমিত্ত নানা পত্রে প্রকাশিত করিতে লেখক অনুরুদ্ধ হইলেন।

এই অধিবেশনে জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত কোড়কদী-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকীনাথ তর্করত্ন বেদান্তবাগীশ মহাশয় যোগদান করিয়া সভাকে সম্মানিত এবং সভ্যগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সভা এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

অতঃপর রজনী প্রায় ৮॥ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী—সম্পাদক শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন—সভাপতি

সপ্তম বর্ষ

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

রবিবার, ২৮শে শ্রাবণ (১৩১৮), ১৩ই আগষ্ট (১৯১১)

স্থান কার্য্যালয়,—সময় অপরাহ্ন ৬॥ ঘটিকা।

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল সভাপতি।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল। পত্রিকা সম্পাদক।
„ নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ।
„ প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল।
„ রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার।
„ হরগোপাল দাস কুণ্ডু।
„ মদনগোপাল নিয়োগী।
„ গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত।
„ কালীপদ বাগছী (ছাত্রসভ্য)
„ কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
„ অন্নদাচরণ কাব্যতীর্থ, কবিরঞ্জন।
„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ সম্পাদক।
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদি রক্ষক।
„ ডাক্তার গোপালচন্দ্র দাস বদরগঞ্জ।
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক।
ও অন্যান্য।

আলোচ্য বিষয়—১। গত ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক অধিবেশনে কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার দাতৃগণকে ধন্যবাদজ্ঞাপন।

৪। প্রবন্ধ,—

(ক) শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিনোদবিহারী রায় মহাশয়ের "সুহ্মদেশ,"

(খ) শ্রীযুক্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ মহাশয়ের "শারীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধ।"

৫। প্রদর্শন—রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার এ, ল্যাঙ্গহর্ণ মহোদয়ের সংগৃহীত রঙ্গপুর কামদিয়ার পুষ্করিণীখননকালে প্রাপ্ত প্রস্তরমূর্ত্তির মস্তকাংশ। ৬। বিবিধ।

সভাপতি ও তাঁহার সহকারীগণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র এম, এ, বি, এল মহাশয় অদ্য দিবসীয় অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক গত ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও তাহা যথারীতি গৃহীত এবং সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

সভ্যের নাম—	প্রস্তাবক—	সমর্থক।
শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সেন গুপ্ত পুঃ সব্ ইন্‌স্পেক্টর, গাইবান্ধা পোঃ রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পোষ্ট ও গ্রাম শাখুয়াই ভায়া ঘোষগাঁও, ময়মনসিংহ।	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	সহঃ সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন সান্যাল বি, এ। ৬১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	সম্পাদক	সহঃ সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু ক্লার্ক রঙ্গপুর পোষ্ট আফিস, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত ডাক্তার গোপালচন্দ্র দাস	শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বি, এল, গভর্ণমেণ্ট প্লীডার, পাবনা।	শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু	শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্ত দামোদর প্রামাণিক ন্যাসনাল স্কুল বোর্ডিং, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত কালীপদ বাগ্‌ছী ছাত্রসভ্য—	সহঃ সম্পাদক

৩। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত গ্রন্থ উপহৃত হইলে উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ পুরঃসর গৃহীত হইল,—

গ্রন্থের নাম—	উপহার-দাতার নাম—
শিক্ষা, সখী, মহাভারত বনপর্ব্ব।	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সারদাচরণ ভট্টাচার্য্য (বগুড়া)

৪। শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ডাক্তার বিনোদবিহারী রায় মহাশয়ের "সুহ্ম দেশ" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ মহাশয় তাঁহার "শারীর বিজ্ঞান" সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রথমোক্ত প্রবন্ধে লেখক প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষের অন্তর্গত সোমার দেশই সুহ্ম দেশের নামান্তর মাত্র ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে গারো পার্ব্বত্য-প্রদেশ সুহ্ম দেশ, গারো পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে ময়মনসিংহের উত্তরস্থিত ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পর্য্যন্ত প্রদেশ সুহ্ম দেশ। এক্ষণে ইহার কিয়দংশ সুসুঙ্গ পরগণা নামে কথিত হইতেছে।

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণপূর্ব্বস্থিত মধুপুর-গড় নামক প্রাচীন মৃত্তিকাযুক্ত বর্ত্তমান অংশ প্রসুহ্ম নামে কথিত হইত।

পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম ভীমসেন প্রসুহ্ম পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে তখন সমুদ্র ছিল।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে কবিরাজ মহাশয় মানবের শরীরের সহিত মৃত্তিকা ও জলের সম্বন্ধ এবং তাহাদের স্থানভেদে গুণভেদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক এই প্রবন্ধদ্বয় সম্বন্ধে সভ্যগণের মতামত আহুত হইলে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল মহাশয় বলিলেন যে, প্রথমোক্ত প্রবন্ধের লেখক প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষকে সৌমার দেশ বলিয়াছেন, কিন্তু সীমাবর্ণনের সময় কামরূপের সীমার উল্লেখ করিয়াছেন। সৌমার কামরূপের অন্তর্গত একটি পীঠ মাত্র। সমগ্র কামরূপ চারিটি পীঠে বা অংশে বিভক্ত।

করতোয়া হইতে সঙ্কোষ পর্য্যন্ত কামপীঠ, কামরূপ হইতে স্বর্ণপীঠ। এই স্বর্ণ-পীঠেরও পরে সৌমার পীঠ। এতদ্দ্বারা সৌমারের অবস্থিতি মণিপুর পাহাড়ের নিকটে অনুমান করা যায়। সুতরাং সুহ্মদেশের মণিপুর সান্নিধ্যই আসিয়া পড়িতেছে।

কালিদাস-বর্ণিত "তালীবনশ্যাম উপকণ্ঠে" হইতে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত "তালন্দ" অনুমান করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। বলির পুত্র বাণের বাড়ী আসামের অন্তর্গত শোণিতপুর বা তেজপুর। সেই দিকেই সুহ্ম দেশের অবস্থান হইবে। কালিদাসের সময় রাজসাহীর পাদদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্রের বিস্তৃতি অনুমান করাও সঙ্গত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় দ্বিতীয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলিলেন যে, কবিরাজ মহাশয়ের "শারীরবিজ্ঞান" সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রস্তাবের ভাষা ও বিষয় অতি উপাদেয় হইয়াছে। তিনি মৃত্তিকাস্ত কলেবর সম্বন্ধে অনেক কথারই অবতারণা তাঁহার প্রবন্ধে করিয়াছেন। স্বাস্থ্যের কথা সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ হইতে অনেক অমূল্য উপদেশ লাভ করা গেল। এই সকল প্রবন্ধ সভার মুখপত্রে প্রকাশিত হইলে সভার গৌরব বৃদ্ধি এবং সভ্য-গণের জ্ঞান লাভ হইবে। তাঁহার প্রবন্ধে সংস্কৃতভাষা হইতে যে সকল শব্দ আহৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বাঙ্গালাভাষা সমৃদ্ধ হইবে। প্রবন্ধের একস্থানে কাচের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই কাচ অতি পুরাতনকাল হইতে এতদ্দেশে বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং উহার আবিষ্কার আধুনিক নহে। "কাচঃ কাঞ্চনসংসর্গাদ্ধত্তে মারকতদ্যুতিঃ" ইত্যাদি শ্লোকেও কাচের উল্লেখ দেখা যায়।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, মহাশয় দ্বিতীয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলিলেন যে, আয়ুর্ব্বেদে জলের নানাগুণের বিষয় যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ জলের শোধনপ্রণালী এবং সেইরূপ শোধনোপযোগী যন্ত্রের উল্লেখ আছে কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত স্বতঃই কৌতূহল জন্মিয়া থাকে। কবিরাজ মহাশয় আমাদিগকে তাঁহার শাস্ত্রাদি হইতে সে বিষয় কিছু

জানাইয়া দিলে বিশেষ উপকার হইবে। আর প্রথমোক্ত প্রবন্ধে বেশী কিছু বলিবার নাই, তবে তালীবন" সমুদ্রতীরবর্ত্তী তালবনের সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কোনও বিশেষ স্থানের নাম বলিয়া আমারও অনুমান হয় না।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্রথম প্রবন্ধ যখন একজন বিশেষজ্ঞের লেখা, তখন শ্রবণ-মাত্রেই তাঁহার আলোচনা করা কঠিন। তালীবন সম্বন্ধে পূর্ব্ববক্তৃগণের সহিত আমারও একমত। উহা বিশেষ কোন গ্রামের নাম বলিয়া বোধ হয় না। কালিদাসের সময়ে সমুদ্র রাজসাহী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ইহারও প্রমাণাভাব। কালিদাসের রঘুর বহু পূর্ব্বে রঘুর আবির্ভাব। সুতরাং তিনি রঘুর সময়ের সমুদ্রের অবস্থান সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ দিতে পারিয়াছেন কি না, কে জানে? প্রবন্ধে গবেষণা যথেষ্ট আছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিও গবেষণাপূর্ণ। পুরাকালেও স্বাস্থ্যকর স্থান ও জলের জ্ঞান যথেষ্ট ছিল, প্রবন্ধে তাহা উত্তম রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এমন কি মৃত্তিকার বিশ্লেষণদ্বারা কোন স্থানের মৃত্তিকা কোন প্রকারের শারীর উপাদানের উপযোগী তাহাও নির্ণীত হইয়াছিল। জল সম্বন্ধে আরও অধিক জানিবার ঔৎসুক্য হয়। কবিরাজ মহাশয় বারান্তরে আমাদের সে আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। শেষোক্ত প্রবন্ধের ভাষা অতি সুন্দর।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের নিকট হইতে শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী মহাশয়ের দ্বারা সংগৃহীত একটি প্রস্তরমূর্ত্তির মস্তকাংশ সভ্যগণকে প্রদর্শন-পূর্ব্বক ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে ধন্যবাদ-প্রদানের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। এই মস্তকটি রঙ্গপুরের অন্তর্গত কামদিয়া নামক স্থানে একটি প্রাচীন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কালে ১৮ ফিট্ গভীর মৃত্তিকার নিম্ন হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহা কষ্টিপ্রস্তর নির্ম্মিত এবং ত্রিনেত্র। মস্তকে মুকুটশোভিত। কোনও পুরুষমূর্ত্তির মস্তক বলিয়াই বোধ হয়।

সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী ও উপহার দাতা শ্রীযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মহোদয়কে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইবার পর রজনী প্রায় ৯ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল। ইতি।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন
সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—সভার কার্য্যালয় রঙ্গপুর ধর্ম্মসভাগৃহ।

রবিবার ১৭ই ভাদ্র (১৩১৮), ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯১১)

উপস্থিত সভ্যগণ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, সভাপতি,
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ সহঃ সভাপতি,
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্যব্যাকরণপুরাণতীর্থ, সহঃ সম্পাদক,
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, সহঃ সম্পাদক,

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত এককড়ি স্মৃতিতীর্থ
„ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ, কবিরাজ
মৌলবী শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবদুল ফত্তা
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
„ রাসবিহারী ঘোষ
„ চন্দ্রমোহন ঘোষ
„ শরচ্চন্দ্র বসু
„ কালীপদ বাগছী ছাত্রসভ্য
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
„ অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল,
„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল
„ বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল,
„ হরগোপাল দাস কুণ্ডু সহঃ সম্পাদক
„ নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ,
„ আশুতোষ লাহিড়ী, বি, সি, ই,
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক প্রভৃতি।

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ-গ্রহণ। ২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র বিদ্যাভূষণের "বঙ্গে ন্যায়চর্চ্চা"।

৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের সংগৃহীত অষ্টকোণাকৃতি প্রাচীন আসামী রৌপ্যমুদ্রা।

৬। শোকপ্রকাশ—অধ্যাপক হরিনাথদের মৃত্যুতে। ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ—

১। বিগত প্রথম ও দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ যথারীতি সম্পাদক কর্তৃক পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য প্রস্তাবিত এবং যথারীতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত মৌলবী এ, এফ এম আব্দুল আলি, এম, এ, এম, আর, এ এস; এফ, আর, এস, এল, আর' এইচ, এইচ, এফ, আর জি, এস, ইত্যাদি। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম এ,	শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম এ, বি এল,
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এগ্রিকালচার সুপারভাইজার শিলং।	পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক।

৩। অত্র অধিবেশনে কোন গ্রন্থাদি উপহৃত হয় নাই। ৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বঙ্গে 'ন্যায়চর্চ্চা'শীর্ষক তাঁহার স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

পঠিত প্রবন্ধের আলোচনা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ মহাশয় বলিলেন যে, পুরাকালে একমাত্র মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ন্যায়-অধ্যয়নার্থী ছাত্রগণ মিথিলা গমন করিতেন। তৎকালে মিথিলা হইতে ন্যায়ের কোনগ্রন্থ এদেশে আনিবার উপায় ছিল না। অসাধারণ ধীসম্পন্ন পণ্ডিতকুলচূড়ামণি রঘুনাথ শিরোমণি মহোদয় সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তিত হন। ইনি মিথিলার সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র ছিলেন। এই মহাত্মাই প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ ন্যায়শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গদেশে ন্যায়চর্চ্চার পথ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

অনন্তর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বহুবিধ প্রমাণের মধ্যে যে শাস্ত্রে অনুমাণ প্রমাণ আছে, তাহাকেই ন্যায়শাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। গৌতম বা কপিল প্রভৃতি কেহই ন্যায়ের আবিষ্কর্ত্তা নহেন। আবহমানকাল হইতে ভারতের অস্থিমজ্জায় নৈয়ায়িকতত্ত্ব ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত রহিয়াছে! গৌতম প্রণালীবদ্ধরূপে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকেই ন্যায়ের আবিষ্কর্ত্তা বলা হয়। ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার চাণক্য একজন স্বনামপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। বাচস্পতিমিশ্র ষড়্দর্শনের টীকাকার। ইনি একজন মৈথিলী পণ্ডিত। এককালে ন্যায়চর্চ্চা যে কেবল মিথিলা-প্রদেশেই আবদ্ধ ছিল, আমি এ কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। বাঙ্গালী পণ্ডিত ভূরিসিটবাসী শ্রীধর-প্রণীত 'ন্যায়কন্দলী' ন্যায়শাস্ত্রের একখানি প্রাচীনতম উপাদেয় গ্রন্থ। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ উদয়নাচার্য্য 'কুসুমাঞ্জলীর' রচয়িতা। '[illegible]ধিকার' তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থ নিতান্ত আধুনিক নহে। প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে স্বরচিত গ্রন্থাদিতে শক বা সময় নিরূপক তারিখাদি ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত ছিল না। উদয়নাচার্য্যের একখানি গ্রন্থে শক ব্যবহৃত হইয়াছে। দর্শনে কেহ কেহ তাঁহাকে আধুনিক পণ্ডিত বলিয়া মনে

করেন। ফলে শক প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই অনুমিত হয়! কুল্লূকভট্ট মনুসংহিতার টীকায় তর্কশাস্ত্র তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের বন্ধু বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ন্যায়ের সহিত যে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা কখনই অসমীচীন নহে। প্রদ্যুম্নেশ্বর প্রশস্তির লেখক উমাপতিধরের রচনাতেও সাংখ্যজ্ঞানের আভাস পাওয়া যায়। উমাপতিধর বিজয়সেনের সমসাময়িক ছিলেন। বিজয়সেন কৌলীন্যমর্য্যাদা-প্রবর্ত্তক সুপ্রসিদ্ধ বল্লালসেনের পিতা। রঘুনাথ শিরোমণির অধ্যাপক বাসুদেব সার্ব্বভৌমও ন্যায়শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। শুরব মিশ্রের কবিতায় এবং জীমূতবাহনের 'দায়ভাগে কথায় কার্য্যকরণ ও অধিকরণ' প্রভৃতি বহু নৈয়ায়িকশব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব-প্রণেতা হলায়ুধের গ্রন্থেও ন্যায়ের ছায়া প্রতিফলিত দেখিতে পাই। লক্ষ্মণসেনের অধিকারভুক্ত মিথিলায় যে বাঙ্গালী পণ্ডিতের প্রভাব অল্প ছিল এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। মিথিলায় অদ্যাপি লক্ষ্মণ সংবতের প্রচলন, তথায় বাঙ্গালী-প্রভাবের পরিচয় আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব গঙ্গেশনাটক রচনা করেন, তাহাতে তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়াই অনুমিত হয়। গঙ্গেশপুত্র বর্ত্তমান উপাধ্যায় কলাপব্যাকরণের রচয়িতা। কলাপ সাধারণতঃ বঙ্গদেশেই অধ্যাপিত হইয়া থাকে। এই সকল মনীষিবর্গ কোনদেশ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। এ সম্বন্ধে পরিষদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

লেখক প্রবন্ধে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মন্দির-সংলগ্ন শিলালিপি পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক শকাদিনির্ণয়ে তিনি যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃপক্ষে তাঁহার প্রগাঢ় অনুসন্ধিৎসা শক্তিরই পরিচয় সন্দেহ নাই। সভাপতি মহাশয় লেখককে আশীর্ব্বাদযুক্ত ধন্যবাদ বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক স্বীয় বক্তব্যের উপসংহার করেন।

অতঃপর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত হরিনাথ দের মৃত্যুতে শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি এল মহাশয় শোকপ্রকাশের প্রস্তাব উত্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন যে, হরিনাথবাবুর ২৯টি ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল। ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি এক জন অদ্বিতীয় ব্যক্তি। এই অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন মহাত্মার অকাল-মৃত্যুতে একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া পরিষদের শোকপ্রকাশ করা কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল মহাশয় কর্ত্তৃক এ প্রস্তাব সমর্থিত হইলে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় হরিনাথ বাবুর অসাধারণ জীবনী সম্বন্ধে আমাদের সুযোগ্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত আবদুলআলী সাহেব আমাদিগকে অনেক কথা জানাইবেন। আগামী বুধবার এই বিশেষ শোকসভা আহূত হইবে, তাঁহার সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক আহ্বানপত্রে এ সংবাদ বিজ্ঞাপিত করা হউক। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় মুদ্রাসহ আসিয়া না পৌঁছায় উহা প্রদর্শিত হইল না। অনন্তর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ করা হইল।

সম্পাদক—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী। সভাপতি—শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

বিশেষ অধিবেশন

সভার কার্য্যালয় রঙ্গপুর ধর্ম্মসভাগৃহ

বুধবার ২০শে ভাদ্র (১৩১৮) ৬ সেপ্টেম্বর (১৯১১)

সময় অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন সভাপতি

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সহঃ সভাপতি

শ্রীযুক্ত মৌলভীচয়েনউদ্দীন আহাম্মদ এম এ ডেঃ কলেক্টর।

„ অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ডেঃ কলেক্টর

„ মৌলবী সৈয়াদআবুল ফতা

„ ডাক্তার মহম্মদ মোজাম্মল

„ পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ সম্পাদক

„ যাদবচন্দ্র কাব্যতীর্থ

„ যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

„ কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ

শ্রীযুক্ত নবাব জাদা এ, এফ, এম, আবদুল আলি এম, এ এম্ ; আর, এস, এল ; এম আর এ এস, এফ আর এইচ এস, এফ আর জি এস্ ইত্যাদি ডেপুটী কালেক্টর।

„ নৃপেন্দ্রনারায়ণ রুদ্র জমিদার

„ বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম এ বি এল

„ অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম এ বি এল

„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল

„ সুরেন্দ্রনাথ সেন বি এল

„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদি রক্ষক

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য

আলোচ্য বিষয়।

ভারতীয় রাজকীয় গ্রন্থাগারের সুযোগ্য অধ্যক্ষ নানা ভাষাবিদ্ স্বর্গীয় হরিনাথ দে এম, এ, মহোদয়ের অকালমৃত্যুতে শোকপ্রকাশ। রঙ্গপুরের সুযোগ্য ডেপুটী কলেক্টর নবাবজাদা এ এফ এম আবদুল আলি এম এ, এম আর এস, এফ আর এস এল, এফ আর এইচ এস ইত্যাদি ইত্যাদি মহোদয় কর্ত্তৃক স্বর্গীয় মহাত্মার অসাধারণ জীবনবৃত্তান্ত পাঠ।

নির্দ্ধারণ

সভাপতি মহাশয় সভার প্রারম্ভে সভার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া সভ্যমণ্ডলীকে মৃত মহাত্মা সম্বন্ধে যাহার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম এ বি এল মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার পঠদ্দশায় স্বর্গগত দে মহাশয় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, সুতরাং তিনি আমার গুরুস্থানীয়। উনত্রিশটি

ভাষা তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল, কেবল আয়ত্ত নহে অনেক ভাষাতেই তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। ক্যামব্রিজ, জর্ম্মান, ফ্রান্স বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বহু ভাষাবিদ্ ছিলেন বলিয়া যে এই পরিষৎ আজ তাঁহার অভাব বিশিষ্টরূপে অনুভব করিতেছেন, এরূপ নহে, ভারতবর্ষে এমন একদিন ছিল যে, তাহার গ্রন্থ বিদেশে সাদরে অনূদিত হইয়া জ্ঞান-বিস্তারের সাহায্য করিত। এখন আর সেদিন নাই। বিদেশের জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ জাতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া ভারতবাসীকে শিক্ষাদান করে। অনেক গ্রন্থ জরা ও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনেক বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শন গ্রন্থ এখন আর এখানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই সকল গ্রন্থ চীনভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। চীনভাষায় বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া স্বর্গীয় দে মহাশয় তাহাদের অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদিগের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, এই গ্রন্থের অনুবাদ কার্য্য তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বঙ্গদেশ হইতে অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ তিব্বতে নীত হইয়া তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, পরিব্রাজক তারানাথের বৌদ্ধ ইতিহাস তিব্বতীয় ভাষা হইতে তিনি ভাষান্তরিত করিতেছিলেন। এই তারানাথের ইতিহাসে উত্তরবঙ্গের বিশেষ উল্লেখ আছে। উত্তরবঙ্গের নানা শিল্পেরও উল্লেখ এই ইতিহাসে আছে। বরেন্দ্রের প্রধান শিল্পী সপুত্র ধীমানের অপূর্ব্ব শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় এই গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায়। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি এই প্রকার বহু শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন। আজ তাঁহার মৃত্যুতে উত্তরবঙ্গের ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিল। ইহাই উত্তরবঙ্গের পরিষদের অপূরণীয় ক্ষতি। এরূপ হিতৈষীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ উত্তরবঙ্গের পরিষদের এই কারণে অবশ্যকর্ত্তব্য-মধ্যে পরিগণিত হইবে। মৃত মহাত্মার জীবনী সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু জানা নাই; অদ্যকার বিজ্ঞাপিত বক্তার মুখে তাহা শুনিবার জন্য আমাদের সকলেরই আগ্রহ রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম এ বি এল মহাশয় বলিলেন যে, যদিও স্বর্গগত মহাত্মার সহিত আমার বিশিষ্ট পরিচয় ছিল না, তথাপি কোন কার্য্য উপলক্ষ্যে আমি তাঁহার নিকট একদিন গিয়া তাঁহার যে অলৌকিক স্মরণশক্তির পরিচয় পাইয়াছি, এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি। তাজহাটের সুযোগ্য মহারাজকুমার বাহাদুর কলিকাতায় একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যালোচনার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আমিও সে সময়ে কলিকাতায় অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। অবসরকাল কুমারবাহাদুরের সাহিত্যালোচনায় যোগদান করিতাম। জগদ্বিখ্যাত ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবে জনৈক ভারতবাসী সংস্পৃষ্ট ছিলেন। তাঁহার পরিচয় সংগ্রহের নিমিত্ত মহারাজ কুমারবাহাদুরের কৌতূহল জন্মে। এই কৌতূহল-নিবারণার্থ তিনি আমাকে অনুরোধ করায় রাজকীয় গ্রন্থাগারে গমন করি। কিন্তু গ্রন্থাদি অনুসন্ধান করিয়াও কোন তথ্য সংগ্রহে সমর্থ না হইয়া তদানীন্তন গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় দে মহাশয়ের শরণাগত হই। দে মহাশয় তাঁহার স্বভাবসুলভ উদারতায় আমার দর্শন প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইলে নিজেই আমার নিকট আগমন করেন। এবং আবশ্যকীয় বিষয়টি

জিজ্ঞাসিত হইবামাত্রই স্মরণপথ হইতে ইষ্ট ওয়েষ্ট নামক সংবাদপত্র হইতে মিষ্টার, এফ্, এইচ, স্ক্রাইন মহোদয়ের লিখিত An Indian Exile নামক প্রবন্ধ হইতে সেই ভারতবাসীর পরিচয় সবিস্তারে বর্ণনা করেন। সেই ভারতীয় যুবক মেদিনীপুরনিবাসী একজন বাঙ্গালী। তাঁহার ফরাসী ভাষায় নামকরণ Louis Ahenitie হইয়াছিল। এই একটি দিনের পরিচয় হইতেই তাহার অসাধারণ স্মরণশক্তি এবং অমায়িকতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। এরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আমরা খুব কমই দেখিতে পাই; এখন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ই একমাত্র প্রতিভার পরিচয়স্থল রহিলেন। আজ শোকের মধ্য দিয়াই তাঁহাকে যেরূপ পূর্ণভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে অন্য কিছুতেই সেরূপ পাওয়া যাইবে না।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল মহাশয় সভাপতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, ইণ্ডিয়ান্ ডেলি নিউজে লিখিত হইয়াছে, বিংশ শতাব্দীতে এরূপ অসাধারণ প্রতিভাবান্ ব্যক্তি আর জন্মে নাই। কেবল আসিয়ার ভাষাসমূহেই তাঁহার জ্ঞান ছিল এরূপ নহে, সমগ্র সভ্য জগতের ভাষাই তাঁহার আয়ত্ত ছিল। ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বলিয়াছিলেন যে, বিগত ৬৫ বৎসরমধ্যে এরূপ ফরাসীভাষায় বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন ছাত্র তিনি প্রাপ্ত হন নাই। ভারতসচিব লর্ড মরলি বহুভাষাবিদ্ বলিয়া স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি এরূপ অমায়িক ছিলেন যে, ঢাকায় অধ্যাপকতা করিবার সময়ে পথে ভ্রমণকালে সামান্য ফিরিওয়ালাকে পর্য্যন্ত ডাকিয়া তাহাদের পরিচয় সহ নানা সুখ দুঃখের কাহিনী অবগত হইতেন। এই মৃত মহাত্মার বহু গুপ্তদানের বিষয় অবগত হইয়াছি। তাঁহার ভিতরে ভিতরে এরূপ বিরাট দানের ফলে কত অনাথ প্রতিপালিত হইত, আজ তাহাদের শোকের অবধি নাই।

সভার সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, উত্তরবঙ্গের সুদূর প্রান্তদেশে রঙ্গপুর-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজকীয় গ্রন্থালয়ের মৃত অধ্যক্ষ মহোদয়ের মহত্বগুণেই তাঁহার পরিচয় লাভ করিয়াছিল। সেই বিরাট গ্রন্থাগারের গ্রন্থ ও পত্রিকারাশির মধ্যে রঙ্গপুরের ক্ষুদ্র পরিষৎ-পত্রিকা খানির অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায় নাই। আমাদিগের অসাবধানতা বশতঃই হউক বা ডাকের গোলযোগে কোনও সংখ্যা কথিত অধ্যক্ষ মহাশয়ের হস্তগত না হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে তদ্বিষয় জানাইতেন এবং পত্রিকার সেই সংখ্যা গ্রহণ করিতেন। তাঁহার সর্ব্ববিষয়ে মহিমময় উচ্চাসন হইতে এই দীন পরিষদের প্রতি এরূপ কৃপাদৃষ্টি দানের নিমিত্ত আমরা চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। তিনি আর কিয়দ্দিবস জীবিত থাকিলে আমরা তাঁহার নিকট হইতে কত প্রকারে যে উপকৃত হইতাম, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু আমাদের সকল আশার মূলে কালের কুঠারাঘাত অতি নির্দ্দয় রূপে পতিত হইল। এই পরিষদের ইহা অপেক্ষা শোকের বিষয় আর কি আছে!

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় অতঃপর মনীষী হরিনাথের বিগত ১৩ই ভাদ্র

বুধবার প্রাতে ১০টা ২০ মিনিটের সময় ৬৮নং মির্জ্জাপুর রোডের বাড়ীতে মৃত্যু-কাহিনী বর্ণনা করিয়া তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ করিলেন। তাঁহার পিতা রায় ভূতনাথ দে বাহাদুর এম, এ, বি, এল, মধ্যপ্রদেশের রাইপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ছিলেন। ইনি শিক্ষারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমান ভাবে পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইহার পরে বক্তা পরীক্ষার ফল ইত্যাদি নিম্নোক্তরূপে উল্লেখ করিলেন।

১। মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৫৲ মাসিক বৃত্তিলাভ করেন।

২। ১৮৯২ খৃঃ অব্দে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

৩। ১৮৯২ „ „ সেণ্টজেভিয়ার কলেজ হইতে দক্ষতার সহিত এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

৪। ১৮৯৬ „ „ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে লাটিন ও ইংরাজী ভাষায় সম্মানসহ উত্তীর্ণ হইয়া প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ১০৲ বৃত্তি লাভ করেন।

৫। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে লাটিন গ্রীক ভাষায় এম এ পরীক্ষা দিয়া প্রত্যেক বিষয়ের জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন।

৮। ঐ বৎসর ভারতগভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রাজকীয় বৃত্তি লাভ করিয়া বিলাত গমন করেন।

৯। ১৯০০ খৃঃ অব্দে কেম্‌ব্রিজের ক্রাইষ্ট কলেজ হইতে গ্রীক ভাষা অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ও রচনার জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত হন, ইহার পর ফ্রান্স ও জর্ম্মানীর উচ্চবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন।

১৯০১ খৃঃ অব্দে রাজকীয় শিক্ষাবিভাগে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃঃ অব্দে পালি ভাষায় এম, এ পরীক্ষা দিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯০৮ অব্দে সংস্কৃত আরবী ও উড়িয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রত্যেক বিষয়ের জন্য যথাক্রমে ২০০০৲, ২০০০৲ এবং ১০০০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তিনি তাঁহার শেষ জীবনে চীনদেশীয় ভাষা হইতে কে, সি, ঘোষ মহোদয়ের সম্পাদিত "হেরল্ড" নামক পত্রিকায় "নাগার্জ্জুন কারিকার" ইংরাজী অনুবাদ করিতেছিলেন। এই মূল গ্রন্থখানি তিনি ৩০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া চীনদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

পারিবারিক পরিচয়-প্রসঙ্গে বক্তা ব্যক্ত করিলেন যে, তাঁহার অষ্টম বর্ষবয়স্ক একটি পুত্র, ছয় ও তিন বর্ষের দুইটি কন্যা ও বৃদ্ধা মাতা এবং পত্নীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া মাত্র ৩৪ বর্ষ বয়ঃক্রমে অকালে কাল-কবলিত হইয়াছেন। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল।

এই বক্তৃতা শেষ হইবার পরে অন্য দিবসীয় বিশেষ অধিবেশনের বিজ্ঞাপিত বক্তা নবাবজাদা শ্রীযুক্ত এ এফ এম্ আবদুল আলী মহোদয় আগমন করিলেন, শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম এ বি এল মহাশয় তাঁহাকে সভ্যগণের মধ্যে পরিচিত করিয়া দিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে আলীসাহেব নিম্নোক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন;—

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণ একটি বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া স্বর্গীয় হরিনাথ দে এম, এ, মহোদয়ের আকস্মিক ও অকালমৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশক একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছেন। তিনি ভারতের সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বলতম নক্ষত্ররূপে বিরাজ করিতেছিলেন। স্বর্গগতের শোকগ্রস্ত পরিবারবর্গের প্রতি এই সভা সহৃদয় সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

এই প্রস্তাব উত্থাপনপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, রাজকার্য্যাধিক্যবশতঃ আমার এই সভায় যোগদান করিতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছে, তজ্জন্য আমি সভ্যগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। উত্তরবঙ্গের প্রধান সাহিত্য-সভায় এই শোকসভার অনুষ্ঠান হইয়াছে দেখিয়া আমি অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। সাহিত্যিকবর্গের প্রগাঢ় শোক এই মৃত্যু দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি আরও অধিক শোক প্রাপ্ত হইয়াছি। কেন না তিনি আমার পরমবন্ধু ছিলেন। ভারতের শিক্ষা অত্যুজ্জ্বল রূপে শেষ করিয়া তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করেন। কিন্তু তিনি জগতের বিবিধ ভাষা শিক্ষার জন্য মনঃপ্রাণ ন্যস্ত করায় গণিতের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারেন নাই। গণিতে বেশী নম্বর না রাখিতে পারিলে সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হওয়া দুরূহ। গণিতে নিপুণতার অভাবে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, ইহা ভারতের দুর্ভাগ্য নহে, পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কেন না তিনি শাসনবিভাগে চলিয়া গেলে এরূপ ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ভারত কোথায় পাইতেন ? ইউরোপের অক্‌সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের প্রগাঢ় ভাষাবিদেরা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, স্বর্গগত বন্ধুবরের ন্যায় বিদেশের ভাষায় এরূপ বিশিষ্ট জ্ঞানের পরিচয় এ পর্য্যন্ত আর কেহ দিতে পারেন নাই। Golden Songs and Lyrics ৪ অধ্যায় রচনা করিলে অধ্যাপক ডাউডন (Dawdon) তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যাভিধান (Dictionary of Literature) নামক গ্রন্থে উহার অংশ উদ্ধৃত করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে। আমার সম্পাদিত পত্রিকার জন্য তিনি (বানাৎ সোয়ান) নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 'দিবান হাফেজ" নামক সুফীধর্ম্ম সম্পর্কীয় গ্রন্থ অনুবাদ করিতেছিলেন। ইহা বেদান্তগ্রন্থের মত। সম্প্রতি তিনি "তারিখ জাহাঙ্গীরনগর" নামক পারসীক গ্রন্থের অনুবাদ করিতেছিলেন। জাহাঙ্গীর নগর বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানী ঢাকার পূর্ব্ব আখ্যা। তিব্বতীয় ভাষার অনেক গ্রন্থ তাঁহা দ্বারা আলোচিত হইতেছিল। ইহাতে উত্তরবঙ্গের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটনের সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং এই মৃত্যুতে উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট ক্ষতির কারণ হইয়াছে। ইঁহার মনস্বিতা ও উদারতার বহু উদাহরণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বক্তারা বলিয়াছেন। আমার সহিত একটি প্রবন্ধের অংশ বিশেষ প্রকাশ লইয়া আমার মতদ্বৈধ হয়। আমি আমার সম্পাদকীয় দায়িত্ব তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দেওয়া মাত্র তিনি আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করিয়া প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। আমি উদ্ধত ভাবে যেরূপ তাঁহাকে প্রবন্ধপ্রকাশ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহার মতপরিবর্ত্তন; যে নিতান্তই উদারতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচায়ক তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি আছে !

সমস্ত দিনের শ্রমের পর এবং সভ্যগণের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় আমি স্বর্গগতের সম্বন্ধে আর অধিক বলিতে চাই না,—এইরূপ বলিয়া বক্তব্য শেষ করিলে শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল্ ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে এই প্রস্তাব সমর্থন ও অনুমোদন করিলেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে,—প্রতি মুহূর্ত্তে কত প্রাণী চলিয়া যাইতেছে। পরিবারমধ্যে কোনও ব্যক্তির বিয়োগে পরিবারস্থ সকলে দুঃখিত হইতেছে। যাহার মৃত্যুতে কেবল পরিবারস্থ সকলে নহে গ্রামবাসীরা দুঃখিত সে কিঞ্চিৎ সৌভাগ্যবান্। আবার যাহার বিয়োগে কেবল পল্লী নহে সমগ্র দেশ দুঃখিত সে আরও সৌভাগ্যবান্। আর যাহার মৃত্যুতে কেবল দেশবাসী নহে দেশান্তরবাসী সমস্ত জগতের লোক দুঃখিত, তাহার অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ আর কেহ আছে? জীবনের মাত্র ৩৪ বর্ষমধ্যে ২৯টি ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভের কথা শুনিয়া কে না স্তম্ভিত হইয়া যাইবে! সাহিত্যদর্পণকার এতদ্দেশীয় ১৮টি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন শুনিয়াই পঠদ্দশায় চমৎকৃত হইতাম। আর এ ক্ষেত্রে শুনিতেছি কেবল এ দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত ভাষা নহে, দেশ বিদেশের নানাবিধ ভাষার ২৯টি একটি নর অল্পায়ুষ্কালমধ্যেই আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। ধন্য প্রতিভা! রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, মহোদয় আমাকে বৌদ্ধ নাগার্জ্জুনের কারিকা চন্দ্রকীর্ত্তির বৃত্তি সহ দিয়াছিলেন। আমি তাহার মধ্যে প্রবেশই করিতে পারিলাম না। সেই কারিকা চীনভাষা হইতে উদ্ধার করা কি সহজ ব্যাপার! এরূপ অসাধারণ প্রতিভা লইয়া হরিনাথ কেনই বা আসিলেন আর কেনই বা সমগ্র ভারতের মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়া তিরোহিত হইলেন, এই রহস্য কে উদ্ঘাটন করিবে? সম্ভবতঃ ঘনকৃষ্ণ মেঘ-মালার মধ্যে অনিন্দ্যসুন্দরী চপলা ক্ষণিকের নিমিত্ত বিকসিত হইয়া যেরূপ অন্তর্দ্ধান করেন, অশেষ শোভায় সুরভি কুসুমরাশি যেরূপ অত্যল্প কালের নিমিত্ত মানবের মনোহরণপূর্ব্বক দিবা-বসানে ঝরিয়া পড়ে, বিধাতার উৎকৃষ্ট সৃষ্টি মাত্রেরই ক্ষণিক স্থায়িত্বের ন্যায় এই প্রতিভারও পরিণতি হইয়াছে। ইত্যাদি প্রকারে মৃত মহাত্মার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া প্রস্তাবিত ও যথারীতি সমর্থিত প্রস্তাব গৃহীত হইবার পক্ষে মত জিজ্ঞাসা করিলে সমবেত সভ্যগণ একবাক্যে সম্মতি প্রদান করিলেন ও তাহা গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় সভার পক্ষ হইতে নবাবজাদা আলীসাহেবের পিতৃগুণ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সুযোগ্য আলী সাহেবকে সাধারণের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল। ইতি

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীবিধুরঞ্জনলাহিড়ী
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

স্থান—সভার কার্য্যালয় রঙ্গপুর ধর্ম্মসভাগৃহ

রবিবার, ৭ই আশ্বিন, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, ৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯১১ ইং

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম এ বি এল ও পরে

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য ব্যাকরণতীর্থ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম এ বি এল্
„ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্
„ পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
„ নৃপেন্দ্রনারায়ণ রুদ্র
„ হরগোপাল দাসকুণ্ড
„ ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ডিঃ ম্যাজি
„ এ, এফ, এম্ আবদুলআলী এম,এ, ; এম, আর, এ, এস্ ; এফ, আর এইচ, এস্ ; এফ আর, জি, এস্ ; এফ, আর, এস্, এল্
„ চয়েনউদ্দীন আহাম্মদ এম এ ডিপুটীম্যাজিঃ

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র নন্দী জমিদার
„ দ্বারকানাথ সরকার
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থরক্ষক
„ প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী
„ নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী বি এল
„ গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত
„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ সহঃ সম্পাদক
„ শ্রীশচন্দ্র দাস গুপ্ত
„ কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য

আলোচ্য বিষয়

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্যনির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ (ক) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম এ মহাশয়ের 'আলেকজান্দ্রিয়ায়' ভারতীয় চিন্তা। (খ) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন মহাশয়ের "আয়ুর্ব্বেদে জলশোধন প্রণালী"। ৫। প্রদর্শন শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী বি সি ই মহাশয়ের রঙ্গপুর ভবচন্দ্রের পাট হইতে সংগৃহীত বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদপীঠাংশ। ৬। শ্রীযুক্ত নবাবজাদা এ.এফ এম্ আবদুলআলী এম এ মহাশয় কর্ত্তৃক ভারতে এক লিপি-বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা। ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সম্পাদক মহাশয় এই সভার পরিপোষক ও আজীবন সভ্য স্বর্গীয় মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ কোচবিহারাধিপতি বাহাদুরের বিগত ১৯ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে দশ ঘটিকার সময় লণ্ডন মহানগরীতে অকালমৃত্যু সংবাদ সভ্যগণকে বিজ্ঞাপিত করিলেন। সভ্যগণ ক্ষুব্ধ চিত্তে এই সংবাদ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বর্গীয় ভূপ বাহাদুরের শোকগ্রস্ত পরিবারবর্গের নিকটে সভার সমবেদনাজ্ঞাপক টেলিগ্রাম পাঠাইবার ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপরে প্রদান করিলেন।

১। গত বিশেষ অধিবেশনে ও তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ লাহিড়ী পোষ্ট মুনথাওয়া, ভায়া ভিতরবন্দ রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
„ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল (২য় বার) নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর	„ বিধুরঞ্জন লাহিড়ী	„ মৌলবী চয়েন উদ্দীন আহাম্মদ
„ ডাক্তার মোজাম্মল মুনসীপাড়া রঙ্গপুর।	„ মৌলবী চয়েনউদ্দীন আহাম্মদ	„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
„ ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ডিপুটী ম্যাজিঃ রঙ্গপুর	„ নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী	„ বিধুরঞ্জন লাহিড়ী
„ সত্যেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী টেপালজ, রঙ্গপুর।	„ সম্পাদক	„ ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী।
„ অখিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এস্ সি ৬.নং মেছুয়াবাজার	„ গিরিজামোহন সান্যাল	„ সম্পাদক
„ রায়চৌধুরী সতীশচন্দ্র মুস্তফী জমিদার কোচবিহার	„ প্রমদারঞ্জন বক্সী	„ ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী

৩। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নবাবী আমলের ইতিহাস ধন্যবাদ পুরঃসর সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল।

এই সময় সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন এবং ইণ্ডিয়ান এম্পায়ারের সম্পাদক কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দ্বয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশক প্রস্তাব শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় উপস্থিত করিয়া মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনীসংক্রান্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

এই প্রস্তাব সমর্থনকারী নবাবজাদা আলী সাহেব বলিলেন যে, হরিনাথ দের শোক-সভার পরের সভায় যে বন্ধুবর বিজয়রত্নের জন্য শোক প্রকাশ করিতে হইবে, ইহা ভাবি নাই। মহামহোপাধ্যায় বংশানুক্রমে আমাদের হিতৈষী ও বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে তিনি অতিশয় যত্ন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি ভারতীয় রীতিতে চিকিৎসায় একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। গত দিবস দৈনিক পত্রিকায় তাঁহার স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব পাঠাইয়াছি। ভারতীয়েরা ইহা অবশ্যই করিবেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাঁহার শোকে সকলেই শোকাতুর জানাইয়াছি। দান সম্বন্ধে বলিলেন, কেবল ঔষধ নহে, পথ্যের টাকা পর্য্যন্ত নিজে দিতেন। প্রাতে ৬টা হইতে পরদিন প্রাতের ৬টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিলে, তাঁহার শরীর নষ্ট হইবে বলায় তিনি বলিতেন যে রোগিচর্য্যাই আমার কার্য্য, তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। দাতব্য চিকিৎসায় তিনি অধিক মনোযোগ প্রদান করিতেন। এমন লোকের স্মৃতির প্রতি অবশ্যই আমরা সম্মান প্রদর্শন করিব। এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

ইণ্ডিয়ান এম্পায়ারের সম্পাদক কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশক প্রস্তাব শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী মহাশয় সমর্থন করিলে, সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই মহাশয়ের উপহৃত বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদপীঠাংশ সভ্যগণকে প্রদর্শিত ও সংগ্রাহককে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

ইহার পর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম এ মহাশয় আলেকজান্দ্রিয়ায় ভারতীয় চিন্তা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া তাহার সারাংশ উদ্ধৃত হইল না। সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত আহূত হইলে শ্রীযুক্ত নবাব জাদা আলী সাহেব প্রবন্ধ লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, সুফীধর্ম্ম ও বেদান্ত প্রায় তুল্য। কেহ কেহ বলেন সুফীধর্ম্ম বেদান্ত হইতেই গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না, আমার মতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারত হইতে ইহা পারস্যে গৃহীত হয়। ভারতই চিন্তাপ্রসূ তাহা স্বীকার করি।

মৌলবী শ্রীযুক্ত চয়েনউদ্দীন আহাম্মদ এম্ এ মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলিলেন যে, উপমা বিশেষের মিল দেখিয়াই ভারত হইতে যে বৈদান্তিক মত আলেকজান্দ্রিয়ার গৃহীত তাহা ঠিক বুঝা যায় না। বিভিন্ন প্রদেশের চিন্তায় বিশেষত্ব আছে। সমগ্র চিন্তা দ্বারা জগতের শিক্ষাগার গঠিত। শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় তাঁহার আয়ুর্ব্বেদে জলশোধনপ্রণালী প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত নবাবজাদা আলী সাহেব একলিপি বিস্তার সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। মৌলবী চয়েন উদ্দীন আহাম্মদ এম্ এ মহাশয় আলিসাহেবের প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলিলেন, ভাষা দ্বিবিধ, কথিত ও লিখিত। স্বভাব হইতে শিশুগণ শব্দ অনুকরণ করে, সভ্যতার

সঙ্গে সঙ্গে কথিত ভাষার বহুপরে লিখিত ভাষার জন্ম। লিখিত ভাষার আবশ্যকতা এই যে চিহ্নদ্বারা কথিত ভাষা ব্যক্ত করা। বৈজ্ঞানিক হিসাবে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণপ্রণালী লক্ষিত হয়। এজন্য বৈজ্ঞানিক হিসাবে সম্পূর্ণ ভাষা ভারতেই সম্ভব। পৃথিবীর অন্যান্য অংশের ভাষায় কোনও না কোন অভাব লক্ষিত হয়, শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বলিয়াছিলেন, সম্পূর্ণ মানব ভারতেই সম্ভবে। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যেই আবার বহুপার্থক্য লক্ষিত হয়। এক ভাষার লিপিদ্বারা অন্য ভাষা লিখিবার চেষ্টা করিলে সেই ভাষার শব্দের উচ্চারণাদি যথাযথরূপে কিছুতেই প্রকাশ করা যাইবে না। এরূপ অবস্থায় ভারতে একলিপি বিস্তারের চেষ্টা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। তবে কোনও সাধারণ সহজে অধিগম্য ভাষা গ্রহণ পূর্ব্বক বিভিন্ন ভাষাভাষীদিগের ভাব সামঞ্জস্যের প্রয়াস ফলবতী হইতে পারে। এতৎসম্বন্ধে তিনি বহুবিধ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় কবিরাজমহাশয়ের প্রবন্ধ সম্বন্ধে উচ্চ সমালোচনা করিয়া বলিলেন যে জলশোধন সম্বন্ধে আর্য্যঋষিগণ যখন এতদূর অবগত ছিলেন, তখন তাহার প্রণালীও স্থানভেদে বহুপ্রকারই হওয়ার সম্ভাবনা। কবিরাজ মহাশয় শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি হইতে যদি এই সকল প্রণালীর একত্র সমাবেশ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদিগের বিশেষ গৌরবের বিষয় হইবে।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধরচয়িতা ও সমালোচকদিগকে ধন্যবাদ দিলেন। অতঃপর রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী
সভাপতি

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

রবিবার, ১২ই কার্ত্তিক (১৩১৮) ২৯ অক্টোবর (১৯১১)

স্থান কার্য্যালয়—সময় অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিত সভ্যগণ

শ্রীযুক্তচন্দ্রমোহন ঘোষ—সভাপতি

শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল্
„ মথুরানাথ দে মোক্তার
„ মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী বি, এল্
„ শরচ্চন্দ্র বসু
„ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গোস্বামী
" কালীপদ বাগ্‌ছী (ছাত্রসভ্য) কাব্যব্যাকরণপুরাণতীর্থ
" কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল্ " অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার

সহঃ.সম্পাদক ও অন্যান্য

আলোচ্য-বিষয়

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্যনির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ"। (খ) শ্রীযুক্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদ চতুর্থ প্রবন্ধ (মৃত্তিকা)। ৫। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ

সভাপতি ও সহকারী সভাপতিগণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দে মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় অসুস্থ থাকায় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইতে পারিল না। আগামী অধিবেশনে যথারীতি গৃহীত হইবে।

এই অধিবেশনে নূতন কোনও সভ্য নির্ব্বাচিত হয় নাই, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বাগ্‌ছী মহাশয়ের উপহৃত Puzzle of Life by Arther Nicols এবং রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত পাণিনিগ্রন্থদ্বয় ধন্যবাদ পুরঃসর সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের (নবগ্রাম, ময়মনসিংহ) নারায়ণদেব ও পদ্মাপুরাণ প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ ৬ষ্ঠ ভাগ ২য় সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত আহুত হইলে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলিলেন, একই বিষয়ের গ্রন্থ বহুগ্রন্থকার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হওয়ায় দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই সকল গ্রন্থের দ্বারা বঙ্গসমাজের বিভিন্ন সময়ের পরিচয় জ্ঞাত হওয়া যায়। পদ্মাপুরাণও এই শ্রেণীর গ্রন্থ। বিভিন্ন সময়ে যতগুলি পদ্মাপুরাণ রচিত হইয়াছে, লেখকসহ তাহাদিগের পরিচয় সংগ্রহে অগ্রসর হইয়া সতীশ বাবু আমাদিগের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিনি নারায়ণ দেবের সময় ও বাসস্থান নিরূপণের যে সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সমীচীন। এতৎ সম্বন্ধে যতই অধিক আলোচনা হইবে ততই সুফলের আশা করা যায়। আমরা আগ্রহের সহিত তাঁহার সংগৃহীত পদ্মাপুরাণ ও তাহার বিভিন্ন লেখকদিগের পরিচয়াদি অবগত হইবার জন্য অপেক্ষা করিব।

সভাপতি মহাশয় সমালোচকের সহিত একমত হইয়া প্রবন্ধরচয়িতাকে ধন্যবাদ দিলেন।

এই অধিবেশনে কবিরাজ শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী আয়ুস্তত্ত্ব বিশারদ এবং প্রসিদ্ধ অধ্যাপক কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়দ্বয়ের মৃত্যুতে এ সভার পক্ষ হইতে শোক প্রকাশক প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, কবিরাজ মহাশয় তাঁহার তরুণ বয়সেই আয়ুর্ব্বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রন্থাদি পাঠের যে অপূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার রচিত "আয়ুর্ব্বেদে ম্যালেরিয়া" প্রবন্ধেই প্রকটিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য ও আর্য্য চিকিৎসাশাস্ত্রের একত্রে অধ্যাপন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু উভয়ের মধ্যে বিরোধের ভাবই আমরা সচরাচর দেখিতে পাই। স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয় এই বিরোধভাব দূর করিয়া উভয় শাস্ত্রের সামঞ্জস্য সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অকালে তাঁহকে হারাইতে হইল। বঙ্গদেশের বিশেষতঃ রঙ্গপুরের ইহা নিতান্তই দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। রঙ্গপুর পীরগাছার প্রসিদ্ধ কবিরাজবংশে ইনি শেষ আয়ুর্ব্বেদবিশারদ ছিলেন। ইঁহার স্থান সুদূর ভবিষ্যতেও পূর্ণ হইবে কি না সন্দেহ।

অধ্যাপক কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের একজন প্রধান পোষ্টা ছিলেন। পাতঞ্জল ও বেদান্ত দর্শনাদি দুরূহ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধন করিয়াছিলেন। এরূপ অধ্যাপকের মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইল। অধিকাংশ স্থলে অধ্যাপকমণ্ডলী স্বীয় অধ্যাপনার ফল মাতৃভাষায় প্রকাশ করিয়া দেশবাসীকে জ্ঞানদান করিতে সম্পূর্ণ উদাসীন। এরূপস্থলে পণ্ডিত কালীবরের অভাব দেশবাসী বিশেষ রূপে অনুভব করিবেন। এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইয়া সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল।

স্বর্গীয় মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের মৃত্যুতে সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহকারী সভাপতি মহাশয়দ্বয় যে টেলিগ্রাম করেন, তাহা প্রাপ্ত হইয়া দেওয়ান শ্রীযুক্ত রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর যে পত্রোত্তর প্রেরণ করেন, তাহা সভায় পঠিত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি আট ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
সহঃ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী
সভাপতি

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

রবিবার ১৭ই অগ্রহায়ণ (১৩১৮) ৩রা ডিসেম্বর (১৯১১)

স্থান—কার্য্যালয়, সময়—অপরাহ্ণ ৫টা।

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ সভাপতি।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই
„ নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী বি, এল্
„ মথুরানাথ দে মোক্তার
„ মদনগোপাল নিয়োগী
„ কালীপদ বাগ্‌চী (ছাত্রসভ্য)
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদিরক্ষক

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার
„ প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকিল
„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্
„ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন
„ পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ
„ পণ্ডিত যাদবচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যরত্ন

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারীসম্পাদক ও অন্যান্য।

আলোচ্য-বিষয়

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্যনির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ (ক) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যাদবচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যরত্ন মহাশয়ের রচিত "প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাপ্রচার" (খ) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন মহাশয়ের রচিত আয়ুর্ব্বেদ চতুর্থ ও পঞ্চম প্রবন্ধ (শুক্রশোণিত)। ৫। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত "চন্দ্রকান্তসিংহ-নরেন্দ্রস্য" নামাঙ্কিত অষ্টকোণাকৃতি রৌপ্যমুদ্রা; (খ) শ্রীযুক্ত বলিমামুদ সাহা সংগৃহীত কতকগুলি প্রাচীন পত্র ও দলিল। ৬। আনন্দ প্রকাশ—শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ রাজ রাজেন্দ্র-নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের রাজ্যভার গ্রহণে। ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ

গত ৪র্থ ও ৫ম অধিবেশনদ্বয়ের কার্য্যবিবরণ সহকারী সম্পাদক কর্তৃক পঠিত ও সভাপতি মহাশয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইল।

এই অধিবেশনে নূতন কোনও সভ্য নির্ব্বাচিত হয় নাই বা কোন গ্রন্থ উপহার পাওয়া যায় নাই।

সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের কোচবিহার রাজ্যভার গ্রহণে এই সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি তাঁহার সুযোগ্য পিতৃদেবের পদানুসরণ করিয়া এই সভার পৃষ্ঠপোষকের স্থান অধিকার করিবেন, সভা এরূপ আশা করেন। এই মর্ম্মে তাঁহার নিকট দেওয়ানবাহাদুরের মধ্যবর্ত্তিতায় আবেদনপত্র পাঠান হউক। তাঁহার এই সাধু প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত পুর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ কর্ত্তৃক সংগৃহীত "চন্দ্রকান্ত সিংহ নরেন্দ্রস্য" নামাঙ্কিত অষ্টকোণাকৃতি মুদ্রা প্রদর্শিত ও সভার ব্যয়ে তাহা ক্রয় করা স্থির হইল।

শ্রীযুক্ত বলিমামুদ সাহা সংগৃহীত এবং সভার গ্রন্থাগারে উপহৃত প্রাচীন দলিল পত্রগুলি সভার গ্রন্থাদিরক্ষক শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদর্শন করিলে সংগ্রাহককে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ বিজ্ঞাপিত হইল। এই সকল দলিলের সবিবরণ তালিকা সভায় পঠিত হইল। বার্ষিক কার্য্যবিবরণের সহিত তাহা মুদ্রিত হইবে।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যাদবচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যরত্ন মহাশয় তাঁহার "প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা-প্রচার" এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় তাঁহার আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে ৪র্থ ও ৫ম প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

পঠিত প্রথম প্রবন্ধ সম্বন্ধে উপস্থিত সভ্যগণ কোনও মতামত প্রকাশ না করায় সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রথম প্রবন্ধের মুখবন্ধ সুন্দর হইয়াছে। বিচারাংশে কোনও কোনও স্থানে প্রমাণাভাব লক্ষিত হয়। আয়ুর্ব্বেদে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক শবচ্ছেদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ইহার প্রমাণ প্রদত্ত হয় নাই। আশা করি লেখক মহাশয় এ বিষয়ে আগামী অধিবেশনে আমাদিগের সংশয় দূর করিবেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ সভায় ধারাবাহিক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রালোচনার জন্য লিখিত হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয় তাঁহার এই প্রবন্ধে শুক্রশোণিত সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত আহূত হইলে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যাদবচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যরত্ন মহাশয় বলিলেন যে, শুক্রে কীটাণু আছে, ইহা চলিত আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। লেখক কোন্ গ্রন্থে ইহা দেখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে ভাল হইত। সভাপতি মহাশয় সমালোচকের সহিত এবিষয়ে একমত হইয়া কবিরাজ মহাশয়কে প্রমাণ উপস্থিত করার জন্য অনুরোধ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক

মৌলবী তসলিমউদ্দীন আহম্মদ
সভাপতি

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

রবিবার, ২৯শে পৌষ (১৩১৮) ১৪ জানুয়ারী (১৯১২)

স্থান—কার্য্যালয়, সময়—অপরাহ্ণ ৫টা।

উপস্থিতি

অনারেবল মৌলবী খাঁন্ তসলিম উদ্দীন আহাম্মদ বাহাদুর বি, এল্ সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি এল্ সহঃ সভাপতি

" ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সহঃ সভাপতি

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি এল্
" প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল
" কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন
" দীননাথ বাগছী বি, এল্
" অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্
" কালীনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল্
" সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল্
" সতীশচন্দ্র রায় বি, এল্
" উপেন্দ্রনাথ সেন উকীল
" যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল
" কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ
" সত্যেন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী জমিদার
" নবাবজাদা এ, এফ, এম্ আবদুলআলী এম্, এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট
" যোগেশচন্দ্র সরকার বি এল্
" প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী
" হরিনাথ অধিকারী
" চন্দ্রমোহন ঘোষ
" হেমচন্দ্র সেন
" মদনগোপাল নিয়োগী
" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদিরক্ষক

শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক ও অন্যান্য

আলোচ্য বিষয়

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্রগুপ্ত এম, এ, বি, এল মহাশয় রচিত "শ্রীযুক্ত গোখেলের শিক্ষাবিল ও বাঙ্গালাসাহিত্য"। ৫। প্রদর্শন—গ্রন্থাদি রক্ষক শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বেলপুকুর পল্লীসাহিত্যপরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী উপহৃত ১৬ খানি এবং উক্ত পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত বলিমামুদ সাহার উপহৃত ৩২ খানি প্রাচীন দলিল। ৬। আনন্দ প্রকাশ—সভ্যগণের মধ্যে রাজসম্মান লাভে। ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী সহকারী সভাপতি মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনারেবল মৌলবী খান্ তসলিম উদ্দীন আহম্মদ বাহাদুর অদ্যকার অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস মকদুমপুর, মালদহ	সম্পাদক	শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
„ হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী উকীল রায়পুর-মধ্যপ্রদেশ	শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বাগছী	„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
„ রমেশচন্দ্র রায় মহাফেজ জজকোর্ট (রঙ্গপুর)	„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়
„ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল (৩য় বার) নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর	„ দীননাথ বাগছী	„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
„ সুরেন্দ্রনাথ সেন বি এল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর (২য় বার)	„ অতুলচন্দ্র গুপ্ত	„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়
„ সর্ব্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বড়ুলস্কর, পোষ্ট কাকিনা, রঙ্গপুর	„ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়	„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার

বিগত ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অনুমোদন অনুসারে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়কে বিশেষ সভ্য নির্ব্বাচন করার জন্য প্রস্তাব করিলে শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমর্থন করিলেন। তাহা সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হওয়ায় তিনি বিশেষ সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

ধন্যবাদপুরঃসর নিম্নলিখিত পুস্তক সভার গ্রন্থাগারে অর্পিত হইল।

গ্রন্থের নাম	উপহারদাতা
শব্দার্থপ্রকাশিকা	শ্রীকালীপদ বাগছী
মালতী	শ্রীশ্রীশগোবিন্দ সেন

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল মহাশয় তাঁহার রচিত "শ্রীযুক্ত গোখেলের শিক্ষা-বিল ও বাঙ্গালাসাহিত্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত আহুত হইলে উপস্থিত সভ্যগণ কোনও মতামত প্রকাশ না করায় সভাপতি মহাশয় বলিলেন, দুই একস্থান ব্যতীত প্রবন্ধ অতিসুন্দর হইয়াছে।

বাঙ্গালী মুসলমানগণের ভাষা যে বাঙ্গালা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই বিলে যে মুসলমানগণের উপকার হইবে, তাহাই আমার বিশ্বাস। প্রাথমিক শিক্ষার যে বয়স নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে যে বালকগণ বিশেষ উপকৃত হইবে তাহা বোধ হয় না।

গ্রন্থাদিরক্ষক শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বেলপুকুর পল্লী-সাহিত্যপরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ীর উপহৃত ১৬খানি এবং উক্তপরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত বলিমামুদ সাহার ৩২ খানি প্রাচীন দলিল প্রদর্শিত এবং উপহার দাতাকে ধন্যবাদ বিজ্ঞাপিত হইল।

ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের মুকুটোৎসব উপলক্ষে এই সভার সভ্য কাকিনাধিপতি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী মহাশয়ের রাজোপাধিলাভ এবং কুণ্ডীর ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী, নলডাঙ্গার অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ এবং সৈয়দ আবুল ফত্তাহ সাহেব, বাহিরবন্দ পরগণার নায়েব শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, এম, এ. বি, এল, নীলফামারীর উকীল শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল মহাশয়গণের সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত সভা হইতে আনন্দ প্রকাশের প্রস্তাব শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত করিলেন, উহা শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পরে রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

রবিবার, ২৮ মাঘ (১৩১৮) ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯১২)

স্থান—কার্য্যালয়, সময়—অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকা

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ বাহাদুর সভাপতি
" ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সহকারী সভাপতি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন
" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদি রক্ষক
" কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকারণ-পুরাণতীর্থ
" ডাঃ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম্, এস

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন
„ কুঞ্জবিহারী রায় এম, এ, বি, এল	„ পণ্ডিত যাদবচন্দ্র কাব্যতীর্থ
„ বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল	„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল,
„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	„ শ্রীচন্দ্র সেন গুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।	„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
	সহকারী সম্পাদক ও অন্যান্য

আলোচ্যবিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্যনির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদজ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ তর্করত্ন মহাশয়ের রচিত "ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে পরমাণুতত্ত্ব"। ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংগৃহীত দুইটি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা। ৬। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ

গত সপ্তম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ যথারীতি গৃহীত হইল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ কবিরাজ পোষ্ট গোবরাছড়া (কোচবিহার)	শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুস্তফী	শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
„ উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পোঃ উলিপুর, ধামশ্রেণী, রঙ্গপুর।	„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	ঐ
„ নৃত্যলাল সরকার হাফলং, উত্তরকাছার	„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার	" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
" ভবানন্দ সরকার পোঃ গোবরাছড়া, কলিমারী (কোচবিহার)	" পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	ঐ
" কুঞ্জবিহারী রায় এম,এ, বি,এল, ২য় শিক্ষক নর্ম্মালস্কুল (রঙ্গপুর)	„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	„ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত
„ যাদবচন্দ্র দাস তুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।	„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার "ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনে পরমাণুতত্ত্ব" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন—প্রবন্ধলেখক এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সভার গৌরববৃদ্ধি করিলেন এবং তিনি রঙ্গপুর উপস্থিত থাকাসত্ত্বেও ইতঃপূর্ব্বে এই প্রকার প্রবন্ধ সভায় পাঠ না করায় সভা অত্যন্ত দুঃখিত। সভা আশা করেন, ভবিষ্যতে প্রবন্ধলেখক এই জাতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সভার পুষ্টিসাধন করিবেন।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার সংগৃহীত মুদ্রা দুইটি যথা-সময়ে আসিয়া না পৌঁছায় প্রদর্শিত হইতে পারিল না। আগামী কোনও অধিবেশনে প্রদর্শিত হইবে।

অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার — শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক। — সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

রবিবার ২৭ ফাল্গুন (১৩১৮) ১০ই মার্চ্চ (১৯১২)

অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকা।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদজ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি,এ মহাশয়ের রচিত "প্রাচীন শিক্ষায় পুরাণের স্থান।" ৬। শোকপ্রকাশ—স্বর্গীয় মনোমোহন বসু ও স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে। ৬। উত্তরবঙ্গসাহিত্যসম্মিলনের দিনাবধারণ ও সভাপতি-নির্ব্বাচন। ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ,
„ মথুরানাথ দে মোক্তার	„ কুঞ্জবিহারী হার এম, এ, বি, এল,
„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল্	„ নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী বি, এল
„ প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল	„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ সম্পাদক।

এই অধিবেশনে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় সর্ব্বসম্মতিতে অদ্য দিবসীয় অধিবেশন স্থগিত করিয়া আগামী চৈত্র মাসের প্রথমে উহা পুনরাহ্বান করিতে হইবে এরূপ নির্দ্ধারিত হইল।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার — শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক। — সভাপতি।

স্থগিত নবম মাসিক অধিবেশন

রবিবার ১১ই চৈত্র (১৩১৮) ২৪শে মার্চ্চ (১৯১২)

স্থান—সভার কার্য্যালয়, সময়—অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকা

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর সভাপতি।

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সহকারী সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য বি এল্
„ সতীশচন্দ্র শিরোমণি
„ নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ
„ প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী বি, এল
„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল
„ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার
„ মদনগোপাল নিয়োগী
„ মৌলবী মহম্মদ হাফেজ উল্লা

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী হার এম্, এ, বি, এল্
„ গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত
„ মথুরানাথ দে মোক্তার
„ নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী বি, এল্
„ কাশীকান্ত মৈত্রেয়
„ মোহিনীমোহন লাহিড়ী জমিদার
„ শ্রীনাথ সরকার
„ প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদিরক্ষক

শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক ও অন্যান্য

আলোচ্য বিষয়

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্যনির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ৪। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী হার এম্, এ, বি, এল মহাশয়ের রচিত "পঞ্চভূত" (খ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি এ মহাশয়ের রচিত "প্রাচীন শিক্ষায় পুরাণের স্থান। ৫। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দিনাবধারণ ও সভাপতি-নির্ব্বাচন। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনে যোগদানের জন্য এই সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন। ৭। বিবিধ।

গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

নিয়োক্ত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত কাশীকান্ত মৈত্রেয় পাতালেশ্বর, বেণারসসিটি	শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু	শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
„ বেণীমাধব দাস উকিল গাইবান্ধা, রঙ্গপুর	„ তারাসুন্দর রায়	„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার

সভ্য	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য (ছাত্রসভ্য) রঙ্গপুর টোল	শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার	শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ
„ মৌলবী মহম্মদ হাফেজউল্লা মুন্সীপাড়া, রঙ্গপুর।	„ মথুরানাথ দে	„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত গ্রন্থ উপহৃত হইলে উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদপুরঃসর সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল।

গ্রন্থের নাম	উপহারদাতার নাম
পালিপ্রকাশ (রঙ্গপুরপরিষদ্-গ্রন্থাবলী)	শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী
সনাতন ধর্ম্মসঙ্গীত	„ অতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী হার এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় তাঁহার রচিত "পঞ্চভূত" নামক প্রবন্ধের প্রথমাংশ পাঠ করেন। আগামী মাসিক অধিবেশনে অবশিষ্টাংশ পঠিত হইবে, এবং সম্পূর্ণ প্রবন্ধ পঠিত হইলে প্রবন্ধ সম্বন্ধে সভ্যগণ মতামত প্রকাশ করিবেন। সভাপতি মহাশয় এই প্রবন্ধের প্রভূত প্রশংসা করিয়া বলিলেন, এই শ্রেণীর প্রবন্ধ যত অধিক রচিত পঠিত ও আলোচিত হয় ততই মঙ্গলের বিষয় এবং এই প্রকারে প্রবন্ধ দ্বারা চিন্তাশক্তি বর্দ্ধিত ও প্রসারিত হয়। এই প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী হার মহাশয় বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

আগামী ২৪।২৫ চৈত্র শনি ও রবিবার উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশনের দিন স্থির করা হইল এবং শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্, এ, বি, এল্ মহাশয়কে উহার সভাপতি মনোনীত করা হইল।

সাহিত্যসম্মিলনে যোগদিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রতিনিধি *

রঙ্গপুর

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ
„ „ এককড়ি স্মৃতিতীর্থ
„ „ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল
„ মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী জমিদার
„ শশীমোহন অধিকারী
„ কুঞ্জবিহারী বর্ম্মা জমিদার
„ যোগেশচন্দ্র সরকার বি, এল্
„ সারদাপ্রসাদ লাহিড়ী
„ ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য

* প্রতিনিধিগণের মধ্যে যাঁহারা সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কেবলমাত্র তাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইল।

শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস
„ গোবিন্দকেলী মুন্সী জমিদার
„ সারদামোহন রায় জমিদার
„ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়
„ হেমচন্দ্র সান্যাল
„ বসন্তকুমার লাহিড়ী
সম্পাদক বেলপুকুর পল্লীপরিষৎ
„ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল্
„ রামপদ ঘটক
„ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্
„ মদনগোপাল নিয়োগী
„ গোপালচন্দ্র ঘোষ বি,এ
„ রজনীচন্দ্র সান্যাল
„ ধরণীধর অধিকারী
„ বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় জমিদার

দিনাজপুর

„ অনারেবল কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ
„ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল

শ্রীযুক্ত ডাঃ ব্রজনাথ সান্যাল
„ যতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল্
„ যোগেশচন্দ্র দত্ত বি, এল্
„ উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত চৌধুরী

রাজসাহী

„ শ্রীরাম মৈত্রেয়
„ রামপ্রসাদ চন্দ বি, এ

বগুড়া

„ প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল্
„ কুমুদবিহারী রায় জমিদার
„ নলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল
„ মোহিনীমোহন মৈত্রেয়
„ প্রমথনাথ মুন্সী জমিদার
„ রাধাকান্ত সরকার

মালদহ

„ হরিদাস পালিত

গোয়ালপাড়া

„ গঙ্গাচরণ সেন

কোচবিহার

„ চৌধুরী আমানতুল্ল্যা আহাম্মদ জমিদার

স্বর্গীয় মনোমোহন বসু ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ প্রস্তাব উপস্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন
সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন

১১ বৈশাখ (১৩১৯) ২৪ এপ্রিল (১৯১২) বুধবার

স্থান—কার্য্যালয় রঙ্গপুর ধর্ম্মসভা-গৃহ, সময়—অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা

আলোচ্য বিষয়

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৩। সভ্যনির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী হার এম্, এ, বি, এল মহাশয়ের রচিত "পঞ্চভূত" প্রবন্ধের শেষাংশ (খ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ মহাশয়ের রচিত 'প্রাচীন শিক্ষায় পুরাণের স্থান'। ৫। বিবিধ।

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদিরক্ষক
,, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল
,, দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন
,, প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী হার এম, এ, বি, এল্
,, মোহিনীমোহন লাহিড়ী জমিদার
,, গোপালচন্দ্র দাস
,, অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ সম্পাদক

অদ্যকার অধিবেশনে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় সর্ব্বসম্মতিতে এই অধিবেশন স্থগিত রাখিয়া বর্ত্তমান মাসের শেষে অথবা আগামী মাসের প্রথমে পুনরাহ্বান করিতে হইবে এরূপ নির্দ্ধারিত হইল।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন
সভাপতি।

স্থগিত দশম মাসিক অধিবেশন

৬ই জ্যৈষ্ঠ, (১৩১৯) ১৯মে (১৯১২) রবিবার

স্থান সভার কার্য্যালয়—রঙ্গপুর ধর্ম্মসভাগৃহ, সময় অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন সভাপতি
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ সহকারী সভাপতি
,, রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল সহকারী সভাপতি

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন
,, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল্
,, পূর্ণেন্দুশেখর বাগছী
,, উমাকান্ত দাস বি, এল
,, প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী হার এম্, এ, বি, এল্,
,, কুঞ্জবিহারী বর্ম্মা জমিদার
,, প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী জ্যোতীরত্ন
,, মথুরানাথ দে মোক্তার
,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদিরক্ষক

,, অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক ও অন্যান্য

আলোচ্য বিষয়

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৩। সভ্যনির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী হার এম্, এ, বি, এল্ মহাশয়ের রচিত "পঞ্চভূত" প্রবন্ধের শেষাংশ (খ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি,এ মহাশয়ের রচিত "প্রাচীন শিক্ষায় পুরাণের স্থান"। ৫। প্রদর্শন—(ক) বেলপুকুর পল্লী-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার লাহিড়ী কর্ত্তৃক উপহৃত ৪টি প্রাচীন মুদ্রা (খ) শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী এম্, আর, এ, এস্ উপহৃত গ্রীস্‌দেশীয় রতি ও কামদেবের আলোকচিত্র (গ) ছাত্রসভ্য শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক উপহৃত প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বিভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। ৬। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ

গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন মহাশয়ের উপহৃত রঙ্গপুর-পরিষদ্-গ্রন্থাবলীভুক্ত "বগুড়ার ইতিহাস" ধন্যবাদ পুরঃসর সভায় গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্য	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রক্ষিত পোষ্ট ঘাটনগর, দিনাজপুর।	শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্রেয়	শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
,, যোগেশচন্দ্র আচার্য্য পোষ্ট বদলগাছি, (রাজসাহী)	ঐ	ঐ
,, পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯নং হরিশ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট, কলিকাতা	সম্পাদক	,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাদিরক্ষক শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী উপহৃত চারিটি প্রাচীন মুদ্রা, শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী উপহৃত গ্রীস্ দেশীয় রতি ও কাম-দেবের আলোকচিত্র, এবং শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক উপহৃত প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বিভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রদর্শিত ও ধন্যবাদপুরঃসর সভার চিত্রশালায় গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী হার এম্, এ, বি, এল, মহাশয় তাঁহার রচিত "পঞ্চভূত" প্রবন্ধের শেষাংশ পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ তর্করত্ন মহাশয় প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের ও রচয়িতার অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন—আজ আমাদের দেশীয় ও ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ একজন লেখক হিন্দুদর্শনের সারবত্তা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। এই প্রকার অনেক কথা বলিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন।

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের "প্রাচীনশিক্ষায় পুরাণের স্থান" প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের উচ্চ সমালোচনা করেন।

অনন্তর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক রাত্রি ৮ ঘটিকায় সময় সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন
সভাপতি।

একাদশ মাসিক অধিবেশন

২৭শে জ্যৈষ্ঠ (১৩১৯; ৯ই জুন (১৯১২)

স্থান—কার্য্যালয়—সময়—অপরাহ্ন ৫॥০ টা

উপস্থিতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন সভাপতি

শ্রীযুক্ত কে, সি, দে এম্ এ আই, সি এস্ ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রঙ্গপুর

" পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সহকারী সভাপতি

" রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল বাহাদুর সহকারী সভাপতি

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদিরক্ষক

" রাধারমণ মজুমদার জমিদার

" অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার

" নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ

" কুঞ্জবিহারী হার এম এ বিল

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন লাহিড়ী জমিদার

" সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত

" রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য বি, এল

" উপেন্দ্রনাথ সেন

" রাসবিহারী ঘোষ

" হেমচন্দ্র সেন

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুশেখর বাগছী
„ লোকনাথ দত্ত
„ চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারশিয়ার
„ শরচ্চন্দ্র মজুমদার মার্চেন্ট
„ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন কবিরাজ

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল
„ বসন্তকুমার লাহিড়ী সম্পাদক
বেলপুকুর পল্লীপরিষৎ
„ বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল
সহকারী সম্পাদক ও অন্যান্য

আলোচ্য বিষয়

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ৩। সভ্যনির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের রচিত "তত্ত্বালোচনায় প্রমাদ। ৫। প্রদর্শন—কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা ও মূর্ত্তি। ৬। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ

এই অধিবেশনে রঙ্গপুরের সুযোগ্য সাহিত্যোৎসাহী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কে, সি, দে এম্ এ, আই, সি, এস্ মহোদয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক যোগদান করিয়া সভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

সভার প্রারম্ভে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন সভাপতি মহোদয় এই সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের কঠিন পীড়া এবং বিগত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় কলিকাতায় প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগের বিষয় সভায় বিজ্ঞাপিত করিয়া সম্পাদক মহাশয় তাঁহাকে সমবেদনা প্রকাশক পত্রের উত্তরে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেন। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার দুঃসহ শোকের মধ্যেও পরিষদের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইবেন না ইহা অবগত হইয়া সভ্যগণ তাঁহার কর্ত্তব্য নিষ্ঠার প্রশংসা করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভার পক্ষ হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য কামনা করিয়া সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র প্রেরণের ভার সভাপতি মহাশয়ের উপরে অর্পিত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কালেক্টার সাহেববাহাদুরের অভ্যর্থনা প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের জন্মাবধি স্থানীয় রাজপুরুষগণের মধ্যে যাহারা সর্ব্বপ্রধান আসন অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কাহারও এই সভার মাসিক অধিবেশনে শুভাগমন হয় নাই, অদ্য পরিষদের এই পরিতাপ একজন সহৃদয় সাহিত্যোৎসাহী রাজপুরুষের দ্বারা প্রশমিত হইল। জেলার সর্ব্ববিষয়ের কর্ত্তৃত্বভার যাহার উপরে ন্যস্ত, তাঁহার পক্ষে পরিষদের প্রতি উদাসীন থাকা কখনই সঙ্গত নহে। জ্ঞানালোচনার উপরেই সর্ব্ববিধ উন্নতি নির্ভর করিয়া থাকে। পরিষদ্ এই জ্ঞানালোচনার ক্ষেত্র হওয়ায় সকলেরই প্রিয়তম হইয়াছে। যিনি আপন প্রতিভাবলে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত এবং অত্যল্প কালের মধ্যে রঙ্গপুর সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছেন তাঁহাকে একথা স্মরণ করাইয়া

দেওয়া বাহুল্যমাত্র। পরিষদের প্রতিষ্ঠা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকিয়া রঙ্গপুরের গৌরব বৃদ্ধি হয় তৎপ্রতি তাঁহার সস্নেহ দৃষ্টি অবশ্যই পতিত হইবে। এই সভার প্রাণস্বরূপ শ্রীমান্ সুরেন্দ্র পীড়িত ও শোকগ্রস্ত হইয়া শৈলবাস করিতেছে। সে উপস্থিত থাকিলে সমাগত রাজপুরুষের অভ্যর্থনা আজ পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইত। এই অভ্যর্থনায় তাহার অভাব প্রতি-পদেই অনুভব করিতেছি।

গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ যথারীতি পঠিত ও গৃহীত হইল। গ্রন্থোপহারদাতৃ-গণকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ বিজ্ঞাপিত হইল।

পুস্তকের নাম	উপহারদাতার নাম
আদর্শলিপিমালা	শ্রীআনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত
উপকথা	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি, এল

নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয় যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

সভ্য	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত কে, সি, দে আই, সি, এস্ ডিষ্ট্রীক্টম্যাজিষ্ট্রেট (রঙ্গপুর)	মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন	রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, বাহাদুর

বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অনুমোদনক্রমে শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী বি,এ ছাত্রসভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

গ্রন্থাদিরক্ষক মহাশয় কর্তৃক কালেক্টার সাহেব বাহাদুরকে সভার চিত্রশালাস্থিত বহুবিধ প্রাচীন মূর্ত্তি, মুদ্রা, ইষ্টকলিপি প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল। কালেক্টার সাহেব বাহাদুর এই সকল ঐতিহাসিক নিদর্শন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিয়া সভার সংগ্রহ নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয় তাঁহার স্বাভাবিক জলদগম্ভীর ও শ্রুতিমধুর ভাষায় স্বরচিত পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ "তত্ত্বালোচনায় প্রমাদ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশার্থ গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতিকে অনুরোধ করা হইল। শ্রীযুক্ত কে, সি, দে আই, সি, এস্ মহাশয় বলিলেন, আমি পণ্ডিতরাজ মহাশয়ের প্রবন্ধ সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। ব্যাকরণে অধিকার না থাকিলে ঐতিহাসিকতত্ত্বে কিছুতেই প্রবেশ করা যাইবে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও পরিবর্ত্তন হইতেছে। ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত সে পরিবর্ত্তন কিছুতেই জানা যাইবে না। শব্দের ইতিহাস জানিতে হইলে শব্দশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ মহাশয় বলিলেন—সংস্কৃত না জানিলে ইতিহাস উদ্ধারের সম্ভাবনা কম। ভারতবর্ষের ইতিহাস জানিতে হইলে সংস্কৃত পালি প্রভৃতি ভাষায় জ্ঞান থাকা

চাই। সংস্কৃতে জ্ঞান থাকিলে পালিকে সহজে আয়ত্ত করা যায় নতুবা নহে। আমাদের দেশের হিন্দু সময়ের ইতিহাস নাই, শিলালিপি, মুদ্রা প্রভৃতি হইতে তাহা উদ্ধার করিতে হইবে। সুতরাং শব্দশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পুরাতন পণ্ডিতগণ ইহাতে তত মনোযোগী নহেন। যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তাঁহারা মনোযোগ করিলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে আগামী ১৯শে ও ২০শে ভাদ্র বুধ ও বৃহস্পতিবার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজনের সভাপতিত্বে ৭ম বার্ষিক অধিবেশনের দিন ধার্য্য করা হইল এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য মূল সভার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পত্র লেখা হউক।

১। শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্, এ দয়ারামপুর (রাজসাহী)
২। „ বরদাচরণ মিত্র ডিষ্ট্রীক্টজজ বীরভূম
৩। „ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ শ্রীহট্ট

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, আমাদের সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অদ্য সভায় যোগদান করিয়া সভাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তিনি যদি মাসিক অধিবেশনে মধ্যে মধ্যে যোগদান করেন তবে সভার প্রভূত উপকার হয়। সভার অর্থসম্পদ্ ও সভ্যসম্পদ্ বৃদ্ধি হয়। তিনি যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতেছেন। পরিষদের কর্ম্মচারিগণ তাঁহার নিকট অভাব জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার সাহায্য গ্রহণে তৎপর হউন। তিনি স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করুন।

সভাপতি মহাশয় ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি ৭৷৹টার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীবিধুরঞ্জন লাহিড়ী
সহকারী সম্পাদক

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন
সভাপতি